প্রকাশক—
শ্রীপ্রফুল্ল চরণ চক্রবর্ত্তী।
সেটেলমেণ্ট্ আফিস।
আলিপুরদুয়ার,
জেলা জলপাইগুড়ি।
ইং ১৬।১২।৫৫।

মূলগ্রন্থের ১—৫৬ পৃষ্ঠা এবং পরিচায়িকার ১—১৬ পৃষ্ঠা কলিকাতা সাধনা প্রেসে; পরিচায়িকার ১৭—১১৬ পৃষ্ঠা আলিপুরদুয়ার জয়ন্তী প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিসার্স লিমিটেডে; এবং ১১৭—১৪৫ পৃষ্ঠা আলিপুরদুয়ার নর্থ বেঙ্গল প্রেসে মুদ্রিত হইল।

শ্রীপ্রফুল্ল চরণ চক্রবর্ত্তী।
আলিপুরদুয়ার।
ইং ১৬/১২/৫৫।

সূচী-পত্র

চিত্র পরিচয়

সংক্ষেপ-নির্দ্দেশ

তুং—তুলনীয়

চর্য্যা বা চর্য্যাচর্য—চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়

উঃ গী—উত্তর গীতা

ব্রহ্মাণ্ড-পু—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ

ছাঃ উপ—ছান্দোগ্য উপনিষদ

মনু—মনু সংহিতা

মহা-শা—মহাভারত শান্তি পর্ব্ব

তৈ-ব্রা—তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণ

পাত-বিভূতি—পাতঞ্জল, বিভূতিপাদ

গো-চা-স—গোপীচাঁদের সন্ন্যাস

ঈশ—ঈশোপনিষদ্

চু—চুম্বন

স্ত—স্তন

শ্রী চৈ চাঃ—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

গী—গীতা

গো—বি বা গোঃ বি—গোরক্ষ বিজয়

পাত-সমাধি—পাতঞ্জল, সমাধিপাদ

মুণ্ড বা মুণ্ডক—উপনিষদ্ বিশেষ

যোগি-যাঃ—যোগিযাজ্ঞবল্ক্য

কাঠ বা কঠ—কঠোপনিষদ্

ঋ বা ঋক—ঋক্ বেদ

শ্বেতা—শ্বেতাশ্বতর

শিব-সং—শিব সংহিতা

বেঃ সু—বেদান্ত সূত্র

সাং-কা—সাঙ্খ্যকারিকা

ঘে বা ঘে-সং—ঘেরণ্ড সংহিতা

গো বা গো-সং—গোরক্ষ সংহিতা

[illegible]ঃ-সন—গোপীচাঁদের সন্ন্যাস

Dr. Srikumar Banerjee
M. A. Ph. D

31, Southern Avenue,
Calcutt--20
30. 11. 58.

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চরণ চক্রবর্ত্তীর 'নাথধর্ম্ম ও সাহিত্য' নামক গবেষণা গ্রন্থটি অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে পড়িলাম। এই গ্রন্থে তিনি 'হাড়মালা' নামে নাথ-সম্প্রদায়ের গূঢ় সাধনাতত্ত্ব সম্পর্কিত পুঁথি সম্পাদনা প্রসঙ্গে এই সাধনা পদ্ধতির ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করিয়াছেন। বাংলা প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্য প্রধানত বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মতবাদ ও সাধনা রহস্য অবলম্বনে লিখিত। সুতরাং এইগুলি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য বুঝিবার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আবার এই সমস্ত মতবাদ, নানারূপ সূক্ষ্ম বিভেদ থাক সত্ত্বেও, মূলত উপনিষদ ও হিন্দু দর্শনের যোগ সাধনার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত। কাজেই এই সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম মতের পারস্পরিক সাম ও বিভেদ ও হিন্দু দর্শনের মূলের সহিত উহাদের সংযোগ প্রতিপাদ বাংলা সাহিত্যের গবেষণার একটি প্রধান বিষয়।

এই বিভিন্ন মতবাদ সমষ্টির মধ্যে নাথ ধর্মের একটি বিশিষ্ট স্থা আছে। মঙ্গলকাব্য, বিশেষত ধর্ম মঙ্গলের মতবাদের মধ্যে অনা উপাদানের অস্তিত্ব প্রায় সর্বস্বীকৃত; কিন্তু এই মতবাদ ক্রমশ পরিবর্তি হইতে হইতে হিন্দু ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে প্রায় একীভূত হই স্বতন্ত্র ধর্মের মর্যাদা হারাইয়াছে। বৌদ্ধতান্ত্রিক, সহজিয়া, আউল-বাউ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধর্মগুলিও, হিন্দুধর্মের কেন্দ্রস্থলে প্রবেশাধিকা না পাইলেও, সাধন পদ্ধতির দিক দিয়া হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রের বিধিব্যূহে সহিত এক প্রকার মিশ খাইয়া গিয়াছে। কিন্তু নাথধর্ম, হিন্দু দর্শ তত্ত্বের সমগোত্রীয়তা স্বীকার করিলেও, অনেকগুলি কারণে নিজ স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়াছে। উহার সৃষ্টিতত্ত্ব, কায়সাধনা, যোগাভ্যাস পদ্ধা মোক্ষলাভের উপায় প্রভৃতির মধ্যে এমন একটি আদিমজাতি সুল উৎকট মৌলিকতা বিদ্যমান, যাহাতে ইহা হিন্দু সংস্কৃতির কাছাকা আসিয়াও উহার সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায় নাই। নাথধর্ম্ম বিষয়

পুঁথিগুলি অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতকের আগে লিখিতরূপ পরিগ্রহ করে নাই। ইহারা রংপুর, কুচবিহার প্রভৃতি আর্যেতর জাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে অশিক্ষিত জনসাধারণের মুখে মুখে ও হিন্দু সংস্কৃতির গভীর প্রভাবচিহ্নিত না হইয়াই প্রচলিত ছিল। আদিম সংস্কার ও জীবন বোধের বহু চিহ্ন উহাদের মধ্যে অবিকৃত ভাবে বর্তমান। সুতরাং উহারা সেই পরিমাণে পারিভাষিক শব্দ-কণ্টকিত ও আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট দুর্বোধ্য। এক গোরক্ষনাথ ছাড়া অন্য সমস্ত নাথযোগী ও সাধক—যথা হাড়িপা, ময়নামতী, গোপীচন্দ্র প্রভৃতি এখনও হিন্দু ধর্ম্ম স্বীকৃত যোগী গোষ্ঠীতে স্থান পায় নাই। সুতরাং এই নাথ ধর্মের ও উহাতে অনুসৃত যোগ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা যে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় তাহা সহজেই বুঝা যায়।

সেই দিক দিয়া প্রফুল্লবাবুর সম্পাদিত গ্রন্থ ও এতৎ সম্পর্কীয় আলোচনা বাংলা সাহিত্যে বিশেষ মূল্যবান ও তাৎপর্য বিশিষ্ট। প্রফুল্লবাবু পুঁথিটির সম্পাদনায় তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্ম্মসূত্রের পারস্পরিক যোগ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সচেতনতার পরিচয় দিয়াছেন। নাথ ধর্মের প্রায় প্রতিটি বিধি, উহার যোগ সাধনার প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের সহিত গীতা, উপনিষদ ও দর্শন শাস্ত্রসমূহের ও তন্ত্রশাস্ত্রের কোথায় মিল আছে, তাহা তিনি অভ্রান্ত অভিনিবেশের সহিত লক্ষ্য ও পরিস্ফুট করিয়াছেন। আবার ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্যও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাঁহার অভিনব ব্যাখ্যার আলোকে এখন 'ময়নামতীর গান' ও 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' প্রভৃতি গ্রন্থের হেঁয়ালীধর্মী সাধন রহস্যের গূঢ় তত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের পাঠকের নিকট স্বচ্ছ হইয়া উঠিবে ইহা আশা করা যায়। এ বিষয়ে ডাঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত ও ডাঃ কল্যাণী মল্লিক কিছুটা কাজ করিয়াছেন। প্রফুল্লবাবুর বইখানি এই কার্যকে আরও অগ্রসর করিয়া দিয়া আমাদের বোধসৌকর্যের সহায়তা করিয়াছে। ইহা অকুণ্ঠিত ভাবে বলা যায়।

তিনি যে জটিল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, সে বিষয়ে মত প্রকাশের অধিকার ও তাঁহার পাণ্ডিত্য-পরিমাপের শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। তাঁহার আলোচনা-পদ্ধতির প্রামাণ্যতা ও উৎকর্ষ

সম্বন্ধে বিচার করিবার যোগ্যতা আমার নাই। তিনি কি করি
আলোক জ্বালিলেন তাহা আমার নিকট রহস্যাবৃত থাকিলেও তাঁহ
আলোক জ্বালার ফলে যে আমরা পথ দেখিতে পাইতেছি ও গূঢ় রহস্যে
মর্মভেদে সক্ষম হইতেছি, এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-লব্ধ স্বীকৃতিই আ
অকুণ্ঠিতভাবে দিতে পারি। এবং হয়ত বঙ্গ সাহিত্যের এই অধ্যা
বিশেষজ্ঞতার দাবী করিতে পারে না এমন সমগ্র পাঠক গোষ্ঠীই আ
করি আমার মতের প্রতিধ্বনি করিবেন। অত্যন্ত সুখের বিষয় (
এ সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞানগভীরতা অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ মহামহো
পাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ এই আলোচনার উচ্ছ্বসিত প্রশং
করিয়াছেন ও ইহার মৌলিকতাকে স্বীকৃতি দান করিয়াছেন। বিদ
সমাজে তাঁহার অভিমতই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে, ইহাই সম্প
স্বাভাবিক।

পরিশেষে আমি গ্রন্থকারকে এরূপ একটি দুরূহ, তত্ত্ব-কণ্টকি
গ্রন্থের সুষ্ঠু সম্পাদনা ও এ বিষয়ে তথ্যপূর্ণ ও প্রজ্ঞাপ্রোজ্জ্বল আলোচনা
জন্য অভিনন্দন জানাই। যে কয়েকজন দুর্গম পথযাত্রী বহুপদ-চিহ্নি
রাজপথ ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত রত্নের অন্বেষণে অরণ্য-পর্বতের দুর্ভেদ্যতা
অনুপ্রবেশ করিতে সাহসী হইয়াছেন, প্রফুল্লবাবুর নাম তাঁহাদের মধ্যে
সম্মানিত স্থান লাভ করিবে বলিয়া আশা করি।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
অবসর-প্রাপ্ত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রস্তাবনা

শ্রীপ্রফুল্ল চরণ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের সহিত আমার স্বল্পকালের পরিচিতি। ঘটনাচক্রের পরিচয় কখনও কখনও ঐ জন্ম-লগ্নের কালসীমাকে অতিক্রান্ত করিয়া কালজয়ী হয়, ব্যক্তিবিশেষের সহৃদয়তায় এবং ঐকান্তিকতায়। যে গুণে ক্ষণকালের সহযাত্রী চির-কালের মিত্র হয়, শ্রীচক্রবর্ত্তীর মধ্যে তাহারই বিকাশ।

প্রফুল্লবাবু তাঁহার এই গ্রন্থখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট্ ডিগ্রীর জন্য গবেষণা-বিষয় হিসাবে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ 'নাথধর্ম ও সাহিত্য' গবেষণার মানদণ্ডে সফলতা অর্জন করে নাই। নানা মুনির নানা মত। অভিমন্যুর ন্যায় চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্যূহ ভেদ করিতে জানিতেন, কিন্তু অক্ষত দেহে বহির্গমনের পথ তাঁহার জানা ছিল না। এই গবেষণায় পরীক্ষক ছিলেন :—

ঢাকার ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাশীর মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুষ্টিমেয় বাঙ্লা সাহিত্য গবেষকদের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু দুঃখের সংগে লক্ষ্য করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই বিষয়ের সহিত সহমর্মিতা জন্মে নাই, ঐকান্তিকতা নাই, আর নিষ্ঠাও প্রায় সেই পরিমাণে। কারণ অনুসন্ধান আমার প্রসঙ্গ বহির্ভূত, হয়ত ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া শিথিল ক্রিয়াভঙ্গীর পশ্চাতে এমন কোন নির্বিশেষ ক্ষত আছে, যাহা সংখ্যাগরিষ্ঠ গবেষকদের বিষণ্ণচিত্তে এবং নিরুৎসাহে কাজ করিতে বাধ্য করিয়াছে। প্রফুল্লবাবুর বিষয়ের সহিত তাঁহার মানসক্রিয়ার সুসমঞ্জস গতিভঙ্গী লক্ষ্য করিয়াছি। যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণে তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসা প্রশংসাযোগ্য। নবীনের অতি উৎসাহ তাঁহাকে সংক্রামিত করে নাই, প্রবীণের নিরুৎসাহও গ্রাস করে নাই।

বরং নতুন উদ্যমে এই গ্রন্থখানাকে নতুন আলোকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা হিসাবে উপস্থিত করিবার প্রস্তুতি করিতেছেন। আলোচনা করিয়া মনে হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্র কেবলমাত্র তাঁহার অধীত পুঁথিগত বিদ্যা নয়, যোগ্য গুরুর নিকট হইতে দীক্ষিত জ্ঞান রূপেই অর্জিত।

*　　*　　*　　*

'হাড়মালা' পুঁথিকে কেন্দ্র করিয়া প্রফুল্লবাবু গবেষণা কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। নাথধর্মের সাধনপন্থা ও সাধনতত্ত্বের বিচারে এই পুঁথির গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিপূর্বে নাথধর্ম ও সাহিত্য লইয়া বহু গবেষণাপূর্ণ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সেই ধারার উত্তরসূরী হইয়াও এই গ্রন্থ নতুন আলোকসম্পাত করিবে—আমার বিশ্বাস।

'হাড়মালা' পুঁথির ইতিকথা বিস্তৃত নয়। বহুকাল পূর্বে শিলঙের (আসাম) রাজমোহন নাথ সর্বপ্রথম এই পুঁথিটির সন্ধান দেন। শুনিয়াছি চট্টগ্রাম (?) হইতে ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় একখানা 'হাড়মালা' পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বর্তমানে বোধ করি ঐ পুঁথিখানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত। শিলচরে (আসামে) নর্ম্যাল স্কুলে আর একখানা পাওয়া যায়। প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সংগৃহীত পুঁথিখানা ময়মনসিংহ জিলার যশোদল গ্রামের। শিলঙ, শিলচর ও যশোদলের তিনটি পুঁথির মধ্যে ভাষাগত সামান্য পার্থক্য ব্যতীত কোন মৌল বিভেদ নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি এখানে দেখিয়াছি, তাহাতেও ভাষাগত তারতম্য ছাড়া বিষয়ের কোন বৈষম্য সূচিত করে না।

শাব্দিক প্রভেদের নিদর্শন : পঞ্চপীঠ বর্ণনায়—

(ক) মহাপীঠ উড্ডিয়ান আর জলন্ধর
　　কামরূপ পূর্ণ গিরি শ্রীহট্ট কহি আর॥
　　　　　　(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি)

(খ) মহাপীঠ উজিয়াল আর জলধর।
　　কামরূপ পূর্ণ গিরি শ্রীহাট কহি আর—॥
　　　　　　(যশোদলের পুঁথি)

ঐ পুঁথিখানারও রচয়িতা একই ব্যক্তি, ফলে কোন স্বতন্ত্র উপকরণ না থাকিবারই বিশেষ সম্ভাবনা। দৃষ্টান্ত ঃ

শুনহ ভুবনজন হইয়া একমন।
যোগশাস্ত্র পাঁচালি রচিল দ্বিজ শত্রুঘন॥

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি)

চারখানা পুঁথির কবি একই ব্যক্তি দ্বিজ শত্রুঘন বা শত্রুগণ (শিলচরের পুঁথি—১০২ শ্লোক ঃ এই মতে বায়ু দেবী করিবা সেবন।
নাড়ী ভেদ রচিলেক দ্বিজ শত্রুগণ॥)

'হাড়মালা'র রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর (ইংরেজী মতে) মধ্য ভাগ, অবশ্য বাংলা সন তারিখে চিহ্নিত। যশোদলের পুঁথির সহিত 'নর্ম্যাল স্কুলের' পুঁথির রচনাকালের ব্যবধান আপাত দৃষ্টিতে দীর্ঘতর মনে হইলেও, প্রকৃত তথ্য অন্যরূপ। প্রমাণ-স্বরূপ পুঁথির শেষ অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

ইতি ব্রহ্মজ্ঞান হাড়মালা হর-পার্ব্বতি সংবাদে হরপার্ব্বতি কথনং সমাপ্ত। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং লেখন দোষঃ নাস্তিকং। ইতি সন ১২৮৪ বাং মাহ ১৬ শ্রাবণ। স্বাক্ষর ও স্বকীয় গ্রহস্থ শ্রীরামোচরণ নাথ পিতা শ্রীশ্রীহরিনাথ মহন্ত। সাকিন প বরাকপার মৌজে ভুদপাতলী।

পুঁথির অনুলেখক শ্রীরামোচরণ নাথের জ্ঞানের বহর দেখিয়া গ্রন্থখানির সাল তারিখে যাথার্থ্যে নির্ভর করা সমীচীন নয়।

সকল পুঁথিতেই সাধনতত্ত্ব এবং সাধনপন্থা এক। কাহিনী, এমন কি বলিবার ভঙ্গিটিতে পর্যন্ত এত সমধর্মিতা ও সাদৃশ্য আছে যে, পুঁথির রচয়িতা একাধিক ব্যক্তি হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

নীলকণ্ঠের কণ্ঠশোভন 'হাড়মালা'কে কেন্দ্র করিয়া কাহিনীর সূত্রপাত। 'হাড়মালা' পুঁথির হর-পার্ব্বতী মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে রূপায়িত শিবদুর্গারই প্রতিফলন। মঙ্গলকাব্যের ন্যায় এখানেও শঙ্কর শঙ্করী সুরপুরবাসী নয়, বরং চারিত্রধর্মে মর্ত্য লোকের অধিবাসী। আটপৌরে বাঙালী গৃহস্থ দম্পতি মধুর শান্ত প্রেমের ফল্গুধারায় অবগাহন করিয়া মান অভিমানের মধ্যে বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতেছেন মাত্র।

শঙ্করীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে, মান ও অভিমানের মধ্য দিয়া শঙ্কর সৃষ্টি-তত্ত্ব, মৃত্যু জয় করিবার কুশল উপায় এবং পরিশেষে শূন্যব্রহ্মে বিলয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

গ্রন্থের ভাষা ও অন্যান্য দিক্ পরবর্ত্তী আলোচনায় বিচার করা যাইবে।

সুদূর অতীতকাল হইতে ভারতবর্ষে নাথযোগী এবং সিদ্ধাচার্যদের কাহিনী সুপ্রচলিত। বাঙ্‌লা সাহিত্যের জন্মলগ্ন এই ধর্ম দ্বারা চিহ্নিত। অনেকে মনে করেন নাথধর্ম, বৌদ্ধধর্মের সহজিয়া তত্ত্ব এবং শৈবধর্মের শক্তিতত্ত্বের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সৃষ্টি লাভ করিয়াছে। 'কায়াসাধন' এই ধর্মের লক্ষ্য। সিদ্ধাচার্যেরা মানুষের মরদেহের অভ্যন্তরে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় এক বিচিত্র অপরূপ বিশ্বলোক নিরীক্ষণ করেন। এক রাজা আর এক রাণী এই রাজত্ব শাসন করেন। রাজ্যে অসংখ্য প্রজা, হাজার হাজার 'নাড়ী' লইয়া রাজা-রাণীর আধিপত্য। দুয়ো ও সুয়ো রাণীর মতই রাজা-রাণীর বনিবনা হয় না, উভয়ের মিলনেই শাশ্বত শান্তি লাভ হয়। নাভিমূলের নিম্নতর দিকে কুলকুণ্ডলিনী বা শক্তির অধিষ্ঠান, আর সহস্রার চক্রে মস্তকে শিব অবস্থান করেন। দেহের রাজ্যে এই দুই শক্তির লীলাই সিদ্ধাচার্যের সাধনা। সাধনার নানান পদ্ধতি, শতেক পন্থা। মূলাধার এবং সহস্রার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পারস্পরিক, কিন্তু বিপরীতমার্গী। প্রধানা সহচর সহচরীদের অবলম্বনে চক্রের এই সাধন-লীলা আবর্তিত হয়। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না বৃন্দাবনের বৃন্দাদূতীদের ন্যায় ভূমিকা গ্রহণ করে। 'হাড়মালা' গ্রন্থে সেই সাধনারই ইতিবৃত্ত। কূটস্থ শক্তির গূঢ় তত্ত্বই ইহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

চর্যাপদে নাথধর্মের ইংগিত থাকিলেও, এই ধর্মের মূল সাহিত্যিক নিদর্শনগুলি বহু পরবর্তী যুগে প্রকাশ লাভ করে। গোরক্ষ-বিজয়, মীন-চেতন, ময়নামতীর গান, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস প্রভৃতি গ্রন্থগুলির প্রথম আবির্ভাব অষ্টাদশ শতাব্দীতে। মনে হয়, এই ধর্ম মুখে মুখে বহুদিন ব্যাপিয়া প্রচারিত হইলেও সাহিত্যাকারে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালে রূপ পরিগ্রহ করে। হাড়মালা পুঁথির তারিখ অনুসারে উপরোক্ত গ্রন্থগুলির রচনা কাল হইতে এই গ্রন্থের কাল-ব্যবধান প্রায় একশত

বৎসরের। বাঙলা সাহিত্যের আলো-আঁধারি রহস্যময় প্রাচীনযুগের পুঁথির রচনা কাল সঠিক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য কর্ম। কত পুঁথি কত জায়গায় যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কে তাহার হদিশ রাখে? সুতরাং সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে দুই একশত কালের ব্যবধান কিছুই মনে হয় না। পুঁথির অনুলেখক গোষ্ঠী লিপি প্রমাদে এই কালরহস্যকে অধিকতর দুরূহ এবং কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছে।

আভ্যন্তরীণ বিচারে 'হাড়মালা' গ্রন্থ প্রাচীনযুগের সৃষ্টি বলিয়া অনুমিত হয়, যদিও বাহ্য বিচার বিরূপ রায় দেয়। গ্রন্থের বিষয়বস্তু প্রাচীনকালের হইলেও, ভাষাতত্ত্বের নিদর্শন সেই অনুপাতে অর্বাচীন কালের। এমন কি গোরক্ষবিজয়, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস হইতেও পরবর্ত্তী যুগের।

ভাষায় প্রাচীনতার প্রভাব বেশি না থাকিলেও, গুহ্য তত্ত্বকথা আদিকালেরই নির্দেশনা দেয়। এই যুক্তির সমর্থনে নাথসাহিত্যের দুইটি কাহিনীর দুই একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'গোরক্ষ বিজয়'-গ্রন্থে কামিনী-মোহগ্রস্ত মীননাথের চেতনা সঞ্চারে শিষ্য গোরক্ষনাথ মোহিনী নর্তকীর ছদ্মবেশে গুরুকে 'মহাজ্ঞান' শিক্ষা দিয়াছেন।

'ময়নামতীর গানে' রাণী ময়নামতীকে (অনেকের মতে সিদ্ধা হাড়ী-পাকে) সিদ্ধযোগের ফলস্বরূপ বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা দিতে হইয়াছে। এই সমস্ত অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের মূল যোগসাধনা, তাহার তত্ত্ব ও সঠিক পন্থা।

ময়নামতীর গানেই পরিশেষে হাড়ীপা রাজকুমার গোপীচন্দ্রকে রাণী অদুনা ও পদুনা প্রমুখাদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার মানসে 'যোগচক্র' সৃষ্টি করেন। 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' গ্রন্থের এই যোগচক্র এবং গোরক্ষ বিজয়ের 'মহাজ্ঞান' হাড়মালা গ্রন্থের সাধনতত্ত্ব ও পন্থাকেই প্রতিধ্বনিত করে।

'হাড়মালা' গ্রন্থে 'ময়নামতীর গান' এবং গোর্খবিজয়ের কাহিনী নাই, কেবলমাত্র অন্তর্নিহিত কাহিনীর সুরের আভাস পাওয়া যায়। 'যোগচক্র' ও 'মহাজ্ঞান'-এর পুঙ্খানুপুঙ্খ দীর্ঘতর বর্ণনা এই 'হাড়মালা' গ্রন্থে। যে যোগবলে মৃত্যু ইচ্ছাধীন হয়, তাহার পন্থা এবং তত্ত্ব

'হাড়মালা' ব্যতীতও অন্য দুই একখানি গ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু যে সাধনপন্থায় সিদ্ধদেহকে শূন্যে বিলীন করা যায় তাহার উল্লেখ বর্তমান গ্রন্থ ব্যতিরেকে অন্যত্র দুর্লভ। সুতরাং সাধনতত্ত্ব এবং পন্থার বিচারে এই গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিহার্য।

'হাড়মালা' পুঁথিকে যিনি প্রচুর তথ্য এবং তুলনা মূলক আলোচনায় সম্পাদনা করিয়াছেন, তাঁহার রচনানৈপুণ্য সম্পর্কে গুটিকয়েক কথা না বলিলে ভূমিকা অঙ্গহীন হইবে।

শ্রীচক্রবর্ত্তী গ্রন্থের অন্তর্নিহিত গুহ্য সাধনতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়াছেন 'চন্দ্রসাধন-নাথযোগী', 'নাথ-নিরঞ্জন' প্রভৃতি অধ্যায়গুলিতে। জটিল সাধনতত্ত্ব তাঁহার বিশ্লেষণের প্রসাদগুণে পাঠকের নিকট সহজতর ও বোধগম্য হইয়া উঠে। ব্যাখ্যানের স্থানে স্থানে এই বিষয়ের উপর তাঁহার পাণ্ডিত্যের গভীরতার স্পর্শ পাওয়া যায়। অবশ্য সাবলীল-ভঙ্গি সর্বত্র তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই, হয়ত তাঁহার নিজের রচনা-বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা বিষয়ের নিজস্ব দুরূহতা ইহার জন্য দায়ী। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পাদটীকার তুলনামূলক বিচার, বিষয়ের গুরুত্বকে অধিকতর তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। নাথ সাহিত্যের বিভিন্ন কাহিনী উল্লেখ করিয়া 'হাড়মালা'র সাধনার স্বরূপ উদ্ঘাটনে তাঁহার কৃতিত্ব লক্ষ্যণীয়। লেখক মূল সাধনার পটভূমিকায় যে সাহিত্যধারা প্রাচীন যুগে প্রবহমান ছিল তাহার এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়াছেন।

সাধনতত্ত্বের গ্রন্থ হিসাবে 'পরিচায়িকা'র পাদটীকা (১৯—৩৮ পৃঃ, ৪১ ও ৪৮—৫২ পৃঃ) গ্রন্থকার সন্নিবেশিত না করিলেই শোভনতার পরিচয় দিতে পারিতেন। কারণ মূল গ্রন্থের ঐ বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত এই পাদটীকার কোনই সম্পর্ক নাই। আশা করি লেখক পরবর্ত্তী সংস্করণে এই ক্রুটী বিচ্যুতির দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। পাদটীকাটি স্বতন্ত্র অধ্যায়রূপে সংযোজন করিলে গ্রন্থটির মূল্যায়ন সার্থক হইবে। বোধ করি লেখক পাদটীকাকে বিষয়ের পটভূমি উপলব্ধি করাইতেই স্থান দিয়াছিলেন। 'শব্দসূচী' গবেষণা গ্রন্থের এক অপরিহার্য অঙ্গ, তদুপরি গ্রন্থটি যদি প্রাচীনকালের হয়। 'নাথধর্ম ও সাহিত্য' সেই বিচারে সর্বাঙ্গসুন্দর নয়। বিষয় বিন্যাসে লেখকের কিঞ্চিৎ ক্রুটী বিচ্যুতি

পরিলক্ষিত, মুদ্রণপ্রমাদ পুনরায় বিষয় বিন্যাসকে অধিকতর শ্রীহীন করিয়াছে। গ্রন্থের নামকরণ বিষয়বস্তুর স্বরূপ বিচারে সামান্য বাধার সৃষ্টি করে। প্রফুল্লবাবু আলোচনার সূত্রবিচারে বহুগ্রন্থের পরিচয় দেন নাই, কিন্তু মূল্যবান গ্রন্থগুলিও উপেক্ষিত হয় নাই।

সামান্য ত্রুটী বিচ্যুতি সত্ত্বেও শ্রীচক্রবর্ত্তীর স্বকীয়তা এবং কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। এই গ্রন্থ মাধ্যমে পাঠক প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ভারতের এক বৃহত্তর দিকের নূতন পরিচিতি লাভ করে। তদানীন্তন ভারতবর্ষের ধর্মীয় এবং দার্শনিক বোধের আলোচনায় লেখকের গ্রন্থখানি এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। প্রায় অজ্ঞাত ও অপরীক্ষিত বহু বিষয়ের উপর যথাসাধ্য আলোক সম্পাতের প্রয়াস প্রশংসার্হ। নানাবিধ আলোচনায় লেখক তাঁহার আলোচ্য বিষয়ে গভীর নিষ্ঠা-বোধের পরিচয় দিয়াছেন। ‘চন্দ্রসাধন’, ‘রসসিদ্ধ’ এবং ‘সহজিয়া বৈষ্ণব’ অধ্যায়গুলি এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বৌদ্ধ সহজিয়াদের সহিত নাথযোগীর সাধনতত্ত্বের প্রভেদ লেখক দেখাইবার প্রয়াসী ছিলেন, কিন্তু বিশ্লেষণ পরিস্ফুট হয় নাই।

শুনিয়াছি মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পর্কে উচ্চ মত পোষণ করেন। গ্রন্থটির বহুল প্রচার আমি কামনা করি। বাঙ্‌লা সাহিত্যের জিজ্ঞাসু পাঠকের চিত্তে আশা করি এই গ্রন্থ বহু নূতন জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করিতে পারিবে। নাথধর্মের অনুরাগীবৃন্দের নিকট এই গ্রন্থ আগ্রহের সৃষ্টি করিবে, বাঙ্‌লা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণায়ও ‘নাথধর্ম ও সাহিত্য’ সহায়ক হইবে।

শুক্লা দশমী,
৭ই ভাদ্র, ১৩৬৫;
আলিপুরদুয়ার।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ সাহা
বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক,
আলিপুরদুয়ার কলেজ, জলপাইগুড়ি।

সাধন পদ্ধতি

নাথধর্ম্ম ও সাহিত্য

হাড়মালা নামে যোগসাধনা সম্বন্ধীয় এই পয়ার প্রবন্ধ মৈমনসিংহ—কিশোরগঞ্জের সংলগ্ন যশোদলের নাথ-পাড়া হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। নাথ সম্প্রদায়কে ঐ অঞ্চলে যুগী বলে। বস্ত্র-বয়ন, কৃষিকর্ম্ম, তান্ত্রিক চিকিৎসা প্রভৃতি তাহাদের উপজীবিকা। তাহাদের আচার পদ্ধতি ভিন্ন ছিল। ইহারা শিবগোত্রী যোগাচারী। সোঽহং তাহাদের কুলমন্ত্র। উত্তর বঙ্গের ময়নামতীর গান যেরূপ যোগীযাত্রা নামে পরিচিত ছিল, পূর্ব্ব মৈমনসিংহে সেরূপ গাজীর কীর্ত্তনিয়াগণ সুর-তাল সমন্বয়ে "গুরু মীন নাথের পালা" গাহিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন। নাথেরা হিন্দুগৃহে নানা প্রকার শুভানুষ্ঠানে, বিশেষভাবে দুর্গোৎসবে, কবি নাগমুক্ত-রামের 'দুর্গামঙ্গল' গান করিতেন। দুর্গামঙ্গল গানের অংশ বিশেষ আগম ও নিগম গীত হইত। উমা-মেনকা সংবাদ নিগম এবং হরগৌরী সংবাদকে আগম বলে। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি মহাশয়ের 'Studies in Tantras' নামক পুস্তকে বিবিধ আগম-নিগমের আলোচনা আছে। হাড়মালা আগমের অন্তর্ভুক্ত।

কাল মহিম্ন, মহিম্নের যোগভঙ্গ প্রভৃতি বহু যোগসাধনা বিষয়ে বাংলা পয়ার পুস্তিকা নাথেরা রচনা করিয়াছিলেন। আলোচনার অভাবে সাহিত্য ও সাধনা লুপ্তপ্রায়।

কিশোরগঞ্জের পূর্ব্ব সীমান্তে বিতলং, ষাইট্‌ধার, মাতলিয়া প্রভৃতি তিন শত ষাইট্‌টি যোগিগুরু এবং বৈষ্ণবগুরুর আখ্‌ড়া ছিল। এখনও নিখ্‌লি গ্রামে ষাইট্‌ধার আখ্‌ড়ার অস্তিত্ব লুপ্ত হয় নাই। ঐ আশ্রমের শিষ্য শ্যাম নাথ, আদরী নাথ এবং রামধন নাথের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। বাংলা তথা ভারতীয় সভ্যতার গৌরবের উপাদান, পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত যোগের সাধনাক্রম বর্ত্তমানে যোগীরা ভুলিয়াছেন।

(ক) হাড়মালা

একদিন কৈলাস ধামে শিব-দুর্গার কথোপকথন হইতেছিল। পার্ব্বতী কহিলেন, "প্রভু! আপনি শ্মশানে-মশানে ঘুরিয়া বেড়ান, আপনার ভস্মভূষিত অঙ্গ, কোচুনি পাড়ায় ভ্রমণজনিত দেহ মলিন। আজ আপনাকে সুরধুনীর জলে স্নান করাইয়া শুভ্রতনু সুসজ্জিত করিব।" মহাদেব কৈলাসবাসিনীর বাক্যে প্রীত হইয়া অনুমতি প্রদান করিলে, ভগবতী শিব-দেহ হইতে অঙ্গাভরণ উন্মোচন করিতে লাগিলেন। শম্ভুর গ্রীবাদেশে দৃষ্টি নিপতিত হইলে দক্ষদুহিতা যোগেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাথ, ইহা কি ?" পশুপতি বলিলেন, "ইহা হাড়মালা, ইহাতে বহু যুগের তপস্যার শক্তি নিহিত আছে। ইহার সাধনা দ্বারা

আমি অমরত্ব লাভ করিয়াছি।" মহাদেবী পুনঃ পুনঃ হাড়মালার তত্ত্ব-কথা জানিতে চাহিলে, ভূতনাথ দেবীর ক্রোধাভিমান শান্ত করতঃ হাড়মালাকাহিনী বলিতে লাগিলেন।

নমঃ গণেশায়। অথ হরগৌরী সংবাদে হাড়মালা পুস্তক লিখ্যতে।

প্রণমহু শিবশক্তি তুইর চরণ। যাহার প্রসাদে নির্ম্মল হয়ে মন ॥
বিদ্যুতের প্রভা যেন তেন হরগৌরী। জ্যোতির্ম্ময় রূপে আছেন দেখিতে না পারি ॥
সূক্ষ্মরূপে সাধকে ধেয়াইতে না পায়। এহি সে কারণে হরগৌরী স্তনকায় ১ ॥
শুনহ ভকত সবে হইয়া সাবধান। খগশাস্ত্র ২ পাঁচালী যে করিব ব্যাখান ॥

অবতরণিকা

এককালে হরগৌরী কৈলাস শিখরে। নন্দী আদি যতগণ লইয়া ক্রীড়া করে ॥
এইরূপে নানা রঙ্গ করে ভূতনাথ। হাড়মালা দেখে দেবী তাহান্ গলাত্ ৩ ॥
বিস্ময় হইয়া দেবী জিজ্ঞাসিলা তারে। হাড়মালা কেনে তোমার গলার উপরে ॥
হীরা মণি-মাণিক্য যে আছে নানা ধন। তাহা ছাড়ি হাড়মালা পর কি কারণ ॥
বিস্ময় লাগয়ে গোসাঞি আমার যে মনে। স্বরূপে ৪ কহিবা প্রশ্ন আমার যে স্থানে ॥
শঙ্করে বলেন তবে শুন প্রাণেশ্বরী। তার কথা কহি আমি শুন দৃঢ় করি* ॥
যে কথা কহিলে রঙ্গ ৫ হইবে তোমার। সেহি সব কথা আগে করহ বিচার ॥
দেবী বলে আর কথা না পুছি ৬ তোমারে। হাড়মালা কেনে পর গলার উপরে ॥
প্রসন্ন হইয়া কহ শুন প্রাণেশ্বর। না কহিলে প্রাণ দিব তোমার গোচর ॥
শঙ্করে বলেন শুন কহি সব কথা। পূর্ব্ব জন্মে আছিলা ৭ তুমি দক্ষের তুহিতা ॥
সতী নাম আছিল তোমার প্রাণেশ্বরী। প্রতি জন্মে ভার্য্যা তুমি হওত সুন্দরী ॥
দক্ষযজ্ঞ কুপে তুমি ত্যেজিলা পরাণ ৮। তোমার মরণে সব হরে মনজ্ঞান ॥
তোমার শরীর আমি কান্ধে করি লইয়া। পৃথিবী (ত্রিকোণ পৃথিবী—অন্যপাঠ)
ভ্রমিলাম আমি প্রদক্ষিণ হইয়া ॥
শীর স্কন্ধ বাহু খসি অঙ্গ যে সকল। যোনি মুদ্রা খসি পরে চরণযুগল ৯ ॥
খসিল তোমার অঙ্গ হইল অন্তরে ১০। যোনি মুদ্রা পরি যথা কামাখ্যা নাম ধরে ॥

---

১ সূক্ষ্মরূপে আছে প্রভু ধ্যানেতে না পায়। সেই সে কারণে শিব হৈলা স্থূলকায় ॥ পাঠান্তর। স্তব করে। ২ আকাশ তথা ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধীয়। খে, আকাশ, শূন্য, ব্রহ্ম। তুং—যাবৎ পশ্যেৎ খগাকারং তদাকারং বিচিন্তয়েৎ। খ মধ্যে কুরু চাত্মানমাত্ম-মধ্যে চ খং কুরু। আত্মানং খ ময়ং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ উত্তর গীতা, ৯। ৩ তাহার গলাতে। ৪ গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিয়া। ৫ আনন্দ। ৬ অন্য কথা জিজ্ঞাসা করি না। ৭ ছিলে। * হাড়মালা কথা তুমি না বল সুন্দরী। ইহারে কহ দেবী কহি কথা আর ॥ পাঠান্তর। ৮ মহাভাগবত পুরাণান্তর্গত দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতি কাহিনী। ৯ তুই চরণ পদ্ম। ১০ দূরে। মাংসাদি নিশ্চিহ্ন হইল।

সর্ব্বাঙ্গ পড়িল তোমার মোর স্কন্ধ হতে। সেহি হতে হাড়মালা আমার গলাতে ॥
পতিব্রতা নারী তুমি জন্ম যতবার। প্রতিজন্ম ভার্য্যা তুমি হওত আমার * ॥
এহি বোল্ ১১ শুনিয়া দেবীর বিস্ময় হইল মন। ক্রোধ করি ১২ শিবেরে যে বলিলা বচন ॥
আমি যদি মরি তুমি না মর বা কেনে। ইহার কারণ কহ শুনি তোমা স্থানে ॥
শিবে বলেন দেবী আমি সধিতে পারি খগ ১৩। ব্রহ্মস্থান ১৪ চিনিলে না থাকে মৃত্যুরোগ ॥
ব্রহ্মস্থান না চিনিলে হয়ত মরণ। তোমাতে কহিলাম আমি না-মরি কারণ ॥
দেবী বলে গোসাঞি যদি থাকে হেন যোগ। তবে কেনে মরি আমি যাই যমলোক ॥
স্বামীর যে গতি হয় সে গতি ভার্য্যার। স্বামী পরে পতিব্রতার গতি নাহি আর ॥
হেন পতিব্রতারে পুরুষ যে করে আন্ ১৫। ধিক্ পণ্ডিত তুমি ধিক্ তোমার জ্ঞান ॥
(অন্যপাঠ—থাকিতে তোমাতে জ্ঞান আমি যমস্থান ॥)
এহি বোল্ বলিয়া দেবী শিবে দিলা পৃষ্ঠ ১৬। মুখ লামাইয়া রইল হইয়া ক্রোধদৃষ্ট ॥
মহাক্রোধে দেবীর চক্ষুর জল পড়ে। চক্ষুর দৃষ্টয়ে ১৭ দেবী না চায়ে শিবেরে ॥

---

* শতবার মর তুমি জন্ম বারে বার। একবার পবি আমি একখানি হাড় ॥ আমার গলাতে আছে নিশানি তোমার। দেবী বোলে তুমি তর আমি কেনে মরি। তত্ত্ব কথা কহ প্রভু যুগে যুগে তরি ॥ গোরক্ষবিজয়—৫ম পুঁথি—১২ পৃঃ। তুং— তুমি কেনে তর গোসাঞি আমি কেনে মরি। হেন তত্ত্ব কহ দেব যোগে যোগে তরি ॥ গোঃ-বি—১২পৃঃ। ঐ গোপীচন্দ্রের গান—১২পৃঃ। তুং— 'The final end of the Natha Siddhas—Immortality in a perfect body and in a divine body' সিদ্ধ দেহে জীবন মুক্তি ও দিব্যদেহে পরামুক্তি লাভ। Obs. Religious cults —P 250—262 by Dr. Sashibhusan Das Gupta, M. A., Ph. D. ১১ ই বোল্, এই কথা। ১২ যেহেতু প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়া অন্য প্রসঙ্গদ্বারা দেবীকে ভুলাইতে চাহিতেছেন।

১৩ ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ। ১৪ সহস্রার পদ্ম, যেখানে পরম শিব বিরাজ করিতেছেন। তুং-সুগোপ্যং তদ্ যত্নাদতিশয় পরমামোদ সন্তানরাশেঃ পরং কন্দং সূক্ষ্মং শশি-সকল কলা-শুদ্ধ-রূপ প্রকাশম্। ইহ স্থানে দেব পরম শিব সমাখ্যান সিদ্ধ প্রসিদ্ধঃ, খরূপী সর্ব্বাত্ম-রস-বিরসমিতোঽজ্ঞান মোহান্ধ হংসঃ ॥ ইহ স্থানং জ্ঞাত্বা নিয়ত নিজচিত্তো নরবরো ন ভূয়াৎ সংসারে ক্বচিদপি চ বদ্ধা-স্ত্রীভুবনে। সমগ্রা শক্তিঃ স্যান্নিয়মমনসস্তস্য কৃতিনঃ, সদা-কর্ত্তুং হর্ত্তুং খগতিরপি বাণী সুবিমলা ॥ ষট্চক্র নিরূপণ ৪৪ ও ৪৭। এই শূন্যস্থান পরম আনন্দ ভোগের একমাত্র আদি কারণ, অতীব সূক্ষ্ম ও পূর্ণ শশাঙ্কবৎ সমুদ্ভাসিত। অতি যত্নসহকারে উহা গোপনে রাখা কর্ত্তব্য। ঐ স্থানে গগনরূপী পরমাত্মস্বরূপ পরম শিব বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনিই জীবকুলের অজ্ঞানান্ধকারের ধ্বংসের একমাত্র কারণ এবং তিনিই পরম আনন্দ-স্বরূপ। এই স্থানকে জানিয়া যিনি মনোনিবেশ সহকারে পরমাত্মাতে চিত্ত বিলীন করিতে সক্ষম হয়েন, তাহাকে কোথাও আবদ্ধ হইতে হয় না। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে তিনি সক্ষম হয়েন এবং শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিতে পারেন। তাহার মুখকমলে সর্ব্বদা বিমলা বাগ্দেবী অধিষ্ঠান করেন, ইত্যাদি। ১৫ বিমুখ, অবহেলা। ১৬ পিঠ, পিছন। ১৭ দৃষ্টয়ে—দৃষ্টিতে।

শঙ্করে বলেন তবে শুনহ সুন্দরী। একবার মোর দোষ ক্ষমহ সুন্দরী ॥
দন্তে তৃণ ধরি দেবী হওত সম্মুখ। তোমার বিষয়ে মোর বড় লাগে দুঃখ ॥
কাতর হইয়া দেবী ধরিলা চরণ। সদয় হইয়া মোরে কহত কথন ॥
ব্রহ্মজ্ঞান কহি শুন অব্যক্ত স্বরূপ ১৮। আনন্দিত হও তুমি ছাড়ি মনঃ ক্ষোভ ॥
ই বোল শুনিয়া দেবী করয়ে প্রণতি। ক্রোধ ছাড়ি গুপ্ত কথা শুনয়ে ভগবতী ॥
শিবে বলে শুন দেবী কহি যত যোগ ১৯। ব্রহ্মজ্ঞান ভাবিলে না থাকে মৃত্যুরোগ ২০ ॥
সমানে পালিবা সব করিয়া যতন। ভ্রম না হইবা ইহাকে দৃঢ় কর মন ॥
'সবাকে পালিবা ধর্ম্মে চিন্তিবা অহর্নিশে। ফলবাঞ্ছা না করিয়া, রহিবা হরিষে ॥'
—পাঠান্তর।

যম-নিয়ম

কাম ক্রোধ লোভ হিংসা অসূয়া শূন্য। অহঙ্কার মদদর্প অসত্য কথন ২১ ॥
অল্প অল্প করিয়া এড়িবা ২২ দিনে দিনে। ক্ষেমা ধর্ম্ম সত্য দান পালিবা যতনে ॥
নিরবধি বিচারিয়া আপনার মন। যেন মতে পাইবা দেবী অনাদি নিধন ২৩ ॥
দেবী বলে শুন প্রভু আমার বচন। কিরূপ তাহার কথা কহত এখন ॥

---

১৮ যাহার স্বরূপ অব্যক্ত। ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈ দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্বস্ততস্ত তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ। মুণ্ডক ৩।১।৮। তুং—গোঃ বিজয় ১০৬ পৃঃ। ১৯ যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। পাত-সমাধি—২।

সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে। যোগশাস্ত্র। জ্ঞানং যোগাত্মকং বিদ্ধি যোগশ্চাষ্টাঙ্গ সংযুতম্। সংযোগ যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্ম পরমাত্মনোঃ ॥ যোগি যাঃ—১।৪৩। একত্বং প্রাণ-মন-সোরিন্দ্রিয়ানাং তথৈবচ, ইত্যাদি। মৈত্রায়নী ৬।২৫।২০ ততো যদুত্তরতরং তদ্রূপমনাময়ম্। য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্য যেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি ॥ শ্বেতাশ্বতর ৩।১০।

২১ অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্। বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্ম-ভূয়ায় কল্পতে ॥ গী ১৮।৫৩। ইহা অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম সোপান—যম সাধনের অন্তর্ভুক্ত ॥ যোগসাধনেচ্ছু প্রথমেই এই সমস্ত রিপুকে জয় করিবেন। অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা-পরিগ্রহা যমাঃ। পাত-সাধন ৩০। অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ইত্যাদি। যোগি যাঃ—১,৪৯। প্রত্যাহার যোগের পঞ্চম সোপান, ইহার সাধন-দ্বারাও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয়। অথাতঃ সংপ্রবক্ষামি প্রত্যাহারকমুত্তম্ যস্য বিজ্ঞান মাত্রেন কামাদি রিপুনাশনং ॥ ইত্যাদি, ঘেরণ্ড সং ৪।১। ঐ যোগী-যাজ্ঞ ৭ম অধ্যায়। ঐ পাত-সাধন ৫৪ ও ৫৫। ঐ লিঙ্গ-পুরাণ ১৫ পৃঃ। যমসাধনের পরিপক্ক অবস্থায় নিয়ম সাধনের ফল—তপস্যা, সন্তোষ, দান, সত্য ইত্যাদি সহজেই আয়ত্ত হয়। ২২ ছাড়িবে। তুং—গো-বিজয় ১৬ পৃঃ ও ১৫৮ পৃঃ। ২৩ ব্রহ্ম মায়াত্মক কর্ম্মকে যিনি ধ্বংস করেন। প্রকৃতি তথা মায়া, অনাদি। গী ১৩.১৯। বেদান্ত সূত্র ২.১.৩৩।

কিরূপ তাহার হয় আছে কোন ঠাঁই ২৪। তুমি পরে কেবা আর কহিব গোসাঞি ॥
আদি অনাদি নাথ ২৫ কহিবা আমাকে। কেবা কাহার গুরু স্বজয়ে কাহাকে ॥
উহার উপরে কি আছে আর দেবতা। স্বরূপে সকল কথা কহিবা সর্ব্বথা ॥

নাথগণের আদি দেবতা—নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ

শঙ্করে বলেন দেবী শুন তত্ত্বাত। আদ্য নাথের গুরু যে অনাদির নাথ ২৬ ॥
অনাদি নিরঞ্জন আকার নাহি তার। রূপরেখা নাহি নিরঞ্জন ২৭ নৈরাকার ॥
লীলায়ে সকল সৃষ্টি করয়ে সৃজন। জ্যোতির্ম্ময় নিরঞ্জন অনাদি কারণ ॥
নবীন মেঘেতে যেন বিদ্যুৎ আকার ২৮। নিরঞ্জন রূপ ২৯ সেই সংসারের সার ॥
কিরূপে সৃষ্টি সেই করিলা অপার। মায়ারূপে সৃষ্টিতে ৩০ হইলরে অবতার ॥
নাহি স্থূল নাহি সূক্ষ্ম নাহি তার কায় ৩১। অতিশয় বিলক্ষণ লক্ষণ না যায় ৩২ ॥
কেহ পর নাহি তান্ সকল দেহে সেই ৩৩। সর্ব্বসাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বিচারে না পাই ॥

গোরক্ষ-বিজয় ৪৬ ও ১১২ পৃঃ। 'যেন মতে পাইবা দেবী নিরাকার নিরঞ্জন।' —পাঠান্তর।

২৫ নিরঞ্জন গোসাঞি বা অলেক্ নাথ। তিনি নাথ-ধর্ম্মের মূল সৃষ্টিকর্ত্তা, অনাদি-ধর্ম্ম নাথকে তিনি সৃষ্টি করেন। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩১, ২য় সংখ্যায় 'নাথ-ধর্ম্মের সৃষ্টিতত্ত্ব' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। গোরক্ষবিজয়ে এইরূপ—প্রথমে জল স্থল কিছুই ছিল না। সকলই অন্ধকার ছিল। তাহার পর পৃথিবী সৃষ্টি করিতে আদি বা আদ্য প্রভু অনাদি বা অনাদ্য ধর্ম্মকে জন্মাইলেন। তুং—আদি দেব নিরঞ্জন—যাঁহার সৃষ্টি ত্রিভুবন; পরম পুরুষ পুরাতন। শূন্যেতে করিয়া স্থিতি—চিন্তিলেন মহামতি; সৃজনের উপায় কারণ ॥ কবি-কঙ্কণ চণ্ডী আদি-দেব বর্ণনা ॥ ২৬ মূল সৃষ্টিকর্ত্তা। নিরঞ্জন গোঁসাই। ২৭ নিখিলোপাধি বিজিতো যদা ভবতি পুরুষঃ। তদা বিবক্ষতেঽখণ্ড জ্ঞানরূপী নিরঞ্জন ॥ শিব সংহিতা ১।৬৮। নৈরাকার বা শূন্য, সাধকের নিকট দুইরূপে প্রকাশিত হন, নিরঞ্জন ও ধর্ম্ম। নিরঞ্জন ভাবরূপ শূন্য মূর্ত্তি, ধর্ম্ম—সাকার। শূন্য প্রভাস্কর জ্যোতির্ম্ময়। শূন্য-পুরাণ ভূমিকা, ১০৬—১০৭ পৃঃ। 'নীরেত নিরমল কা-আ ·নাম নিরঞ্জন'—শূন্য পুরাণ —১৪ পৃঃ। 'বাহিয়া নাগাও নৌকা নিরঞ্জনের ঘাটে।' গোপীচাঁদের সন্ন্যাস ৩১ পৃঃ।

২৮ দৃষ্টা তস্য শিখামধ্যে পরমাত্মানমক্ষরম্। নীল তয়োদ মধ্যস্থং বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরম্। যোগী যাঃ ৯।২২। ২৯ ব্রহ্মেরই রূপ। হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিশ্চলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥ মুণ্ডক ২।২।৯। তিনি অনাদিরও উৎপত্তির কারণ। ৩০ অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া। গী ৪।৬ ॥ এক নিরঞ্জন অরূপ ও নির্গুণ সত্তা হইতে মায়াবশে রূপময় কারণের সৃষ্টি হইল, তাহা হইতে সূক্ষ্ম ও স্থূলের উদ্ভব হইল। বিবিধ পুরাণ ও উপনিষদে সৃষ্টির এই ক্রম পরিলক্ষিত হয়। ৩১ সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্। অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ গী ১৩।১৪। ৩২ তিনি স্বপ্রকাশ্য কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। ন তত্রো সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকন্নেমা বিদ্যুত ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ কাঠ ২।১৫। ৩৩ জ্যোতিষামপি

পাপ পুণ্য দোষ গুণ নাহিক তাহার। উৎপত্তি প্রলয় তার সব নৈরাকার ৩৪ ॥
জলেতে উপজে ৩৫ সে যে জলেতে মিশায়। চতুর্দ্দশ ভুবনেতে সেই আসে আর যায় ॥
তুমি আমি আদি করি যতেক ভুবন। সকলেরে সেই প্রভু করিছে সৃজন ॥
দেবী বলে শুন প্রভু বচন আমার। স্বরূপে সকল কথা শুনি যে বিচার ॥
শঙ্করে বলেন তবে শুন প্রাণেশ্বরী। যত রূপ গুণ সৃজে সেই অধিকারী ৩৬ ॥

সৃষ্টিতত্ত্ব

এককালে নিরঞ্জন হইল শোভন। সংসার সৃজিতে প্রভু করিলেন মন ॥
'এককালে পরমেশ্বর করিয়া স্মরণ। সংসার সৃজিতে ধর্ম্ম করিলা যতন ॥'

—পাঠান্তর।

মূল ছাড়িয়া ধর্ম্ম চাহে চারিভিতে। হেন কালে অনাদি জন্মিল আচম্বিতে ৩৭ ॥
জন্মিয়া অনাদি আর নাহি দেখে কেহ। আপনাকে অনাদি আপনি বলে দেহ ॥
'জন্মিয়া অনাদি দেও না দেখিলা কেউ। আপনাকে আপনি বলে মুঞি বড দেও ॥'

—পাঠান্তর।

মুই মুই করি ফুকারে ৩৮ অনাদি ঈশ্বর। ইহা শুনি ঈশ্বর তবে দিলেন উত্তর ॥
মুই করি কেন কব এত দাপ ৩৯। অখনে সৃজিলু ৪০ আমি মুই গুরু বাপ ৪১ ॥
অনাদি বলয়ে তুমি সৃজিলা আমারে। কেবা কাহার গুরু কেবা স্ত্রী যে কাহারে ॥

তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদিসর্ব্বস্যাধিষ্ঠিতম্ ॥ গী ১৩।১৭
৩৪ শূন্য স্বরূপ। ভাবগম্যং নিরাকারং সাকারং দৃষ্টিগোচরং। ভাবাভাব বিনির্ম্মুক্তমন্তরালং তদুচ্যতে ॥ গোরক্ষ সং ৫।১২৪ 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা, ইত্যাদি' গী ২।২০।
৩৫ সেই এক বস্তু, জল হইতে উৎপন্ন হইয়া, প্রলয় কালে জলেতেই লীন হয়। বিভিন্ন পুরাণ— উপনিষদ্ ও ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলে সৃষ্টির এই আভাষ আছে। 'তম আসী তম সাগূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্ ইত্যাদি।' ঋক ১০।১২৯ 'জলেতে উপজে বিন্দু জলেতে মিশায়—' অন্যপাঠ। ৩৬ বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ কাঠ ২।১০। ৩৭ অকস্মাৎ। নির্গুণ ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হইল। তিনি নাথেদের আদ্য প্রভু বা আদি দেবতার সমতুল্য। তাহার পর কিরূপে অরূপ হইতে রূপের বা স্থূলের সৃষ্টি হইল তাহা বলা হইতেছে। শূন্য পুরাণের সৃষ্টিবিবরণে আছে যে প্রভুর দেহ হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি হইল। ধর্ম্মের হাত পা চোখ নাই। এখানে অনাদির সঙ্গে ধর্ম্মের তুলনা দেখা যায়। নাথ-ধর্ম্মের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যসমূহের সৃষ্টিতত্ত্বের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। তুং—শ্রী ধর্ম্ম পুরাণ ৭।৮ পৃঃ। ৩৮ আমি বলিয়া চীৎকার করে। তুং—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৩১, ২য় সংখ্যা। ৩৯ দর্প। ৪০ এখন সৃষ্টি করিলাম। ৪১ পিতা।

কিবা রূপে কোথা আছ না দেখি তুমারে। স্বরূপে সকল তুমি কহত আমারে ॥
ঈশ্বর বলেন তুমি অনাদি ঈশ্বর। 'ঈশ্বর বলয়ে শুন অনাদিকুমার।' —পাঠান্তর।
রূপরেখা কিছু মোর নাহি মতান্তর ৪২ ॥
ধর্ম্মরূপ তুমি হও আমি যে গোঁসাঞি। রূপরেখা কিছু মোর নাহি কোন ঠাঁই ॥
'রূপরেখ নাহি আর দেখিতে না পাই। সূক্ষ্মরূপে থাকি ধর্ম্ম আমি যে গোঁসাই ॥'
—অন্যপাঠ।
শূন্যেতে থাকিয়া আমি শূন্য ধেয়ান্ ৪৩। সর্ব্বত্র ব্যাপক্ ৪৪ আমি ইথে নাহি আন্ ॥
মোহিত করিয়া করহ অহঙ্কার ; সিদ্ধি নাহি হউক পিণ্ড ৪৫ পড়ুক তোমার ॥
সংসার সৃজিবে তুমি বড দুঃখ পাইয়া। তাক সংহারিব মুই প্রলয় হইয়া ॥
ই-বলিয়া ঈশ্বর করিলা যে ধেয়ান্। হেনকালে হরগৌরী হইলা অধিষ্ঠান ৪৬ ॥
'ই-বলিয়া ঈশ্বর হইলা অন্তর্ধান। হেনকালে শিবশক্তি হৈলা বিদ্যমান ॥"
—অন্যপাঠ।
তবে আর হরি ব্রহ্মা হইলা দুইজন। তবে পাছে সরস্বতী ৪৭ জন্মিলা আপন ॥
'এই পঞ্চে মিলিয়া সৃষ্টি করয়ে সৃজন।'
—পাঠান্তর।
পৃথিবী আপ, তেজ বায়ু যে আকাশ। সৃষ্টির কারণে পঞ্চ হইল ৪৮ প্রকাশ ॥
আকাশের ভাগে হইল অনাদি কুমার। বরুণের ভাগে হইল বিষ্ণু অবতার ৪৯ ॥
পৃথিবীর ভাগে ব্রহ্মা হইলা উৎপত্তি। বায়ুর ভাগেতে হইলা শিব শকতি ॥
'বায়ুর ভাগেতে শিব হৈলা উপস্থিতি।'— অন্যপাঠ।
তেজভাগে শক্তিদেবী আদি অবতার। পঞ্চরূপ হইয়া করে পৃথিবী প্রচার ॥

---

৪২ পৃথক্। ৪৩ সুন্যত ভরমন পরভুর সুন্যে করি ভর। কাহারে জন্মাব পরভু ভাবে মা আধর ॥ মহাশূন্যে পে এ পরভু বসিলা ধিআনে। কত শত যুগ গেল এক বস্তুগে আনে ॥ শূন্য পুরান ৪, ১১ পৃঃ। কোন্ দুঃখে যাইবা তুহ্মি গোর্খের বচনে। পাগল করিল গোর্খ (দিয়া) শূন্যজ্ঞানে ॥ গোরক্ষবিজয় ১৬২ পৃঃ। ৪৪ অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয় স্থিতঃ। ইত্যাদি গী ১০।২০। ৪৫ মুণ্ড। ৪৬ অনাদ্যের হাইম হৈতে চণ্ডিকা জন্মিল তাথে, দুর্গা হৈল পরম সুন্দর। অনাদ্যের টলিল মত্ত, দেব রাম হস্তে নত্র; তাহাতে জন্মিল—তিন জন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দুই ভাই, দুটো হইল শিবাই ; নাম গেল পাতাল ভুবন ॥ গোপীচাঁদের সন্ন্যাস ২৫ পৃঃ। এ বিষয়ে গোরক্ষবিজয় সৃষ্টিপ্রকরণ তুলনীয়। ৪৭ শূন্য পুরাণে এবং মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডীর গীতে সরস্বতীর স্থানে আদ্যার উল্লেখ আছে।

৪৮ পঞ্চ মহাভূত ও তাহাদের বিভিন্ন অংশে পঞ্চ দেবতা। ৪৯ বিবিধ পুরাণেও ইহার উল্লেখ আছে। তুং— বিষ্ণু পুরাণ সৃষ্টিপ্রকরণ ও "পঞ্চ ধারনা"— ঘেরণ্ড সং ৩।৭২।৮০।

একে পঞ্চরূপ হইয়া করে সংসার কারণ ৫০। পঞ্চ প্রকৃতি হইয়া ধরে পঞ্চগুণ ৫১ ॥
'এক এক হৈলা পঞ্চ সৃষ্টির কারণ। প্রকৃতি ধরিলা পঞ্চ এই পঞ্চ জন।' —অন্যপাঠ্য
দেবী বলে শুন প্রভু আমার বচন। পঞ্চভূত হইয়া জন্মিলা পঞ্চ জন।
পৃথিবী আপয়ে জন্ম বায়ুতে আকাশ। কোথা হইতে উৎপত্তি কোথাতে বিনাশ।
পাছের উৎপত্তি পাছে হইব কেমন ৫২। বিস্তারিয়া কহ শুনি অপূর্ব কথন॥
শঙ্করে বলেন দেবী শুন সাবধানে। পঞ্চভূত আত্মা জন্মিল যেমনে॥

---

৫০ নিরঞ্জনো নিরাকারঃ একদেবো মহেশ্বরঃ। তস্মাৎ আকাশমুৎপন্নং আকাশাদ্বায়ু সম্ভবঃ। বায়োস্তেজস্ততশ্চাপস্ততঃ পৃথ্বী সমুদ্ভবঃ॥ এক মহেশ্বর হইতেই আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি নিরঞ্জন ও আকারশূন্য। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই আকাশকে ঈথার বলেন। যোগ ও সাধন রহস্য ৫১৫ পৃঃ। তস্মাৎ প্রকাশতে বায়ু বায়োরগ্নিস্ততো জলং ইত্যাদি। শিব সংহিতা ১।৭১—৭২। শুধু যে একের গুণ দ্বারা অন্যের উদ্ভব হইয়াছে তাহা নহে, পরস্পর পরস্পরের জনকের গুণ-যোগ বশতঃ ভূতসকল সমুৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ আকাশ হইতে বায়ু, আকাশ ও বায়ু উভয়ের সংযোগে অগ্নি; আকাশ, বায়ু ও অগ্নি এই তিনটির সংযোগের দ্বারা জল; আকাশ, বায়ু, অগ্নি ও জল এই চারি ভূতের সংযোগ দ্বারা পৃথিবী প্রকাশিত হইয়াছে। "মহদাদি ক্রমেণ পঞ্চভূতানাম্।" সাংখ্য-প্রবচন সূত্র ২।১০। প্রকৃতি হইতে যথাক্রমে অর্থাৎ এককালে উৎপন্ন না হইয়া পরিণামক্রমে পর পর মহৎ, অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র— শব্দ স্পর্শরূপ রস গন্ধ; ও ভূত পঞ্চক— ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ও ব্যোম্ উৎপন্ন হইয়াছে। আত্মানঃ আকাশ সম্ভূত। আকাশাদ্বায়ুঃ। বয়োরগ্নিঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ঔষধয়ঃ ইত্যাদি। তৈত্তিরীয় উপ ২.১। এ বিষয়ে বেদান্ত সূত্র ২.৩.১—১৫। কঠ ৩.১১। মৈত্রায়নী ৬.১৩। শ্বেতা ৪.১০,৬.১৬ তুলনীয়। সৃষ্টি ব্যাপারে সাঙখ্যের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব খুবই যুক্তিপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত এবং যোগ শাস্ত্রের উপর সাঙখ্যের প্রভাব লক্ষণীয়। ৫১ শিবসংহিতায় ১ম পটলে ৭৩।৭৪ শ্লোকে পঞ্চভূতের পৃথক্ পৃথক্ গুণ এবং পরস্পর পরস্পরের জনকের গুণের অনুবৃত্তির উল্লেখ আছে। ইহার ৭৫।৭৬ শ্লোকে "চক্ষুষা গৃহ্যতে রূপং গন্ধোঘ্রাণেন গৃহ্যতে" ইত্যাদি দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চভূতের যে যে গুণ গ্রহণ করে তাহার উল্লেখ আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ভূত হইতে দেহের যে অবয়ব সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেই অবযবই সেই ভূতের গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ অগ্নি হইতে চক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং চক্ষু অগ্নি বা তেজের গুণ রূপকে গ্রহণ করিয়া থাকে। পৃথিবী হইতে নাসিকার উৎপত্তি, সুতরাং নাসিকা পৃথিবীর গুণ, গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে। জল হইতে রসনার উৎপত্তি, সুতরাং রসনা জলের গুণ রস গ্রহণ করিয়া থাকে, বায়ু হইতে ত্বকের উৎপত্তি সুতরাং চর্ম্ম বায়ুর গুণ স্পর্শ অনুভব করে এবং আকাশ হইতে শ্রোতের উৎপত্তি সুতরাং শ্রোত আকাশের গুণ শব্দ গ্রহণ করিয়া থাকে। ৫২ প্রশ্ন হইল, ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম্, ইহার ক্ষিতি জল হইতে, জল তেজ হইতে, তেজ বায়ু হইতে এবং বায়ুর আকাশ হইতে জন্ম, ইহা প্রচলিত মত। কিন্তু ইহা কিরূপে হইল? উত্তরে বলা হইল যে প্রথমে আকাশ তাহা হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ ইত্যাদি, ইহাই ক্রম।

আকাশে জন্মিল বায়ু, বায়ু হতে রবি। রবিতে জন্মিল আপ—আপেতে পৃথিবী ॥
পৃথিবী মিশায় জল, রবি শোষে। রবি নিবাইয়া বায়ু রহিব আকাশে ৫৩ ॥
পঞ্চতত্ত্বে হয় সৃষ্টি পাছে হয় নীর। পঞ্চেতে অন্তক হয় ৫৪ নিরঞ্জন স্থির ॥
পৃথিবী অপ্ তেজ বায়ু যে আকাশ। একজনে ৫৫ পঞ্চ হইয়া শরীরে করে বাস ॥

পঞ্চীকরণ

অস্থি চর্ম্ম মাংস রোম পঞ্চজন। পৃথিবী ৫৬ হইল পঞ্চ শরীর কারণ ॥

---

৫৩ প্রলয়কালে এই সমস্ত ভূত কিরূপে একে লীন হয় তাহা বলা হইতেছে। 'পৃথ্বী শীর্ণা জলে মগ্না, জলং মগ্নঞ্চ তেজসি। লীনংবায়ো তথা তেজো ব্যোম্নি বাতলয়ং যযৌ। অবিদ্যায়াং মহাকাশো লীয়তে পরম পদে। শিব সং ১।৭৮। পৃথ্বী জলে, জল তৎসহ তেজে, তেজ পৃথ্বী ও জলের সহিত বায়ুতে; বায়ু, পৃথ্বী, জল ও তেজসহ আকাশে; আকাশ, পৃথ্বী, জল, তেজ ও বায়ুসহ অবিদ্যারূপিণী প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। অবিদ্যাও চরমে ভগবানের পরমপদে লীন হইয়া যায়। সৃষ্টি ও প্রলয় অনুলোমক্রমেই হয় কিন্তু বিলোম গতি প্রত্যক্ষ হয়। মনে হয় প্রথমতঃ পঞ্চমহাভূতেই বিপর্য্যয় আরম্ভ হইয়াছে। ইহা অনুলোম গতিরই বহির্বিকাশ বা ফল। প্রকৃতি যখন ইচ্ছা করেন যে তিনি আর পরিণাম দর্শন করিবেন না তখন উপর হইতেই টান পড়ে। তুং বেঃ সূ— ২. ৩. ১৪ মহাভারত শান্তি, ২৩২। ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী পৃথ্বী তোয়মধ্যে বিলীয়তে। অগ্নিনা পচ্যতে তত্ত্বং বায়ুনা গ্রস্যতেঽনলঃ। আকাশস্তু পিবেৎ বায়ুং মন আকাশমেব ৮। বুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ— উত্তর গীতা ৩২ ও ৩৩। ৫৪ এই পঞ্চ মহাভূতই সৃষ্টির উপাদান। কিন্তু প্রলয়কালে বা মৃত্যুকালে উহারা লয়প্রাপ্ত হয়, শুধু নিরঞ্জন ব্রহ্মই স্থির থাকেন। ৫৫ আকাশ, সাঙখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষ, বেদান্তে— ব্রহ্ম বা আত্মা, শূন্য পুরাণে ধর্ম্ম, ন্যায়শাস্ত্রে পরমাণু, নেপালী বৌদ্ধ মতে—মহাশূন্য, নাথ-সাহিত্যে— আদি-অনাদি নাথ, প্রভু বা অলেক্ নিরঞ্জন। পঞ্চভূতাত্মক দেহ বা নিরিন্দ্রিয় জগৎ সেই একেরই বহির্বিকাশ মাত্র।

৫৬ এই পাঁচ পদার্থ ক্ষিতি বা পৃথিবীর অংশে উৎপন্ন হইল অর্থাৎ অস্থি চর্ম্ম প্রভৃতি পঞ্চ পদার্থের মূল উপাদান পৃথিবী। এখানে পঞ্চীকরণের কথা বলা হইতেছে। পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেকের কিছু কিছু অর্থাৎ কম বেশী অংশ লইয়া সেই সমস্তের মিশ্রণে সমুৎপন্ন নূতন পদার্থ প্রস্তুত হওয়াকে বেদান্ত গ্রন্থে পঞ্চীকরণ বলা হইয়া থাকে। "গুণা গুণেষু জায়ন্তে" এই তত্ত্ব অনুসারে একই গুণের পদার্থ উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে দুই গুণের, তিন গুণ, চারি গুণের ইত্যাদিরূপে পদার্থ উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। এই তত্ত্ব সাঙখ্যের ন্যায় উঃ—বেদান্তীরাও স্বীকার করেন। পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে আকাশের মুখ্য গুণ শব্দ, সুতরাং আকাশ প্রথমে উৎপন্ন হইল। তাহার পর বায়ু, কারণ বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণই আছে। তাহার পর অগ্নি কারণ অগ্নির শব্দ ও স্পর্শ গুণ ছাড়া রূপ এই তৃতীয় গুণ আছে। এইরূপ জলের শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস এই চারি গুণ থাকা প্রযুক্ত তাহার সৃষ্টি তাহার পর এবং সর্ব্বশেষ পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে যে হেতু তাহাতে শব্দ স্পর্শ

মল মূত্র শুক্র রজঃ মজ্জা কহি আর। আডেতে ৫৭ হইল পঞ্চ শরীর সঞ্চার ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা ক্লান্তি আলস্য অন্তর। তেজে ৫৮ পঞ্চধরি বইসে শরীর ভিতর ॥
ধারণ চালন সঙ্কোচ ক্ষেপণ প্রসারণ। বায়ু ৫৯ পঞ্চধরি বইসে শরীর কারণ ॥

ভয় মোহ ক্রোধ লজ্জা পৈশুন্য অন্তর। আকাশে ৬০ হইল পঞ্চ শরীর ভিতর ॥
তোমাতে কহিল দেবী সকল কথন। শরীর নির্ণয় তত্ত্ব কহিল দ্বিজ শত্রুঘন্ ॥
অথ শরীর নির্ণয়।

নাড়ীনির্ণয়

দেবী বলে যে কহিলা ত্রৈলোক্য ঈশ্বর। এই সকল যত আমি শুনিল সত্বর ॥
শরীরেতে যত নাড়ী আছে যত জন। কোথাতে জন্মিল কহ শুনি যে কথন ॥
শঙ্করে বুলয়ে দেবী জানহ আমারে। সাবধান হইয়া শুন কহি যে তোমারে ॥
বাহাত্তর হাজার ৬১ নাড়ী শরীরেতে স্থিতি। অমৃত পথেতে ৬২ সব হইল উৎপত্তি ॥

রূপ রস ও গন্ধ এই পাঁচ গুণ বর্ত্তমান। ৫৭ জলেতে। এই পাঁচ পদার্থ জলের অংশে উৎপন্ন হইল। তুং—ছান্দোগ্য ২. ২— ৬ ॥ ৫৮ ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি তেজের অংশে অর্থাৎ এই সমস্ত তেজেরই বিশেষ গুণ দ্বারা উৎপন্ন হইল। ৫৯ সঙ্কোচ ক্ষেপণাদি পাঁচ ক্রিয়া বায়ুর গুণ।

৬০ ভয় ক্রোধ ইত্যাদি পাঁচ মানসিক ভাব আকাশের গুণ। এই বৃত্তিগুলি সূক্ষ্ম এবং আকাশ এই পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্ম পদার্থ। এই পঞ্চীকরণ দ্বারা জড়দেহ প্রস্তুত হইল। এ বিষয়ে বেদান্ত সূ ২. ৩. ১— ১৪ ; ২. ৪. ২০, তৈত্তিরিয়— ২. ১ ; প্রশ্ন— ৪. ৮ ; বৃহদারণ্যক ৪. ৪. ৫ ; শ্বেতা ৪. ৫ ; ২. ১২ ; ছান্দোগ্য ৬. ২— ৬ ; দাসবোধ ১৭. ৮ ; মহা-শান্তি ১৮৪— ২০—২৫ ; সাং-কা ৪৩ ; নিরুক্ত— ১৪. ৪ উল্লেখযোগ্য। এই জড়দেহে কিরূপে প্রাণের উদ্ভব হইল এবং ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে এই সমস্ত গ্রন্থ, সাঙখ্য ও বেদান্ত সূত্রের বর্গীকরণ, মনুস্মৃতি, মক্র্যপনিষদ, গীতা— ত্রয়োদশ অধ্যায়, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এবং গর্ভোপনিষদ্ প্রণিধানযোগ্য।

৬১ দ্বিসপ্ততি সহস্রানি নাড্যঃ স্যূর্বায়ুগোচরাঃ। কর্ম্মমার্গেণ শুষিরা তির্য্যঞ্চ শুষিরাত্মিকা। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ— উত্তর গীতা ২।১৮। তত্র নাড্যঃ সমুৎপন্নাঃ সহস্রানাং দ্বিসপ্ততিঃ। তেষু নাড়ী সহস্রেষু দ্বিসপ্ততি রূদাহৃতা। প্রধানাঃ প্রাণ বাহিণ্যো ভূয়স্তত্র দশস্মৃতাঃ। ইড়া চ পিঙ্গলাচৈব সুষুম্না চ তৃতীয়িকা ॥ গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ পুষাচৈব যশস্বিনী। অলম্বুসা কুহূশ্চৈব শঙ্খিনী দশমীস্মৃতা। গোরক্ষসংহিতা ১।২৩— ২৫। ঐ শিব সং ১।১৩— ১৫। ঐ যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য ৪।২৪— ২৮। ঐ ক্ষুরি কোপনিষৎ ১৬। যোগসাধনের প্রথমেই নাড়ী শোধন প্রয়োজন যে-হেতু নাড়ীর মধ্যেই বায়ু চলাচল করে। মলা কুলাযু নাড়ীষু মারুতো নৈব গচ্ছতি। প্রাণায়ামঃ কথং সিদ্ধিস্তত্ত্বজ্ঞানং কথং ভবেত। তস্মাদাদৌ নাড়ী শুদ্ধিং প্রণায়ামং ততোঽভ্যসেৎ ॥ ঘেরণ্ড সং ৫।৩৪। প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু বশীভূত হয়। বায়ু বশীভূত হইলে চিত্ত ও শুক্র স্থির হয়, কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করা যায় এবং অমরত্বের সন্ধান লাভ হয়। ৬২ প্রধানতম নাড়ী সুষুম্নার মধ্যস্থিত পথ অমৃতপথ।

চৌষট্টি নাড়ী তাতে করিল উদ্ধার। পঞ্চদশ নাড়ী তাঁর মধ্যে কৈল সার ॥
ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা ৬৩ সুষুম্না কহি আর। চিত্রা হস্তিজিহ্বা আর বারুণী গান্ধার ॥
পূষ্যা সরস্বতী আর অলম্বুষা যশস্বিনী ৬৪। কুহু পয়স্বিনী আর বিসন্ধরী শঙ্খিনী ॥
এই পঞ্চদশ প্রধান নাড়ীর ভিতর। বিস্তারিয়া কহি আমি শুনহ সকল ॥
গুদলিঙ্গ মধ্যে কলিকা ত্রিকুল নাম জানি। যোনির মধ্যেতে বৈসে সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনী ॥
জ্যোতির্ম্ময় কুণ্ডলিনী ত্রিকুল নাম তার। তাহাতে বৈসয়ে চন্দ্রসূর্য্য অগ্নিকার ॥
এই মতে কুণ্ডলিনী বৈসয়ে তথায়। নাড়ী সব জন্মিল যথা শুনহ উপায় ॥
ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা আর নাড়ী সুষুম্না। ত্রিকুলের মধ্যেতে জন্মিলা তিন জনা ॥
সুষুম্নার মধ্যেতে উত্থিতা সরস্বতী। তাহার পশ্চিম ভাগে কুহুর বসতি ॥
ইঙ্গিলার মূলে পূর্ব্বে জন্মিলা গান্ধারী ৬৫। ইঙ্গিলার পশ্চিমে হস্তিজিহ্বা নাড়ী ॥
গান্ধারীর উত্তরে নাড়ীমধ্যে শঙ্খিনীর স্থিতি। পিঙ্গিলার মূলে পূর্ব্বে পূষ্যার উৎপত্তি ॥
তাহার পশ্চিমে পূর্ব্বে উত্থিতা যশস্বিনী ৬৬। সরস্বতীর মূলেতে জন্মিলা পয়স্বিনী ৬৭।
কুহুমধ্যে উত্থিতা অলম্বুষা নাড়ী। হস্তিজিহ্বা কুহুমধ্যে আর পূষ্যা নামে নাড়ী ॥
এই সব নাড়ীরূপ জন্মিলা আপনি। পঞ্চদশ নাড়ী এই শ্রেষ্ঠ করি গণি ৬৮ ॥
সুষুম্না নাড়ীর পাশে বৈসয়ে ইঙ্গিলা। তাহার দক্ষিণ পাশে বৈসয়ে পিঙ্গলা ॥

কন্দস্থ মধ্যমে গার্গি সুষুম্নাচ প্রতিষ্ঠিতা, ইত্যাদি। যোগি-যাজ্ঞ ৪.২৯—৩০। কন্দের মধ্যস্থানে এই সুষুম্না অবস্থিত। পৃষ্ঠমধ্যস্থিত অস্থির সহিত অর্থাৎ ঐ অস্থির মধ্যস্থান দিয়া উহা মূর্দ্ধস্থান পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে। মুক্তিমার্গে এই নাড়ীই ব্রহ্মরন্ধ্র নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা সূক্ষ্ম, অব্যক্তা ও বৈষ্ণবী বলিয়া অভিহিত। ইহার এক মুখ মূলাধারে ও অন্য মুখ তালুমূলে। "নানা নাড়ী প্রসবগং সর্ব্বভূতান্তরাত্মনি" উত্তর গীতা ২।১৫—১৯। সুষুম্নাকে সর্ব্বনাড়ীর জনয়িত্রী বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শিব সং ১।২৯ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, সুষুম্নাকে আশ্রয় করিয়া অন্যান্য নাড়ী মূলাধার হইতেই উৎপন্না হইয়াছে। অন্যাযান্ত্যপরা নাড়ী মূলাধারাৎ সমুত্থিতাঃ ইত্যাদি ॥ "উর্দ্ধমেঢ্রাদ ধোনাভেঃ কন্দযোনিঃ খগাণ্ডবৎ।" তত্র নাড্যঃ সমুৎপন্নাঃ ইত্যাদি। গোরক্ষ সং ১।২২—২৬। শিশ্নের উর্দ্ধদেশে এবং নাভির অধোভাগে পক্ষীর অণ্ডের ন্যায় কন্দযোনি অবস্থিত আছে। তাহা হইতে দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী উৎপন্ন হইয়া সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছে।

৬৩ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী। ৬৪ সরস্বতী কুহুশ্চৈব সুষুম্না পার্শ্বয়োঃ স্থিতে। যোগি-যাজ্ঞ—৪।৩৪। ৬৫ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যে—৪।২৯—৪৫ শ্লোকে বিভিন্ন নাড়ী ও তাহাদের স্থান নির্দ্দেশের কথা বর্ণিত আছে। ৬৬ পিঙ্গলার মূলে বৈসে নাড়ী যশস্বিনী। সরস্বতী মূলে জনম পয়স্বিনী ॥ অন্যপাঠ। ৬৭ গান্ধারী আর সরস্বতী মধ্যে পয়স্বিনী জনম। ইঙ্গিলার মধ্যে বৈসে জৌনার ভুবন ॥ বিশ্বোদরী কুহুমধ্যে যথাতে বারুণী। এহি স্বরূপে নাড়ী জন্মিলা আপনি ॥ অন্যপাঠ। ৬৮ বিভিন্ন সংহিতায়, যোগশাস্ত্রে প্রধানতঃ দশ বা চৌদ্দ সংখ্যক নাড়ীর উল্লেখ আছে।' এখানে প্রধানতঃ পনরটি নাড়ীর কথা বর্ণিত হইয়াছে। 'মূলাধার আদি করি ব্রহ্ম দুয়ার। সুষুম্না নাড়ী আছে শরীর বিস্তার ॥ সুষুম্না নাড়ীর

হটযোগী—ষটচক্রভেদ। মূলগ্রন্থ—১১ পৃঃ।
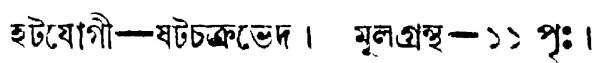
দক্ষিণ দিকে গতাগত করে সেই নাড়ী ; ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা আছে সুষুম্নাকে বেড়ি ৬৯ ॥
মুলাধার ৭০ আদি করি ব্রহ্মদুয়ার ৭১ । বিস্তারিয়া আছে তারা দুটান অপার ॥

পাশে বৈসয়ে ইঙ্গিলা। তাহার দক্ষিণ পাশে বৈসয়ে পিঙ্গিলা ॥' পাঠান্তর। সুষুম্না নাড়ীর এক মুখ মূলাধারে এবং অন্যমুখ শিরস্থিত তালুমূলে।

৬৯ মেরোর্বাহ্য প্রদেশে শশি-মিহির-শিরে সব্যদক্ষে নিষণ্ণে মধ্যে নাড়ী সুষুম্না ত্রিতয় গুণময়ী চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নিরূপা। ষট্‌চক্র নিরূপণ ২। মেরুদণ্ডের বামদিকে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা আর মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে সুষুম্না নাড়ী অবস্থিত রহিয়াছে। ইড়া চন্দ্র, পিঙ্গলা সূর্য্য এবং সুষুম্না-চন্দ্র সূর্য্যাগ্নি-রূপা ত্রিগুণময়ী। ঐ ক্ষুরিকোপনিষৎ ১৫। উত্তর গীতা ২।১১—১৭। শিব সং ১।২৫—২৭। গোরক্ষ সং ১।২৭—২৮। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ইহার এক মুখ তালুমূলে ও অন্য মুখ মূলাধারে অবস্থিত। ইহা যোগীদের ধ্যেয় ও অবলম্বনীয়। মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি ইহার এক মুখ অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র বন্ধ করিয়া সুপ্তা আছেন। যে পর্য্যন্ত তাহাকে জাগ্রত না করা যায় সে পর্য্যন্ত জীব পশুবৎ বিভিন্ন কামনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া জন্ম জন্মান্তর নানা যোনি পরিভ্রমণ করে। বিবিধ সংহিতায় ও তন্ত্রে এই সুষুম্না নাড়ীর বিশদ বর্ণনার কারণ এই যে, প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু ও মন একীভূত করিয়া তাহার সাহায্যে এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিতে হয়। সেই শক্তি-সহ সুষুম্নার মধ্যস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্র পথে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া শিরস্থিত শূন্যস্থানে যেখানে ওঁ রূপী পরমাত্মস্বরূপ পরম শিব বিরাজিত, তাহাতে লীন হওয়া যোগীদের কাম্য।

৭০ আধারপদ্ম যে স্থানে অবস্থিত আছে। যথা—অথাধার পদ্মঃ সুষুম্নাস্য লগ্নং ধ্বজাধোগুদোর্দ্ধ্বং চতুঃ শোণ পত্রম্। অধোবক্ত্রমুদ্যৎ সুর্বনাভৈর্বকারাদিসান্তৈর্যুক্তং বেদ-বর্ণৈঃ। ষট্‌চক্র নিরূপণ ৫। আধারপদ্ম সুষুম্নামুখে সংলগ্ন, লিঙ্গের অধোভাগে ও গুহ্যের উপরে অবস্থিত। চতুঃ শোণপত্রস্বরূপ, অধোমুখ এবং তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ বকারাদি সকারান্ত ব, শ, ষ, স এই চারি বর্ণাত্মক বর্ণচতুষ্টয়সম্পন্ন। "আধারপদ্মমেতদ্ধি যোনির্য্যস্যাস্তিকন্দতঃ" ইত্যাদি ষট্‌চক্রভেদ। এই আধারপদ্মে যে যোনি আছে তাহাতে কুণ্ডলিনী শক্তি সমস্ত নাড়ীর সম্মিলিত গ্রন্থি ও শক্তিকেন্দ্র অবস্থিত আছেন। এই আধারপদ্ম সম্বন্ধে শিব-সং ৫।৬৩। গো-সং ১।১৩, ৪।২৯— ১।১৫ তুলনীয়। এই কুণ্ডলিনীর স্বরূপ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে তিনি সার্দ্ধত্রিকুটিলাকৃতি, নাড়ীসমূহে পরিবেষ্টিতা হইয়া স্বীয় পুচ্ছদেশ মুখমধ্যে নিবে-শিত করিয়া সুষুম্নাবিবরে অবস্থান করিতেছেন। পশ্চিমাভিমুখী যোনির্গুদমেঢ্রান্তরালগা কন্দং সমাখ্যাতং তত্রাস্তি কুণ্ডলী সদা। সংবেষ্ট্য সকলা নাড়ীঃ সার্দ্ধত্রিকুটিলাকৃতিঃ। মুখে নিবেশ্য সাপুচ্ছং সুষুম্না বিবরে স্থিতা ইত্যাদি শিব-সং ৫।৫৭—৬২ ; ঐ ঘেরণ্ড সং ৬।১৬ ; গো-সং ১।৪০— ৪৫,৪৯ ; ৪।২০— ২৭, ষট্‌চক্র নিরূপণ ১১— ১৪। তন্ত্রান্তরে—যেন দ্বারেন গন্তব্যং ব্রহ্মদ্বারমনাময়ম্। মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্বারং প্রসুপ্তা দেবী পন্নগী। তিনি ত্রিগুণময়ী, ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়া স্বরূপিণী, সূর্য্যচন্দ্রাগ্নি স্বরূপা, শব্দের জনয়িত্রী, শ্বাসপ্রশ্বাসের আধারভূতা। তিনি জাগ্রত হইলে ষট্‌চক্রভেদ হয়। এই শক্তিকেন্দ্র আমাদের জীবনীশক্তি ; প্রাণায়াম দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিলে অর্থাৎ শক্তির সহিত বিশেষ বা আত্মার সংযোজনা করিতে পারিলে আমাদের মুক্তিলাভ হয়। ৭১ পরিচায়িকায় শব্দার্থ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

ব্যক্ত হইল নাড়ী সব অন্তরে ৭২। পঞ্চবন্ধ শক্তিমুখ ৭৩ বিদিত সংসারে॥
'অব্যক্তা চিত্রা নাড়ী সুষুম্না অভ্যন্তরে। পঞ্চবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় বিদিত সংসারে॥'

—অন্যপাঠ।

সরস্বতী নাড়ী বৈসে জিহ্বার যে মূলে। লিঙ্গমূলে দণ্ডপানি (কুহুনাড়ী— অন্যপাঠ) আছে কুতুহলে॥
গান্ধারী নাম নাড়ী বাম চক্ষে যার স্থিতি। দক্ষিণ চক্ষে পূষ্যা নাড়ীর বসতি॥
ইন্দ্রজিহ্বা নাম নাড়ী বাম···স্থিতি। শঙ্খিনী নাম নাড়ীর দক্ষিণ পদেতে বসতি॥
সেই নাড়ী বৈসে .বাম কর্ণে। 'শঙ্খিনী নামেতে নাড়ী বৈসে বাম কানে। পয়স্বিনী নামে নাড়ী দক্ষিণ শ্রবণে॥'

—অন্যপাঠ।

বারুণী নাম নাড়ী বাম হস্তে গনি॥
অলম্বুষা নাম নাড়ী ডান হস্তে বরণ ৭৪। বিশ্বোদরী নাম নাড়ী ৭৫ উদরে প্রবণ॥
'বারুণী নামেতে নাড়ী বাম হাতে স্থিতি। অলম্বুষা নামে নাড়ী দক্ষিণে বসতি॥'

—অন্যপাঠ।

যোগাভ্যাসে বায়ু নিদ্রা করয়ে ভক্ষণ। দশ প্রকার বায়ু তথা আছে নিরূপণ॥
কুম্ভক ৭৬ করিয়া বায়ু এড়িব দিকে দিকে। যত বায়ু খাইয়া থাকে সকল উগারে ৭৭॥
এহিরূপে করে সব নাড়ীর বসান। নাড়ীভেদ রচিলেক দ্বিজ শত্রুঘন্॥
ইতি নাড়ী নির্ণয়।

বায়ু প্রসঙ্গ

দেবী বলে প্রাণনাথ শুনহ বচন। দশ বায়ু যথা বৈসে কহ বিবরণ॥
করি.........নাম কেবা বৈসে কোন ঠাঁই। বিস্তারিয়া কহ মোরে ত্রিলোক গোসাঞি॥
শঙ্করে বলেন তবে শুনহ পার্ব্বতী। যেবা যেমতে কইরয়ে বসতি॥
প্রাণ উপান সমান উদান ব্যান ধনুর্দ্ধর। নাগ কুম্ভ দেব-দত্ত ধনঞ্জয় কিঙ্কর॥

---

৭২ যোগীরা বায়ু সহযোগে নাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের তত্ত্ব জানিতে পারেন। ৭৩ সুষুম্নাস্থিত পঞ্চচক্র বা নাড়ীগ্রন্থি বিশেষ। পঞ্চস্থানং সুষুম্নায়া নামানি স্যুর্বহূনি চ। প্রয়োজন বশাত্তানিজ্ঞাতব্যানীহ শাস্ত্রকে॥ শিব-সং— ১।২৮। ৭৪ প্রবাহিত। ৭৫ বিশ্বোদরী যা নাড়ী তুন্দমধ্যে প্রতিষ্ঠিতা, ইত্যাদি। যোগি-যাজ্ঞ ৪।৪৩, ২৯— ৪৪। অন্যাযাস্ত্যপরা নাড়ী মূলাধারাৎ সমুত্থিতাঃ। রসনা মেঢ্র বৃষণ-পদাঙ্গুষ্ঠঞ্চ শ্রোত্রকং॥ ইত্যাদি, শিব সং ১।২৯—৩১। ৭৬ 'পূরক পুরিয়া বায়ু এড়িব দিকে দিকে। যত বায়ু খাইয়া থাকে সকল উগারে॥' অন্যপাঠ। ৭৭ বহির্গত করে। এতা ভোগবহানাড্যো বায়ু সঞ্চার রক্ষকাঃ। শিব সং—১।৩১। এই সকল নাড়ী ভোগবাহী ও বায়ু সঞ্চার রক্ষক।

এহি দশ বায়ু বইসে দশস্থানে ৭৮। বিস্তারিয়া কহি দেবী শুন সাবধানে ।।

হংস

প্রাণ বায়ু ৭৯ হৃদি স্থানে করয়ে হুঙ্কার ৮০। ইঙ্গিলা যে পিঙ্গিলা যে বহে উর্দ্ধশ্বাস ।।

---

৭৮ প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানো ব্যানশ্চ পঞ্চমঃ। নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ। দশনামানি মুখ্যানি ময়োক্তানীহ শাস্ত্রতঃ। কুর্ব্বন্তি তেঽত্র কার্য্যানি প্রেরিতানি স্বকর্ম্মভিঃ ।। ইত্যাদি, শিব সং ৩।৪—৬। বায়ুর মধ্যে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশটি প্রধান বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ইহারা জীবদেহে অবস্থান পূর্ব্বক স্ব স্ব কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত কার্য্যসকল সাধন করিয়া থাকে। ঐ, গো। সং ১।২৮—২৯। যোগি যাজ্ঞবল্ক্য ৪ ৪৬—৪৮। ঘে-সং ৫।৫৯। প্রাণ দ্বিবিধ। অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটি অন্তঃস্থ। নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই পাঁচটি বহিঃস্থ। এই প্রাণাদি পঞ্চবায়ু ও নাগাদি পঞ্চবায়ু মূলতঃ একই। এক প্রাণ বায়ুরই ক্রিয়াভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। এই প্রাণাদি বায়ু পূর্ব্বোক্ত নাড়ীসহস্রতে জীবরূপে বিচরণ করিতেছে। গো-সং ও শিব-সংহিতায় বায়ুব বর্ণনা তুলনীয়।

৭৯ দেহে বায়ুর স্থান-নির্দ্দেশ ও কার্য্য সম্বন্ধে কথিত হইতেছে। হৃদিপ্রাণো গুদোঽপানঃ সমানো নাভিমণ্ডলে। উদানঃ কন্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ।। ইত্যাদি, শিব সং ৩।৭—৯। ঐ যোগি-যাজ্ঞ ৪।৪৯—৬৯। ঘেরণ্ড ৫।৬০—৬৮। গো-সং ১।২৯—৩৭। গীতাসার ১৭—১৮। ৮০ হৃদয়ে প্রাণবায়ুই জীবরূপে অবস্থান করিতেছে। শিব সংহিতায় ৩।১—৩ শ্লোকে 'হৃদ্যস্তি পঙ্কজং দিব্যং দিব্যলিঙ্গেন ভূষিতং' প্রভৃতি দ্বারা কথিত হইতেছে যে হৃদয়দেশে দিব্যলিঙ্গ বিভূষিত দিব্যপদ্ম বিরাজিত আছে। ঐ পদ্ম, ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ণে সমালঙ্কৃত। সুষুম্নাশ্রিত ষট্‌চক্রের বা পদ্মের মধ্যে হৃদ্‌পদ্মের নাম অনাহত। অনাদি কর্ম্মসৃষ্ট অহঙ্কার সংযুক্ত বাসনালঙ্কৃত প্রাণ সেই পদ্মে অবস্থিত আছে। ইত্যাদি। গোরক্ষ সংহিতায় ১।৩১—৩৫ শ্লোকে "প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়া নাগাদ্যাঃ পঞ্চ বায়বঃ" ইত্যাদি দ্বারা অভিহিত হইতেছে যে প্রাণই বৃত্তিভেদে নানা নাম ধারণ করিয়া থাকে। প্রাণাদি জীবের একটি অঙ্গস্বরূপ। জীব সর্ব্বদা প্রাণ ও অপান বায়ু দ্বারা দেহের অধোদেশে প্রধাবিত হইতেছে। প্রাণের দ্বারা বামভাগে ও অপান দ্বারা দক্ষিণভাগে বিচরণ করিতেছে। জীবের এই সঞ্চালন ক্রিয়া অতি দ্রুত বলিয়া বাহির হইতে লক্ষিত হয় না। যে প্রকার হস্তী বাহুদণ্ড দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া পরিচালিত হয় সেই প্রকার জীব প্রাণ ও অপান বায়ু দ্বারা সমাক্ষিপ্ত হইয়া ইতঃস্ততঃ বিচরণ করে। শ্যেন পাখীকে যে প্রকার একবার রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, যে কোন প্রকারে উড়িয়া গেলেও পুনরায় আকৃষ্ট হয় (রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো ইত্যাদি) তেমনি সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণ দ্বারা অভিভূত জীব সর্ব্বদা প্রাণ ও অপান দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছে। অপান বায়ু প্রাণ বায়ুকে অধোদেশে এবং প্রাণ অপানকে উর্দ্ধে আকর্ষণ করিতেছে। পরস্পর এতাদৃশ ক্রিয়া যিনি অবগত হইতে পারেন তিথি বেদবিৎ।

অপান বায়ু গোদমূলে করে সেহি বাস ৮১। অধঃমুখে বসতি করে উর্দ্ধে নিশ্বাস॥
প্রাণপণে বহে আব ৮২ আর বহে বাই ৮৩। দুইরা ৮৪ বদ্ধ হইলে বাড়ে পরমাণ্ডি ৮৫ ॥
জ্যোতির্ম্ময় রূপে করে দেহেতে সমান ৮৬। 'জ্যোতির্ম্ময় নামে বাড়ী পদ্ম সমান।'
—পাঠান্তর।

অগ্নিরূপে সেই করে অগ্নি জল পান॥

ধনঞ্জয় কন্ঠ পথের মধ্যে করয়ে উৎপন্ন। শব্দরূপে ৮৭ · সেই বসি সেই স্থান॥
'কণ্ঠপদ্ম মাঝে তবে বসতি উদান : কথা সব কহে সেই বসিয়ে সে স্থান॥
আর কোন বায়ু নহে তাঁহার সমান॥'
—অন্যপাঠ।

ব্যান বায়ু পথ মাঝে শরীরেতে স্থিতি। বাহাত্তর হাজার নাড়ী করে গতাগতি ৮৮॥
নাগবায়ু ৮৯ করে সে যে শরীরে চেতনা। কুম্ভবায়ু ৯০ করে সে যে কর্ম্মাদির উন্মনা॥

---

৮১ হৃদি প্রাণো বহেন্নিত্যং অপানো গুদমণ্ডলে॥ সমানো নাভিদেশে তু উদানঃ কন্ঠ মধ্যগঃ॥ ঘে-সং ৫।৬০। বায়ুর কার্য্য বিশেষরূপে জানা প্রয়োজন এই জন্য যে বায়ু দ্বারা চালিত গুণাবদ্ধ বিক্ষিপ্ত জীবকে একলক্ষ্যাভিমুখী করিতে হইলে, বায়ু-সংযম তথা প্রাণায়ামের প্রয়োজন। যে বায়ু নাসারন্ধ্র দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নাভিগ্রন্থি পর্য্যন্ত গমনাগমন করে তাহাকে প্রাণ এবং যাহা যোনিস্থান হইতে নাভিগ্রন্থি পর্য্যন্ত অধোভাগে গমনাগমন করে তাহাকে অপান বায়ু বলে। যখন নাক দ্বারা প্রাণ বায়ু আকৃষ্ট হইয়া নাভিমণ্ডলকে স্ফীত করে তখনই অপান বায়ু ও যোনিদেশ হইতে আকৃষ্ট হইয়া নাভিমণ্ডলের অধোভাগকে স্ফীত করিতে থাকে। এইরূপে প্রাণ ও অপান বায়ু নাসারন্ধ্র ও যোনিস্থান উভয়দিক হইতে পুরক (বায়ুগ্রহণ) কালে নাভিগ্রন্থিতে আকৃষ্ট হয়। রেচককালে (বায়ুত্যাগ) দুইবার দুই দিকে গমন করে। যেরূপ গো-স° ১।৩৯ শ্লোকে সেরূপ ষট্চক্রভেদটীকাতেও আছে যে রজ্জুবদ্ধ শ্যেন উড্ডীয়মান হইলেও যেমন পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে, সেইরূপ প্রাণবায়ু নাসারন্ধ্র দ্বারা নির্গত হইয়াও পুনরায় দেহমধ্যে প্রবেশ করে। এই দুই বায়ুর বিসম্বাদে অর্থাৎ যোনি ও নাসা অভিমুখে বিপরীত গমনে জীবন রক্ষা হয়। এই প্রাণ ও অপান বায়ু যখন নাভিগ্রন্থি ভেদ করিয়া একত্র মিলিত হইয়া দেহত্যাগ করিয়া গমন করে, তখন জীবের মৃত্যু ঘটে, আর প্রাণায়ামপ্রভাবে দেহমধ্যে উভয়ের মিলন দ্বারা অমরত্ব-লাভ ঘটে।

৮২ আয়ু। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে আয়ু বা জীবনী শক্তি ক্ষয় হয়। ৮৩ বায়ু, প্রাণ। ৮৪ শব্দার্থ প্রকরণ। ৮৫ পরমায়ু। ৮৬ তুং— সমানঃ সর্ব্বগাত্রেষু সর্ব্বং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতঃ। ভুক্তং সর্ব্বং রসং গাত্রে ব্যাপয়ন্ বহ্নিনা সহ। দ্বিসপ্ততি সহস্রেষু নাড়ীমার্গেষু সঞ্চরণ্॥ যোগি-যাঃ ৪।৪৫—৫৫। ৮৭ শব্দ-সৃষ্টি, ধনঞ্জয় বায়ুর কাজ। তুং—ঘেরণ্ড ৫।৬৪। ৮৮ বাহাত্তর হাজার নাড়ীতে এই সমস্ত বায়ু বিচরণ করে। ৮৯ চৈতন্য সম্পাদন নাগবায়ুর কাজ। তুং—ঘে ৫।৬৪। ৯০ কূর্ম্মবায়ু। নিমেষণ ইহার কাজ তুং—ঘে ঐ। যোগি-যাঃ— ৪।৫৯। 'নাগবায়ু করে সে যে শরীরে চেতন। কূর্ম্মবায়ু করে সে যে চক্ষুতে মিলন॥'
—পাঠান্তর।

দেবদত্ত বায়ু দেহে হাসি তুলায়। বায়ু সব বুঝিলে দেবী সর্ব্ব সিদ্ধি পায়॥
কৃকর নামেতে বায়ু দেহে করে ভোগ। বায়ু বশ করিলে দেবী সিদ্ধি হয় যোগ॥
হরগৌরী দুহাকার বন্দিয়া চরণ। বায়ুভেদ রচিলেক দ্বিজ শত্রুঘন্॥

ষটচক্র বর্ণনা

দেবী বুলে শুন প্রভু আমার বচন। ষড়চক্রভেদ কহ অপূর্ব্ব কথন॥
কোন্ পদ্ম কোন্ রূপ কার কত দল। কাহাতে কোন্ দেব বৈসে কহত সকল॥
শঙ্কর বুলেন দেবী শুন সাবধানে। ষড়চক্রভেদ কথা কহি তব স্থানে॥
গুহ্যের উপরে দুই অঙ্গুলি অন্তর। বারদল পদ্ম আছে তাহার ভিতর॥
চতুর্দ্দল পদ্ম জান তাহাতে লিখন। তাহা হতে জন্মিল প্রধান নাড়ীগণ॥
ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা আর নাড়ী সযুম্না। তিন নাড়ী তিন রূপ হরি হর ব্রহ্মা॥
এই তিন নাড়ী সংযোগে হয় আপ্। সেই সব স্থানে পদ্ম জন্মিলেক সাপ॥
গুদ্‌লিঙ্গ নাভিদেশ আরত হৃদয়। কণ্ঠদেশে ভ্রূমধ্যে এই স্থান হয়॥
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান আব মণিপুর। অনাহত বিশুদ্ধ আর আজ্ঞ চক্রমূল॥
এই ছয় পদ্ম বৈসয়ে স্থানে স্থান। বিস্তারিয়া কহি দেবী অপূর্ব্ব কথন॥
গুদ্‌মূলে মূলাধার অরুণের বর্ণ। বাসান্তকবর্ণ চারিদলের লিখন॥
এই চারিদলে চারি যোগিনীর স্থিতি। ডাকিনী ব্যাকিনী * আর রামা ইচ্ছামতী॥
এই চারি যোগিনী মধ্যে প্রধান ডাকিনী। যাহার যে-ভাব তাহা শুনহ কাহিনী॥
পরম আনন্দ আর সহজ আনন্দ। বিজয় আনন্দ কহি আর যোগানন্দ॥
এহি চারি রূপে আছে এ চারি শকতি। এই পদ্ম অধিকারী আপে ভগবতী॥
পদ্মমধ্যে যোনিমুদ্রা আছয়ে বিরলে। সিদ্ধা বন্দিত কামাখ্যা রূপ ধরে॥
জবাকুসুম বর্ণে আছে ঊর্দ্ধ মুখে। যোনিমধ্যে মহালিঙ্গ আছে অধোমুখে॥
লিঙ্গমূলে অধিষ্ঠান পীতবর্ণ তার। শরতের চন্দ্র যেন তেনই আকার॥
ব আ লিল (নীল) বর্ণে অক্ষর ছয় দলে। ছয় ভাগে যোগিনী আছয়ে কুতুহলে॥
ডাকিনী অব্যক্তস্বরে স্মরয়ে ডাকিনী। অন্নপূর্ণা এই ছয় যোগিনী॥
এই সব যোগিনী আছয়ে শতভাবে। হুহুঙ্কারের আর সর্ব্ব রক্ষা তরে॥
এইরূপে যোগিনী সব আছয়ে সকল। এ সব যোগিনী করে দেহে চলাচল॥
ডাকিনীর শক্তি ইহার মধ্যেতে প্রধান। নিরঞ্জন রূপে সেই পদ্মে অধিষ্ঠান॥
নাভিমধ্যে মণিপুর পদ্ম নীলবর্ণ। উ আদি শকারান্ত দশদলে লিখন॥

---

* হাকিনী (?) ষট্‌চক্রনিরূপণে পদ্মসমূহের দলসংখ্যা এবং তাহাতে অবস্থিত শক্তিগণের সংখ্যা এখানে উল্লিখিত বর্ণনার সঙ্গে একরূপ, তবে শক্তিগণের নামের বিভিন্নতা আছে।

দশদলে যোগিনী বৈসয়ে দশদলে। ডাকিনীর সর্ব্বদ্বার আছয়ে বিরলে ॥
সপ্তমুদ্রা শক্তিমুদ্রা আরত বনিতা। দাক্ষিণী তারঙ্গিনী আর ধর্ম্মময়া ॥
এই দশ নাটিকায় মূল প্রকৃতি। বিপ্রয়া কৃষ্ণ ইচ্ছা বিচ্ছা কলাবতী ॥
ভ্রমন চিন্তন আর প্রশক্ষত কার। মুনি অস্তি করি তবে দশ নায়িকার ॥
ডাকিনী শকতি প্রধান তার মধ্যে। সেই পদ্ম অধিকারী ব্রহ্মাদেব আছে ॥
হৃদিপদ্ম অনাহত সিদ্ধবরুণ। বারদলের ঠকারান্ত তাহাতে লিখন ॥
সেই পদ্ম মধ্যে বৈসে দ্বাদশ যোগিনী। রাকিনী তারঙ্গিনী আর পঞ্চশভাবিনী ॥
প্র আশা কৃষ্ণভবে তারঙ্গিনী। তার ভাবে না ভাবে মনে স্থমুক্তিনী ॥
দ্বাদশ যোগিনী এই বৈসে বার ভাবে। পদ্মনা আর কপটা তিলপূর্ণ তপে ॥
প্রন্যাসা মহাবিসৌ হিত কহি আর। অস্তারি রাকিনী আর সহস্র উঙ্কার ॥
এই বার ভাবে বৈসে দ্বাদশ যোগিনী। দ্বাদশ যোগিনী মধ্যে প্রধান কারিণী ॥
বিষ্ণুদেবতা সেই পদ্ম অধিকারী। অজপা নাম মন্ত্র আছে বায়ুরূপ ধরি ॥
কণ্ঠমধ্যে বিশুদ্ধ চক্রমূল আকার। সূক্ষ্ম দলে নায়িকা বৈসয়ে তাহার ॥
এই পদ্মমধ্যে বৈসয়ে নায়িকা শঙ্খিনী। পৈত্যাধারী মুলাধার আর বিসন্ধরী ॥
মায়াভরি হুতি এই ষোড়শ নায়িকা। নানারূপে শুদ্ধ ভাবে বৈসয়ে মাতৃকা ॥
ষোলভাবে মাতৃকা বৈসয়ে ষোলদলে। শান্তি মোক্ষ নিরবাস যাহার নিকটে ॥
শয়ায়ু প্রাণী আর শ্রম উদাসিনী। প্রক্ষায়ু ভক্তি রতি পুণ্য নির্ম্মলিনী ॥
নিরঞ্জন জ্ঞানপদ ষোড়শ অবস্থা। ষোল নায়িকার প্রধান শঙ্খিনী দেবতা ॥
রুদ্রদেব সেই পদ্মে করয়ে বসতি। পরমহংসে সেই পদ্মে করে গতাগতি ॥
ভ্রূমধ্যে আজ্ঞা চক্র জানি বর্ণ তার। শরৎকালের চন্দ্র তেনই আকার ॥
হং সঃ দুই অক্ষর বলয়ে দুই দলে। এই দুই অক্ষর বৈসয়ে ভালে দলে ॥
দুই দলে বৈসয়ে তবে দুইত নায়িকা। মহাকালী মহালক্ষ্মী দুই যে নায়িকা।
ইহার দুহার মধ্যে বৈসে শঙ্খিনী দেবতা। এই অনুক্রমে সব স্থজিল দেবতা ॥
সত্বগুণে রজগুণে আর তমগুণে। ঈশ্বর দেবতা যত বৈসয়ে স্থানে স্থানে ॥
পরমাত্মা বায়ু শিবশক্তি কহি আর। হং সং মন্ত্র দেবী জপে নিরন্তর ॥
ষড়চক্র ভেদ দেবী কহিল তুমারে। জ্যোতির্ম্ময় রূপে সেই আছে উর্দ্ধদ্বারে ॥
ষড়চক্র উপরে আছে সহস্র দল। তার বিবরণ দেবী শুনহ সকল ॥
বিকশিত জ্যোতির্ম্ময় নানারূপ ধরে। নানারূপে নানাধ্বনি তার মধ্যে করে ॥
শিব নাম ঈশ্বর তার উমা শকতি। সহস্র দলের মধ্যে করয়ে বসতি ॥
পরমাত্মা নিরঞ্জন সেই নিরাকার। সূক্ষ্মরূপ হৈয়া তথা করয়ে বিহার ॥
জ্যোতির্ম্ময় রূপে সেই বৈসে পদ্মমাঝে। সর্ব্ববর্ণময় সেই সর্ব্বদেবে পূজে ॥

সহস্রদল মধ্যে আছে অষ্টদল। তার বিবরণ দেবী শুনহ সকল ।।
পূর্ব্বদলে শ্বেতবর্ণ তাতে আত্মা গেলে। ধর্ম্ম পুণ্য করে হেন গেলে সেই দলে ।।
কৃষ্ণ বর্ণ অগ্নিদলে জীব যদি যায়। নিদ্রা আলস্য মনে তখনে করায় ।।
হরিতাল বর্ণে দক্ষিণদলে জীব যদি যায়। উচাট বৈরাগ্য মনে তখনে করায় ।।
উত্তর দলে মাণিকবর্ণে চন্দ্রের আকার। তাতে চিত্ত গেলে সুখে ভুঞ্জায় শৃঙ্গার ।।
ঈশানে সুবর্ণবনে জীব গেলে তথা। দান দয়া কৃপা মন করে হেন তথা ।।
অষ্টদল সিদ্ধির মধ্যে জীব যদি যায়। বাত শীত মহা চিত্ত তখনে করায় ।।
এরূপে সহস্র দলে বৈসয়ে ঈশ্বর। নাসিকার ধারা তথা বৈসে নিরন্তর ।।
সুষুম্নার ধারে তথা বৈসে সূক্ষ্মরূপে। ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা বৈসে নাসিকার দ্বারে ।।
দিবারূপে প্রাণবায়ু বহে উর্দ্ধমুখে। রাত্রিরূপে অপান তারে পান করে সুখে ।।
শক্তিরূপে চান্দ বামে বহেত পবন। দক্ষিণে শিশির শক্তি দোহার গমন ।।
হুঙ্কারে নিঃস্বরে বায়ু স কারে প্রবেশে। হং সং মন্ত্র জীবে জপে অহর্নিশে ।।
অজপা গায়ত্র সেই শুনহ পার্ব্বতী। হংস বায়ু সাধনে শীঘ্র হয়ত মুকতি ।।
শিবশক্তি দোহাকার বন্দিয়া চরণ। ষড়চক্রভেদ রচে দ্বিজ শত্রুঘন ।।

পঞ্চপীঠ

ষড়চক্র ভেদ দেবী কহিল তুমারে। দেহ মধ্যে পঞ্চপীঠ শুন কহি তারে ।।
মহাপীঠ উজিয়াল আর জলধর। কামরূপ পূর্ণ গিরি শ্রীহাট কহি আর ।।
এই পঞ্চপীঠ বৈসয়ে পঞ্চ স্থানে। মন দিয়া সেই কথা শুন সাবধানে ।।
শক্তি নাভিদ্বার মধ্যে পীঠ উজিয়াল। নাভির মধ্যত আছে জলধরের স্থান ।।
কামরূপের উপরে হৃদয় পূর্ণগিরি। শ্রীহাট পীঠ আছে তথির উপরি ।।
এই পঞ্চপীঠ দেবী কহিনু স্থূলরূপে। সূক্ষ্মরূপে কহি দেবী শুনহ স্বরূপে ।।
ভ্রূমধ্যে বিন্ধরূপী পূর্ণাক্ষ পীঠ আছে। উজিয়াল পীঠ আছে নাসিকার দ্বারে ।।
কামাখ্যা পীঠ আছে সহস্রদলে। গুপ্তরূপে তিন পীঠ জানিও স্বরূপে ।।
মূলাধার আদি করি কমল সহস্রদল। মেরুদণ্ড জুড়িয়া আছে এ সকল ।।
পঞ্চপীঠ ত্রিশগ্রন্থি আছয়ে তাহাতে। ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা আছে তার দুই পাশে ।।
মধ্যে তাতে নাড়ী আছে নাম সুষুম্না। তিন নাড়ী তিন রূপে হরিহর ব্রহ্মা ।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন শকতি। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু মন অষ্ট দিক্‌পতি ।।
কোন্ কোন্ স্থানে বসতি করে মন। কোন্ স্থানে বৈসে পৃথ্বী পাতাল ভুবন ।।
কোন্‌রূপে কেবা তবে বৈসে কোন্ ঠাঁই। বিস্তারিয়া কহ শুনি জগত গোঁসাই ।।
শিব বলে শুন দেবী বচন আমার। যেই স্থানে বৈসে যেই শরীর মাঝার ।।

নাভিতে বৈসয়ে ব্রহ্মা হৃদয়ে শ্রীহরি। বিন্দুরূপে ৯১ বৈসে ব্রহ্মা মনরূপে হরি ৯২ ॥
বায়ুরূপে শিবদেব দেহে অধিকারী ৯৩। রজোভাবে বৈসে ব্রহ্মা সত্বগুণে হরি ॥
তমরূপে শিবদেও জগৎ সংহারী ৯৪।

শক্তি ও শিব তথা— সূর্য্য ও চন্দ্র

উর্দ্ধশক্তি বইসে কন্ঠে ৯৫ অধঃশক্তি মূলে ৯৬। মধ্যে শক্তি বইসেয়ে নাভিতে কুতুহলে ৯৭॥
কণ্ঠ মধ্যে চান্দ ৯৮ নাভিতে পবন। সূর্য্য আগে বইসে বায়ু ৯৯ চন্দ্র আগে মন ১০০॥

---

৯১ বিন্দু-শুক্র। রস। উহা দ্বারা সৃষ্টি কার্য্য হয়। পুরাণে ব্রহ্মাকে সৃষ্টির অধিপতি বলা হইয়াছে। বিন্দুই দেহে ব্রহ্মারূপে অবস্থিত আছেন। শিব-সং ১।৯২ ও ৪।৫৮—৭৫ শ্লোকে বিন্দুকে শিবস্বরূপ বলা হইয়াছে। বিন্দুসাধন বিষয়ে শিব-সংহিতায়, ঘেরণ্ড-সং ৩।৪৭ এবং গো-সং ১।৭৮—৮৪ শ্লোকে পথ নির্দ্দেশ আছে। বিন্দু ব্রহ্মা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ঘে ৬।১ বিন্দু, মন ও বায়ু এবং তাহাদের দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ ও কার্য্য বিষয়ে বলা হইতেছে। ৯২ মন, বিষ্ণু বা হরিস্বরূপ। যখন উহা তত্ত্ববস্তুতে সমাবিষ্ট হয় তখন ব্রহ্মের সাক্ষাৎলাভ ঘটে, আবার উহাই মায়া প্রভাবে শাশ্বত পথ হইতে জীবকে বিভ্রান্ত করে। তুং—এহিত সংসারের মৈর্দ্ধে মন ডাঙ্গাইত বড। বিপত্যি পাথারে মনা দাগা দিবে দড় ॥ মোনে রাজা মোনে প্রজা শয়ালের বন্দ। মোন বান্ধ তন চিন্থ ষুন গুপিচন্দ ॥ গোপীচাঁঃ-সন্—২১ পৃঃ ॥ 'তাবসে মুসা উঞ্চল পাঞ্চল। সদ্‌গুরু বোহে করিহ সো নিচ্চল।' চর্য্যা চৈর্য্য-ভুসুকু।

৯৩ বায়ুকে শিবের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। শিব যোগিগুরু, বায়ুর সাধনই তাহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে। 'বায়ু মন এক করি করিবা সাধন' হাড়মালা। ৯৪ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের অধিপতি এবং রজঃ, সত্ত্ব ও তমগুণের প্রতীক্। নাভিতে, হৃদয়ে ও ললাটে তাঁহারা ধ্যেয়। অ, উ, ম তথা ওঁ তাহাদের ব্যক্ত বীজ। ঘে সং ৫।৪৭—৫০ ও যোগি-যাঃ ৮।১৪-১৬ তুলনীয়।

৯৫ 'কণ্ঠমূলে' অন্যপাঠ। কণ্ঠে বিশুদ্ধ চক্রে শাকিনী নাম্নী শক্তি দেবী অবস্থিতি করেন। ৯৬ অধঃশক্তি, মূলাধারে আধারপদ্মে ত্রিপুরা ভৈরবী শক্তি দেবী বা কুণ্ডলিনী আছেন। তিনি সূর্য্যস্বরূপ এবং বাসনাময়ী। তুং—আর্দ্ধে (অধে) উর্দ্ধে গুরুদেব তুলিয়া ধর কাম (অর্থাৎ অধঃ হইতে উর্দ্ধে)। সরির সোন্দর হউক চিকন হউক চাম ॥ গোঃ বি ১৪৯ পৃঃ। তন্ত্রমতে, এই কামরূপিণী কুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে সহস্রারে উঠাইলে পুনর্জন্ম হয় না। ৯৭ নাভিপদ্মে বা মণিপুরকে লাকিনী আখ্য শক্তি দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। তুং—শিব সং ৫।৫৬—৭৪,৭৯—৮২, ৯০। গোঃ-সং—৪।৯০-১১৪, ১২১ ১২৫, ১৩৩—১৩৮। ষট্‌চক্র নিরূপণ ৮, ২২ ও ৩১ শ্লোক। ৯৮ কণ্ঠে প্রাণ এবং নাভিতে অপান এই দুই প্রধান বায়ু। উহারা চন্দ্র ও সূর্য্যস্বরূপ। ৯৯ শব্দার্থ প্রকরণ দ্রষ্টব্য। ১০০ প্রাণ বায়ুর সঙ্গে মন চঞ্চলতা প্রাপ্ত হয়, নাড়ী সমূহে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং বিভিন্ন কর্ম্মে আসক্ত হয়। 'চলে বাতে চলং সর্ব্বং নিশ্চলে নিশ্চলং সদা। যোনিস্থানে বশীভূত্বা ততো

সূর্য্যের আগেতে চিত্ত (চন্দ্র ?) জীবাত্মার সঙ্গে। এথাতে ১০১ বইসেয়ে চিত্ত অতি-
মহারঙ্গে ১০২ ॥

'সূর্য্যের আগেতে চিত্ত জিয়ে তার আগে। এই সব গুপ্তভেদ জান গূঢ়ভাবে ॥'
—অন্যপাঠ

মুখের সঙ্গমে পূর্ব্বে ইন্দ্রের নগরী। অগ্নি দিক্ দক্ষিণ চক্ষু তেজপুরী ১০৩ ॥

অষ্ট দিক ও তাহার দেবতা

পূর্ব্ব পশ্চিম মধ্যে নৈঋতে বরুণের স্থান। বামদিক পৃষ্ঠমধ্যে বায়ু অধিষ্ঠান ১০৪ ॥
বাম চক্ষুতে জান শিবলোক থাকে। মাথাতে ব্রহ্মলোক জানিয় কৌতুকে ১০৫ ॥
শিবশক্তি সেই স্থানে করয়ে কৌতুক ১০৬ ॥ নির্গুণ প্রতি ঘটে জান পরম স্বরূপ ॥
নিরঞ্জন স্বরূপ সংসার অধিকারী। প্রতি ঘটে বৈসে সে যে সূক্ষ্মরূপ ধরি ১০৭ ॥
অষ্টদিক্ নির্ণয় কহিল সব আমি। স্বর্গ পাতাল যেহি বৈসে কহি শুন তুমি ॥
পদ পাতাল বিতল পাদ উপর। সুতল পাতাল সন্ধি জঙ্ঘি মহাতল ১০৮ ॥
উত্তর দিকে চন্দ্রলোক ঈশান বৈসে তল। জানু হইতে উপর ১০৯ উরুতে অতল ॥

বায়ুং নিরুন্ধয়েৎ ॥' গোঃ সং ১।১৫৩। ১০১ এই স্থানে অর্থাৎ হৃদপদ্মে। মূলাধারে অধিষ্ঠিত সূর্য্যের উর্দ্ধভাগে হৃদয়স্থ অনাহত চক্রে জীবাত্মা অবস্থিত আছেন। ১০২ আনন্দে। ১০৩ অমরাবতীন্দ্রহস্মিন্নাসাগ্রে পূর্ব্বতো দিশি। অগ্নি-লোকস্থথ জ্ঞেয়শ্চক্ষুস্তে জোবতী পুরী ॥ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ—উত্তর গীতা ২।২০। 'মুখের সম্মুখে বৈসে ইন্দ্রের নগরী। অগ্নির সাক্ষাতে যে যমান্তকপুরী ॥ অন্যপাঠ।

১০৪ 'দক্ষিণ দিকেতে জান ইন্দ্রের ভুবন। সৃষ্টিতে পশ্চিম দিকে বরুণের গমন ॥
বায়ু আদি কর্ণে বায়ু-লোক জান। বামকর্ণের উত্তরে চন্দ্রলোক জান ॥
ঈশানেতে বামচক্ষু শিবলোক তাতে। মাথাতে ব্রহ্মলোক জানিও দেবী তত্ত্বে ॥"
—অন্যপাঠ।

যাম্যাং সংযমনী শ্রোত্রে যমলোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। নৈঋতোহ্যথ তৎপার্শ্বে নৈঋর্তো লোক আশ্রিতঃ। বিভাবরী প্রতীচ্যাস্তু পৃষ্ঠে বারুণিকী পুরী। বায়োর্গন্ধবতী কর্ণপার্শ্বে লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। উঃ গীতা ২১—২২। ১০৫ বাম চক্ষুষি চৈশানী শিবলোকো মনোন্মনী। মুর্দ্ধি ব্রহ্মপুরীজ্ঞেয়া ব্রহ্মাণ্ডং দেহসংশ্রিতম্ ॥ ঐ ২।২৪। বাম চক্ষুতে একটি নাড়ী আছে, ঈশান তথায় বাস করেন। উহাকে মনোন্মনী বলে। মস্তক মধ্যে যেখানে ব্রহ্মপুরী বিদ্যমান তাহাই দেহ-সংশ্রিত ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া কীর্ত্তিত। এখানে শিবশক্তি বিরাজমান আছেন। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ ॥ ১০৬ আনন্দ, লীলা। ১০৭ অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্, ইত্যাদি। যোগি-যাজ্ঞ ১২।৩৪। ১০৮ অধঃপাদেহতলং বিদ্যাৎ পাদঞ্চ বিতলং বিদুঃ। নিতলং পাদসন্ধিস্তু সুতলং জঙ্ঘ উচ্যতে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, উঃ গী ২।২৬। তুং—গীতাসার ১৩—১৬। তুং—'চৌদ্ধভুবন ভেটে আর খিড়িকির দুয়ার', গোপী চাঃ সঃ ৫৬ পৃঃ। ১০৯ মহাতলং হি জানু স্যাৎ উরুদেশে রসাতলম্। কটিস্তলাতলং প্রোক্তং সপ্ত পাতাল সংজ্ঞকা ॥ উঃ-গী ২।২৭।

চৌদ্দ ভুবন—সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল

কটি-উপর পৃথিবী......প্রাণদা নদী। 'কটির উপরে আছে সমুদ্র নদনদী'॥ অন্যপাঠ।
কটিদেশ হইতে বলি পাতাল যে আদি ১১০ ॥
স্থাবর জঙ্গম তথা করয়ে বসতি। মর্ত্ত্য পাতালের কথা শুনহ পার্ব্বতী ॥
'কটির তলেতে জান ইন্দ্রের ভুবন। কটিদেশ পদ্ম পাতাল ভুবন'॥ অন্যপাঠ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল শুন কহি স্থিতি। সপ্ত স্বর্গ যথা বৈসে শুনহ পার্ব্বতী ॥
গোলক নাভিদেশ দক্ষিণে ভবলোক। তপলোক কণ্ঠমধ্যে মাথে (ভ্রূমধ্যে—অন্যপাঠ)
সত্যলোক ১১১ ॥
কটির উপর ব্রহ্মাণ্ড অধেতে পাতাল। উর্দ্ধমূল হেট মাথা শরীর রুদ্ধাকার ১১২ ॥
রবি শশী দুইজন ১১৩ বৈসে দুই স্থানে। সুধা বরিষে চান্দে না করে ভক্ষণে ॥
দুই সংযোগে প্রাণ দেহে থাকে সুখে। দুই রবিযোগে প্রাণ যায় যমলোকে ॥
'দোহার বিয়োগে প্রাণ যায যমলোকে॥' (অন্যপাঠ)
যত সব কহিলাম দেবী শুনিলা কথন। ইহাতে পর হয় যেই সেই নিরঞ্জন ॥
দেবী বলে ওহে প্রভু শুনহ শঙ্কর। যত কিছু কহিলা তুমি শুনিল অথান্তর ১১৪ ॥
কোথা উপজিল কোথা বৈসে মনরায় ১১৫। কোথাতে আসিল মন কোথাতে মিলায় ॥
কেবা করায়ে কর্ম্ম কেবা লিপ্ত পাপে। কেবা উন্মনা ১১৬ আছে রত সব তাপে ॥
কোথাতে বৈসয়ে শিব কোথাতে শকতি। কোথা বৈসে কালদণ্ড কোথাতে পাপমতি ॥

---

১১০ কটির উপরে সপ্ত স্বর্গ ও অধোভাগে সপ্ত পাতাল অবস্থিত। ১১১ ভূর্লোকং নাভিদেশে তু ভুবর্লোকস্তু কুক্ষিতঃ। হৃদয়ং স্বর্গলোকস্তু সূর্য্যাদি গ্রহতারকাম্॥ হৃদয়েঽস্য মহর্লোকং জনর্লোকন্তু কণ্ঠতঃ। তপলোকং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে মূর্দ্ধ্নি সত্যং প্রতিষ্ঠিতং॥ ব্রহ্মাণ্ড পু-উঃ-গীতা ২।২৯,৩১। ১১২ 'ব্রহ্মকাল'। অন্যপাঠ। 'উর্দ্ধ মূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ইত্যাদি,' গী, ১৫।১—২। উর্দ্ধ মূলোঽবাকৃশাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম— তদেবামৃতমুচ্যতে॥ কঠো ৬,১। উর্দ্ধ মূলমধঃ শাখং বায়ুমার্গেন সর্ব্বগম্। ব্রহ্মাণ্ড, উঃ গী ২।১৭। ১১৩ তালুমূলে চন্দ্র ও নাভিমূল বা মূলাধারে সূর্য্য॥ শিবশক্তি তথা প্রাণ এবং অপান বায়ু বা ইহাদের অধিপতি দেবতা চন্দ্র ও সূর্য্য দ্বারা দেহের পুষ্টি-সাধন হইতেছে। সূর্য্য দেহস্থিত পাতালে ও চন্দ্র, দেহ— স্বর্গে অবস্থিত। পাদটীকা ৯৮ তুলনীয়। ১১৪ আদ্যন্ত।

১১৫ মন, মনরাজ, মনুয়া, মনুরায়। নাথ-সাহিত্যে একটি প্রাচীন শব্দ। গোঃ-চাঃ-সঃ-সম্পা— মন্তব্য ৭১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। বাউল গানে, মনা, মনাই মনুরা ইত্যাদি। তুং—কোন ক্ষেণে করে মন আমলে গমন। কোথায় বৈসয়ে পঞ্চ তত্ত্বের আসন॥ .. ..বিংশতিতে কহ মনুরায় স্থান স্থিতি। কোথায় থাকি আহার করে নিতি নিতি॥ দ্বাবিংশে কহি তত্ত্ব শুন মীনরায়। নিদ্রা গেলে মনুরাজে কোনখানে জায়॥ গোরক্ষবিজয় ১৮৯— ১৯১ পৃঃ। ১১৬ বিভ্রান্ত, মোহমুগ্ধ।

কার কোন রূপ বৈসে কোন ঠাঁই। বিচারিয়া কহ শুনি ত্রিলোক গোসাঞি ॥
শিবে বুলে শুন দেবী কহি যে তোমাকে। যে যে স্থানে যে করয়ে বাস শরীরে ॥
নাড়ীর মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ১১৭ হৃদয়ে শ্রীহরি। শীরে শিব ১১৮ বৈসে জ্যোতির্ম্ময় ধরি ॥
বিন্দুরূপে বৈসে ব্রহ্মা মনরূপে হরি। বায়ুরূপে বৈসে সে যে দেব অধিকারী ॥
বাম চক্ষুতে জান শিবলোক থাকে। মাথাতে ব্রহ্মলোক জানিয় প্রত্যক্ষে ॥
শিবশক্তি সেই স্থানে করয়ে কৌতুক। নির্গুণ নির্লেপ জান পরম স্বরূপ ॥
নিরঞ্জন স্বরূপ সংসার অধিকারী। প্রতি ঘটে বৈসে সে যে সুক্ষ্মরূপ ধরি ॥
দেবী বলে ঈশ্বর তুমি শুনহ বচন। কেবা খাইতে চাহে খায় কোন জন ॥
নিদ্রা জাগরণ চেতন কোন জনে করে। নিদ্রাতে চেতন কেবা কহত আমারে।'

জীবাত্মা ও প্রাণ এবং দেহের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ-বিচার

শঙ্করে বুলয়ে দেবী শুন সাবধানে। প্রাণে ১১৯ খাইতে চাহে ভুঞ্জে হুতাশনে ॥
জাগরণ নিদ্রা দুই বায়ুতে করায়। নিদ্রা হইলে হুতাশনে তখনে জাগায় ॥
দেবী বুলে শুন প্রভু কহত উপায়। কেবা মরে কেবা জিয়ে কোথাতে মিশায় ॥
কারে কেবা পিণ্ড দেয় দাহন করে কাকে। এহি সব কথা বাক্ষি কহত আমাকে ॥
পঞ্চভূত যখন পাছে পাছে যায়। ব্রহ্মা ব্রহ্মশরীরে কোথা গিয়া পায় ॥
'ধর্ম্মাধর্ম্ম শরীরের কোথাতে মিশায় ॥' —অন্যপাঠ।
শঙ্করে বুলয়ে দেবী শুনহ বচন। দেহ মরে......প্রাণ অংশ বন্ধন ॥
'দেহ মরে প্রাণ হংস নিরঞ্জন ॥' —অন্যপাঠ।
দেহরে ১২০ দাহন করে কর্ত্তারে ১২১ পিণ্ডদান ॥

---

১১৭ সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড। তস্য মধ্য গতাং সূর্য্যো-সোমাগ্নি পরমেশ্বরাঃ। ভূতলোকাদিশঃ ক্ষেত্রং সমুদ্রাঃ পর্ব্বতাঃ শিলাঃ॥ ইত্যাদি। উত্তর-গীতা ২। ১৬। ঊর্দ্ধমূল সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে সমস্তই আছে ॥ ১১৮ সহস্রারে শিব। তুং—ষট্ চক্র নিরূপণ ৪৪।

১১৯ জীবাত্মা বা জীবন ব্যাপার। মন ও বুদ্ধি শুধু বিচার করিবার সাধন বা ইন্দ্রিয়। জড় শরীরে ইহাদের অতিরিক্ত প্রাণরূপী চেতনা দ্বারা চেষ্টা চাঞ্চল্য সমস্ত কার্য্য হয়। প্রাণবায়ুই ইহার আশ্রয়। তুং—দশমে নিদান বুঝি কেহ নাহি রয়। দীপ নিবাইলে জুতি (জ্যোতি) কোথা গিয়া রয় ॥ শরীর বিয়োগে প্রাণ কোথা চলি যায়। এহার পরম তত্ত্ব কহ মীন রায় ॥ গোঃ-বিজয় ১৯০ পৃঃ। ১২০ পঞ্চভূতাত্মক স্থূল শরীরকে। ১২১ সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরকে। সূক্ষ্ম আঠার তত্ত্বের সাংখ্যোক্ত লিঙ্গ শরীর বা উপনিষদে বর্ণিত লিঙ্গ শরীর। ইহা শেষের পাঁচতত্ত্ব ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম হইতে মুক্ত কিন্তু ইহাদের সূক্ষ্মতত্ত্ব পঞ্চতন্মাত্র শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ; মহান বা বুদ্ধি; অহঙ্কার এবং মন সহ অন্য সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সংযোগে গঠিত। বৃহদারণ্যকে বর্ণিত হইয়াছে যে, আত্মার

স্বরূপে কহিল কথা দেহ ১২২ সেই প্রাণ॥ 'স্বরূপে কহিল কথা আত্মার নির্ণয়॥'

—অন্যপাঠ।

ব্রহ্মার ব্রহ্ম বুদ্ধি পৌরুষ অহঙ্কার। গুপ্ত ভাবে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ১২৩ শরীরে সঞ্চার॥
চক্ষু কর্ণ নাসিকা ত্বক্ জিহ্বা এহি হয়। এখনে শরীরে ....এহি পঞ্চেন্দ্রিয়ে কয়॥
এই পঞ্চভূত যবে করয়ে গমন। তখন শরীরের নাম হয়ত মরণ॥
পঞ্চভূত যেইকালে পঞ্চেতে মিশায়। ধর্ম্মাধর্ম্ম শরীরের পাছে তাব ধায়॥
অজ্ঞানেব শরীরের ধর্ম্ম যায় সেইরূপে। ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানীব নাহি কহিনু স্বরূপে॥
মরণ হইলে জান যথা চলি যায়। উকার ১২৪ পরম যদি সিদ্ধি বলি কারে।
এহি সব গুপ্তভেদ কহি যে তুমারে॥

মনের স্বরূপ

আকাশে জন্মিল প্রাণ ১২৫ প্রাণে মনুরায়। জলেতে উপজে সে যে জলেতে মিশায় ১২৬॥

সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত, মন, ইন্দ্রিয়-সকল, প্রাণ ও ধর্ম্মাধর্ম্ম, শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। লিঙ্গ শরীরে জল, তেজ ও অন্ন এই মূল তত্ত্বের সূক্ষ্ম সমাবেশ ছান্দোগ্য উপনিষদেরও অভিপ্রেত। ইহা বায়ুভূত নিরাশ্রয়। তুং সাংখ্য-কা ৪০—৪১, বেদা সূ-৩.১.১—৯, ছাঃ-উপ ৫.৩.৩, ৫.৯,১। গী-১৫.৭—১০, ১৩৫ মনু-১২.১৬,১৭, মহাভারত-বন ২৯৭.১৬, বৃহৎ-আরণ্যক-৪৪.৩, ৪.৪.৫, ৬.২.১৪, ১৫।

১২২ সূক্ষ্মদেহ। ১২৩ তুং—গী-৭.৪—৫। অহঙ্কার, বুদ্ধি, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিযাদি লিঙ্গ শরীরের উপাদান বিশেষ। ইহারা সূক্ষ্মরূপে জীব বা পুরুষকে আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন কর্ম্মহেতু নব নব জন্মলাভের কারণ ঘটায়। ঈশ্বর অর্থাৎ জীব যখন স্থুল শরীর পায় এবং যখন স্থুল শরীর হইতে বাহির হইয়া যায় তখন ইহা পুষ্প-আদি আশ্রয় হইতে যেমন গন্ধকে বায়ু লইয়া যায় সেইরূপ ইহাদিগকে—মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে, সঙ্গে লইয়া যায়। কান, চোখ, ত্বক্, জিহ্বা ও মনে অবস্থিতি করিয়া এই জীব বিষয়সমূহ উপভোগ করে। এই জন্য মনঃ-সংযমই শ্রেষ্ঠ যোগ, কারণ চক্ষু কর্ণাদি প্রমত্ত ইন্দ্রিয়সমূহ বলপূর্ব্বক মনকে বিষয় উপভোগে লিপ্ত করায়। এই মনকে বিষয়-বিনিবৃত করিয়া তত্ত্ব বস্তুতে সমাবিষ্ট করিতে পারিলে জীবের জন্ম পরিগ্রহ রহিত হয়। তুং—'Control of the Mind is the Yoga per excellence.' Obs. Rel. Cults-P-268. ১২৪ ওঁ কার। ওঁ=অ+উ+ম্ যথাক্রমে স্থুল, সূক্ষ্ম কারণ, পূরক, কুম্ভক, এবং রেচককে বুঝায়। প্রাণায়ামকে ওঁ কার বা প্রণবময় বলা হইয়াছে। তুং—যোগি যাঃ ৬।২—১০। চল্‌তি ভাষায় প্রাণায়ামকে উকার বলে। এই ওঁ-এর মধ্যে প্রাণ, বিন্দু ও মন অবস্থিত আছে। সে এক পৃথক্ তত্ত্ব। ১২৫ আকাশাদ্বায়ু সম্ভবঃ। ইত্যাদি। আকাশ হইতেই প্রাণ-বায়ু জন্মগ্রহণ করিল। ইহাই জীবের জীবন। প্রাণের অন্য অর্থ জীবাত্মা। মহাকাশ বা পরমাত্মা হইতে ইহার উদ্ভব। বায়ুই ইহার আশ্রয় ও পরিপোষক।

১২৬ মনেতে উপজে সে যে মনেতে মিশায়। অন্যপাঠ। জল মূল তত্ত্বের সঙ্গে

মনেতে করায় কর্ম্ম লিপ্ত নহে পাপে। 'মনেতে করায় কর্ম্ম লিপ্ত হয় পাপে।' —অন্যপাঠ
মনেতে উন্মনা হয় ১২৭ দেবী শুনহ স্বরূপে ॥
পাতালেতে বৈসে শক্তি ব্রহ্মাণ্ডে শঙ্কর ১২৮। অহঙ্কার ১২৯ বৈসে কাল জীবন স্বরূপ ॥
(ভরায়ে সকল—অন্যপাঠ)।
চঞ্চল চিত্তে শক্তি শিবহীন মনে। শিব শক্তি এক করি লয় যার মনে ১৩০ ॥
সংসার সাগর পার হয় সেই জনে। নিশ্চয় জানিও দেবী শুন সাবধানে ॥
দেবী বুলে শুন প্রভু আমার বচন। কোথা উপজিল জীব কেন হে মরণ ॥
সে জীব কেমনে জিয়ে কি তার ভক্ষণ ॥

জীবের গতি। তুং ছাঃ উপ ৫. ৩. ৩; ৫. ৯. ১; সাংখ্যকা ৪৩; বেঃ সূত্র ৩. ১. ১—৭। মহা-শা ৩২০, ঋ ১০. ৮২. ৬, তৈ ব্রা ১০১. ৩. ৭ ও মনু ১. ৮. ১৩। ১২৭ চঞ্চল হয়। মন, অনদি বাসনাময়। চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়ুরিব সুদুষ্করম্॥ গী ৬. ৩৪। 'জে সচরাচর তিঅস ভবন্তি; তে অজরামর কিমপি ন হোন্তি। চর্য্যাচর্য্য, সরহপাদ। আত্মা আকাশের ন্যায় সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। মনেরই আত্ম স্বরূপ ও জীব স্বরূপ, এই দুই ভাবের কথা বলা হইতেছে। ১২৮ মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি ও শীরে সহস্রারে শিব। কুণ্ডলিনী জীবের যাবতীয় বাসনায় লিপ্ত হওয়ার কারণ। শক্তিকে শিবের সঙ্গে যুক্ত করিতে পারিলে মনের অস্থিরতা দূরীভূত হয় এবং জীবভাব লুপ্ত হয়। শিব ও শক্তি বিদ্যুত প্রবাহের দুইটি কেন্দ্রের (Positive and Negative) মত। ১২৯ এই শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া জীবভাব বা অহংভাব আত্মার বন্ধনের কারণ। ১৩০ উভয়কে এক করাই সাধনা। কুণ্ডলিনীর উর্দ্ধগতি ও অধোগতি—শিবভাব ও জীবভাবকে তন্ত্রে, 'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা' প্রভৃতি শ্লোক দ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, মূলাধার হইতে সুষুম্না পথে উর্দ্ধে গমন করিয়া কুণ্ডলিনী সহস্রারে অমৃতাভিষিক্ত হন এবং পুনরায় মূলাধারে আগমন করেন। সাধকের এই এক বিলাস। উভয়েরই—শিব-শক্তির, একত্ব সংসাধিত হইলে দেহস্থিত সুষুম্নাবর্ত্তে অমৃত প্রবাহ অক্ষয় হয় এবং উহা দ্বারা দেহ অমর ও চিন্ময় হয়। তুং— Secretion of nectar from the moon is associated with the rousing of the Kundalini Sakti and it is held that rousing of Sakti in the Shahasrar is instrumental to the trickling down of the nectar— and sometimes Sakti herself is depicted as the drinker of the nectar. Drinking of wine and eating of meat which are indispensible to a Tantrick Sadhaka are explained by the Natha Yogins as the drinking of the nectar from the moon and turning the tongue backwards in the hollow above. Obscure. Rel. cults P—278.

তুং—ইন্দ্রিয় নিরোধ করি কুম্ভক সন্ধানে। জীবাত্মা আর ভূতাত্মারে সাধ্য করি আনে ॥
পরমাত্মার সঙ্গে যদি জীবের হয় মিলন। জীবে শিবে এক হইলে থাকে না বন্ধন ॥
জীবমুক্ত হইলে মুক্ত ভূতাত্মা আর মন। তিনেই এক একেই তিন জানিবে কারণ ॥
দীন শরতের বাউল গান। 'চলাচল শিবশক্তি স্থির যেই মনে।
নিরঞ্জন ধর্ম্ম তবে বৈসে সেই স্থানে ॥' —অন্যপাঠ।

ত্রিবিৎ-করণ

শঙ্করে বুলয়ে দেবী শুনহ বচন। বায়ু তেজ আকাশ হৈল জীবের উৎপত্তি ১৩১ ॥
এহি জীব প্রাণ বলি প্রাণেই বলি মন ১৩২। যেরূপে ভক্ষণ করে শুনহ কথন ॥
মুখ নাসিকার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার। সেই প্রাণ আকাশেতে করয়ে আহার ॥
'আপনে আকাশে জীব করয়ে বিহার।' —অন্যপাঠ।
প্রাণের আহারে হয় জীবের ভক্ষণ ১৩৩। এহি আহারে জিয়ে ১৩৪ জীবের জীবন ॥
তেজে তেজ পিয়ে বায়ু খায়ে হুতাশন ১৩৫। আকাশে পিয়য়ে বায়ু আকাশে পিয়ে মন ১৩৬ ॥

---

১৩১ পূর্ব্বে শরীর নির্ণয় তত্ত্ব উপলক্ষে পঞ্চীকরণে উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ এই পঞ্চ মহাভূত হইতেই রস, রক্ত, মাংস, শুক্র প্রভৃতি সপ্তধাতু ও ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি শরীরধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষিতিতত্ত্ব হইতে মাংস, অস্থি, চর্ম্ম প্রভৃতি পাঁচটি, জলতত্ত্ব হইতে শুক্র, শোণিত, মজ্জা প্রভৃতি পাঁচটি ; তেজতত্ত্ব হইতে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি প্রভৃতি তদানুসঙ্গিক বৃত্তি ; বায়ুতত্ত্ব হইতে ধারণ, ক্ষেপণ, ব্যজন, সঙ্কোচন ও প্রসারণ এবং ব্যোমতত্ত্ব হইতে কাম, ক্রোধ, লোভ, লজ্জা, মোহ, এই পাঁচটি উৎপন্ন হইয়াছে। দেহের বিভিন্ন স্থানে অর্থাৎ মূলাধারে ক্ষিতিতত্ত্ব, স্বাধিষ্ঠান চক্রে জলতত্ত্ব, মণিপুরে তেজতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন চক্রে পঞ্চতত্ত্বের পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন কোন উপনিষদে পঞ্চ মহাভূতের পরিবর্ত্তে তিনটি মূল উপাদান স্বীকৃত হইয়াছে। তুং— ছাঃ উপ ৬.২— ৬ ; শ্বেতাশ্বতর ৪,৫ ; বেদা সূ ২— ৪.২০। ইহাকে ত্রিবিৎ-করণ বলে। ইহা প্রাচীন হইলেও পরবর্ত্তী যুগে বেদান্ত সূত্রে (২.৩.১—১৪), গীতায় (৭.৪) ও (১৩.৫) এবং গর্ভোপনিষদের প্রথমেই মনুষ্য দেহ পঞ্চাত্মক বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহাভারতে ১৮৪— ১৮৬, বিভিন্ন পুরাণ এবং উপনিষদে শেষ পর্য্যন্ত পঞ্চী করণই স্বীকৃত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে (২.৩.২) পৃথিবী, জল ও অগ্নি এই তিনটিকে ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ এবং বায়ু ওআকাশকে অমূর্ত্তরূপ বলিয়া দেখান হইয়াছে। ১৩২ 'এই সে প্রাণ কহি প্রাণের কহি মন।'—অন্যপাঠ। জীবাত্মা—প্রাণ বা মন বায়ু তেজ ও আকাশ এই ভূতত্রয় দ্বারা গঠিত স্থূল দেহের সূক্ষ্ম অবস্থা। মন কি, এ সম্বন্ধে দেবী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কার— দেহ। ১৩৩ প্রাণ আকাশেরই এক বিন্দু বিশেষ। আকাশস্থিত বায়ু দ্বারা উহা পরিপোষণলাভ করিতেছে। সূক্ষ্মদেহের বায়ুভক্ষণ। তুং—এহিমতে কতদিন সাধিলেক জোগ। বায়ুভক্ষি রহিলেক তেজি উপভোগ। গো-বিজয় ১০ পৃঃ। ১৩৪ জীবিত থাকে। ১৩৫ দেহভাণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না। সপ্তধাতু গঠিত ভৌতিক দেহকে বাহ্য জগতের পঞ্চভূত কার্য্যক্ষম করিতেছে। খাদ্যবস্তু (ক্ষিতি), বায়ু, জল, সূর্য্যরশ্মি (তেজ) ও আকাশ (শূন্য), বাহ্য-জগতের এই পঞ্চভূত সপ্তধাতু গঠিত ভৌতিক দেহকে সজীব ও সতেজ রাখিতেছে। ইহার মধ্যে বায়ুই সর্ব্বপ্রথম, তাহার পর জল, তেজ ইত্যাদি। বায়ু খাদ্য হইতে সংগৃহীত রসদকে দেহের ধাতু সংগঠন ও পরিপুষ্টিসাধন করে। অন্যান্য ভূতসমূহ দেহস্থিত ধাতুসমূহকে সুস্থ ও সতেজ রাখার সহায়তা করে কিন্তু বায়ু ব্যতীত এক মুহূর্ত্ত এই দেহ টিকিতে পারে না। যে উপাদানসমূহ দ্বারা ঘটাকাশ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা মহাকাশেরই অংশ বিশেষ। বায়ু, তেজ, আকাশ পরস্পরের সম্বন্ধের কথা বলা হইতেছে। একের দ্বারা অন্য পরিপুষ্ট হইতেছে ও এই দেহ টিকিয়া আছে। তুং— গী ১৫।১৪। ১৩৬ আকাশস্থ পিবেৎ

এহি মতে আছয়ে যতেক জীবগণ। 'এইরূপে আকাশে দেবী আছে জীবগণ।' অন্যপাঠ।
ইহা হতে পর যেই সেই ঈশ্বর নিরঞ্জন ॥
জ্যোতির্ম্ময় নিরঞ্জন সেই নিরাকার। অব্যক্ত হইয়া সৃজে সকল সংসার ॥
শিব বুলে শুন দেবী আমার বচন। নিরঞ্জন রূপ দড়াইব কোন্ জন ॥
চতুর্দ্দশ শাস্ত্র পড়ি না জানে ইহারে। কোন শাস্ত্রে কোনরূপে দড়াইতে না পারে ॥
এক কথা কহি দেবী শুন সাবধানে। শরীরেতে পঞ্চ ইন্দ্রিয় বৈসে পঞ্চ স্থানে ॥
ষড় ইন্দ্রিয় হয় দেবী মনের সংহতি। মনরূপে নিরঞ্জন প্রতি ঘটে স্থিতি ॥
নিরঞ্জনরূপে মন সংসারের সার। মায়াতে মোহিত করে জগত সংসার ॥
স্থানে স্থানে গেলে মন ধরে নানা রূপ। মনস্থিরে যোগসিদ্ধি জানিও স্বরূপ ॥
শরীরেতে সেই মন ভ্রমিয়া বেড়ায়। কোথা গেলে কোন কর্ম্ম করে মনরায় ॥
শিবে বুলে শুন দেবী আমার বচন। যথা গেলে যেই কর্ম্ম করেন সেই মন ॥

মনের কার্য্য

যেথানে গেলে যে কর্ম্ম করে সেহি মন ॥ সূর্য্যের ঘরে ১৩৭ গেলে মন করয়ে গমন ॥
চন্দ্রের ঘরে ১৩৮ গেলে মন করায় রমন ॥
তেজের ঘরে ১৩৯ গেলে মন ভুজন করায়। ইঙ্গিলাতে ১৪০ গেলে মন শুইয়া নিদ্রা যায় ॥
সুষুম্নাতে গেলে মন স্বপন দেখায়। স্বপনেতে গেলে মন মূলাধারে (স্বাধিষ্ঠানে) যায় ॥
সেই স্থানে শিবশক্তি করয়ে বিহার ১৪১। দেবী বুলে কহ গোসাঞি করিয়া প্রচার ॥
সেই স্থানে শিবশক্তি আছে এক স্থানে। শিবশক্তি এক করি লয় যার মনে ॥
শৃঙ্গার করায়ে মন গেলে সেইখানে। স্বপনেতে চন্দ্র টলে সেই সে কারণে ॥
এইরূপে মন দেবী করিবা সর্ব্বক্ষণ। পিঙ্গিলাতে গেলে মন করায় চেতন ॥

বায়ুং মন আকাশমেবচ ইত্যাদি; উঃ গী ২।৩২—৩৩ তুং—জল আর কুম্ভে সুখী রহিছে কোন লক্ষে। আকাশে থাকয়ে বায়ু সে বা কি বা ভক্ষে। গোঃ বি ১৮৮ পৃঃ। 'তেজ পিয়ে বায়ু খায় হুতাশন। আকাশে পিয়য়ে বায়ু আকাশে পিয়ে মন।'
—অন্যপাঠ।

১৩৭ পিঙ্গলা নাড়ীতে অর্থাৎ দক্ষিণ নাসায় বায়ু চলাচল বেশী হইলে মানুষের চেষ্টা চাঞ্চল্য বা কর্ম্মশক্তি প্রবল হয়। ১৩৮ বাম নাসায় বা চন্দ্র নাড়ীতে বায়ু চলাচল বেশী হইলে রমণ প্রশস্ত। ১৩৯ পিঙ্গলা নাড়ীতে বায়ু চলাচল বেশী হইলে দেহে অগ্নি বৃদ্ধি হয়, তখন ভোজন প্রশস্ত। তেজ বা অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে ক্ষুধা প্রবল হয়। পঞ্চ তত্ত্বের মধ্যে দেহে যখন যে তত্ত্বের উদয় হয়, যোগীরা তাহা বুঝিতে পারেন, তখন যথাযথ ও মঙ্গল কার্য্যাদি তদনুসারে সম্পন্ন করেন। ১৪০ ইড়া নাড়ী তথা বাম নাসায়। ১৪১ তুং—গো

ত্রিকুল নাটিকাতে গেলে করায় বিভুল। সর্ব্বক্ষণ মন কথা করায়ে চঞ্চল ॥
নীচ ইন্দ্রে গেলে মন সুস্থির হৈয়া যায়। সহস্রদল পদ্মে গেলে সিদ্ধি পদ পায় ॥
নিরবধি অক্ষির মধ্যেত সেই মন। চঞ্চল হইতে মন চাহে সর্ব্বক্ষণ ॥
নিচল হইলে মন সংসার তরণ ॥ অবশ্যই সর্ব্বসিদ্ধি হইব তখন ॥
সেই তথা গেলে মন থাকয়ে নির্ভয়ে। তাহারে জানিলে দেবী চিরকাল জিয়ে ॥
মনে মনে ভাবি আমি বসি সেই স্থান। ইহার সাধনে দেবী নাহিক মরণ ॥
এইরূপ দেহেতে ফিরয়ে মনোরায়। সুধা বরিষে চান্দে তাহারে না খায় ॥
শতধারে সুধা পড়ে না করে ভক্ষণ। ভক্ষণ করিলে সুধা অমর হয় জন ॥
চঞ্চল হৈলে সেই ভ্রমিয়া বেড়ায়। নিশ্চল হৈলে মন সিদ্ধি পদ পায় ॥
শঙ্করে বুলেন দেবী শুন বিবরণ। কর্ম্মযোগ শরীরে ১৪২ সুস্থির হয়ে মন ॥
মনস্থির হইলে দেবী পাইবা নিরঞ্জন। যোগ সিদ্ধি হইলে দেবী নাহিক মরণ ১৪৩ ॥
এহি সব কথা কহিল তুমারে। যোগসিদ্ধি যারে বলি শুনহ বিচারে ॥

মন-ব্রহ্ম

* 'যত সব কহিল দেবী শুনিলা কথন। ত্রিভুবনের অধিকারী সেই নিরঞ্জন ১৪৪ ॥
নিরূপ নিরঞ্জন কি মতে ১৪৫ তারে পাই। দেবী বুলে বিস্তারিয়া কহত গোসাই ॥
শঙ্করে বুলেন তবে শুনহ সুন্দরী। নিরঞ্জন যেহি রূপ দড়াইতে ১৪৬ না পারি ॥
শিবে বুলেন দেবী শুন সাবধানে।
শরীরের পঞ্চইন্দ্রিয় বৈসে মনের সংহতি। মনরূপে নিরঞ্জন প্রতি ঘটে স্থিতি ১৪৭ ॥
নিরঞ্জন রূপ দেবী সংসারের সার। মায়াতে মোহিত করে জগত সংসার ॥
বায়ুর আগেতে ১৪৮ আছে মনরায়। নিরবধি শরীরের্তে ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
স্থানে স্থানে গেলে মন ধরে নানারূপে ১৪৯। মনস্থিরে ১৫০ যোগসিদ্ধি জানিও স্বরূপে ॥'

সংহিতা ৪০।৯৯—১০১। ১৪২ যোগাভ্যস্ত দেহে। ১৪৩ যাহার যোগে সিদ্ধিলাভ হয় তাহার দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহ পর-ব্রহ্মে লয় পায়। তুং—মায় বোলে যুন পুত্র রাজার কুঙর। জ্ঞান সাধ গুরু ভজ হইবে অমর ॥ গোপী চাঃ স—৭ পৃঃ।

* ইহা অন্যপাঠ। ১৪৪ ব্রহ্ম। ১৪৫ কিরূপে। ১৪৬ বর্ণনা করিতে পারি না। ১৪৭ মন, ব্রহ্মস্বরূপ। ১৪৮ মন সর্ব্বদা বায়ুর সঙ্গে থাকে এবং নানা কার্য্যে লিপ্ত হয়। 'চলে বাতে চলৎ সর্ব্বং' ইত্যাদি। তুং—'পটহ মাদল মন পবন দুই করন্তকশালা।' চর্য্যা—কাহ্নপাদ। তুং—গো-বিজয়—১৭৮ পৃঃ। ১৪৯ এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। 'তেজের ঘরে গেলে মন ভুজন করায়' ইত্যাদি। ১৫০ প্রাণ ও অপান বায়ু বশীভূত হইলে মনও স্তম্ভিত হয় এবং ইচ্ছানুরূপ ইহাকে দেহস্থিত বিভিন্ন পদ্মে আবদ্ধ করা যায়। তুং—যোগিযা ষষ্ঠোঽধ্যায়। গো সং ৩।১—১০, ঘে সং—৩।৩৭—৮২। প্রাণায়াম মনস্থৈর্য্যের

যোগসিদ্ধি বা যোগের ষড়াঙ্গপ্রসঙ্গ

আসন প্রাণায়াম সাধন প্রত্যাহার। ধ্যান সমাধি হয় যার যেই সার ১৫১ ॥
এহিত যোগের কথা কহে বুধজনে। আর সেই যোগ কথা শুন সাবধানে ॥
আসন করিলে ১৫২ আরোগ্য হয়ত সকল। প্রাণায়াম ১৫৩ প্রত্যাহারে ১৫৪ মন হয়ত নির্ম্মল ॥
ধ্যান করিলে সুস্থির হয় যে মতি। সমাধি শরীরে সিদ্ধি হয়ত মোক্ষতি ১৫৫ ॥
যোগের ষড়ঙ্গ অঙ্গে যোগতি সার আমি। সাবধানে সাধন করহ দেবী তুমি ॥
যোগের ষড়ঙ্গ অঙ্গে জানিও স্থির রূপে। বিস্তারিয়া কহি দেবী শুনহ স্বরূপে ॥
যত জীবজন্তু আছে এই পৃথিবীতে। তাহাতে আসন সব জানিও নিশ্চিতে ॥
'এতেক আসন আছে জানিবা নিশ্চিতে।' অন্যপাঠ।

আসন সাধন

ইহার ভীতরে দুই আসনের সার। প্রথম কমলাসন সিদ্ধাসন আর ॥
কমলাসনের ভেদ শুনহ পার্ব্বতী। ব্যাধি বিকার নাশ সে করে শীঘ্র গতি ॥

উপায়। তুং—'We have seen that the control of the mind is the yoga per excellence and it is held that the vital wind is the vehicle of the mind and control of the vital wind through the processes of Pranayama leads to the control of the mind. So, for control of the mind, the control of the wind has been held very important in the Natha literature etc. Obs. Rel. cults—Page 268-269.

১৫১ যমনিয়-মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যান-ধারণা সমাধোহষ্টাবঙ্গানি। পাত সাধন পাদ ২৯। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, যোগের এই অষ্ট অঙ্গ। এ বিষয়ে ঘে ১।১০—১১, ১।৫; গো-সং ১.৫; যোগী যাঃ— ১।৪৫—৪৬ তুলনীয়। আদি যামলে, দত্তাত্রেয় সং ও নিরুত্তর প্রভৃতি তন্ত্রে কোথাও ষড়াঙ্গ, কোথাও বা অষ্টাঙ্গ যোগের কথা বলা হইয়াছে। এখানে ষড়াঙ্গের কথাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঘেরণ্ডে ও গোরক্ষ সংহিতায় মুদ্রা ও ধৌতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। তুং— Obscure Religious Cults. P—268, 269, 280.

১৫২ স্থির সুখমাসনম্। পীত সাধন—৪৬; ঐ শিব সং ৩।৮৪—৯৬। ঘেরণ্ড সং ২।১—৪৬, গো-১।৬—১০, যোগি যাজ্ঞ ৩।১—১৬। চৌরাশি প্রকার আসনের মধ্যে সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, উগ্রাসন ও স্বস্তিকাসন প্রশস্ত। আসন দ্বারা মনঃ-সংযম, সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি ও বায়ু চলাচলের পথ সুগম হয়। ১৫৩ 'শব্দার্থ' দ্রষ্টব্য। ১৫৪ ততস্ততো নিয়ম্যৈ-তদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ চিত্ত যে যে বিষয়ে চঞ্চল হইয়া ভ্রমণ করে, প্রত্যাহার প্রসাদে উহা তত্তৎ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আত্মার বশীভূত হয়। ঘে ৪।২ তুং—পাত সাধন— ৫৪ ও ৫৫। গো ২।১—২৭, যোগী যাঃ—৭।২। ১৫৫ মুক্তি। তুং—রাগ দেশ মোহ লাইঅ ছার। পরম মোখ লব এ মুক্তিহার ॥ চর্য্যাচর্য্য—কাহ্ন।

বাম পদ উপরে দক্ষিণ পদ দিব। তাহার উপর বাম পদ থুইব ॥
দুই কর পৃষ্ঠে দিয়া ধরিব পদাঙ্গুলি। ইহার নাম কহি দেবী আসন কমলি ॥
'ভ্রূর মধ্যে ধ্যান করি রহিবা সাবহিত। পরম শূন্যেতে নিয়া নিযোচিত্ চিত্ত ॥
ব্যাধি বিঘ্ন নাশ করে ইহার সাধনে। এতেক ইহার নাম কমলাসনে।' অন্যপাঠ।
বিস্তারিয়া কহি শুন স্থির করি মন ॥
সিদ্ধা সকলের বসা শুনহ পার্ব্বতী। মূলে বামপদ দিয়া দৃঢ় করি মতি ॥
দক্ষিণ চরণ দিব তাহার উপরে। মেরুদণ্ড দৃঢ় করি রহিব যোগবীরে ॥
বায়ু পুরিয়া নাসা চাপিব সাবধানে। সুখে থাকিবা দেবী সিদ্ধ আসনে ॥

প্রাণায়াম সাধন

আসনের ভেদ ১৫৬ কহিলাম যে আমি। প্রাণায়ামের কথা শুন দেবী তুমি ॥
সিদ্ধা সকল বসিব মেরুদণ্ড করি স্থির। অধোমুখে বায়ু দেবী পুরিবা ১৫৭ শরীর ॥
বাম নাসা পুটে বায়ু করিবা পূরক ১৫৮। পুনরপি পুরি বায়ু করিবা কুম্ভক ॥
মূলাধার আকুঞ্চন করিবা পবন ১৫৯। দক্ষিণ নাসাতে বায়ু করিবা রেচন ১৬০ ॥
'বাম নাসা পূর্ণ বায়ু করিবে পূরক। প্রাণায়াম করিয়া বায়ু করিব কুম্ভক ॥
মূলাধারে আকুঞ্চন চালিব পবন। দক্ষিণ নাসাগ্রে বায়ু করিবে রেচন ॥' অন্যপাঠ।
প্রাণায়ামের ভেদ কহিল স্থূল রূপে। বিস্তারিয়া কহি দেবী শুনহ স্বরূপে ॥
একবার পূরক পুরিয়া বায়ু পুরে। চারি বার জপিয়া কুম্ভক যদি করে ॥
দুইবার জপিয়া করিবা রেচন। ত্রাহি রূপে বায়ু দেবী করিবা সাধন ১৬১ ॥

---

১৫৬ তত্ত্ব। ১৫৭ অধোমুখ হইয়া প্রথমতঃ বাম নাসায় বায়ু গ্রহণ করিয়া দেহ পূর্ণ করিবে। পূরক, কুম্ভক ও রেচক সম্বন্ধে কথিত হইতেছে। তুং— ঘে ৫। ৩৮— ৫৫। ১৫৮ বায়ুগ্রহণ। পূরকে এক গুণ মাত্রা, কুম্ভকে চতুর্গুণ এবং রেচকে দ্বিগুণ মাত্রা। ১৫৯ বায়ু ধারণের সঙ্গে সঙ্গে গুহ্যদ্বার আকুঞ্চন করিলে অপান বায়ু ঊর্দ্ধমুখী হইয়া প্রাণ-বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়। তুং— আকুঞ্চয়েৎ গুদদ্বারং প্রকাশয়েৎ পুনঃ পুনঃ। সা অশ্বিনী মুদ্রা, শক্তি-প্রবোধ-কারিণী। ঘে-৩।৮২। প্রাণ ও অপান বায়ু সম্মিলিত হইলে এই সম্মিলিত শক্তি প্রবাহ মূলাধারে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী শক্তিকে প্রচণ্ড বেগে জাগ্রত করিয়া ঊর্দ্ধমুখে সুষুম্না নাড়ী পথে ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করে। ১৬০ বায়ু পরিত্যাগ। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, প্রাণায়াম সাধনেচ্ছু প্রথমে বাম নাসায় বায়ু গ্রহণ করিয়া দেহ পূর্ণ করিবেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ধারণ করিবেন। তাহার পর দক্ষিণ নাসায় উহা পরিত্যাগ করিবেন। তাহার পর দক্ষিণ নাসায় বায়ু গ্রহণ করিয়া দেহে ধারণ করিবেন এবং ধীরে ধীরে বাম নাসায় পরিত্যাগ করিবেন। এইরূপে বায়ুসাধন চলিতে থাকিবে। নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত গ্রহণ, ধারণ ও পরিত্যাগ বিষয়ে গুরুর উপদেশ প্রয়োজন।

১৬১ নাথ-মতে বায়ু সাধনাই কায়া সাধনের একমাত্র উপায়। তুং গো ১.২৩৫—২৪৮

ক্রমে ক্রমে বায়ু শতেক ১৬২ পুরে যদি। অধোবায়ু ঊর্দ্ধে যায় চক্র ভেদি ভেদি ১৬৩ ॥
পূরক কুম্ভক রেচক বাড়ে দিনে দিনে। চিরজীবী হয় দেবী দীর্ঘ প্রাণায়ামে ॥

ধারণা—প্রাণায়ামের অঙ্গ বিশেষ

প্রাণায়ামের ভেদ কথা শুনহ পার্ব্বতী। ধারণাব কথা ১৬৪ কহি দৃঢ় কর মতি ॥
মেরুদণ্ড দৃঢ় করিয়া সিদ্ধাগণ। মূলাধার নিরবধি করিয়া কুঞ্চন ॥
ঊর্দ্ধমুখ হইয়া থাকিবা বায়ু পূরি। ধীরে ধীরে পুরি বায়ু ধীরে ধীরে এড়ি ১৬৫ ॥

শিব সং—৫৯ পৃঃ, যোগি-যাঃ ৬,১—১০, ঘে ৫.৪৭—৭৬। 'সাধিলে অমর কাত্র শুনিলে হত্র জ্ঞান। অন্তিম কালে সেই জন পাবে পরিত্রাণ ॥ গোপী-চাঃ-স ১৮ পৃঃ। ১৬২ এক আসনে এক শতবার যদি পূরক কুম্ভকাদি করা যায়। ১৬৩ প্রাণাদি বায়ুর সম্মিলিত প্রবাহ সুষুম্না বিবরস্থিত মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ষটচক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে প্রবেশ করে। 'সুপ্তা গুরুপ্রসাদেন যদা জাগর্ত্তি কুণ্ডলী। তদা সর্ব্বানি পদ্মানি ভিদ্যন্তে গ্রন্থোয়োঽপি চ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রবোধয়ি—তুমীশ্বরীং। ব্রহ্মরন্ধ্র মুখে সুপ্তা মুদ্রা ভ্যাসং সমাচরেৎ ॥ শিব সং—২১ পৃঃ। সুষুম্না মুখে অবস্থিত কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত না করিলে সুষুম্না নাড়ীতে বায়ু প্রকাশিত হইতে পারে না। সমস্ত তত্ত্ব ও সমস্ত বৃত্তি ঐ কুণ্ডলিনী শক্তির সাহায্যেই সর্ব্বতোভাবে একমুখী হয়। প্রাণায়ামে অভ্যস্থ হইলে মুদ্রাশিক্ষা সহজেই হয়। বায়ুর কার্য্যের সহায়তার জন্যে মুদ্রা-ভ্যাস প্রয়োজন। এ বিষয়ে শিব সং ৪।১—৮০ ; ঘে ৩।১—১০০ , গো ১।৫০—১৫২ তুলনীয়। তুঃ—ভস্মনা গাত্র সংলিপ্তং সিদ্ধাসনং সমাচরেৎ। নাসাভ্যাং প্রাণমাকৃষ্য অপানে যোজয়েৎ বলাৎ ॥ তাবদাকুঞ্চয়েৎ গুহ্যং শনৈরশ্বিনী মুদ্রয়া। যাবৎ গচ্ছেৎ সুষুম্নায়াং বায়ুঃ প্রকাশয়েদ্ধটাৎ ॥ তদা বায়ু প্রবন্ধেন কুম্ভিকা চ ভুজঙ্গিনী। বদ্ধশ্বাসস্ততো-ভূত্বা ঊর্দ্ধমার্গং প্রপদ্যতে। গো ১.১০৬—১০৮। তুং—'নব চক্রভেদে আর সব দ্দ চক্র। গোপী চাঃ স—৫৬ পৃঃ। মূলাধাব চক্র। এই স্থান হইতেই শব্দের উৎপত্তি হয়। মূলাধার পদ্ম ভিন্ন হইলে, অন্যান্য পদ্ম ভেদ করা কষ্টকর হয় না এবং সুষুম্না বিবরে বায়ু প্রবেশ করিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম ও কর্ম্মের সমস্ত বিষয় স্মৃতিপথে উদয় হয়।

১৬৪ দেশবন্ধ-চিত্তস্য ধারণা। পাত-বিভূতি ১। চিত্তকে দেশ বিশেষে বন্ধ করিয়া রাখার নাম ধারণা। নাড়ী-চক্র-হৃদয় নাসাগ্রাদৌ বাহ্যে বা শাস্ত্রোক্ত কৃষ্ণশিব বিষ্ণু হিরণ্য-গর্ভাদি মূর্ত্তৌ দেশে অবলম্বনে বন্ধঃ বিষয়ান্তর পরিহারেণ স্থিরীকরণং ধারণা। যখন চিত্ত বিষয়ান্তর পরিত্যাগ করিয়া উপরিউক্ত যে কোন একটি দেশে আশ্রিত হইয়া স্থৈর্য্য অবলম্বন করে তাহাকে ধারণা বলে। বন্ধ ও মুদ্রা সাধন ইহার সহায়ক। তুঃ—শিব সং, ৪র্থ পটল যোগি যাঃ ৮, ঘে ৩. ৭০—৮১, গো ৩. ২। গোরক্ষ-সংহিতায় কথিত হইয়াছে যে বাহ্য বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাকৃষ্ট করিয়া হৃদয়ে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ এই পঞ্চভূতের পৃথক্‌রূপে অবধারণার নাম ধারণা। বায়ু স্থির হইলে মন স্থৈর্য্যলাভ করিবেই এই জন্য প্রথমে বায়ু সাধন প্রয়োজন এবং তৎপর মনের অবলম্বনীয় বিষয় হেতু ধারণার প্রয়োজন। ইহা দ্বারা চিত্তএকমুখী হয় এবং ধারণা স্থায়ী হইলে ক্রমে ধ্যানে পরিণত হয়। ১৬৫ ধীরে

দুইরূপে সাধন করিয়া সর্ব্বক্ষণ। ধারণা করিলে পাছে নিশ্চল হয় মন ॥
ধারণার কথা দেবী কহিলাম তুমারে। এহিমতে অঙ্গ···নিশ্চল ধীরে ধীরে ॥
নাসাগ্রে ধ্যান করি রহিবা সাবহিত ১৬৬। যাবৎ চক্ষু রুধি যে—সে না হয় প্রতীত ১৬৭॥

প্রত্যাহার

সাজ নিমেষ (?) এক করিয়া ১৬৮ স্থির করি মতি। প্রত্যাহার ১৬৯ নাম শুনহ পার্ব্বতী ॥
'মেরুদণ্ড দৃঢ় করি করিবে আসন। মনস্থির করি দেবী করিবেক ধ্যান ॥
কূর্ম্মে যেন সঙ্কোচ করয়ে শরীর। এইরূপে সঙ্কোচ করিবে যোগধীর ॥
নাসাগ্রে ধ্যান করি রহিবা সাবহিত। পরম শূন্যেতে নিয়া নিযোজিবে চিত ॥
মূলেত নিমিষ ধ্যান করিব স্থির মতি। প্রত্যাহার ইহার নাম শুনহ পার্ব্বতী ॥' অন্যপাঠ।
ইহার সাধনে মন না হয় উচাটন ১৭০। প্রত্যাহার সিদ্ধ হইলে নির্ম্মল হয়ে মন ১৭১।

ধ্যান-প্রসঙ্গ (ষট্‌চক্রভেদের সন্ধান)

প্রত্যাহার কথা সব কহিলাম আমি। ধ্যানের বিবরণ ১৭২ যত কহি শুন তুমি ॥
আসন করিয়া মেরুদণ্ড করি স্থির। নাসাগ্রে ধ্যান করি রহে যোগধীর ॥
নাভির মধ্যে আছে ব্রহ্মা তাহারে ধেয়াই ১৭৩। তাহার উপরে শক্তি আছে জ্যোতির্ম্মাই ১৭৪ ॥
জ্যোতির্ম্ময় রূপ করিবা আকার। 'জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেবী শিব আকার।' অন্যপাঠ।
দ্বাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ শরীর তাহার ॥

ধীরে বায়ু গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে ছাড়িবে। ১৬৬ স্থির। ১৬৭ যে পর্য্যন্ত ধারণার অবলম্বনীয় বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না। ১৬৮ পলকহীন দৃষ্টিতে।

১৬৯ স্ব স্ব বিষয় সম্প্র-যোগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ। ততঃ পরমবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্। পতঞ্জলি। ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের নিজ নিজ বিষয় পরিত্যাগ করাইয়া চিত্তের স্বরূপ গ্রহণে নিযুক্ত করার নাম প্রত্যাহার। অর্থাৎ যে কার্য্য দ্বারা মনকে বিষয় উপভোগ হইতে প্রত্যাহৃত করা যায় তাহাকে প্রত্যাহার বলে। গো সংহিতায় ২.৫ শ্লোকে এই সম্বন্ধে এক বিশেষ ব্যাখ্যা আছে। শরীরস্থ চন্দ্র সর্ব্বদা ভাস্কর হইতে অমৃতময়ী ধারা প্রত্যাহরণ করিতেছেন, ইহাকে প্রত্যাহার বলে। ১৭০ চঞ্চল। ১৭১ মন, ইন্দ্রিয়-গণের প্রভাব মুক্ত হয়। তুং—ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথিনী হরন্তি প্রসভং মনঃ। গী ২.৬০। ১৭২ তত্র প্রত্যয়ৈক তানতা ধ্যানম্। পাত বিভূতি, ২। সেই ধারণীয় পদার্থে চিত্তের একতানতা অর্থাৎ অবিচ্ছেদ একাগ্রতার নাম ধ্যান। ধ্যান তিন প্রকার। স্থূল, সূক্ষ্ম ও জ্যোতির্ধ্যান। তুং—গী ৮. ৯—১৩, ঘে ৬. ১—২২, গো ৩. ১১—২৮, শিব সং ৫. ১৫৪—১৬৭, যোগী যাঃ—নবম অঃ। ১৭৩ ধ্যান করিয়া। তুং—'নাভৌ রক্তবর্ণ চতুর্ম্মুখং' ইত্যাদি। ১৭৪ জ্যোতির্ম্ময়।

এইরূপে আত্মা শক্তি ১৭৫ কহিয়ে তথায়। 'তাহারে ভাবিলে ব্রহ্মপদ পায়।
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম কস্তুরী সদায়॥ তাহার উপরে শক্তি আছে জ্যোতির্ম্ময়॥
জ্যোতির্ম্ময় রূপে শক্তি আছয়ে সেই স্থানে। কুটিল আকার চন্দ্র কুটিল সমানে॥
শক্তি ধ্যান করি শক্তিতে দিব মন। শূন্যের উপরে মহাশূন্য করিবেক ধ্যান॥
ধেয়াইতে ধেয়াইতে যদি শূন্য হয় মতি। ধ্যান যোগ সিদ্ধি হৈলে হইব মুক্তি॥'

অন্যপাঠ।

শুন্যপরে মহাশূন্য করিব লীলায় ১৭৬॥
ধ্যাইতে যদি সিদ্ধি হয়ত এমতি। ধ্যানে সিদ্ধি হইলে হয় শীঘ্র মোক্ষতি॥

হংস

যত ধ্যান যোগ দেবী কহিল তোমারে। বায়ু বিনে যোগ সিদ্ধি না হয় শরীরে॥
বায়ু মন এক করি করিবা সাধন। হংসরূপে ১৭৭ বায়ুমন্ত্র করিবা ধেয়ান॥
অধঃবায়ু ১৭৮ সাধিবা যে উর্দ্ধে পবন। শূন্যেতে নিরবধি করিবা আকুঞ্চন॥

---

১৭৫ 'ভ্রূযুগলের উর্দ্ধে রাজমার্গে (ওঁ) ওঁকারময় ব্যক্ত ব্রহ্মবীজ প্রকৃতি' ঘে ৬. ১৭—১৯। 'সহস্রার পদ্মে নির্ব্বাণ কামকলা আছেন। তাহার মধ্যে তেজোরূপ পরম নির্ব্বাণ শক্তি। তাহার পর নিরাকার মহাশূন্য।' যোগী গুরু ৫৩ পৃঃ। তুং— স্বামী সচ্চিদানন্দ প্রণীত পূজা প্রদীপ—'শক্তিতত্ত্ব ও ধ্যান রহস্য'।

১৭৬ দেহস্থিত শক্তিকে (কুণ্ডলিনীকে) মহাশক্তিতে রূপায়িত করিব। জীবাত্মাকে পরমাত্মায় তথা দেহাকাশকে সহজেই মহাকাশে পরিণত করিব। তুং— ঘে ৭।৮। শিবস্থিত ব্রহ্মলোকময় আকাশের মধ্যে জীবাত্মাকে আনিবে এবং ঐ ব্রহ্মলোকময় আকাশকে জীবাত্মার মধ্যে আনয়ন করিবে। এইরূপে জীবাত্মাকে পরমাত্মায় বিলীন করিয়া নিত্যানন্দময় ও মুক্ত হইতে হইবে। তুং—'গম্যে অগম্য স্থান অধঃ উর্দ্ধে শূন্য। সেই সে পরম স্থান নাহি পাপ পুণ্য॥' নিগম সপ্তক। ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশ আকাশে লীয়তে যথা। দেহাভাবে তথা যোগী স্বরূপে পরমাত্মনি॥ গো—৫.১৩১। 'পেখমি দহদিহ সর্ব্বহি শূন চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুন। চর্য্যা— ভাদে পাদ। ১৭৭ হংস সম্বন্ধে পূর্ব্বেও আলোচিত হইয়াছে। এই পরম পুরুষ ও প্রকৃতিময়—হং ও সঃ অজপা গায়ত্রীকে বায়ু মন্ত্র বলে। প্রাণ ও অপান বায়ুর একীভূত অবস্থা হংস আকার ধারণ করে। তুং—আত্ম মন্ত্রস্য হংসস্য পরস্পর সমন্বয়াৎ যোগেন গত কামানাং ভাবনা ব্রহ্ম উচ্যতে। শরীরানাম্ যস্যাস্তং হংসত্বং পরিদর্শনম্। ইত্যাদি, উঃ গীতা ১.৫— ৬। অনাহতস্য শব্দস্য তস্য। শব্দস্য যো ধ্বনিঃ। ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতেরন্তর্গতং মনঃ। তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং। ঘে ৫.৮১। অনাহত, শব্দের (হংস শব্দের) নাদ মধ্যে জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে। সেই জ্যোতির অভ্যন্তরে মন অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। ব্রহ্মে সেই মন বিলীন হয়। সেই লয়স্থানই বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া অভিহিত হয়। বিক্ষিপ্ত মনকে নাদের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া গুরুর কাজ। এ বিষয়ে—Cultural Herit. of India Series, Vol. II, P 175-- 180 দ্রষ্টব্য। ১৭৮ অপান। নাভির অধঃকিস্থত অপানে

'অধঃবায়ু সেবি চালিব পবন। মূলে নিরবধি তবে করিব অঞ্চন'॥ অন্যপাঠ।

নাভিমধ্যে (নাভিপদ্মে—অন্যপাঠ) প্রাণবায়ু করিবা চালন॥

তবে প্রাণ অপানে করিবা দরশন।

হৃদিস্থানে (হৃদিপদ্মে, বা) প্রাণ অপান উড়ুখলে ১৭৯। দুই এক সম্বাদে ১৮০ বায়ু যদি সে চলে॥

দুই বায়ু মিলি যদি হয় একাকার। এহি সব বায়ু হয় হংস আকার॥

'হংস বায়ু হয় তবে হংসের আকার॥' অন্যপাঠ।

অধঃ বায়ু এড়িবা যে সাধিবা পূরণ। মূলাধার নিরবধি করিয়া আকুঞ্চন॥

'অধঃবায়ু এড়িয়া সাধে উৰ্দ্ধে পবন। মূলাধার নিরবধি করিবা আকুঞ্চন॥' অন্যপাঠ।

চালিতে চালিতে বায়ু দুই প্রচণ্ড হইয়া। সুষুম্নার পথে চলে ১৮১ চক্র ভেদিয়া॥

বিন্দু

বায়ু রাখে বিন্দু ১৮২ দেবী বিন্দু রাখে বাই ১৮৩। দুইয়ে এক হইলে বাড়ে পরমাক্তি ১৮৪॥

উৰ্দ্ধমুখে যায় বায়ু মাথে করি চন্দ্র ১৮৫। চন্দ্র ১৮৬ ভেদি যায় যথা আকাশের চন্দ্র ১৮৭॥

গুহ্যদ্বার আকুঞ্চন দ্বারা নাভির উপরিস্থিত উৰ্দ্ধবায়ু প্রাণের সঙ্গে যুক্ত করিবে এবং প্রাণকে নাভিদেশে চালনা দ্বারা অপানের সঙ্গে মিলিত করিবে।

১৭৯ 'গুহ্যমূলে' অন্যপাঠ। গুদস্থানে। ১৮০ বিপরীত দিকে প্রবাহিত না হইয়া যদি এক মুখী হইয়া চলিতে থাকে। বলা বাহুল্য যে, বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে দেহ ও মনের অন্যান্য বৃত্তি ও তত্ত্ব সেই দিকেই চলিতে বাধ্য হয়। ১৮১ প্রাণ ও অপান তথা প্রাণ বায়ু সুষুম্নামুখ উন্মুক্ত করিয়া পদ্মাদি ভেদ করিয়া উৰ্দ্ধমুখী হয়। তুং—'আদৌ পূরক যোগেন' ইত্যাদি, শিব সং ৬৭ ও ৯০, ঘে ৩.৩৭— ৪২, ৩.৪৯— ৫৮, গো সং ১.৮৯— ৯৪। এই সম্পর্কে শক্তি চালনী ও যোনি মুদ্রা তুলনীয়। 'ষট্চক্র ভেদ গুরু গেলুক উজান' গো বি — ১৪৭ পৃঃ। উল্টা সাধন ও কায়া সাধন। Obs. Rel. cults P 263— 280. ১৮২ শব্দার্থ দ্রষ্টব্য। ১৮৩ বায়ু। ১৮৪ পরমায়ু। বায়ু ও রস একীভূত হইলে আয়ু বৃদ্ধি পায়, ইহা প্রাণায়ামের ফল। ১৮৫ **রস,** কুণ্ডলিনী, মনশ্চন্দ্র। সাধনা পথে বায়ু, রস, মন তথা সমস্ত বৃত্তি ও সমস্ত তত্ত্ব একীভূত হইয়া একই পথে, এক লক্ষ্যে চলিতে আরম্ভ করিল। বায়ুই এই সমস্তকে শীর্ষে বহন করিয়া ধারণ করে ও উৰ্দ্ধে লইয়া যায়।

১৮৬ চক্র বা পদ্ম। ষট্চক্র ভেদ করিয়া যায়। ১৮৭ মস্তকে সহস্রদল পদ্মমূলে যোনিস্থিত চন্দ্র, ইহা হইতে সর্ব্বদা সুধা ক্ষরিত হইতেছে। এখানে পরমাত্ম স্বরূপ পরম শিব বা শিব-শক্তি পরমানন্দে বিহার করিতেছেন। তুং—ব্রহ্মরন্ধ্রে হি যৎ পদ্মং সহস্রার ব্যবস্থিতং। তত্র কন্দে হি যা যোনিস্তস্যাং চন্দ্রোব্যবস্থিতঃ। ত্রিকোণাকারতস্তস্যাঃ সুধা ক্ষরতি সন্ততম্। গো ৪.১৪৭—১৪৮; ষট্চক্র নিরূপণ ৬৩ পৃঃ। তুং—শিবশক্তি চলি গেলা

চন্দ্র ভেদের দেবী শুন কহি ফল। এক পদ্ম ১৮৮ ভেদিলে জিয়ে সহস্র বৎসর ॥
ক্রমে ক্রমে ছয় পদ্ম ভেদিবারে পারে। মরণ নাহিক তার সংসার ভিতরে ॥
মূলাধার ভেদি হংস ১৮৯ করিল গমন। মেরুদণ্ড গ্রন্থের ১৯০ পাইল দরশন ॥
এহিরূপে ধ্যান দেবী করিবা নিশ্চয় ১৯১। ত্রিশ গ্রন্থ (তুং—পরিশিষ্ট)
ভেদিলে চিরজীবি হয় ॥
হৃদয়ে আছয়ে বিষ্ণু আছয়ে (?) জ্যোতির্ম্ময়। শংখ চক্র গদা পদ্ম কৌস্তুভ হৃদয় ॥
তাহাকে ধ্যেয়াইলে ব্রহ্মপদ পায়। জ্যোতির্ম্ময় রূপে.........বইসে সেহি স্থান।
সুক্ষ্ম ফটিকের রূপ চন্দ্র কোটি সমান ॥ হরিধ্যান ১৯২ মন ধ্যান ॥

সমাধি-সাধন— ওঙ্কার

ধ্যানের বিবরণ দেবী কহিল তুমারে। সমাধির যোগ ১৯৩ শুন কহিয়ে স্বরূপে ॥
মেরুদণ্ড দৃঢ় করি বসিবা সিদ্ধাসন। প্রণব ১৯৪ জপিয়া নাসা করিবা ধারণ ॥
নাসাগ্রে ধ্যান করি রহিবা সাবধানে। প্রণমিবা নিরঞ্জন করিবা ধ্যেয়ানে ॥

প্রভু দরশনে। আপনে প্রহরী জেন রহিল আপনে ॥ নাগ আদি পঞ্চবায়ু দেহের প্রধান। দোহানের মধ্যে বায়ু নিবারিল জান ॥ গো বি ১৯৫ পৃঃ। 'পবন আমল কর বাউ কর বন্দি। গড়ল ভক্ষণ কর তারে কর বন্দি ॥ পবন ঘোড়া-মন বাউ চিন জানিয়া। ঘোড়া বন্দি কৈলে বাউ না জা এ চলিয়া ॥ চৈতন্যের দড়ি দিয়া ঘোড়া কর বন্দি। এহি সে জানিয় গুরু জীবনের সন্ধি ॥ গো বি ১৭৮— ১৭৯ পৃঃ। শিরস্থিত তথা আকাশের চন্দ্র পর্য্যন্ত মন বায়ু রস প্রভৃতিকে উঠাইয়া রক্ষা করিতে হইবে। তুং—All these processes (From Ashana to Samadhi) are psychological processes for the final arrest of the mind. All these processes are associated in the Natha Cult with the process of retaining the Maharasha and the Yogic regulation of its secretion for the transubstantiation of the body and thus attaining a life eternal. Obs. Rel. Cults, P 280. ১৮৮ একটি চন্দ্র বা চক্রভেদ করিতে পারিলে। সুষুম্না বিবরাস্থিত সাধিষ্ঠান মণিপুর ইত্যাদি নাড়ী গ্রন্থি বা শক্তি কেন্দ্র বিশেষ। মূলাধার হইতে ভ্রূমধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত ছয় পদ্ম ভেদ করিলে যোগী অমর হন। ১৮৯ প্রাণ ও অপাণ বায়ু ও মনের সম্মিলিত অবস্থাকে হংস বলে। ১৯০ স্বাধিষ্ঠান মণিপুর ইত্যাদি এথানে বিশেষভাবে আজ্ঞাচক্রকে উল্লেখ করা হইয়াছে। তুং— ভূতশুদ্ধি প্রকরণ তুলনীয়।

১৯১ নিশ্চিতরূপে। শারীরিক কার্য্যের সঙ্গে এইরূপ আনুসঙ্গিক মনের কার্য্য ধ্যান। তুং—গ্যান সাধ ধ্যান কর হবে পরিচ এ। গো-চা-স, ৩১ পৃঃ। এই ধ্যান ও যোগি যাজ্ঞ-বল্কের সগুণ ধ্যান একরূপ। যোগি যাঃ ৯. ১২—১৭। গীতাসার ৩৩—৪৮। ১৯২ 'হৃদি নীলোৎপলদলপ্রভং ইত্যাদি।' ১৯৩ শব্দার্থ দ্রষ্টব্য। ১৯৪ 'শব্দার্থ' দ্রষ্টব্য।

নিরঞ্জন রূপ দেবী সংসারের সার। প্রণবরূপ নিরঞ্জন শূন্য আকার ১৯৫ ॥
ইতি ধ্যান নির্ণয়।

ওঁ

পার্ব্বতী বলেন প্রভু শুন নিবেদন। প্রণবরূপ কহিলা সেই নিরঞ্জন ॥
নিরঞ্জন প্রণব হয় সেই কোন মতে। বিস্তারিয়া কহ প্রভু শুনি সাবহিতে ॥
অ উ ম ওংকার অক্ষর বলি তারে। কণ্ঠ ওষ্ঠ নাসিকা ওংকার তাহারে ১৯৬ ॥
অনাসাদ্য রূপ ১৯৭ সেই ভয় বিবর্জিত। এহিমতে অক্ষরের নাম কহিবা নিশ্চিত ॥
আকারে উকারে দুই ইষ্ট করি তারে ১৯৮। সদত ১৯৯ ভাবিয়ো তারে আপনা সুস্থিরে ॥
এহি যোগী জপিবেক সেই যোগী ...। সংযোগ কর হইলে তার মন্ত্র পাই ॥
নাক মুখ দন্ত দিয়া তাহার উপরি। তাহা কহি মন্ত্র নিরঞ্জন অধিকারি ২০০ ॥

---

১৯৫ ওঁ কার সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের দ্যোতক। ইহার আশ্রয়ে নির্গুণ ব্রহ্মে পৌঁছান যায়। এখানে ইহাকে শূন্য স্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ইহার মাত্রা তিনটি। অ, উ ও ম। গো ৫. ১৮—২০তে ইহার দ্বাদশ মাত্রা বলিয়া বিশদ বর্ণনা আছে ॥ 'ওঁ কারের তৃতীয় মাত্রা ম' কারটি ব্যঞ্জন। উহা অর্দ্ধমাত্রা বিশিষ্ট। ওঁ কারের মস্তকে ঐ অর্দ্ধমাত্রাই নাদ ও বিন্দুরূপে তথা বিস্তৃতি ও অবস্থিতিরূপে প্রকাশিত। যাহার অবস্থিতি আছে কিন্তু বিস্তৃতি নাই তাহাকে বিন্দু বলে। কিন্তু যাহার অবস্থিতি আছে তাহার কিছু না কিছু বিস্তৃতি আছেই, কারণ বিন্দু সমষ্টিই পদার্থ বা শক্তি বিশেষ। ইহা বিন্দুর তাৎপর্য্য। বিস্তৃতি অংশটি সগুণ ব্রহ্মের দ্যোতক। ইহাকে নাদ—(ওঁ এর শব্দময় ভাগ) বলে। অবস্থিতি অংশটি বা বিন্দুটি নির্গুণ ব্রহ্মের দ্যোতক। এই ওঁ-ই বিন্দুরূপে নির্গুণ, নাদরূপে সগুণ এবং ত্রিমাত্রারূপে জগতে অভিব্যক্ত। অর্দ্ধমাত্রা স্বরূপটি নিত্য পরিবর্ত্তনহীন ও অনুচ্চার্য্য। তুং— সাধন সমর। তুং— Cultural Heritage of India Series, Vol. II, P 175. উপরি উক্ত নাদ বা ধ্বনি অন্তিমে বিন্দুতে তথা অবস্থিতি অংশে লয় পায়। উহা শূন্য স্বরূপ। ইহাতে অর্থাৎ ওঁ কারের অন্তনাদাক্ষরে চিত্ত নিয়োজিত করিলে নির্গুণ ব্রহ্ম বা শূন্যোপলব্ধি হয় তথা মনোলয় ঘটে। মনোলয়ই নাদ ধারণার ফল। এই জন্য প্রণবকে শূন্য আকার বলা হইয়াছে।

১৯৬ 'অঘোষমব্যঞ্জনমস্বরঞ্চ অতালুকণ্ঠোষ্ঠমনাসিকঞ্চ' ইত্যাদি, উঃ-গীতা ১.৫০। যিনি নাদ-রহিত, স্বর-রহিত, রেখা-রহিত ও উষ্মবর্ণ-রহিত তিনিই ব্রহ্ম। ইহা ওঁ কারের নির্গুণ রূপ। আবার ইহাকে উচ্চারণ করিতে তালু, কণ্ঠ, নাসিকা ও ওষ্ঠের উপযোগিতা আছে। ১৯৭ যাহার উপলব্ধি পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। ১৯৮ তুং— ষষ্ঠে কহিয়ে শুন প্রভুর বিচার। আকারে উকারে রহিয়াছে সে জে সার ॥ গো-বিজয় ১৯৩ পৃঃ। ১৯৯ সর্ব্বদা। ২০০ ওঁ কার ব্রহ্মের মন্ত্র স্বরূপ। তুং— শ্রীকলার বাজারে বাছা করো বিকি কিনি। বাছিয়া কর খরিদ অজপা নামের ধ্বনি ॥ মুখে জপ নিজ নাম শুন দুই কানে। বিশ অমৃত চিহ্ন চিহ্নিঞা মোহাজনে ॥ গোপী-চাঁ সন্ন্যাস, ৩০— ৩১ পৃঃ।

শূন্যতত্ত্ব এবং তাহার সাধন

এহি মন্ত্র জপিও শরীরে বায়ুপুরি। তোমারে কহিল দেবী শুনহ সুন্দরী॥
সাবধান হইয়া দেবী সাধন করি নিত্য। যাবৎ শূন্যাকারে মাঝে যায় চিত্ত॥
শূন্যের সাধনে দেবী করি প্রাণী লয়। আপনাকে শূন্য ২০১ হেন জানিবা নিশ্চয়॥
দেবী বলেন শুন প্রভু বচন আমার। রূপ নিরূপ শূন্য নিরঞ্জন কৈলা সার॥
প্রণবরূপ নিরঞ্জন ভাবিবা কি মতে। বিস্তারিয়া কহ গোসাঞি শুনি তোমাতে॥
শঙ্কর বলেন দেবী শুনহ কাহিনী। তার নাম নিরঞ্জন দেব শিরোমণি॥

ওঙ্কার-নিরঞ্জন— শূন্য স্বরূপ এবং রূপময় আনন্দস্বরূপ

নির্ম্মল আনন্দরূপ শরীর সহিত ২০২। তন্তুর সংহতি তার সর্ব বিবর্জ্জিত॥
অত্যন্ত দুরে থাকে অতি সন্নিহিত। পিণ্ডের মধ্যে পিণ্ড বিবর্জ্জিত ২০৩॥

---

২০১ ইহাই নাথধর্ম্মের গোড়ার কথা। এই শূন্য নিরঞ্জনের উল্লেখ বৌদ্ধগান ও দোঁহায়, মঙ্গলকাব্যে এবং নাথ-সাহিত্যের অনেক স্থানেই আছে। তুং—'স্বপনে মই দেখিল ত্রিভুবন সুন।' কৃষ্ণাচার্য্যপাদ। 'সুনু পাখ ভিড়ি লেহুরে পাশ।' লুইপাদ। 'চি অ কন্নহার সুনত মাঙ্গে চলিল কাহ্ন মহাসুহ মাঙ্গে।' কাহ্নু। 'লো অহ গব্ব সমুব বহই হউ পরমথে পবিন। কোটিহ মাহ এক জত হোই নিরংজন লীন।' কাহ্নুপাদের দোহাকোষ। 'শূন্য মন্ত্র শুনাইয়া পাগল করিব। আত্মা সব এড়ি তবে প্রভু লইয়া জাইব।' গো-বিজয় ১৯৬ পৃঃ। শূন্যত ভরমন পরভুর শূন্যে করি ভর। শূন্য-পুরাণ—৪ পৃঃ। এই নিরঞ্জনের কল্পনায় বৌদ্ধ শূন্য-বাদ ও আদি বুদ্ধ মতের প্রভাব আছে স্পষ্ট দেখা যায়। নিরঞ্জন শূন্য মূর্ত্তি, নির্ব্বাণ শূন্য, শূন্যরূপ।' শূন্য-পুরাণ ভূমিকা ১১ পৃঃ। শূন্য ও নিরঞ্জন সম্বন্ধে ঐ ৭—১১ এবং ৯২—১১৬ পৃঃ তুলনীয়। তুং—Cultural Heritage of India Series, Vol. II, P—216. এখানে সমাধিস্থ যোগীর শূন্য অনুভূতির বিষয় বর্ণিত হইল। তুং— সর্ব্ব শূন্যং নিরাভাসং সমাধিস্থস্য লক্ষণং। ত্রিশূন্যং যো বিজানীয়াৎ স তু মুচ্যেত বন্ধনাৎ। যিনি পরমাত্মাতে সর্ব্ব শূন্য জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয় রহিত বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই সমাধিস্থ ও ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন। অমাত্রং শব্দ রহিতং স্বরব্যঞ্জন বর্জ্জিতং। বিন্দুনাদ কলাতীতং যস্তং বেদস বেদবিৎ॥ ঊর্দ্ধশূন্যমধঃশূন্যং মধ্যশূন্যং যদাত্মকং। সর্ব্বশূন্যং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণং॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—উঃ গী ১. ১৩, ১৫. ৩৩। গীতাসার ৪৮—৫০।

২০২ শূন্যের আবার দুইরূপ নিরঞ্জন ও ধর্ম্ম। নিরঞ্জন ভাবময় শূন্য মূর্ত্তি। ধর্ম্ম সাকার, প্রভাস্বর জ্যোতির্ম্ময়। শূন্য পুরাণ ভূমিকা ১০৬—১০৭ পৃঃ। তুং—ঊর্দ্ধপূর্ণং অধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকং। সর্ব্বপূর্ণংস আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণং॥ উঃ গী—১৩৬। আবার 'অশব্দমস্পর্শমরূপ-মধ্যয়ং............তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে। কঠ ৩.১৫। তুং—বে সূত্র ৩.২.২২—৩০। ২০৩ দূরস্থোঽপি ন দূরস্থঃ পিণ্ডস্থঃ পিণ্ড-বর্জ্জিতঃ। বিমল

শরীরের মধ্যে কি শরীর গোপয় ২০৪। সর্ব্বভূত মধ্যে আছে জানিবা নিশ্চয় ॥
তিল মধ্যে তৈল যেন ঘৃত ক্ষীর মাঝে ২০৫। পুষ্প মধ্যে গন্ধ যেন জানিবা বিরাজে ॥
কায়া মধ্যে অগ্নি আকাশে বায়ু যেন। সর্ব্বদেহ মধ্যে বৈসে নিরঞ্জন জিন ॥
দেহের মধ্যেতে তথা কি বা লাগয়ে যেন (?)। মধ্যের মধ্যে থাকে তুমি আছ হেন ॥

শূন্য-ভাবনা

নাসাগ্রে ধ্যান করি শূন্য নৈরাকার। আদ্য অন্ত মধ্যে শূন্য করিবা বিচার ॥
নিরবধি শূন্য ধ্যান করিবা পার্ব্বতী। শূন্য মন হইলে হয় শীঘ্র মোক্ষতি ॥
পার্ব্বতী বলেন প্রভু শুনহ শঙ্কর। নিরঞ্জন রূপ এহি ভাবিতে দুষ্কর ॥
আদেখায ২০৬ চিন্তাসব ভাবনা বিলাস। কিমতে ভাবিব গোসাঞি করহ প্রকাশ ॥
শঙ্করে বলেন শুনহ বচন আমার। উর্দ্ধে শূন্য মধ্যে নভ ২০৭ আছে নৈরাকার ২০৮ ॥
শূন্য নভ (সব ?) ২০৯ এক করি লয় স্মর মনে। সমাধি লক্ষণ ২১০ এহি জানিবা গুরুস্থানে ॥
দেবী বলেন শুন প্রভু আমার বচন। স্থূল বিনা সূক্ষ্ম না বায ভাবন ॥
কি মতে ভাবিব গোসাঞি কহ ত্রিলোচন।
শিবে বলেন শুন চণ্ডি আমার বচন। শূন্য স্থূলরূপে দেবী করিবা চেতন ॥
সমাধি সাধন করি ভাবিবা নিরঞ্জন। শূন্য স্থূল ২১১ এক করি লয় যার মন ॥
তাহারে ভাবিও দেবী সেহি নিরঞ্জন ॥
দেবী বলেন প্রভু শুনহ শঙ্কর। নানা বিন্দু বেষ্টিত অক্ষর সকল ॥

সর্ব্বদা দেহী সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জনঃ ॥ উঃ গী ১.২৬। ২০৪ গোপন করে। ২০৫ তিল মধ্যে যথা তৈলং ক্ষীরমধ্যে যথা ঘৃতং। পুষ্প মধ্যে যথা গন্ধঃ ফল মধ্যে যথা রসঃ। কাষ্ঠাগ্নিবৎ প্রকাশে তু আকাশে বায়ুবচ্চরেৎ ॥ তথা সর্ব্বগত দেহী দেহ মধ্যে ব্যবস্থিতঃ। মনঃস্থো দেহিনাং দেবো মনোমধ্যে ব্যবস্থিতঃ ॥ উঃ গী ১.২৮—২৯। ওঁকার রূপ নিরঞ্জন তথা ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব সম্বন্ধে কথিত হইতেছে। তুঃ গী ১৫.১৪—১৫, ১৩.১৩—১৪, ৩২, গো বি ৪—৫ পৃঃ।

২০৬ অদর্শনে। ২০৭ আকাশ। ২০৮ আকারহীন। বাউলমতে কার চারিটি—অন্ধকার, ধুন্ধুকার, কু-আকার ও নৈরাকার। ২০৯ সব হইলে সমস্ত বুঝাইবে। পূর্ব্ববঙ্গে সব অর্থাৎ সমস্তকে সভ্ বলে। 'নভ'—আকাশই হইবে। ২১০ তুঃ—আকাশং মানসং কৃত্বা মনঃ কৃত্বা নিরাস্পদং। নিশ্চলং তং বিজানীয়াৎ সমাধিস্থস্য লক্ষণং। উঃ গী ১.৩১, গীতাসার ৫২—৫৩। উপরি উক্ত শব্দটি নভই হইবে। ২১১ স্থূল— স্থাবর জঙ্গমাদি। শূন্যের বিপরীত পদার্থ অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক পদার্থ। যাহার মন স্থূলকেও শূন্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইতে পারে।

নাদ ও বিন্দু। নাদভেদ—শূন্যবোধ

বিন্দু ভেদ যেহি নাদ সে ভেদ শূন্যেরে ২১২। স্বরূপে সকল কথা কহত আমারে ॥
শঙ্করে বুলেন শুনহ বচন আমার। এহি ধ্যানে হয় দেবী বায়ুর সংহার ২১৩ ॥
শূন্য ধ্যানে হেন দেবী সিদ্ধি হয় মন। নাদ ভেদ হতে হয় জ্যোতির্ম্ময় দরশন ॥

নাদভেদ—জ্যোতির্ম্ময় দরশন। মন-ব্রহ্ম

অনাহুত শব্দ ২১৪ করয়ে সেহি ধ্বনি। সেহি শব্দের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় আপনি ২১৫ ॥
জ্যোতির্ম্ময় মধ্যে সকল জানিও দেবী মন। মন-ভরে হয় পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ॥
সেই মন হয় যদি খণ্ডায়ে আপদে। তবে মন নিবিষ্ট হয় নিরঞ্জন পদে ॥

শূন্য-ব্রহ্ম

দেবী বলেন প্রভু শুনহ শঙ্কর। ব্রহ্মরূপ দেখি যেন শূন্য সকল ॥
অন্তরে বাহিরে শূন্য দশ দিভিতে। শূন্যময় নিরঞ্জন বলি কোন মতে ॥

---

২১২ প্রশ্ন হইল, অক্ষর সমূহ বিন্দুবিশিষ্ট। বিন্দু ভিন্ন হইয়া নাদের উৎপত্তি হয়। সেই নাদ ভিন্ন হইয়া শূন্যেতে মিলায়। ইহা কিরূপে হইল? তুং— গীতাসার ২৫। উত্তর গীতায় ১.৩৯ শ্লোক এইরূপ—'অক্ষরাণি লমাত্রানি সর্বে বিন্দুং সদাশ্রিতঃ। বিন্দু-র্নাদেন ভিদ্যতে স নাদঃ কেন ভিদ্যতে। অকারাদি বর্ণ মাত্রা-বিশিষ্ট ও বিন্দু সমন্বিত আর বিন্দু ভিন্ন হইয়া নাদ সম্পন্ন হয় এবং সেই নাদ ভিন্ন হইয়া কাহার সহিত মিলিত হইয়া থাকে। উত্তরে বলা হইয়াছে যে, বিন্দুভেদ হইলে নাদের উৎপত্তি হয় এবং সেই নাদ ভিন্ন হইয়া শূন্য বা ব্রহ্মে লীন হয়। এই জন্যে যোগশাস্ত্রে নাদলয়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। ওঁ উচ্চারণের সঙ্গে ঐ শব্দের (নাদের) মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট মন পরম জ্যোতিঃ দর্শন ও অন্তিমে ঐ ধ্বনির সঙ্গে শূন্যে লীন হয়। ইহা ওঁ শব্দের বিশেষত্ব। নামের সঙ্গে মনকে যুক্ত করা শক্তি ও সাধনা সাপেক্ষ। তুং—পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ। জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ ব্রহ্মাতি বর্ত্ততে॥ গী ৬.৪৪। নাম বর্ক্ষ যুনি তখন যুর্ণেত উভিনু। ত্রৈভুবন বাছা পর্ল্ব্কে দেখিনু॥ গোপী চাঁ স ২৮ পৃঃ। তুং— একাদশে কহিদেহ শব্দের ব্যবস্থা। শব্দ উঠিলে ধ্বনি চলি যায় কোথা॥ গো বিজয়। তুং—নাদ ও বিন্দু—Chapters on 'Buddhist Tantras & Nathism'. Cul. Herit. India Series, Vol. II. তুং— P 173— 175. তুং—'নাম-তত্ত্ব বা নাদ-তত্ত্ব'—আলোচনা, মাঘ—১৩৫৯। ২১৩ ওঁকারধ্বনি নিনাদেন বায়োঃ সংহরনাস্তিক'। নিরালম্বং সমুদ্দিশ্য যত্র নাদো লয়ং গতঃ ইত্যাদি॥ উঃ গী ১.৪১, গীতাসার ২৬-২৮॥ প্রাণবায়ুর রেচক পূরকাদি-ক্রমে নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়া যে স্থানে ওঁকার ধ্বনিময় নাদের লয় হয়, সেই স্থানই বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া জানিবে। ওঁ ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই অন্তিমে প্রাণবায়ুরও সংহার হয়। ২১৪ অনাহত শব্দ অর্থাৎ হংস এই ধ্বনি।

২১৫ হংসরূপী ওঁকারের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম বিরাজিত। তুং— উঃ গী ১.৪০; ঐ ঘে সং ৫.৮০— ৮১; গো সং ১.২২২— ২২৪। উত্তর গীতায় উল্লিখিত আছে যে যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ হইলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় সেইরূপ জীবাত্মা হংস এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে

নিরঞ্জন—শূন্যময় ; তাহার সাধন

শঙ্করে বলেন দেবী শুন প্রাণেশ্বরী। শূন্যরূপে নিরঞ্জন সেই অধিকারি ॥

যতঘর ২১৬ দেখ দেবী শূন্য আকার। তথা .. ..পর চিন্তি মন শূন্য কর সার ॥

শূন্য ভাব শূন্য চিন্ত শূন্য কর লয়। শূন্য লয় ২১৭ করে যেহি পঞ্চানন হয় ॥

আকাশের মধ্যে আভে ২১৮ করি নিয়োজন ২১৯। আবিয়া ২২০ আকাশে দিবা করিবা ভাবন ॥

আকাশেতে আবে ২২১ যদি হইল ব্যাপিত। আকাশের গুণ স্বরূপ জানিবা নিশ্চিত ॥

নিশ্চল হইলে ব্রহ্মা ....বোহে (?) তাহারে। সকল স্বরূপ দেবী বলি তুমাবে ২২২ ॥

দেবী বলে শুন প্রভু বচন আমার। জানিল সর্ব্ব ঘটে ব্রহ্মা আছয়ে তাহার ॥

শঙ্করে বলেন দেবী শুনহ বচন। আকাশেতে গেলে (গুণে ?) হয় একহি মিলন ॥

ঘটের বিনাশে ২২৩ আকাশে গিয়া রয়। জীবাত্মার পরমাত্মার ভেদ ২২৪ জানিও নিশ্চয় ॥

তৈলে তৈল মিশায় যেন নীরে মিশায় নীর ২২৫। ঘৃতে ঘৃত মিশায় যেন ক্ষীরে মিশায় ক্ষীর ॥

জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাতে বিলীন হয়। ২১৬ পঞ্চভূতাত্মক দেহ। ২১৭ কিরূপে শূন্যে লয় ঘটে তাহা বলা হইতেছে। নাদ-ধারণাতেও মনোলয় তথা শূন্যে লয় ঘটে। পাদ-টীকা ১৯৫ ও ২১২ তুলনীয়। ২১৮ জলে। ২১৯ সৃষ্টি। 'আকাশের অরুন্ধতি অভয়ারে জানি। আকাশে থাকিয়া হস্তী পাতালে (পাতাল হইতে) তোলে পানি ॥' (অরুন্ধতি — ঔ) 'নাপিতের সিঙ্গা যেন চুমুকে তোলে টানি। ইন্দ্রনালে তোল গুরু আচাভুয়া পানি (বানি) ॥' গো-বিজয় ১৪৩, ১৪৯ পৃঃ। ২২০ বারিপূর্ণ। ২২১ আবে—আভে, আপে অর্থাৎ জলে।

২২২ তোমাকে কহিলাম। এখানে আকাশ অর্থে সুসুম্না রন্ধ্র বা শিরস্থিত শূন্যময় প্রদেশ। ২২৩ ভূতাত্মার লয়ে। ভূতাত্মাকে দেহস্থিত আকাশে (শির-ব্রহ্মাণ্ডে) উত্থিত করিলে, আকাশের গুণই উহা প্রাপ্ত হয় ॥ তুং—চাপ তিন তিহড়ি উড়িয়া জাউক ধুয়া। আনল জালহ গুরু স্থির কর কাআ ॥ গো বি ১৪৮ পৃঃ। ঘটাকাশ-মিবাত্মানং বিলয়ং বেত্তিতত্ত্বতঃ। স গচ্ছতি নিরালম্বং জ্ঞান লোকং ন সংশয়ঃ ॥ উঃ গী ২.৩৬ ; গীতাসার-২৬৮। যেমন ঘট ভগ্ন হইলে মহাকাশে বিলীন হয়, সেইরূপ জীবাত্মাও পরমাত্মাতে লয় পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা বোধগম্য করিয়াছেন তিনিই সচ্চিদানন্দময় জ্ঞানলোকে প্রস্থান করেন। প্রাণাপাননাদ বিন্দু—জীবাত্ম-পরমাত্মানাং। মিলিত্বা ঘটতে যস্মাত্তস্মাদ্বৈ ঘট উচ্যতে ॥ শিব সং ৩.৫৬, ১.৫০। ২২৪ তত্ত্ব, পার্থক্য। ২২৫ যেরূপ জলে জল ও ঘৃতে ঘৃত মিশ্রিত হইলে কোন পার্থক্য থাকে না সেইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশিয়া একাকার হইয়া যায়।

জীবাত্মা পরমাত্মা জ্ঞান এহিরূপে। দুহার দুভেদ জানহ স্বরূপে ॥
জীবাত্মা পরমাত্মা দুই এক করি নিরঞ্জন। শূন্যস্থল এক করি করিবা ভাবন ॥
শরীরে ব্যাপ্ত আছে চতুর্দ্দশ ভুবন। নিশ্চল নির্ম্মল দেহে সেই নিরঞ্জন ॥

মন'ই সগুণ এবং নিগু'ণ ব্রহ্ম-স্বরূপ

পার্বতী বলেন প্রভু শুনহ বচন। যতসব কৈলা সব অপূর্ব্ব কথন ।
বেদশাস্ত্রে ঐ সব জড়াইতে না পারে। কিরূপ নিরঞ্জন কিমতে পাইব তারে ॥
যত সব কৈলা কথা অপূর্ব্ব কথন। সুদৃঢ় রূপ কহি পাইব নিরঞ্জন ॥
শঙ্করে বুলেন দেবী শুন প্রাণেশ্বরী। নিরঞ্জন রূপ সে যে দড়াইতে না পারি।
মনরূপে নিরঞ্জন কহিল তুমারে। যেরূপে ভাবিবা দেবী শুনহ তাহারে ॥

মন—শূন্যব্রহ্ম। তাহার সাধন—শূন্য সাধন

গুরুসেবি শঙ্করে আনিবা স্থির মনে। নিরবধি চিন্তি মন নিবা সেহিস্থানে ॥
ভাবিতে ভাবিতে যদি শূন্য হয় মনে।
তবে মন শুদ্ধ করি পাইবা সে রূপ ॥ সেহি নিরঞ্জন হেন জানিও স্বরূপ ॥

শূন্য-সমাধি

তবে নিশ্চল মন করিবা সন্নিহিত। পরম শূন্য ভাবিতে স্থির নহে চিত ॥
শূন্য মন হইলে যদি না থাকে উন্মনা। সমাধি ইহার নাম জানে মুনি জনা ॥

শূন্যত্ব প্রাপ্তি—নাথনিরঞ্জনত্ব লাভ

সমাধি হইলে যে রূপ লয় মন। তাহারে জানিও দেবী নাথ নিরঞ্জন ২২৬ ॥
সেই নিরঞ্জন প্রভু সেই নৈরাকার। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে সৃজন যাহার ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ভাবয়ে যাহারে। যার যেই কর্ম্ম হয় **তিন প্রকারে** ॥
হাড়মালা পুস্তক এহি শিবের মাধুরী। দ্বিজ শক্রুঘ্নে বলে বন্দি হরগৌরী ॥
ষট্‌চক্র ভেদ কথা শুন ইষ্টজন। বুঝিলে অনেক আছে না বুঝিলে ধন্দ ২২৭ ॥

ইতি হাড়মালা ষড়চক্র ভেদ পুস্তক সমাপ্ত। ইতি সন, ১২৬৭ সন তাং ২৭ আষাঢ় রুষ্ণ সোমবার রাত্র আন্তাজি এক প্রহর সমাপ্ত। স্বকীয় পুস্তক শ্রীরাধামোহন নাথ, সাং মধুনগর, পং হুসেন সাহী, নশীরাবাদ।

---

২২৬ জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভাবের দিক বিচারে সমাধি লাভে মনের শূন্যে লয় তথা শূন্য মন যে রূপে হয় তাহা বর্ণিত হইল। এইরূপ সমাধিস্থ ব্যক্তিকে নাথ নিরঞ্জন বলে। যেরূপ অগ্নি কাষ্ঠেতে উৎপন্ন হইয়া কাষ্ঠের সহিত শান্ত হয়, সেইরূপ চিত্তনাদে চিত্ত নাদে প্রবর্ত্তিত নাদের সহিত লয় পায়। গো সং ৫,২৬। তুং—নাসনং সিদ্ধ সদৃশং ন কুম্ভ সদৃশং বলং। ন খেচরী সমা মুদ্রা ন নাদঃ সদৃশোলয়ঃ॥ তত্র নাদে যদা চিত্তং রমতে যোগিনো ভৃশং। বিস্মৃত্য সকলং বাহ্যং নাদেন সহ শাম্যতি॥ শিব সং ৫.৩০, ২৮। ২২৭ ধাঁধা।

(খ) নিগম সপ্তক

পূর্ব্ব মৈমনসিংহে দুর্গোৎসবে কবিগান এবং দুর্গামঙ্গল গানের বিশেষ প্রচলন ছিল। উমা, মেনকাকে যোগের যে সমস্ত কাহিনী ও আচরণ-পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিগম নামে অভিহিত।

নাথেরা দুর্গামঙ্গল গানের বিষয়ীভূত নিগম আবৃত্তি করিতেন। বর্ত্তমানে ইহা লুপ্তপ্রায়। নিগম সপ্তক বাংলা সাহিত্য তথা বাংলার কৃষ্টির অন্যতম অবদান।

তথা নিগম তন্ত্রসার

অষ্টমী দিবসে কালে ১ বেলা অল্প আছে। মেনকা বসিল আসি চণ্ডিকার পাশে ॥
স্নেহভাবে তনয়ারে কোলে বসাইয়া। কহিতে লাগিল রাণী কান্দিয়া ২ কান্দিয়া ॥
ত্রিলোকের মধ্যে তুমি অবনী পাবনি। কন্যাভাবে না চিন্‌লাম আমি অভাগিনী ॥
কিঞ্চিৎ বঞ্চিত হই অভাগিনী মা। কোন্ দোষে পরিচয় আমাকে দেও না ॥
বারেক করুণা কর অভাগীরে চাইয়া ৩। কহ যোগে তত্ত্বসার পরিচয় দিয়া ॥
পাইয়াছি তোমার লাগ ৪ বহু ভাগ্য যোগে। প্রবঞ্চনা কর যদি মোর দিব্য লাগে ॥
মায়ের কাতর ৫ দেখি কহিলেন ভবানী। নিগম নিগূঢ় ৬ যোগ শুনগো জননী ॥
অসার সংসার মা জলবিম্ব প্রায়। আমার মায়াতে সব আসে আর যায় ॥
কার ৭ স্ত্রী কার পুত্র মিছা সব ধান্দ ৮। সকল আমার মায়া পাতিয়াছে ফান্দ ৯ ॥
সকল আমার জান কার কেহ নয়। নয়ন মুদিয়া দেখ নাহি পরিচয় ॥
কার মাতা কার পিতা কার বন্ধু ভাই। প্রাণান্ত হইলে তনু ঘরে না দেয় ঠাঁই ॥
একা আসিয়া জীব একা চলি যায়। মোহ গত হইয়া কান্দে বাপ মায় ॥
এতেক জানিয়া মাগো না ভাবিও আন্ ১০। অগতির গতি ভজ প্রভু নিরঞ্জন ১১ ॥
শুনিয়া মেনকা রাণী পুলকিত অঙ্গ। জিজ্ঞাসিলেন ভক্তিভাবে যোগের প্রসঙ্গ ॥
কহগো জননী মোরে প্রবোধ বচন। কোন শক্তি মূর্ত্তি সেই প্রভু নিরঞ্জন ॥

ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা

এত শুনি চণ্ডিকা যে বলিল হাসিয়া। নিরঞ্জন তত্ত্বকথা শুন মন দিয়া ॥
উদয় না হইছে সে যে অস্ত না হইবে ১২। তিনলোক অস্ত হইলে তাহাতে মিশিবে ॥
আত্মপর নাহি তান্ ১৩ এ তিন সংসারে। ব্যাপিত আছেন প্রভু অন্তরে বাহিরে ॥

---

১ দুর্গোৎসবের অষ্টমী তিথিতে। ২ কাঁদিয়া। ৩ চাহিয়া। ৪ সঙ্গ। ৫ ব্যাকুলতা দেখিয়া। ৬ গোপনীয়। ৭ কাহার। ৮ ধাঁধা, কুহেলিকা। ৯ ফাঁদ। ১০ অন্য। ১১ ব্রহ্ম।

১২ যাহার জন্ম মৃত্যু নাই। ন জায়তে ম্রিয়তে বা ইত্যাদি, গী ২.২০। ১৩ তাঁহার।

অধে উর্দ্ধে ভেদ নাই আগে পাছে ভরা ১৪। অটল নিগুর্ণ ব্রহ্ম মুষ্টে ১৫ না যায় ধরা ॥
নাহি দুঃখ নাহি সুখ নাহি তান রোগ। জরা মৃত্যু নাহি তান নাহি তান ভোগ ॥
অরূপ রূপ রেখা কেহ দেখিতে না পায় ১৬। আছয়ে পুরুষ পুণ্য চারি বেদে গায় ॥
সেই নিরঞ্জন প্রভু কে জানে তাহারে। তাহান্ শরীরে আমি থাকি মণিপুরে ১৭ ॥
সেই গুণাতীত ভজ না কর অন্যথা। অগতির গতি সেই সূক্ষ্ম মোক্ষদাতা ॥
শুনিয়া মেনকা বলে ওগো ভগবতী। গুণাতীত ভজিলে হইবে কোন্ প্রাপ্তি ॥
চণ্ডিকা বলেন যার দৃঢ় থাকে ভক্তি। তনু অন্তকালে হয় গুণাতীত প্রাপ্তি ॥
কিছু ভক্তি থাকিলে স্বর্গেতে চলি যায়। জরা মৃত্যু নাহি তথা আনন্দ সদায় ॥
এত শুনি বলে রাণী চণ্ডিকার স্থানে। স্বর্গের অধিক সুখ আছে এইখানে ॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ পুরী নানা ফুল ফল। বিশেষত ১৮ ভক্ষ্যবস্তু আছয়ে সকল ॥
চণ্ডিকা বলেন মাতা শুনহ নিশ্চয়। স্বর্গসম সুখ এথা তাহা মিথ্যা নয় ॥
সকল অসার জ্ঞান সার নাহি তায়। প্রদীপের অগ্নি যেন পতঙ্গে নিবায় ॥
জলরেখা দিলে যেন পলকে শুখায়। পৃথিবীর ধুয়া যেন আকাশে মিশায় ১৯ ॥
আমার মায়াতে জীব মোহ ২০ সর্ব্বদায়।
সকল ত্যাগিয়া ভোগে সংসারের সুখ। শূন্য হাতে গিয়া ২১ জীব হয়ত বিমুখ ॥
এতেক বলিল মায় মোহে না মজিও। গুরুকে ভজিয়া মা জ্ঞানকে লভিও ॥
এতেক জানিয়া মাতা জ্ঞানে দাও মতি। জ্ঞান সে পরম ব্রহ্ম জ্ঞানে হয় মুক্তি ২২ ॥
এতেক জানিয়া মাতা যোগ কর ধ্যান। যোগেতে মজিলে মন অন্তে পাইবে ত্রাণ ॥
যোগরূপ ভাব মাগো স্থির কর মতি। যোগসিদ্ধি হইলে হইবে অন্তে স্বর্গে গতি ॥
অজরা অমরা ২৩ হইয়া অক্ষয় হইবে। ক্ষুধা তৃষ্ণা জরা মৃত্যু সব দূরে যাবে ॥
শুনিয়া রাণীর মন লাগে চমৎকার। বলগো তারিণী অন্তে কি গতি আমার ॥
মায়ের কাতর দেখি করি অনুমান। সত্য করি জননীরে বলিল বচন ॥

---

১৪ পূর্ণ। ওঁ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্যপূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ ঈশ। ১৫ মুষ্টিতে ধরা যায় না। 'অনোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতোগুহায়াম্' ইত্যাদি কঠ ১।২।২০ ১৬ ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চ নৈনম্, ইত্যাদি কঠ ২।৩ ৯। ১৭ দেহস্থিত পদ্ম বিশেষ। ১৮ উত্তম।

১৯ পার্থিব সুখের অনিত্যতা সম্বন্ধে কথিত হইতেছে। ২০—তুং, দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥ গী ৭. ১৪, ২১। ২১ মায়ামুগ্ধ জীব প্রকৃত জ্ঞানকে ভুলিয়া মৃত্যুকে বরণ করে। জ্ঞানীর ন্যায় ইহ জন্মের সঞ্চয় তাহার কিছুই থাকে না। ২২ তুং— নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। তৎ স্বয়ং যোগ সংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ গী ৪, ৩৮। গুরুভজ জ্ঞান শিক মায়া জাল ছাড় ॥ গোপী চাঃ সঃ ৩১ পৃঃ। ২৩ যে রূপে যে জপে নাম-পুরে তার মোনশকাম।

ভবানী বলেন মাতা কর অবধান। আজ্ঞা কর মাতা তুমি চাও কোন জ্ঞান ।।
চণ্ডির সাদরে ২৪ দেবী হরিষ অন্তরে। বদন নিছিয়া দেবী বলেন তনয়ারে ।।
তুমি বিনে আমার তরণী কেহ নাই। নিগম নিগূঢ় যোগ শুনিবারে চাই ।।
বলগো জননী মোরে স্থান কাল লইয়া। শ্রুতি মাত্র হরে পাপ কি ফল সাধিয়া ।।
কোলে বসি চান্দ মুখে কহ তত্ত্ব কথা। আমার শরীর মধ্যে যেবা বৈসে যথা ।।
কোথা স্বর্গ কোথা মর্ত্ত্য কোথায় পাতাল। কোথা বৈসে পঞ্চতীর্থ বারাণসী ভাল ।।
কোথা সূর্য্য কোথা চন্দ্র তারাগণ জ্যোতি। অগ্নিজল কোথা বৈসে বায়ু স্বরের স্থিতি ।।
কোথা হাট কোথা ঘাট ২৫ কোথা বৈসে মন। কোন্ দ্বারে বাহির হয় প্রভু নিরঞ্জন ।।
সুমেরু পর্ব্বত ২৬ দেহে কোন স্থানে বাস। কোন স্থান পরশনে পাপ হয় নাশ ।।
কোন সন্ধানে হয় তারাগণ ২৭ বন্দি। কহ গো জননী মোরে সেই সব সন্ধি ২৮ ।।
কার কিবা নাম কেবা বৈসে কোন স্থানে। শুনিতে সেই তত্ত্ব শ্রদ্ধা হইল মনে ।।
বাহাত্তর সহস্র আছে শরীরেতে নাড়ী। কেন বা ঈশ্বর যায় কলেবর ছাড়ি ।।
এই সব নাড়ী দেহে উপজিল কোথা। শুনিবার শ্রদ্ধা কহ কার্ত্তিকের মাতা ।।
চণ্ডিকা বলেন মাতা কহি বিস্তারিয়া। অগম্যেতে গম্য ২৯ করি শুন মন দিয়া ।।
ব্রহ্মা আদি দেবে যারে না পাইল ধ্যানে। সেই কথা উপস্থিত হইল তব পুণ্যে ।।
আমি কহি তুমি শুন এক মন হইয়া। শ্রুতি মাত্র হরে পাপ কি ফল সাধিয়া ।।

পঞ্চতীর্থ

উর্দ্ধে স্বর্গ মধ্যে মর্ত্ত্য পাতাল অধেতে ৩০। স্বর্গে বৈসে পঞ্চ তীর্থ ৩১ বারাণসী তাতে ।।

শাধনে অমর হএ কাত্র।: গোপী চাঃ সঃ— ১০ পৃঃ। তুঃ— অমর অবিনাশী—Absolute Immortality. Obs. Rel. Cults P—293—294. 2.8 প্রশ্নে।

২৫ ত্রিবেণীর ঘাট। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মিলন স্থান। মূলাধারকে মুক্ত ত্রিবেণী ও আজ্ঞা চক্র স্থানকে যুক্ত ত্রিবেণী বলে। সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ডের সহিত একত্র হইয়া শিরস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করিয়াছে, তৎপর উহা প্রত্যাবৃত হইয়া আজ্ঞা পদ্মের দক্ষিণ ভাগে বামনাসিকায় প্রবেশ করিয়াছে, এই স্থানকে 'গঙ্গা' বলে। আজ্ঞাপদ্মের দক্ষিণ অংশ হইতে—যে, ইড়া নাড়ী বাম নাসিকায় প্রবেশ করিয়াছে ইহাকে 'বরুণাও' বলে। পিঙ্গলা নাড়ী আজ্ঞা পদ্মের অভ্যন্তর হইতে দক্ষিণ নাসিকাপুটে গমন করিয়াছে। ইহাকে অসি বলে। এই আজ্ঞাপদ্ম স্থানে বরুণা ও অসি মিলিত হইয়া বারাণসী হইয়াছে। গো-সং ৪. ১৪৬, ১৫০, ১৫১। ২৬ মেরুদণ্ড। দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপ সমন্বিতঃ। সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ।। ঋষয়োঃ মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহস্তথা। পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ।। সৃষ্টি সংহার কর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশি-ভাস্করৌ। নভঃ বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈবচ ।। শিব সংহিতা। ২৭ দশ দ্বার বা ইন্দ্রিয়গণ আবদ্ধ হয়। ২৮ সন্ধান। ২৯ যোগবলে অগম্যস্থানে গমন করি। গুহ্য এবং অপ্রকাশ্য বিষয় প্রকাশ করি।

৩০ কটির নিম্নভাগ পাতাল, মস্তক স্বর্গ এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান মর্ত্ত্য। ৩১ বারাণসী, মথুর, দ্বারিকা, কৈলাস ও ত্রিবেণী তুং—উঃ-গীতা, ২য় অধ্যায়।

তার উর্দ্ধে ৩২ মহা স্বর্গ ৩৩ হেটে বারাণসী। কমল লোচন তথা মথুরা নিবাসী ॥
উর্দ্ধ-যন্ত্রে বনপথে আছয়ে কৈলাস। নাসিকা সংযোগে পুরী দ্বারিকা প্রকাশ ॥
পর্ব্বত শিখর দুই গঙ্গা ও যমুনা। অহর্নিশ দুইধারে বহে সুধাকণা ৩৪ ॥
পরম আদি স্নান করে ৩৫ সেই তীর্থ নীরে। এই পঞ্চ তীর্থ মাগো কহিলাম তুমারে ॥
দুই চক্ষু ধরিলে যে দেখিবা সূর্য্যরেখা। চারি চন্দ্র ষোড়শ সম্পূর্ণত ৩৬ পাইবা দেখা ॥
যোনী কীট মত প্রায় অগ্নি আছে চক্ষে। যথা অগ্নি তথা জল দেখিবা প্রত্যক্ষে ॥

অষ্টাদশ স্থান ও তাহার দেবতা

কপিলাস দ্বার ধরিলে সে পাইবা হাট। নিরালম্ব ধ্বনি ৩৭ যাতে নিত্য বহে ভাট ॥
চূড়ার উপরে চূড়া-মণি ৩৮ করে ধ্যান। নাসাগ্রেতে সদানন্দে মধু করে পান ৩৯ ॥
হৃদয়ে আপনে বিষ্ণু আর মকরন্দ। জিহ্বা হেটে ৪০ গয়া গঙ্গা চক্ষে কালা চান্দ ॥
জন্মিতে জন্মিল সে যে বাউনের প্রায় ৪১। বাল্য বৃদ্ধ অপ্রমাণ কিছু নাহি খায় ॥
আর এক কথা মাগো শুন দিয়া মন। জিহ্বা অগ্রে বাগদেবী ৪২ যোগায় বচন ॥

---

৩২ ভ্রূদ্বয় মধ্যে আজ্ঞা চক্র অবস্থিত আছে তাহার উর্দ্ধে ওঁ কার। এই আজ্ঞা চক্র স্থানে হংসরূপী শিব ও তাহার শক্তি সিদ্ধ কালী বিরাজ করিতেছেন। এই স্থানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী স্বরূপা ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী একত্রে মিলিত হইয়া সহস্রার পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই দ্বিদলপদ্মে চিত্ত ও মন রহিয়াছে। এই চক্রটিকে অহং তত্ত্বের বিকার স্বরূপ চিত্ত, মন ও পঞ্চতন্মাত্রা বলা যায়। এখানে সূক্ষ্ম শরীরের অধিষ্ঠান বলিয়া তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৩৩ সহস্রার পদ্ম। ৩৪ তুং— ত্রিকোণাকারতস্তস্যাঃ সুধা ক্ষরতি সন্ততং ইড়য়াঽমৃতং তত্র সমং স্রবতি চন্দ্রমাঃ ॥ গো-সং ৪,১৪৮।৩৫ ব্রহ্মরন্ধ্র মুখে তাসাং সঙ্গমঃ। স্যাদসংশয়ঃ যস্মিন স্নানে স্নাতকানাং মুক্তিঃ স্যাদ বিরোধতঃ ॥ গঙ্গা যমুনয়োর্মধ্যে বহত্যেষা স্বরস্বতী। তাসান্তু সঙ্গমে স্নাত্বা ধন্যো যাতি পরাং গতিং ॥ গো-সং ৪,১৮২— ১৮৩। গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী বা ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মিলনক্ষেত্র ত্রিবেণীতীর্থ-নীরে যৌগিক স্নান। 'অন্তঃস্নান বিহীনস্য বহিঃস্নানেন কিং ফলম্?' তুং— আগুনাম ভেটিয়া তির্থেথ্যকৈল থান। গোপী-চাঃ সন্ন্যাস—৫৬ পৃঃ। তুং— গো-বি ১১৫,১৪৯ পৃঃ। ৩৬ ষোল কলা পূর্ণ চন্দ্র সম্পূর্ণ রূপে দেখা পাইবে। তুং-গো—সং ৪,১৯১।

৩৭ হৃদয়স্থ অনাহত পদ্মে হংস উচ্চারিত হয়। এই হংসরূপী প্রণবধ্বনি বা শব্দ-ব্রহ্ম ব্যতীতও আজ্ঞা চক্রের উর্দ্ধে নিরালম্বপুরে আর একটি বর্ণ ব্রহ্মরূপ ওঁকার আছে। সেখানে ওঁ এই ধ্বনি হয়। হাড়মালায় 'হংস' বর্ণনা দ্রষ্টব্য। নাথ-সাহিত্যে এই ধ্বনিকে যথাক্রমে শ্রীগোলার ও শ্রীকলার হাটের ধ্বনি বলা হইয়া থাকে 'ভোমর কোঠা ভেটিল তথা শ্রীগোলার হাট।' গোপী চাঃ স—৫৬ পৃঃ। তুং—গো-সং ১.২২১—২২২। শরীর বায়ুকে দৈহিক আকাশের সঙ্গে মিলিত করিতে পারিলে নানা প্রকার ধ্বনি শোনা যায় ও মহান্ শব্দ উৎপন্ন হয়। 'পবনে গগনে প্রাপ্তে ধ্বনিরুৎপদ্যতে মহান্।' গো-সং ১.২৫৬। ৩৮ এক দেবতা বিশেষ। ৩৯ সদানন্দ নামে এক দেবতা। ৪০ নীচে। ৪১ বামনের মত। ৪২ সরস্বতী। 'দেহরাজ্যের শান্তিরক্ষা করিবার দায়। আঠার জন পুলিশ আছেন

নাভিপদ্মে বসি আছে দেব প্রজাপতি। লিঙ্গমূলে শিব চন্দ্র কলার ৪৩ সংহতি ॥
উরুতে শকতি বইসে পদে বসুমতী ৪৪। অষ্টাদশ স্থানের বেদ ৪৫ কহিলা পার্ব্বতী ॥
আর এক কহি মাগো শুন মন দিয়া। গহিন সমান ৪৬ তত্ত্ব কহি বিস্তারিয়া ॥
শরীরের মধ্যে তীর্থ যত নামে ইতি। স্নান দান দেবগণে করে নিতি নিতি ॥
কৈলাস নামে তীর্থ জান কর্ণমূলে। গঙ্গা যমুনা তীর্থ আছে জিহ্বা তলে ॥
মূলতীর্থ জানিবা যে নাসিকা সঙ্গম। চারিদিকে চারি তীর্থ মধ্যেতে পরম ॥
সুমেরু পর্ব্বত ৪৭ আছে যমুনা বেড়িয়া। মধ্যে মাণিক্য আছে গহিনে ডুবিয়া ॥
সুধার সদৃশ জল সেই জল ফুটি ৪৮। তার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ভাসিছে কুটি কুটি ৪৯ ॥
শুনিতে সে সব তত্ত্ব লাগে চমৎকার। সেই সে বুঝিতে পারে আত্মাদীক্ষা ৫০ যার ॥
তা না হইলে ৫১ বুঝিতে নারে কিবা সত্যমিথ্যা। সদ্গুরু ভজিলে সে পাইবা তত্ত্বকথা ॥
আত্মাদীক্ষা অবিনাশী দেব মহেশ্বর। আত্মাদীক্ষা করি সে মুনি হইছে অমর ॥
এত শুনি মেনকার লাগে চমৎকার। বদন নিছিয়া ৫২ রাণী পুছে আর বার ৫৩ ॥
শুনিয়া সর্ব্বকথা জুড়াইল প্রাণ। অষ্টাদশ স্থান মধ্যে মুখ্য কোন স্থান ॥

দেহস্থিত স্বরূপের স্থান

চণ্ডিকা বলেন মাতা শুন মন দিয়া। যথা মুখ্য স্থান তাহা কহি বিস্তারিয়া ॥
গম্যেতে অগম্য স্থান অধঃ উর্দ্ধে শূন্য। সেই সে পরম স্থান নাহি পাপ পুণ্য ৫৪ ॥
নাহি দিবা নাহি রাত্রি নাহি রবি শশী। তিমির ভঞ্জন রূপ নাথ অবিনাশী ৫৫ ॥

আঠার থানায় ॥ চূড়াতে চূড়ামণি আছে ব্রহ্মস্থিতি। পট মধ্যে মহাবিষ্ণু করেন বসতি। চক্ষু মধ্যে কালাচান্দ সদাই করেন ধ্যান। নাসিকাতে নিত্যানন্দ মধু করেন পান।' দীন শরতের বাউল গান—দেহতত্ত্ব, ১৪ পৃঃ। ৪৩ শক্তির সহিত। তুং—ষট্চক্র নিরূপণ—মূলাধার পদ্ম বর্ণনা। ৪৪ তুং—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ—উঃ গী ২.২০। ৪৫ আঠার স্থানের তত্ত্ব। ৪৬ জলধির গভীরতা সদৃশ।

৪৭ মেরুদণ্ডকে সুমেরু পর্ব্বত বলে। ইহাকে আশ্রয় করিয়া ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না অবস্থিত। সুষুম্না নাড়ীর অভ্যন্তরে অমৃত পয়োধি। তাহাতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড শোভা পাইতেছে। ৪৮ বুদ্‌বুদের ন্যায় ফুটিতেছে। ৪৯ কোটি কোটি। ৫০ ব্রহ্মজ্ঞানে দীক্ষা। তুং— উদ্ধরেদাত্মা নাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ইত্যাদি, গী ৬.৫। যচ্ছেদ্বাঙ্ মনসা প্রাজ্ঞস্তদ যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি। কঠ ১।১।১৩। ৫১ তাহা না হইলে। ৫২ হস্ত দ্বারা মুখকমলে স্নেহ জ্ঞাপন করিয়া। ৫৩ পুনরায় জিজ্ঞাসা করে। ৫৪ সহস্রার পদ্মে নির্ব্বাণ কাম কলা আছেন। তাহার মধ্যে তেজরূপ পরম নির্ব্বাণ শক্তি, তৎপরে নিরাকার মহাশূন্য। যোগী-গুরু ৫৩—৫৪ পৃঃ। এই স্থানই নাথেদের কাম্য। হাড়মালা— পাদটীকা ১৭৫— ১৭৬ তুলনীয়। ৫৫ ন তদ্‌ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। গী ১৫.৬।

সর্ব্বদেহে আছে সেই স্বরূপের স্থান। নাহি অগ্নি নাহি জল নির্ম্মোল ৫৬ নির্ম্মাণ॥
দেখিতে না দেখি রূপ আছয়ে সমীপে ৫৭। তৈল সলিতা নাহি দ্বীপ জ্বলে ৫৮ কিসে॥
ভবানী বলেন মাতা না হইও বিয়োগ ৫৯। তৈল সলিতা পুনি আছয়ে সংযোগ॥
মন মল্লিকা হয় তৈল হয় পবন। চৈতন্য সলিতা দিয়া চালায় ঘনে ঘন ৬০॥
পাতালাদি নীচখণ্ড রহিয়াছে যেরূপে। মন দিয়া শুন তাহা কহিব সংক্ষেপে॥
তিন তেউটি বঙ্কনাল ৬১ মধ্যে পাকশাল। বায়ু দ্বারে কর্ম্মকারে ৬২ লোহা করে জ্বাল ৬৩॥
উকারে প্রবেশ করে সেই কুম্ভ-পুরে ৬৪। সকারে পর্ব্বত ভেদি মকারে নিঃসরে ৬৫॥
ধরিয়া আকাশ দ্বার ৬৬ বুঝ অভিপ্রায়। দিবানিশি গতাগত আসে আর যায়॥

---

৫৬ নির্ম্মল। ৫৭ ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্। ইত্যাদি কঠ ৩।৯। ৫৮ তুং—ললাট-মধ্যে হৃদয়াম্বুজে বা য পশ্যতি জ্ঞানময়ীং প্রভাং তু। শক্তিং সদা দীপবদুজ্জ্বলন্তীং, পশ্যন্তি তে ব্রহ্ম তদেক দৃষ্ট্যা। যোগি-যাঃ ১২।২৫। হৃদ্দেশে অনাহত চক্রটী বায়ুতত্ত্বের স্থান, মূলাধার বা নাভিমূল চক্রটী অগ্নি তত্ত্বের স্থান। প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ ও অপাণ বায়ুকে সংযুক্ত করা যায়। ঐ সংযুক্ত বায়ুকে বিভিন্ন পদ্মে ধারণ করিলে অগ্নিও তাহার সহচর হয়। তাহাদের কুম্ভক যোগে— হৃদয়ে অনাহত পদ্মে আবদ্ধ করিলে এবং তদূর্দ্ধে ললাটে পরিচালিত করিলে জ্যোতিঃ পরিলক্ষিত হয়। তুং— আয়ুর্ব্বিঘাতকৃৎ প্রাণো নিরুদ্ধশ্চাসনেনবৈ। যাতি গাগি তদা পানাৎ কুলং বহ্নেঃ শনৈঃ শনৈঃ॥ ইত্যাদি। যোগি যাঃ ১২।২—২৬। গো বি ১৪৭—১৪৮ পৃঃ। ৫৯ চঞ্চল ৬০ তুং—নিবিতে না দিও বাতি জ্বাল ঘনে ঘন। আজুকা ছাপাই রাখ অমূল্য রতন॥ গো-বি ১৭৮ পৃঃ। ৬১ শব্দার্থ দ্রষ্টব্য। ৬২ যোগী। তুং গো-বি-১৪৭—১৪৯ পৃঃ। ৬৩ প্রাণায়াম প্রভাবে দেহের রসকে অমৃতে পরিণত করেন ও উর্দ্ধবাহী করেন। কায়াগ্নিদ্বারা দেহ পরিশোধিত করেন। তুং—যোগি যাঃ ১২।১—১৫। ৬৪ দেহস্থিত বায়ুর আধারে, সুষুম্না নাড়ির অভ্যন্তরে বা অনাহত পদ্মে। ইহা বায়ুর স্থান। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে বায়ুই অগ্নিকে সঞ্জীবিত রাখিয়া রসের জারণ কার্য্যের সহায়তা করিতেছে। তুং—যোগি-যাঃ ১২।১৭—১৮।

৬৫ উকার সকার ও মকার যথাক্রমে পূরক, কুম্ভক ও রেচককে বুঝায়। দিবা-নিশি জীবদেহে এই প্রাণায়াম কার্য্য চলিতেছে। উকার বাম নাসায় শ্বাস গ্রহণ, সকার বায়ুধারণ এবং মকার ডান নাসায় বায়ু ত্যাগ এই অর্থেও প্রযুজ্য। উকার সকার ও মকার ওঁ (অ+উ+ম) এর সমতুল্য। দিবানিশি অনাহত পদ্মের এই হংস ধ্বনি উচ্চারিত হইতেছে। সেই হংসই প্রণব বা ওঁকার। হংস-এর বিপরীত সোঽহং, কিন্তু স আর হ লোপ হইয়া কেবল ওঁ রহিল। ইহাই শব্দ ব্রহ্মরূপ ওঁকার। শব্দ ব্রহ্মেতি তাং প্রাহুসাক্ষাদ্দেব সদাশিবঃ। অনাহতেষু চক্রেষু স শব্দঃ পরীকীর্ত্ত্যতে। পরাপরি-মলোল্লাস। হকারঞ্চ সকারঞ্চ লোপয়িত্বা ততঃ পরং। সন্ধিং কুর্য্যাত্ততঃ পশ্চাৎ প্রণবোঽসৌ মহামন্ত্র॥ যোগ-সরোদয়। নাথদের কৌলিক মন্ত্র সোঽহং। প্রাণায়ামের সঙ্গে উহা উচ্চারিত হয়। পর্ব্বতভেদি — মেরুদণ্ডস্থিত পদ্ম-সমূহ ভেদ করিয়া। ৬৬ বায়ুর পথ। বাম নাসা ও দক্ষিণ নাসাপুটদ্বয়। ইহারা দিবানিশি প্রাণের গমনাগমনের পথ। অন্য অর্থ, সুষুম্নারন্ধ্র যাহাদ্বারা প্রাণ সহস্রার উর্দ্ধে শূন্যস্থানে পৌছিতে পারে।

বাহির হইয়া যদি ত্যাগে সেই ঘর ৬৭। জীবন যৌবন ধান্দা মিছা তরমর ৬৮॥
সুকারেতে পূর্ণ মূর্ত্তি আছয়ে বসিয়া। আপনার শরীর এখন চাহ ৬৯ বিচারিয়া॥
পিতার পতিত বিন্দু মায়ের রজঃফোটা ৭০। ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া বায়ুয়ে বান্ধে গোটা গোটা ৭১॥

বায়ু-প্রসঙ্গ ও নাড়ী-নির্ণয়

হৃদয়ের মধ্যে দশ বায়ু যে প্রধান। ছাড়িতে না পারে যাবৎ আয়ু পরিমাণ॥
প্রাণ অপাণ সমান ব্যান ধনুর্দ্ধর। দেবদত্ত নাগকুম্ভ ধনঞ্জয় কিঙ্কর॥
একাদশ বায়ুর কথা কহি মা তুমাতে। যার যেহি স্থানে বৈসে শুন ভালমতে॥
উর্দ্ধে বৈসয়ে বায়ু মূলে চাপি আন্ ৭২। সর্ব্বরূপী ধনঞ্জয় সেহি পরিমাণ॥
আর যত বায়ু আছে যথা বৈসে যেবা ৭৩। শরীরের সংযোগে পুনঃ সকল পাইবা॥
মূলদ্বারে আছে এক কন্দমূলা নাম ৭৪। সেই স্থানে উপজিল নাড়ী অনুপাম ৭৫॥
সেহিস্থানে উপজিল যত সব নাড়ী। গৃহ বান্ধিবার যেমন বড় বড ডোরী ৭৬॥
কেহ উর্দ্ধে কেহ মধ্যে কেহ অধে দিয়া। এহি মতে আছে সব শরীর জুড়িয়া॥
ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা আর সুষুম্না পরিমাণ। সর্ব্ব নাড়ী হতে জান এ তিন প্রধান॥
মেরুদণ্ড যারে বলি সুমেরু পর্ব্বত। গুণাতীত ৭৭ হইলে ঘুচে পাপ সব যত॥

---

৬৭ দেহ। মৃত্যুকালে প্রাণ ও অপান বায়ু একত্র হইয়া দেহত্যাগ করে। অপান নাভি ভেদ করিয়া প্রাণের সঙ্গে মিলিত হয়। এই সময়কে নাভিশ্বাস বলে; অন্য অর্থ এই—প্রাণবায়ু সুষুম্নাস্থিত পদ্মাদি ভেদ করিয়া সহস্রার উর্দ্ধে শূন্যস্থানে লীন হইলে জন্ম-মৃত্যু রহিত হয়। ৬৮ জীবন সংগ্রাম। জন্ম-মৃত্যু।

৬৯ বিচার করিয়া দেখ। ৭০ রজের অপর নাম নাদ। পিতার বীজরূপ বিন্দু মাতার রজরূপ নাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া মাতৃগর্ভে ওঁকাররূপ পিণ্ডে পরিণত হয়। ইহাই জীবদেহে মহত্তত্ত্ব, পরে ওঁকাররূপ পিণ্ড হইতে ক্রমশঃ মানসতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়তত্ত্ব ও ভূততত্ত্ব স্ফূরিত হইয়া অপরিস্ফুট সূক্ষ্মদেহের সৃষ্টি হয়। আজ্ঞাচক্র এই সূক্ষ্মদেহের আধার; তাহার পর ব্যোম, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি এই ভূতপ্রপঞ্চের আধার বিশুদ্ধ, অনাহত, মণিপুর, স্বাধিষ্ঠান ও মূলাধার এই পঞ্চচক্র পর্য্যায় ক্রমে বিন্যস্ত হইয়া পঞ্চভূত দ্বারা ক্রমশঃ স্থূল দেহের বিকাশ হয়। বায়ু দ্বারাই মাতৃগর্ভে পিতার শুক্র এবং মায়ের রজের সংমিশ্রণে পিণ্ডের সৃষ্টি হয়।

৭১ ভিন্ন ভিন্ন পিণ্ড। তুং—পিতার মেদ-রস-বিন্দু জননীর শঙ্ক। ভেদিল সকল তৎ পৃথিবীর রঙ্গ॥ গোপী-চাঁ-স—৫৬ পৃঃ। ৭২ অন্য অর্থাৎ নাভির অধোভাগে অপান বায়ু। ৭৩ বিভিন্ন বায়ু ও তাহার অবস্থান। শিব-সং-৩.৪৯; যোগি-যা ৪.৪৬—৭০। ৭৪ মূলাধারে ডিম্বাকৃতি কন্দ অবস্থিত। উহাকে বেষ্টন করিয়া কুণ্ডলী অবস্থিত। এই কন্দতেই সমস্ত নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে। যোগি-যা-৪.১৫—২৪। ৭৫ পরম রমণীয় সুষুম্না। অন্যান্য নাড়ীও সেই স্থানেই উৎপন্ন হইয়াছে। ৭৬ রজ্জু, দড়ি। ৭৭ সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের অতীত হওয়া। গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহ সমুদ্ভবান্। জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখৈ-র্বিমুক্তোঽ-

গুণাতীত ভজন বা অমৃত ভক্ষণ

ত্রিবেণী লাগিলে জিহ্বা ৭৮ বন্দি দশ দ্বার ৭৯। গুণাতীত ৮০ ভজিবার সন্ধি নাহি আর ॥
যেমতে লাগিবে জিহ্বা ত্রিবেণীর দ্বারে। তার উপদেশ মাতা কহিব তুমারে ॥
তিন অঙ্গুলি জিহ্বা যদি ষড অঙ্গুলি ৮১ করে। তবে সে লাগিব জিহ্বা ত্রিবেণীর দ্বারে ॥
ইন্দ্র ৮২ আর জিহ্বা দুই একই সমান। তার সন্ধি ৮৩ পাইলে যে বাড়য়ে জিহ্বাখান ॥
নির্ব্বল শরীরে ইন্দ্র বাড়িতে না পারে। অল্প ভক্ষ্য পাইলে ইন্দ্র চেতন না করে ৮৪ ॥
এহিমতে মায়ের স্থানে কহিলা ভবানী। আর কোন্ জ্ঞান চাহ মাতা শুনি ॥
শুনিয়া মেনকা রাণী আনন্দ অপার। বদন নিছিয়া রাণী পুছে আর বার ॥
কহগো জননী মোরে দিবস প্রমাণ ৮৫। দয়া করি মায়ের খণ্ডাও ভ্রমজ্ঞান ৮৬ ॥

মৃতমশ্নুতে ॥ গী— ১৪·২০। তুং—গী ১৩·১৯-২৩, ১৪·৫, ১৮·১৯, ৪০, ১৭·২। সাঙ্খ্য-দর্শনে জ্ঞান দ্বারা পুরুষ প্রকৃতির মোক্ষ বিষয় এবং সাঙ্খ্যের পরিশিষ্ট পাতঞ্জলে যোগ দ্বারা সেই মুক্তির বা গুণাতীত হওয়ার উপায় বর্ণিত আছে। ৭৮ সুষুম্নার আশ্রয়স্থান স্বরূপ তালুমূলে যে যোনি আছে সেই যোনিস্থানেই ব্রহ্মরন্ধ্র বিরাজিত আছে। ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না এই নাড়ীত্রয় ব্রহ্মরন্ধ্র-মুখে (হাড়মালায় উল্লিখিত ব্রহ্মদুয়ার) সম্মিলিত হইয়াছে। ইহাকে ত্রিবেণী বলে। গো-সং— ৪·১৮১— ১৯১, শিব-সং— ৫·১২১। ষট্‌চক্রনিরূপণ— ৫৩। খেচরী মুদ্রা দ্বারা জিহ্বাকে বক্রভাবে উল্টাইয়া ঊর্দ্ধে তালুর ছিদ্রপথে ললাট-কুহরে প্রবেশ করাইলে, ঐ যোনি বা ত্রিবেণীস্থিত অমৃতের সন্ধান লাভ হয়। গোরক্ষনাথ গুরু মীননাথকে বলিতেছেন—

মুখ খানি চাল গুরু-জিহ্বা খানি ফাল। অমর পাটনে জেন যেতে করে হাল ॥
গো-বি ১৩৮—১৩৯ পৃঃ। ৭৯ শব্দার্থ দ্রষ্টব্য।

৮০ ব্রহ্ম— নিরঞ্জন। ৮১ তিন অঙ্গুলি পরিমিত জিহ্বাকে যদি ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ করা যায় তবে উহা ত্রিবেণীর দ্বারে লাগিবে। লিঙ্গ ও জিহ্বা দৈর্ঘ্যে সমান। ৮২ লিঙ্গ। চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয় সহজিয়া, বাউল, নাথ সাহিত্য প্রভৃতি সাঙ্কেতিক (symbolic) ভাষায় লিখিত। ৮৩ সন্ধান। যশোদলের উমেশ নাথ বলিয়াছেন যে 'জিহ্বার দীর্ঘতা বৃদ্ধির অন্য উপায় থাকিলেও (যথা 'মুখ খানি চাল গুরু জিহ্বাখানি ফাল') পুরুষাঙ্গের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়া সহজ'। ৮৪ এই জন্য যোগীর পরিমিত আহার বিহারের প্রয়োজন। 'নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ' ইত্যাদি— গী ৬·১৬। ৮৫ কোন্ দিন কি ভাবে যাইবে তাহার বিচার। এই জ্ঞান স্বরশাস্ত্রের অন্তর্গত। উভয় নাসাপুটের শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিধি দেখিয়া দিবসের ভালমন্দ, কার্য্যের শুভাশুভ, যাত্রার মঙ্গলামঙ্গল, রোগোৎপত্তির পূর্ব্বজ্ঞান এবং প্রতীকার বিচার করা যায়। এ বিষয়ে যৌগিক পন্থা, পবন বিজয় স্বরোদয়, জ্যোতিষ রত্নাকরে—'পঞ্চতত্ত্বজ্ঞান ও স্বরসাধনা' অধ্যায় উল্লেখযোগ্য। ৮৬ অজ্ঞানতা দূর কর।

দিবসের ভালমন্দ জানিব কি মতে। তুমি বিনে কেবা আর কহিব আমাতে ॥
চণ্ডিকা বলেন মাতা স্থির কর হিয়া। শুন গো দিবস তত্ত্ব কহি বিস্তারিয়া ॥
প্রথম আদিত্যবারে ৮৭ রজনী প্রভাতে। ধারা বিচারিয়া চাইব ৮৮ বসিয়া শয্যাতে ॥
রবিগৃহ বহে ৮৯ যদি পাইবে চিন্ ৯০। জঞ্জাল ৯১ নাহিক তাতে গোয়াইব সে দিন ৯২ ॥
চন্দ্রের গৃহে বহে যদি ৯৩ সে দিন প্রমাদ ৯৪। বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে হইবে বিবাদ ॥
কন্দল ৯৫ করয়ে ধারা হইলে বিমুখ ৯৬। বহুমুখ ৯৭ হইলে ধারা মৃত্যুসম দুঃখ ॥
এহি সব ধারা যেদিন বিবর্জ্জিব ৯৮। ধারাহালে ৯৯ যে দিকে সে পদ চালিব ॥
কালাস্ত চাইব পুনঃ স্বর উদ্দেশিয়া ১০০। দিবসের শুভাশুভ চাইব বিচারিয়া ॥

---

৮৭ কৃষ্ণপক্ষে ডান নাকের শ্বাসকার্য্য প্রবল হয়। এরূপ হইলে জাতকের লাভ শুক্লপক্ষে বাম নাড়ীতে শ্বাসের কার্য্য প্রবল হয়। আবার সোম, বুধ, শুক্রবারে ইড়ার বহা সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিদায়িনী এবং রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতিবারে এবং শনিবারে পিঙ্গলার বহা মঙ্গলদায়িনী। রবিবারে কোন নাসায় বেশী শ্বাস বহিতেছে তাহা দেখিতে হইবে। ধারা অর্থ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি। ৮৮ শয্যাতে বসিয়া কোন নাসাপুটে বেশী বায়ু প্রবাহিত হইতেছে তাহা দেখিতে হইবে। পবন বিজয় স্বরোদয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি ও তাহার তত্ত্বসম্বন্ধীয় বিষয় বর্ণিত আছে। ৮৯ দক্ষিণ নাসাপুটে। ইহাকে 'পিঙ্গলার বহা' বলে। তুং—রবি মঙ্গল বৃহস্পতি আর শনিবারে। পিঙ্গলা যমুনা নদী বহিতেছে ধারে ॥ দীন শরতের বাউল গান। ৯০ চিহ্ন। ৯১ বিপদ। ৯২ সেই দিন ভালরূপে অতিবাহিত হইবে। ৯৩ বাম নাসাপুটে। ইহাকে 'ইড়ার বহা' বলে। ইড়াকে চন্দ্রনাড়ী এবং পিঙ্গলাকে সূর্য্য নাড়ী বলে। শিব সং ২'৬—১২। **৯৪ বিপদ।** ৯৫ ঝগড়া। ৯৬ এই পূর্ব্বোক্ত নিয়মের অন্যথা হইলে। ৯৭ মুহুর্মুহু (ঘন) পরিবর্ত্তনশীল শ্বাসপ্রশ্বাস প্রবাহিত হইলে। ৯৮ এইরূপ লক্ষণ যেদিন প্রকাশ পাইবে। ৯৯ অশুভ দূরীভূত করিতে হইলে সেই বেশী বায়ুপ্রবহমান নাসাভিমুখী পা আগে ফেলিতে হইবে। তুং— আদৌ চন্দ্রঃ সিতে পক্ষে ভাস্করস্তু সিতে তরে। প্রতিপত্তে দিনান্যাহুঃ ত্রীনি ত্রীনি ক্রমোদয়ে ॥ পবনবিজয় স্বরোদয়। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে তিন তিন দিন ধরিয়া চন্দ্র অর্থাৎ বাম নাসায় এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে তিন তিন দিন ধরিয়া সূর্য্যনাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসায় প্রথমে শ্বাস প্রবাহিত হয়। ইহার ব্যতিক্রমে অশুভের সৃষ্টি হয়। এই অশুভ প্রতীকারের বিবিধ উপায় আছে। স্বরোদয় শাস্ত্রে এইরূপ—আক্রম্য প্রাণ পবনং সমারোহেত্ত বাহনম্। সমুত্তরেৎ পদং দত্বা সর্ব্ব কার্য্যানি সাধয়েৎ ॥ পবনবিজয় স্বরোদয়ে—বামাচার প্রবাহেন ন গচ্ছেৎ পূর্ব্ব-উত্তরে। দক্ষনাড়ী প্রবাহেতু ন গচ্ছেৎ যামা পশ্চিমে ॥ যোগ স্বরোদয়ে—যত্র নাড্যাং বহেদ্বায়ুস্তদস্থঃ প্রাণমেব চ। আকৃষ্য গচ্ছেৎ কর্ণাস্তং জয়ত্যেব পুরন্দরম্। ১০০ শ্বাস প্রশ্বাসের গতিদ্বারা শুভাশুভ সময়াস্ত বিচার করিব।

কাল বিবৰ্জ্জিয়া পুনঃ দ্বারে বারি দিব ১০১। সকারে ১০২ ত্যাগিলে সেই দিন ভাল যাইব ॥
উকারে ১০৩ পুরিয়া পুনঃ করিব চালন। ধারার যে সব দোষ হইব মোচন ॥
দিবসের নির্ণয়ের তত্ত্ব কহিলেন ভবানী। আর কোন জ্ঞান চাহ গো জননী ॥
শুনিয়া মেনকা রাণী আনন্দ অপার। বদন নিছিয়া রাণী পুছে আর বার ॥
সন্দেহ-ছেদ ১০৪ না হইল আমার অন্তরে। বিবেচিয়া কহ মা কালান্তক ১০৫ বলি কারে॥

কালান্তক বিচার

চণ্ডিকা বলেন মাতা তোমাকে কহিব। প্রভাতে উঠিয়া নিজ কালান্তক চাইব ॥
জানুতে রাখিয়া হস্ত চাপি ব্রহ্মপুর। তর্জ্জনি অঙ্গুলি প্রমাণ ক্ষীণ হইব কর ১০৬ ॥
তাহা না হইয়া যদি বৃদ্ধ ১০৭ হয় হাত। বৎসরের মধ্যে মৃত্যু কহিলাম তুমাত ১০৮ ॥
পর্ব্বত চাহিব পুণি ভ্রমিয়া আকাশ ১০৯। চূড়া ১১০ অদর্শন হইলে জিয়ে অষ্টমাস ॥
আর এক মূলধ্বনি শরীরে আছয়ে। শ্রীগোলার হাটের ধ্বনি বুঝিবা নিশ্চয়ে ১১১ ॥
শ্রীগোলার হাটের যদি নাহি শুনে ধ্বনি। ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু জানিবা জননী ॥
আর এক তত্ত্ব আছে শুনহ বিশেষে। শূন্য পুরুষ দৃষ্টি করিব আকাশে ১১২ ॥

---

১০১ নির্দ্দিষ্ট কালাস্তে যখন দক্ষিণ নাসায় বায়ুর কাজ বেশী হইতে থাকিবে, তখন বামনাসিকাপুট বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। অন্য প্রক্রিয়া এই, ইড়া (চন্দ্রনাড়ী) তথা বাম-নাসায় বায়ুপূরণ করিয়া দক্ষিণ নাসায় পুনঃ পুনঃ পরিচালনা করিতে থাকিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া দক্ষিণ নাসায় শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য বেশী হইতে থাকিবে। ইহাতে প্রথম আদিত্যবারে প্রভাতে যদি বাম নাসায় বেশী বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে তদ্দ্ঘটিত অশুভ হইতে ত্রাণ পাওয়া যাইবে। যোগীরা পঞ্চতত্ত্ব সাধন দ্বারা অর্থাৎ আকাশতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব প্রভৃতি দেহে যখন যে তত্ত্বের উদয় হয় তাহা জানিয়া সময়োপ-যোগী শুভ এবং যথাবিহিত কার্য্যাদি সুসম্পন্ন করেন। ১০২ দক্ষিণ নাসায় বায়ু ত্যাগ করিলে। ১০৩ বাম নাসায় বায়ু পূর্ণ করিয়া। ১০৪ সন্দেহ দূর হওয়া। ১০৫ মৃত্যুজ্ঞান। ১০৬ দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দক্ষিণ জানুর উপরে স্থাপিত করিতে হইবে এবং উহাকে নাকের সমান মস্তকের উপর রাখিয়া নাসিকার সম্মুখে হাতের কব্জির নীচে সমানভাবে দৃষ্টিপাত করিলে হাত অত্যন্ত সরু দেখায়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু তাহা না হইয়া যদি উহা স্ফীত দেখা যায়, তবে এক বৎসরের মধ্যে জাতকের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। হাত হইতে মুষ্টি বিচ্ছিন্ন দেখাইলে তাহার পনের দিন বা ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু সংঘটিত হইবে।

১০৭ স্ফীত বলিয়া বোধ হয়। ১০৮ তোমাকে। ১০৯ উর্দ্ধে আকাশ পানে কিছুক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া পরে কোন পর্ব্বতের শীর্ষদেশে তাকাইলে যদি তাহার চূড়া দেখা না যায়। পর্ব্বতের অন্য অর্থ নাসিকা। ১১০ শীর্ষদেশ। মস্তক, নাসাগ্র। ১১১ পাদটীকা ৩৭ দ্রষ্টব্য। সাধারণতঃ কর্ণকুহর হস্তদ্বারা রুদ্ধ করিলে এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ শোনা যায়। যিনি এই প্রকার শব্দ শুনিতে না পান তাহার ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত। এই 'হাটের ধ্বনি' সম্বন্ধে গো-বি ১৩৯, ১৪০ পৃঃ, তুলনীয়। ১১২ দেহের ও আকাশের মধ্যে

শূন্য পুরুষের যদি নাহি দেখে মাথা। ভাঙ্গিছে সুখের হাট জানিবা সর্ব্বথা ॥
চারি মাসের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চয়ে জানিব। তিন মাস কষ্টাকষ্টে সে জীব বাঁচিব ॥
আপনার শূন্য মূর্ত্তি ১১৩ না হইলে উদয়ে। দুই মাস মধ্যে মৃত্যু জানিবা নিশ্চয়ে ॥
উকার ধ্বনিতে যদি অন্য ('দুকে' পাঠান্তর) অর্থগতি ১১৪। ভঙ্গদিয়া পালাইব ইন্দ্র যত ইতি ॥
আপনার ইন্দ্র ১১৫ যবে ভঙ্গ দিয়া যাবে। মাসেক বিলম্বে মৃত্যু নিশ্চয়ে জানিবে ॥
আর এক বলি মাতা শুন দিয়া মন। নিগম নিগূঢ় তত্ত্ব আছয়ে লিখন ॥
উকার পুরীতে যদি না বেধে গহিন ১১৬। নিশ্চয় জানিও সে জীব বাঁচে পনের দিন ॥
সুধা সমুদ্রের যবে শুখাইব রস ১১৭। বড় কষ্টাকষ্টে সে জীব বাঁচে দিন দশ ॥
উকার প্রবল হয়ে সুকার হয়ে হীন ১১৮। অবশ্য জানিবা সে বাঁচে পঞ্চদিন ॥
আর এক বলি মাতা মনেতে রাখিও। এ বড় নিগূঢ় তত্ত্ব কভু না ভাঙ্গিও ।
যার ভবে স্থিতি তার না দেখিলে মাথা। সেই দিন মৃত্যু তার জানিবা সর্ব্বথা ॥
এহি সব বিবর্জ্জিয় ১১৯ হয় যে জনাবে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে তারে রাখিতে না পারে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু যদি আইসে আপনে। তথাপি তাহার রক্ষা নাহি কদাচনে ॥
এহিমতে কহিলেন কালান্ত বিচার। শুনিয়া রাণীর মনে লাগে চমৎকার ।
নিগম নিগূঢ় তত্ত্ব অপূর্ব্ব কাহিনী। শ্লোক বান্ধি রচিলেন ব্যাস মহামুনি ॥
সেহি তন্ত্র ১২০ বিচার করিয়া অতিশয়। দাস জগন্নাথে বুলে নয়ান তনয় ॥

সম্বন্ধ আছে। দেহের উপর চিত্ত সংযম করিলে এবং পরে আকাশে তাকাইলে কিছুক্ষণ পর নিজের চেহারা আকাশে ভাসে। সেই প্রকৃত (ছায়া) মস্তকহীন দেখাইলে চারি মাসের বেশী জাতক জীবিত থাকেনা। নিজের ছায়ার প্রতি অনেকক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া নিমেষোন্মেষ বর্জ্জিত হইয়া আকাশে তাকাইলে সে ছায়া আকাশে দেখা যায়। উহা মস্তকহীন দেখাইলে মৃত্যু আসন্ন। এই প্রকার ক্রিয়াকে ছায়া-পুরুষ সাধন বলে। ১১৩ নিজের প্রতিকৃতি যদি মনে না পড়ে বা ছায়া যদি দেখা না যায়।

১১৪ শ্বাস প্রশ্বাস তথা হংস ধ্বনি যদি বোধগম্য না হয় বা বক্ষপিঞ্জরস্থ ডুপ ডুপ শব্দ যদি অনিয়মিত রূপে চলে। ১১৫ ইন্দ্রিয় শক্তি। যাহার আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাহার শ্রবণ, স্বাদগ্রহণ, ঘ্রাণশক্তি প্রভৃতি অন্তর্হিত হয়। ১১৬ আলো আঁধারি ভাষা ও ভাব এই সাহিত্যের বিশেষত্ব। উকার পুরীতে— কুম্ভপুরে বা হৃদয়ে। যদি হৃদয়, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বায়ু গ্রহণে অক্ষম হয়। ১১৭ সুষুম্না নাড়ীর বা চন্দ্রস্থিত রস, উহাই অমৃত স্বরূপ। তুং— গো-বি ১৬১ পৃঃ। ১১৮ উকার তথা বায়ু গ্রহণ বা শ্বাসের কাজ যখন প্রবল অর্থাৎ দীর্ঘ হয়। সুকার বায়ুত্যাগ বা প্রশ্বাস যখন হ্রস্ব হয়। অ, উ, আ, স এবং ম'কার নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোথাও মকারকে বাম নাসায় বায়ুর কাজ এবং সকারকে দক্ষিণ নাসায় বায়ুর কাজ অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রে নাড়ী এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রকৃতি বিচারে মৃত্যুর কাল সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। ১১৯ লক্ষণ। ১২০ নিগমতন্ত্র।

আপনে আসিয়া যেবা ভেদিয়াছে শ্বাস ১২১। কালঅন্তে সেহি কথার পাইবা বিশ্বাস ॥
গুরু উপদেশ না হইছে যেহি জনে। নিদ্রায়ে জীবন গত নাহি এ চেতনে ॥
তোমাতে কহিলাম মাগো যত পূর্ব্বাপর ১২২। যথা তথা না ভাঙ্গিও রাখিও অন্তর ॥
শুনিয়া ব্যাকুল রাণী স্থির নহে চিত্ত। দুই চক্ষু হইলেক অশ্রুতে পূর্ণিত।
বদন নিছিয়া রাণী কোলেতে বসাইয়া। কহিতে লাগিলা রাণী কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
আমারে অনাথ করি যাইবা কৈলাসে। তোমার অদর্শনে মোর শূন্য গৃহবাসে ॥
সন্তান সন্তাপে জ্ঞান তাপিত জননী। দিবানিশি দহে মোর জলন্তি আগুনি ১২৩ ॥
চণ্ডিকা বলেন মাতা শুন দিয়া মন। তোমার শরীরে আমি থাকি সর্ব্বক্ষণ ॥
আমার বচন সত্য জানিবা নিশ্চয়ে। আমি ছাড়া হইলে দেহ তিলেক না রয়ে ১২৪ ॥
বদন নিছিয়া বলে গিরিরাজ রাণী। কোনস্থানে থাক মাগো আমিত না জানি ॥
আমার শরীরে তুমি থাক লুকাইয়া ১২৫। নাহি দেও দরশন কি দোষ পাইয়া ॥
কোন স্থানে কোথা থাক আমাকে দেখাও। প্রবঞ্চনা কর যদি মোর মাথা খাও ॥
দিবানিশি দহে প্রাণ তুষানলে মন। দরশন দিতে দুর্গা লাগে কতক্ষণ ॥
তুমি কি আমার ঝি আমি কি তোমার মাতা। মোর মনে এই জ্ঞান নাহিক সর্ব্বথা ॥
তোমা হইতে হইল সৃষ্টি এ তিন সংসার। ব্রহ্মা বিষ্ণু হরিহর যত উদরে তোমার ॥
মায়ের কাতর দেখি কহিলেন ভবানী। নিবৃত্ত ১২৬ হইয়া শুন অপূর্ব্ব কাহিনী

ব্রহ্মের রূপদর্শন

ছাড় অর্থ-জ্ঞান মাগো শুন তত্ত্ব কথা। তোমার শরীর মধ্যে আমি বসি যথা ১২৭।
পর-ব্রহ্মেতে আমি মণিপুরে বসি ১২৮। তথাতে আমাকে পাইবা ধোয়াইয়া নিশি ॥
ধ্যাইবা শুম্ভের স্থান ১২৯ একচিত্ত হইয়া। পাইবা আমার লাগ ধ্যানমনে চাইয়া ॥

---

১২১ প্রাণায়াম বা যোগ সাধন করিয়াছে। ১২২ আদ্যন্ত। ১২৩ অগ্নি। ১২৪ এক মুহূর্ত্তও থাকে না। অস্য বিস্র' সানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ। দেহাদ বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে ॥ এতদ্বৈতৎ ॥ কঠ—২'৪। ১২৫ আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্। ইত্যাদি। ১২৬ স্থির।

১২৭ আত্মা কোথায় বাস করেন সে সম্বন্ধে কথিত হইতেছে। দিব্যে ব্রহ্মপুরে বিরজং নিষ্কলং শুভ্রমক্ষরং যদব্রহ্ম বিভাতি স নিযচ্ছতি। ব্রহ্মোপনিষদ— ৫। ১২৮ সহস্রার পদ্মে মণিপুর অবস্থিত, তাহাতে। আবার নাভিপদ্মেরও নাম মণিপুর। নাভিকমল হইতে তিনটি নাড়ী তিন দিকে গিয়াছে। ঊর্দ্ধে সহস্রদল পর্য্যন্ত একটি, অধোমুখে আধার পদ্ম পর্য্যন্ত একটি এবং একটি নাভিতে মণিপুর পদ্মের নাল স্বরূপ। শেষোক্তটি সুষুম্না মধ্যস্থিত মণিপুর পদ্মের সহিত সংযুক্ত। সুষুম্না নাড়ীর বিবর দ্বারা শিরঃপ্রদেশে ব্রহ্মদ্বারে পৌঁছান যায়। 'তন্তুনা মণিবৎ' ইত্যাদি গো সং ১'১৮। সমস্ত যোগ সাধনার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পন্থা নাভি পদ্মাশ্রয়। ত্রিসন্ধ্যাং মানসং যোগং নাভি-কুণ্ডে প্রযত্নতঃ।

প্রথমে উদয় হইবে বিজুলির রেখা ১৩০। কত বা দেখিবা তাতে না পাইবা সংখ্যা॥
চিত্র বিচিত্র কত বিভিন্ন বরণ। শ্বেত পীত লোহিত দেখিবা কতক্ষণ॥
চাহিতে চাহিতে শূন্য হইব প্রকাশ ১৩১॥
তবেত অগ্নিকে ধ্যাইবা একচিত্ত স্থিরে ১৩২। শিখিপুচ্ছ দেখিবা যে তাহার উপরে॥
এক পুচ্ছ তিন রেখা পাইবা যে চিহ্ন ১৩৩ সত্ত্ব রজ তম আছে ভিন্ন ভিন্ন॥
এক বৃক্ষে তিন শাখা হইল যেহি মতে। ধ্যাইলে পাইবা দেখা আপন অন্তরে॥
অতি সুনির্ম্মল যেন ডিমের কুসুম। তার মধ্যে দেখিবা যে আব্রহ্মস্তোম ১৩৪॥
ধ্যাইবা স্তম্ভের দিকে গুরুতত্ত্ব অনুসারে। পাইবা আমার দেখা স্তম্ভের ভিতরে॥
এহিরূপে ভাবে সদায় ব্রহ্মা হরিহরে। ধ্যাইলে পাইবা মাগো আপনার শরীরে॥

মহা-নির্ব্বাণতন্ত্র ১৩ পৃঃ। আবার ইহাও অভিহিত আছে যে গুহ্য প্রদেশে, শিশ্ন প্রদেশে, হৃদয়ে, কণ্ঠমধ্যে ও ভ্রূর মধ্য প্রভৃতি স্থানেও সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরের ধ্যান করিলে মুক্তি পাওয়া যায়। 'গুদে মেঢ্রে চ নাভৌ' ইত্যাদি গো-সং ৩'১৯—২০। তুং-ঘে সং ৬'৯—১৪। ১২৯ সুষুম্না নাড়ীরন্ধ্র। ১৩০ বিদ্যুতের রেখা। ভ্রুবোর্মধ্যে মনোর্দ্ধ্বেচ যত্তেজঃ প্রণবাত্মকং। ধ্যায়ে জ্বালাবলীযুক্তং তেজোধ্যানং তদেবহি॥ ঘে-সং ৬'১৭। ১৩১ প্রাণ বায়ু কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া সুষুম্না বিবরে প্রবেশ করিলে, মূলাধার হইতে ভ্রূর মধ্যস্থান পর্য্যন্ত জ্যোতিঃ বিকশিত হয় এবং কুণ্ডলিনীকে আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন বর্ণ শোভা পাইতে থাকে। এইরূপে ধ্যানস্থ হইলে ভ্রূর ঊর্দ্ধে শিরস্থিত মহাকাশ প্রকাশিত হয়। তুং—সচ্চিদানন্দ কৃত। পূজা-প্রদীপ—৩৩১ পৃঃ।

১৩২ কুণ্ডলিনী অগ্নি স্বরূপিণী। কুণ্ডলিনীতে ধ্যানস্থ হইয়া, মূল বন্ধ সাধন তথা মূলাধার সঙ্কোচন পূর্ব্বক প্রাণ বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া অপানের সঙ্গে যুক্ত করিতে হয়, পরে উহাদের মূলাধারে ধারণ করিলে অগ্নি দ্বারা সন্তাপিত এবং বায়ু কর্ত্তৃক প্রসারিত হইয়া কুণ্ডলিনী জাগ্রত হন। জাগ্রত কুণ্ডলিনী ঊর্দ্ধমুখে চালিত হইলে, সুষুম্না মধ্যস্থিত প্রাণাদি বায়ু অগ্নির সহিত সমস্ত শরীরে বিচরণ করে। ইহাকে মনোন্মনী-সিদ্ধি কহে। এ অবস্থায় মণিপুর হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত বিভিন্ন পদ্মে বায়ু আবদ্ধ করিয়া ধ্যানস্থ হইলে নানা প্রকার অনুভূতি হয়। নাভিতে ধ্যান করিলে নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায় অগ্নিকে দেখা যায়। হৃদ্-পদ্মে আকাশগামিনী বক শ্রেণীর ন্যায় প্রাণ বায়ু শোভা পাইতে থাকে ও ভ্রূযুগলের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত সুষুম্না নাড়ীতে সমারূঢ় অগ্নি সজল জলদমালায় বিদ্যুল্লতার ন্যায় সর্ব্বদা দীপ্তি পাইতে থাকে। যোগি যা ১২'১৮—১৯। ১৩৩ সেই প্রকৃতি মহা বহ্নি-স্বরূপিণী ব্রহ্মময়ী কুণ্ডলিনী। তিনি ত্রিগুণময়ী, তাহার তিনটি রেখা—সত্ত্ব, রজঃ ও তম। যোগি যাজ্ঞবল্ক্যে ৯'১৪— ২৪ শ্লোকে কুণ্ডলিনী-বর্ণনা দ্রষ্টব্য। তুং— হৃৎসরোরুহমধ্যেঽস্মিন্ প্রকৃত্যাত্মিক কর্ণিকে। ... ...

বৈশ্বানরং জগদ্ যোনিং ইত্যাদি। ঐ ঘে সং ৬'১১। ১৩৪ আব্রহ্মস্তম্ভ। মূলাধার হইতে সহস্রার মধ্য পর্য্যন্ত সুষুম্না-নাড়ীমধ্যস্থিত শূন্যস্থান ব্যাপিয়া জ্যোতির্ম্ময় পথে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

এতেক জানিয়া মাতা চিত্ত কর স্থির। ত্যাজ অন্য জ্ঞান বেদ ১৩৫ গহিন গম্ভীর ॥
ইহা হতে জ্ঞান আর তিন লোকে নাই ॥
এতক্ষণে মূলতত্ত্ব উর্দ্ধে চাপাইয়া ১৩৬ (অমূলের মূল তত্ত্ব উর্দ্ধে চাপাইয়া)। আনন্দে বসিল রাণী ধ্যানযুক্ত হইয়া ॥
যেমতে কহিল দেবী পাইল সকল। ভাগ্যে ভাগ্যমানের ১৩৭ সঙ্গে জনম সফল ॥
অরূপ রূপ দেখিয়া রাণী পরি গেল ভুলে। বদন নিছিয়া রাণী বসাইল কোলে ॥
অভাগী মায়ের আজি দিলা প্রাণদান। নির্ধনের ধন তুমি অন্ধের নয়ান ॥
অখনে ১৩৮ তোমাকে আমি জানিলাম দর ১৩৯। তুমি হতে তিন লোকে কেবা আছে বড ॥
যে ছিল মনের সন্দ ১৪০ সব গেল দূরে। কন্যা হেন জ্ঞানে ভজন না কৈল তুমারে ॥
সন্দ করি আছিলাম না পাইয়া পরিচয়। এহি অপরাধে মোর কিবা জানি হয় ॥
চণ্ডিকা বুলেন মাতা কহি তত্ত্বে। কালান্ত কালের চিন্তা না করিও চিত্তে ॥
কালান্তে তোমার যবে দেহ হইবে ভঙ্গ। প্রাণপণে তোমারে রাখিব নিজ অঙ্গ।
অখনে নিজের চিত্তে না ভাবিও আন্। সাধনের সিদ্ধি ১৪১ হইলে পাইবা পরিত্রাণ ॥
এহি কথা কহিতে যে সন্ধ্যা হইল আসি। মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ বাজে রাশি রাশি ॥
আর যত যন্ত্র বাজে সংখ্যা নাহি তার। চামর ঢুলায় কেহ ধূপে অন্ধকার ॥
অজ্ঞান অবেদ ভবে জগন্নাথ হীন। সাধিতে না পারলাম কর্ম্ম ১৪২ বৃথা গেল দিন ॥
ইতি নিগম সপ্তক সমাপ্ত। ইতি সন ১২৬৮ সন তারিখ সপ্তম আষাঢ় ... বার ॥
সমাপ্ত ইতি সর ... শ্যামনাথ পাঠক। রামধন নাথ সাকিন কাতিয়ার চর ॥

---

১৩৫ আত্মাবেদ, যোগ। ১৩৬ তুং নাসাগ্রে দৃষ্টিরেকাকী প্রাণায়ামং সমভ্যসেৎ। উর্দ্ধমাকৃষ্য চাপানং বায়ুং প্রাণে নিযোজয়েৎ ॥ উর্দ্ধমুন্নীয়তে শক্ত্যা সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ গো সং ১'২৪৭। ১৩৭ সৌভাগ্যবশতঃ ভগবতীর সঙ্গলাভে জন্ম সফল হইল। ১৩৮ এখন। ১৩৯ শ্রেষ্ঠ। ১৪০ সন্দেহ। ১৪১ যোগসিদ্ধি। ১৪২ যোগসাধন কর্ম্ম করিতে পারিলাম না।

(গ) যোগশঙ্করের কালান্ত বিচার

যোগশঙ্কর কহে এই জ্ঞানের প্রচার ১। আত্মাবেদ ২ জানিলে হয় বিনা নায় ৩ পার ॥
আপনার আয়ু শেষ হবে যেই দিনে। বিনা বার্ত্তা ৪ জানিবেক কালান্তক জ্ঞানে ॥
সুমেরুর চূড়া হালে ৫ বৎসরেকে মরে। হাট ঘাট বন্ধ হয় সব যায় দূরে ॥
এগার মাস থাকিতে গগনে পড়ে রেখা। দশমাস থাকিতে চান্দের না পায় দেখা ॥
নয় মাস থাকিতে যে নব দ্বার ধরে। নাদ না শুনিলে পুনি অষ্টমাসে মরে ॥
সাত মাসে সপ্তদ্বীপ চাইবা জানু হতে। অশ্বিণী ভাঙ্গিয়া তার উঠে শূন্য রথে।
শূন্য পুরুষের যদি নাহি দেখে মাথা। ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু জানিবা সর্ব্বথা ॥
আপনার ইন্দ্র ৬ রেখা হবে যবে। ষড মাসের মধ্যে মরে না রাখিবে শিবে ॥
পঞ্চ মাস থাকিতে পাণ্ডবেরা নড়ে। চারি মাস থাকিতে মলে ভ্রমর ছাড়ে ॥
তিন মাস থাকিতে সে না দেখে দোয়ার ৭। একাকী পথ চলিতে ভয় হয় তার ॥
ছায়া করিয়া দীপ জ্বালিবে নিশা রাতি। দেখিবে কন্দ গুটা বামে রহে গতি ॥
অমাবশ্যা যোগে তবে ধারা চক্ষে ধরে। ষড়চক্র না দেখিলে এক মাসে মরে ॥
একুশ দিন থাকিতে যে মন্দ রহে জ্ঞান। দশদিন থাকিতে যে মন্দ বহে তান্ ॥
নয় দিন থাকিতে যে হাটের না শুনি ধ্বনি। অষ্ট দিন থাকিতে যে অঙ্গুলি পবিমাণি ॥
সপ্ত দিন থাকিতে যে নাহি উড়ে পক্ষি। ছয় দিন থাকিতে যে শুদ্ধ নাহি দেখি ॥
পঞ্চ দিন থাকিতে যে ব্রহ্ম না খায় অন্নপানি। চন্দ্র সূর্য্য বন্ধ করি রহিব শঙ্খনি ৮ ॥
চারি দিন থাকিতে চতুর্ভুজা আইসে নিকটে। তিন দিন সেই নর জীবন সঙ্কটে ॥
তিন দিন তিমির যে না জানিব পাতি। দুইদিন জীবমাত্র সে ভেকাতি ॥
দুইদিন থাকিতে যেমতি বহে আন্। একদিন থাকিতে সে নাহি পায় ঘ্রাণ।
তিন প্রহর থাকিতে যে গাঢ় বহে স্বর ॥
দুই প্রহর থাকিতে কাবারে পবে বাড়ি। পাঁচদণ্ড থাকিতে পাঞ্জর করে নড়ালড়ি ৯ ॥

---

১ ইহা কিশোরগঞ্জের যশোদলের শ্রীউমেশচন্দ্র নাথের এক জীর্ণ পুঁথি হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। এক বৎসর হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মৃত্যুর লক্ষণ ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। যোগীরা ইহা জানিতে পারিয়া যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন। হাড়মালা, নিগম সপ্তক, কাল মহিম্ন প্রভৃতি নাথ-সাহিত্যের মত ইহাও বিশেষ ভাবে আলো-আঁধারি (mystic) ভাষায় লিখিত। এ বিষয়ে গুরুবাক্য বা যৌগিকপন্থা নামক গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে মৃত্যুর লক্ষণ তুলনীয়। ঐ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রকৃতি দ্বারা শুভাশুভ কার্য্য, কার্য্যসিদ্ধি, মৃত্যুর কাল, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে দেশজ উদ্ভিদ্ দ্বারা এবং বিবিধ যৌগিক উপায়ে রোগ-প্রতীকারের বিষয় উল্লিখিত আছে। ২ ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ। ৩ নৌকাতে। ৪ সংবাদে। ৫ মস্তক বা নাসাগ্র বক্র হয়।

৬ ইন্দ্রিয় শক্তি, লিঙ্গ। ৭ দ্বার। ৮ বঙ্কনালী। Obs. Rel, Cults P. 275. শঙ্খিনী নামে অপর একটি নাড়ীও আছে। ৯ স্থানচ্যুত হওয়া।

চারিদণ্ড থাকিতে তার বন্ধন ছোটে। তিন দণ্ড থাকিতে যে নাও ১০ আইসে ঘাটে ॥
দুই দণ্ড থাকিতে মন শূন্যে গিয়া লাগে। এক রেখ থাকিতে হস্তি ১১ ভাঙ্গে ॥
আধ রেখ থাকিতে যে পালায় মাহুত। এক নল থাকিতে যে পলায় বহুত ॥
এই সব পরিমিত বুঝে যেই নরে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করে রাখিতে না পারে ॥
ইহাতে তরিতে উপায় আছে প্রতীকার। যোগশঙ্কর কহে তত্ত্ব বিনা নায় পার ॥
ব্রহ্মার নিগূঢ় তত্ত্ব বিধি অগোচর। অষ্ট সিদ্ধি ১২ পাইয়া উন্মত্ত ইন্দ্রবর ১৩ ॥
চারি চন্দ্র ১৪ বন্ধ করে আগমের সার। শরীরে না রহে পীড়া জরা মৃত্যু আর ॥
অষ্টাদশ আগম আছে জ্ঞানের প্রধান। চারি চন্দ্র ভেদ করে জ্যোতির্ি গুরু বুধ নাম ॥
অনলে পুড়িলে আগম ১৫ মনে কাটে মলা। অমর হইবে কন্দ ১৬ না ছুটিবে কলা ১৭ ॥
চারি চন্দ্র ভেদ যদি যোড় মনে করে ১৮। না রহিবে রোগ পীড়া মৃত্যু পলায় ডরে ॥
নিজ চন্দ্র ভেদ ১৯ যদি করিবারে পারে। ঘর হইতে পঞ্চ আত্মা কভু নাহি লড়ে ২০ ॥

---

১০ নৌকা। ১১ উরু। ১২ যোগের অষ্টাঙ্গ সিদ্ধ হইলে। ১৩ যোগী। ১৪ তুং—'আএ গুরু চারি চন্দ্র সরিরে হএ—সঙ্গেত ব্যাপিত রএ; তাহারে সাধিলে পরিত্রাণ। আদি চন্দ্র নিজচন্দ্র উন্মত্ত গরল চন্দ্র; এই চারি সংসার ব্যাপন্ ইত্যাদি, গো-বি ১১৩ পৃঃ। 'সদ্‌গুরুর কাছে মন তুই নিয়ে উপদেশ। চারি চন্দ্রের সাধন তত্ত্ব জেনে লও বিশেষ। গরল উন্মাদ চন্দ্র রোহিণী আর বান, মনের মানুষ বিনে তাহার কে জানে সন্ধান।।' দীন শরতের বাউল গান। বাউল, আউল, সাঁই, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়-ও চারি চন্দ্রের সাধন করেন। তাহাদের মতে মল, মূত্র শুক্র ও রজঃ বা মাটি, রস, রতি ও রূপ যথাক্রমে ক্ষিতি, অপ, বায়ু ও তেজের ভিন্ন রূপ। তাহাদের ধারণা, ইহাদের শোধন ও গ্রহণ দ্বারা 'কায়া ও মন' শোধিত হয়, ক্ষয় রহিত হয় এবং কোন প্রকার রোগ দেহে প্রবেশ করিতে পারে না। 'সাধক' অবস্থায় ইহাদের সার—'রসের' শোধন ও সাধন দ্বারা অমরত্ব লাভ তাহাদের কাম্য। তাহাদের সাধনার চারিটি স্তর—স্থূল, প্রবর্ত্ত, সাধক ও সিদ্ধ। মোট কথা রসকে রক্ষা, তাহার শোধন, উর্দ্ধগতি ও জারণ দ্বারা কায়া রক্ষা ও অমরত্ব লাভ এই সমস্ত সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এখানে প্রাণ ও অপান বায়ু, শুক্র-রস, আকাশের চন্দ্রস্থিত অমৃত প্রভৃতির দেহে অবরোধের কথা বলা হইতেছে। ইহা উল্লেখযোগ্য যে কুণ্ডলিনী শক্তিও রস স্বরূপ। তিনি চন্দ্র-সূর্য্য ও অগ্নি স্বরূপা। ইহাদের সাধনের কথা বলা হইতেছে। হাড়মালার পাদটীকা ১৮৫—১৮৭ তুলনীয়। ১৫ দেহ। ইহা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৬ দেহ। ১৭ রস, অমৃত। ১৮ যদি দৃঢ়সংকল্প হইয়া চারি চন্দ্র ভেদ করা যায়। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এবং অনাহত এই চারিচন্দ্র ভেদ করিতে পারিলে, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা ভেদ করা কঠিন হয় না এবং জাতক নিরাময় হইয়া অমরত্ব লাভ করে। ইহাও এক তত্ত্ব। ভেদের অন্য অর্থ সাধন।

১৯ নিজ চন্দ্র—রস। আদি চন্দ্র—সহস্রার পদ্ম-মূলে যোনিস্থিত চন্দ্র।

সহজিয়া মতে, আদি চন্দ্র—নারীর রজঃ। নিজ চন্দ্র—রস, শুক্র। উন্মত্ত—মল, গরল চন্দ্র—মূত্র। ২০ বহির্গত হয় না।

হাড়মালার পরিশিষ্ট *

ত্রিশ গ্রন্থি ভেদ

'মেরুদণ্ড ত্রিশ গ্রন্থি আছে ক্রমে ক্রমে। একে একে গ্রন্থি ভেদিবা দিনে দিনে।
গ্রন্থি ভেদের দেবী শুন কহি ফল। স্মরণে সকল পাপ হরয়ে সকল ॥
এক গ্রন্থি ভেদিলে হয় শীতল শরীর। দুই গ্রন্থি ভেদিলে দেহের শোষে (শোধে ?) নীর ॥
তৃতীয়েতে গেলে হংস ক্ষুধা হয় দূর। চতুর্থেতে গেলে ক্ষুধা হয়ত প্রচুর ॥
পঞ্চমেতে গেলে হংস ব্রহ্মারে দেখয়। ষষ্ঠমেতে গেলে হংস হয় জ্যোতির্ম্ময় ॥
সপ্তমেতে গেলে হংস চির কাল জীয়ে। অষ্টমেতে গেলে হংস ব্রহ্মার লাগ পায়ে ॥
মূলাধার অধিষ্ঠানে ভেদি হংস যায়। মণিপুরে গিয়া হংস ব্রহ্মার লাগ পায় ॥
দ্বারীরূপ ধরি ব্রহ্মা আছে ধ্যান করি। হংস বায়ু দ্বার মাগে না দেয় দুয়ারী ‡ ॥
প্রচণ্ড বায়ুব বেগ ব্রহ্মার লাগ পাইল। বায়ুর সনেতে রণ বিস্তর করিল ॥
মারিল দুয়ারী গেল যমের নগরে ॥
বিমুখ হইয়া হংস ক্রোধ করি মনে। ছিন্নমস্তা দেবীর পাইল দরশনে ॥
প্রদক্ষিণ করি হংস দেবীর চরণে। মেরুদণ্ড শব্দ (ভেদ) তবে করয়ে তখনে ॥
এইরূপে হংসরাজ ফিরয়ে শরীরে। নবমে আলগ হয় শূন্যের উপরে ॥
দশমেতে শূন্য হংস অল্পে অল্পে চলে। একাদশে মন তার না হয় চঞ্চলে ॥
দ্বাদশে কল্পিত নহে যোগিনীর মন। ত্রয়োদশে যোগিনীরে পূজে সর্ব্বজন ॥
চতুর্দ্দশে গেলে হংস ভেদে দিনকর। পঞ্চদশে গেলে হংস দেখে দামোদর ॥
অনাহত নামে পদ্ম আছেন অধোমুখে। দ্বারীরূপ ধরি হরি তথা আছে সুখে ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি হাতে ধরি। জ্যোতির্ম্ময়রূপে তথা আছয়ে শ্রীহরি ॥
বায়ুরূপে হংসরাজ আছে উর্দ্ধমুখে। অনাহত পুরী যাইতে পারে কোন্ লক্ষ্যে ॥
হংসরাজে দ্বার মাগে না দেয় হরি দ্বার †। হরি হংসে মহাযুদ্ধ হইল অপার ॥

---

* শিলংয়ের শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ, বি-ই, তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের সংগৃহীত হাড়মালা হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল। তাঁহার পুস্তকের সঙ্গে আমার সংগৃহীত হাড়মালার অনেক অংশেই সাদৃশ্য আছে, শুধু এই স্থান হইতে শেষের ভাগে বিশেষ মিল নাই। এই স্থান হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাঁহার বইয়ের পদাংশ উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে উভয় গ্রন্থের পার্থক্য বুঝা যাইবে। ‡ ইহা ব্রহ্মগ্রন্থি। ইহা ভেদ করা খুবই কঠিন। এখানে হংসবায়ু খুবই বাধা প্রাপ্ত হয়। এই স্থান নাভিচক্র বা মণিপুর। হংস— প্রাণ ও অপান বায়ুর সম্মিলিত অবস্থা।

† অনাহতে বিষ্ণুগ্রন্থি। ইহা ভেদ করিতেও সাধকের দুঃসহ কষ্ট ও ধৈর্য্য বরণ করিতে হয়। তুং—'উড়্যা যায় পরমহংস নাই যায় দুর। উড়িয়া ঘুরিয়া যায় নিরঞ্জন পুর ॥'

চক্রমেলি মারে হরি হংস তারে সহে। গদা ঝাড়ি মারে হংসে বিমুখ না হয়ে ॥
এতরূপে হংসরাজে না পারে ফিরাইবারে ॥ দ্বার দৃঢ় করি হংস রহিল দ্বারেতে ॥
মন পবন সনে করিয়া ধিয়ান। সমদলে হংসরাজ করিল গমন ॥
দ্বার মেলি দ্বারীর পাইল দরশন ॥ মারিল দ্বারী গেল যমের ভুবন ॥
পরম আনন্দে হংস করিল গমন। মেরুদণ্ড শব্দ করয়ে ততক্ষণ ॥
ষোড়শ গ্রন্থি ভেদিলে হয় সর্ব্বনিধি। অষ্টাদশে গেলে হয় অনাদির সিদ্ধি ॥
ঊনবিংশতিতে গেলে হয় শীঘ্র মোক্ষতি ॥ গ্রন্থিভেদের তত্ত্ব শুনহ পার্ব্বতী।
বিংশতি ভেদিলে হয় চন্দ্রমণ্ডল। একবিংশতি ভেদিলে হয় জ্যোতি সকল ॥
দ্বাবিংশতি ভেদিলে হংস নানারূপ ধরে। ত্রয়োবিংশতি ভেদিলে হংস ভুবন সঞ্চরে ॥
চতুর্ব্বিংশতি ভেদিলে হংস হয় জ্যোতির্ম্ময়। পঞ্চবিংশতি ভেদিলে হংস ব্রহ্মপদের নির্ণয় ॥
ষড়বিংশতি ভেদিলে নাহি যমলোকের ভয়। সপ্তবিংশতি ভেদিলে তপোলোকে যায়।
অষ্টবিংশতি ভেদিলে মহল্লোকে যায়। ঊনত্রিংশ ভেদিলে হংস শক্তিলোক পায় ॥
ত্রিংশগ্রন্থি ভেদিলে হংস দেখয়ে শঙ্কর ॥ ত্রিংশ গ্রন্থির ভেদের দেবী কহিনু ত্রিশ ফল।
ভুরু মধ্যে পদ্ম আছে দুই দল সার। অধোমুখে আছে সেই শক্তির দ্বার * ॥
হংসে হরে মহাযুদ্ধ হইল দুই জন। ত্রিশূল মারিল আর না হইল দরশন ॥
তৃতীয়া মণ্ডলে দ্বারী ফিরে ঘনে ঘন। ফাফর হইয়া হৈল দ্বারীর মরণ ॥
কুতূহলে হংসরাজ করিল গমন। হংসের যতেক কথা কহিনু সকল ॥
অমৃতকুণ্ডলে হংস স্নানদান করে। সংসার সাগর হতে হইল নিস্তারে ॥
এইরূপে বায়ু সাধন করিবা পার্ব্বতী। ধ্যানযোগসিদ্ধি হৈলে পাইবা মুকতি ॥
ধ্যানবিবরণ দেবী কৈলু তোমা স্থানে। সমাধি সাধন কথা শুন সাবধানে ॥
মেরুদণ্ড দৃঢ় করি বসিবা আসনে। প্রণব জপিয়া নাসা করিবেক ধ্যানে ॥
নিরঞ্জন রূপ গোঁসাই সংসারের সার। প্রণবরূপ নিরাকার সেই শূন্যাকার ॥
পার্ব্বতী বলয়ে প্রভু শুনহ বচন। প্রণবরূপ কহিলা দেব নিরঞ্জন ॥
কিরূপ প্রণব সেই হয় কেন মনে। বিস্তারিয়া কহ শুনি দেব ত্রিলোচনে ॥
শঙ্কর বলয়ে দেবী শুন কহি তত্ত্বে। প্রণবরূপ নিরঞ্জন জান ভালমতে ॥
অশেষ অব্যক্ত অমর বলি তারে। একরূপ নাহি তার জানিও ইহারে ॥
হংসকার কুটস্থ হংস বলি তারে। সদাশিব মন্ত্র সেই বলে যোগী ধীরে ॥

অনিল পুরাণ। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় সম্পাদিত গোর্খবিজয়ে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, এম-এ, পি-এইচ-ডি, মহাশয় লিখিত ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত।

* এই আজ্ঞাচক্রে শিবগ্রন্থি বা রুদ্রগ্রন্থি। ইহা অতিক্রম করাও খুব দুরূহ। এই সমস্ত ভেদ করিয়া মন-পবন ঊর্দ্ধে গমন করিল।

এই মন্ত্র জপ করিব সেই রূপ। সংযোগে তাহার পরে বাহন করি গোপ ॥
এই মন্ত্র জপিও দেবী নিরঞ্জন জ্ঞান। সূক্ষ্মরূপে আসে সেই শূন্যে অধিষ্ঠান ॥
সূক্ষ্মরূপ নিরঞ্জন সেই নিরাকার। তার রূপ নিরঞ্জন কেবল নৈরাকার ॥
শূন্যরূপ শূন্যাকার কেবল শূন্যময়। শূন্যরূপ নিরঞ্জন জানিবা নিশ্চয় ॥
সাবধানে সাধনা দেবী করিবা নিত্য নিত্য। যাবৎ শূন্যের মধ্যে লয় হয় চিত্ত ॥
শূন্যের মাঝেতে আত্মা জানিবা নিশ্চয়। আপনারে আপনা জানিবা শূন্যময়।
আপনারে শূন্য করি জানে যেই জন। সেই সে পরমযোগী জানে ত্রিভুবন ॥
শূন্যমনে নাসাগ্রে করিবেক ধ্যান। প্রণব রূপ শূন্যেতে করিব নিজ জ্ঞান ॥
দেবী বলে শুন প্রভু বচন আমার। প্রণবরূপ নিরঞ্জন কেবল শূন্যাকার ॥
প্রণবরূপ নিরঞ্জন ভাবে কোনমতে। বিস্তারিয়া কহ শুনি দেব ভোলানাথে ॥
শঙ্কর বলয়ে দেবী শুনহ কাহিনী। সেইরূপ নিরঞ্জন ভাবে চূড়ামণি ॥
নির্ম্মল আনন্দময় পদ্মের সহিত। মাত্রা সহিতে স্বরব্যঞ্জন বর্জ্জিত।
বিন্দুর সহিতে সেই নিরঞ্জন নিরাকার। শূন্যরূপে নিরাকার প্রণব নাম তার ॥
অনন্তরূপ তার শূন্য আকার ॥
তিল মাঝে তৈল যেন ঘৃত দুগ্ধ মাঝে। পুষ্প মধ্যে গন্ধ যেন স্বাদ ফল মাঝে।
কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি যেন আকাশেতে বাই। নিরঞ্জন রূপ দেবী জান সর্ব্ব ঠাঁই ॥
দেহের মধ্যেতে থাকে (না ?) লাগয়ে শরীরে। মনের মধ্যেতে থাকে মনের গোচরে ॥
নাসা অগ্রে ধ্যান করি শূন্যে অধিষ্ঠান। আদি অন্তে মধ্যে শূন্যে করিবেক ধ্যান ॥
দৃষ্টি শূন্য মন শূন্য বুদ্ধি শূন্য তার। সর্ব্বশূন্যময় প্রভু শূন্য আকার ॥
পার্ব্বতী বলয়ে প্রভু শুনহ শঙ্কর। নিরঞ্জনরূপে তুমি কহিলা শূন্যবর ॥
অনন্ত ভাবে আর প্রকাশ করি নাশ। কেমনে ভাবিমু প্রভু কহত প্রকাশ ॥
এক চিত্তে মনের সনে দড়াইব যতনে। ভাবিব পরম পদ শূন্যের উপরে ॥
বায়ু লইয়া সাধ যোগ কহিলু তোমারে।
তাহার সমান আর নাহিক সংসারে। অকল্পিত হইয়া ভাব কি কল্পনা দেখিও ॥
অনাহত ব্রহ্মধ্বনি তাহাকে শুনিও ॥
সুমেরু ভেদিলে তবে উঠে মহাধ্বনি। সহস্র দলেতে তথা থাকে শিরমণি ॥
তাহাকে ভাবিলে তোমার সর্ব্বসিদ্ধি হইব। ভাবিতে ভাবিতে যোগ আত্মাতে পাইব ॥"

ইতি ব্রহ্মজ্ঞান হাড়মালা হর পার্ব্বতী সংবাদে হরপার্ব্বতী কথা সমাপ্ত।

দ্বিজশক্রঘ্ন কৃত।

শব্দার্থ প্রকরণ

হাড়মালা

৭১ তালুমূল। এখানে সহস্রার পদ্ম অবস্থিত। "ব্রহ্মরন্ধ্রে হি যৎ পদ্মং ইত্যাদি।" ষটচক্র নিরূপণ ৫৩—৫৪। এখানে সুষুম্নার সবিবর মূলদেশ বিদ্যমান। তালুমূলে সুষুম্নাস্য অধোবক্ত্রাঃ প্রবর্ত্তন্তে। মূলাধারাৎ যোন্যন্তঃ সর্ব্বনাড্যঃ সমাশ্রিতাঃ। তা বীজভূতাস্তত্ত্বস্য ব্রহ্ম-মার্গো প্রদায়িকাঃ ॥ শিব সং ৫।১২০—১৪৩। ঐ গো সং ৪।১৬৮—২০০। কোথাও বা সুষুম্নার অভ্যন্তরস্থ চিত্রা নাড়ীর ছিদ্রপথ ব্রহ্মরন্ধ্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। মূলাধার হইতে ব্রহ্মদ্বার অর্থাৎ তালুমূল পর্য্যন্ত সুষুম্নাশ্রিত নাড়ীসমূহ মৃদঙ্গের মত উভয় গ্রন্থি-বদ্ধ সটান অবস্থিত আছে। এই প্রধান নাড়ী সুষুম্নার অভ্যন্তরস্থ ছিদ্রপথ দিয়াই কুণ্ডলিনী আধার পদ্ম হইতে সহস্রার পদ্ম পর্য্যন্ত যাতায়াত করেন। প্রধান নাড়ী—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না— চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি-স্বরূপা এবং গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী পরিকীর্ত্তিতা, ইহাদের সঙ্গমস্থল, মূলাধার ও সহস্রার। ৮৪ দুই শব্দ। দুই নাসারন্ধ্র দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস তথা প্রাণ ও অপান বায়ুর কার্য্য বন্ধ করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। প্রাণায়াম-সাধন ইহার একমাত্র উপায়। এই দুই বায়ু অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বরূপ কি? পবন-বিজয়-স্বরোদয়ে বর্ণিত আছে যে, 'পঞ্চতত্ত্বময় দেহে পঞ্চতত্ত্বানি সুন্দরী। সূক্ষ্মরূপেন বর্ত্তন্তে জ্ঞায়তে তত্ত্ব-যোগিভিঃ ॥ অতএব প্রবক্ষ্যামি শরীরস্থং স্বরোদয়ম্। হংসচার স্বরূপেন ভবেৎ জ্ঞানং ত্রিকালগম্।' পঞ্চতত্ত্বময় শরীরে পাঁচটি তত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান আছে। ইহা তত্ত্বজ্ঞানীরা অবগত আছেন। অধুনা শরীরস্থ স্বরোদয় বলিব। "হংস" এই প্রকারে জীবের শরীরে সর্ব্বদা শ্বাস বহন হইতেছে। তাহা দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের জ্ঞান লাভ করা যায়।

শ্বাস-প্রশ্বাসকালে "হংস" এই উচ্চারণ হয়; ইহাকে অনাহত ধ্বনি বলে। শ্বাসগ্রহণ সময়ে হং ও ত্যাগসময়ে স এই শব্দ উচ্চারিত হয়। যাহারা সর্ব্বদা এই হংস মন্ত্র জপ করেন তাঁহাদের হংস-ধর্ম্মী বলে। হং শিব ও স শক্তিস্বরূপ। শ্বাসগ্রহণ করার পর ত্যাগ করা না গেলে জীবের মৃত্যু ঘটে; সুতরাং যে পর্য্যন্ত শ্বাস পরিত্যাগ হয় সে পর্য্যন্ত জীবের মৃত্যু হয় না। ইহার সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত প্রাণ ও অপান বায়ু প্রসঙ্গ তুলনীয়। মনুষ্য হইতে সকল জীবই এই হংস। হংসই জীবাত্মা। ভূত শুদ্ধিতে আছে 'হংস ইতি জীবাত্মানং'। জীব হৃদয়ে অনাহত পদ্মে অবস্থিত থাকিয়া সর্ব্বদা হংস মন্ত্র জপ করিতেছে। এই অজপা-গায়ত্রী কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং যেহেতু ইহা দ্বারা জীবন সঞ্চারিত হয় সেই জন্য ইহাকে প্রাণবিদ্যাও বলে। "কুণ্ডলিন্যাঃ সমুদ্ভূতা গায়ত্রী প্রাণ-

ধারিণী'' গোরক্ষ ১।৪০। ঐ যোগি যাঃ ৪।৫০। ঘে-সং-৫।৮৩—৮৪ শ্লোকে 'মূলাধারে যথা হংসস্তথা হি হৃদিপঙ্কজে, তথা নাসাপুটদ্বন্দ্বে ত্রিবিধং সংগমা গমং' ইত্যাদি দ্বারা কথিত হইতেছে যে মূলাধার অর্থাৎ যেখানে কুণ্ডলিনীর অধিষ্ঠান, হৃদয়পদ্ম ও নাসাপুটদ্বয় এই স্থানত্রয় দ্বারা হংস এই জপ হয় অর্থাৎ এই তিন স্থান দ্বারাই শ্বাসবায়ুর গমাগম হয়। হৃদয়স্থান এই বায়ুর উৎপত্তি স্থান, নাসাপুটদ্বয় গমনাগমনের পথ ও কুণ্ডলিনী শক্তির কার্য্য করিতেছে। কুণ্ডলিনী প্রাণের তোষয়িত্রী, প্রাণীর জননীস্বরূপ। হংস গায়ত্রী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বায়ুর কার্য্য হইয়া থাকে। 'হংকারেন বহির্যাতি সংকারেন বিশেৎ পুনঃ' ইত্যাদি, গো-সং ১।৩৬—৪০ শ্লোকে কথিত হইতেছে যে, জীব দিবারাত্রিতে একুশ হাজার ছয় শত বার হংস হংস এই মন্ত্রটি জপ করিতেছে। যখন হং শব্দ উচ্চারণ হয় তখন জীব বহির্ভাগে প্রধাবিত হয় এবং যখন সঃ শব্দ উচ্চারণ হয় তখন জীব পুনরায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই গায়ত্রী পরম বিদ্যা।'

এই প্রাণ জীবনীশক্তি, শ্বাস তাহার স্থূলস্বরূপ। শ্বাসপ্রশ্বাস শক্তির গমনাগমনের পথ, উহা দ্বারা জীব-দেহে সমস্ত স্থা নেই শক্তি সঞ্চারিত হয়। প্রাণায়ামপ্রভাবে এই স্থূল পথে সূক্ষ্ম শক্তির ক্রিয়া বশে আনা যায়। এই সম্বন্ধে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া দ্বাদশ আঙ্গুল দূর পর্য্যন্ত গমন করে। ইহার গতি দ্বাদশ অঙ্গুলির অপেক্ষা কম হইলে পরমায়ু বর্দ্ধিত হয়, আর তাহার বেশী হইলে পরমায়ু হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা ও অসংযত জীবনযাপনে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বৃদ্ধি হয়। তুং ঘেরণ্ড ৫।৮৫—৮৭। সুতরাং প্রাণবায়ু তথা শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি যাহাতে দ্বাদশ অঙ্গুলি হইতে কম হয় এবং কুম্ভক (প্রাণায়ামের অঙ্গ বিশেষ) দ্বারা যদি উহাকে দেহে আবদ্ধ করা যায় তবে আয়ু বৃদ্ধি হয়। বিশেষ কি, মরণকেও জয় করিতে পারা যায়। তস্মাৎ প্রাণে স্থিতে দেহে মরণং নৈব জায়তে। বায়ুনা ঘট সম্বন্ধে ভবেৎ কেবল কুম্ভকং॥ ঘেরণ্ড সং ৫। ৮৮। যে পর্য্যন্ত দেহমধ্যে প্রাণবায়ু অবস্থান করে সে পর্য্যন্ত কিছুতেই মরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কুম্ভকসাধন বিষয়ে প্রাণবায়ুই মূলীভূত কারণ জানিবে। ইহার ক্ষয় নিরোধই কাম্য।

শ্বাসপ্রশ্বাসের সমষ্টিই মানুষের জীবন। এই জন্য যোগীরা প্রাণবায়ুকে দেহে আবদ্ধ করিয়া যথেচ্ছ বিহার করেন। জন্মমৃত্যু তাঁহাদের ইচ্ছাধীন।

২৯ নাভিমূলে সূর্য্য ও উহার উর্দ্ধে তালুমূলে চন্দ্রের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে বলা হইতেছে। নাভিমূলে বসেৎ সূর্য্যস্তালু মূলে চ চন্দ্রমাঃ ইত্যাদি, ঘে, ৩।৩০—৩১। তুং—'বিশুদ্ধাখ্যং কণ্ঠে সরসিজমমলং' ইত্যাদি। ষট্‌চক্র নিরূপণে ২৯ শ্লোক দ্বারা কথিত হইতেছে যে কণ্ঠে বিশুদ্ধ নামক পদ্ম অবস্থিত। উহা ধূম্রবর্ণ দীপ্তিবিশিষ্ট, বিভিন্ন ষোড়শ দলে লোহিত বর্ণস্বর-সন্নিবেশিত এবং উহা গগন-মণ্ডলে বিরাজিত আছে। ঐ মণ্ডলে পূর্ণচন্দ্র বৃত্তাকার,

উল্লিখিত হকারন্ত আকাশচন্দ্র হিমচ্ছায়াবৎ শ্বেত বারণোপরি সমারূঢ়, ইত্যাদি। তুঃ— নাভিদেশে ভবেদ্বারং ভাস্করো দেহমাত্মকং। অমৃতাত্মা স্থিতো নিত্যং দেহমধ্যে চ চন্দ্রমাঃ। গোঃ-সং ২।৭ ঐ শিব সং ২।১— ১২। শিবসংহিতায় বর্ণিত হইয়াছে যে, 'যেরূপ সুমেরু শৃঙ্গে চন্দ্র সূর্য্যের উদয় হয় সেরূপ মেরুদণ্ডের উপরে দ্বিদল পদ্ম কর্ণিকাকারে চন্দ্রমণ্ডল ও তাহার উপরে নাদচক্রে সূর্য্যমণ্ডল অবস্থিত। এই চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডল দ্বারাই দেহের পুষ্টিসাধন ও সৃষ্টিবিস্তার হইয়া থাকে। ইড়া নাড়ীকে চন্দ্র ও পিঙ্গলা নাড়ীকে সূর্য্য-নাড়ী বলা হইয়া থাকে। ঐ তালুমূলে চন্দ্রমা সর্ব্বদা অধোমুখে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। ঐ সুধাধারা সূক্ষ্মরূপে দ্বিধাভূত হইয়াছে। শরীরের সৃষ্টিবিধানের জন্য এই সুধা ইড়া নাম্নী নাড়ীরন্ধ্রযোগে মন্দাকিনী সলিলের ন্যায় সর্ব্ব দেহ পোষণ করিতেছে। এই সুধারশ্মি ইড়ানাড়ী রূপে বাম ভাগে অবস্থিতি করিতেছে। বিশুদ্ধ দুগ্ধসন্নিভ আনন্দপ্রদ চন্দ্রমা সৃষ্টির জন্য সুষুম্নাপথ দ্বারা মেরুতে প্রস্থান করিতেছেন। মেরুদণ্ডের মূলদেশে দ্বাদশ কলান্বিত ভাস্কর বিরাজ করিতেছেন। তিনি প্রজাপতি স্বরূপ দক্ষিণ মার্গে ঊর্দ্ধগত রশ্মিদ্বারা প্রবাহিত হইতেছেন। সূর্য্য স্বীয় আকর্ষণী শক্তিদ্বারা অমৃত ধাতুসকল গ্রাস করিযা থাকেন। তিনি নিরন্তর সমীরণপুঞ্জের সহিত দেহমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন। যে পিঙ্গলা নাড়ী নির্ব্বাণপদ প্রদান করে, সেই দক্ষিণ ভাগস্থা নাড়ীই সূর্য্যের দ্বিতীয় মূর্ত্তি। সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা সূর্য্যদেব লগ্নযোগে ঐ নাড়ীতে প্রবাহিত হইতেছেন'। শিবশক্তি, চন্দ্র-সূর্য্য এবং প্রাণ ও অপান বায়ু সমতুল্য। উহাদের এক করিতে পারিলেই অমরত্ব লাভ হয়। ইহাই সাধনা। সূর্য্য যে অমৃত গ্রাস করেন, এই ক্ষয় রহিত করাই কাম্য। তুঃ-গোঃ-সং ২।১— ১৭ এবং ১।১৪৯। মতান্তরে কথিত আছে যে, শিবশক্তি তথা চন্দ্রসূর্য্য শুক্র ও রজঃ স্বরূপ। বীজভূত মহারজঃ সিন্দুর সদৃশ। ইহা রবিস্থানে অবস্থিত আছে। চন্দ্রমণ্ডলে মহা-শুক্র আছে। অতিশয় শক্তিশালী বায়ু-দ্বারা যখন রজঃ প্রেরিত হয় তখন ঐ রজঃ বিন্দুর সহিত মিলিত হইয়া যায়। এইরূপে উভয়ের মিল হইলেই দিব্য শরীর প্রাপ্তি হয়। তুঃ— আলি কালি ঘন্টা নেউর চরণে। রবি শশী কুণ্ডল কিউ আভরণে।। চর্য্যাচর্য্য—কাহ্ন তুঃ— 'The theory of the Sun and the Moon'. Dasgupta—Obs. Rel. Cults— P—269-283.

১৫৩ যম, নিয়ম ও নাড়ীশোধনের পর আসন-সাধন এবং তাহার পর প্রাণায়াম সাধন কর্ত্তব্য। তস্মিন্ সতি শ্বাস-প্রশ্বাসয়োর্গতি-বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ। পাত-সাধন ৪৯। জীবের স্বাভাবিক অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসের যে গতি আছে, তাহা ভঙ্গ করিয়া সেই গতিকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অধীন করার নাম প্রাণায়াম। তস্মিন্ আসনসিদ্ধৌ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্বাহ্য-কোষ্ঠ বায়োর্যা অন্ত-বহির্গতিঃ তস্য যো বিচ্ছেদঃ সঃ প্রাণায়ামঃ। রাজমার্ত্তণ্ড। শ্বাস-প্রশ্বাসের অন্তর ও বাহির গতির বিচ্ছেদ। এই গতিবিচ্ছেদের উপযোগিতা কি? প্রাণবায়ুর

প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে যে শ্বাস-প্রশ্বাস শক্তির গমনাগমনের পথ। এই স্থূলপথে সূক্ষ্ম শক্তির ক্রিয়া বশে আনার নাম প্রাণায়াম। 'শ্বাস-প্রশ্বাস শক্তি নহে, শক্তির স্বরূপ। পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ ইত্যাদি—যাহাদ্বারা দেহ গঠিত, তাহার সূক্ষ্ম অবস্থা আকাশ। এই আকাশ হইতে অন্যান্য ভূতেরও সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাই সাকার-রূপে দৃশ্য পদার্থ হইয়াছে। যাহা বহিঃপ্রকৃতিতে সত্য, অন্তঃপ্রকৃতিতেও তাহাই। আকাশ একটি সর্ব্বানুস্যূত সত্তা। বিশ্বের সর্ব্বপদার্থই উহার একটা বিন্দুস্বরূপ। উহাই প্রাণ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে ইথার বলেন। অর্থাৎ ইহা জড় পদার্থের জনয়িতা। প্রাণের সূক্ষ্ম স্পন্দনশীল অবস্থায় ইথারই মনের স্বরূপ। যোগবলে কেহ যদি মনের মধ্যে সূক্ষ্ম কম্পনের সৃষ্টি করিতে পারেন তবে তিনি দেখিতে পাইবেন সমগ্র জগৎ শুধু সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম কম্পনের সমষ্টি মাত্র। সমস্ত পদার্থে এক অখণ্ড শক্তি বিরাজিত আছে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপে। এই শক্তিই প্রাণ। ইহার সংযমই প্রাণায়াম। শ্বাস-প্রশ্বাস দেহ-যন্ত্রের গতি-নিয়ামক যন্ত্র। ইহার চালনা দ্বারা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম প্রাণে বিশেষ ক্রিয়া করানোর নাম প্রাণায়াম, যোগ ও সাধন রহস্য। সুতরাং জীবের জীবনীশক্তি প্রাণ, উহার শক্তি-কেন্দ্র কুণ্ডলিনী। প্রাণায়াম তথা প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগ ও বিশেষ পরিচালনার দ্বারা কুণ্ডলিনী-শক্তিকে সহস্রারে পরম শক্তিতে লীন অর্থাৎ দেহস্থিত বায়ুকে বায়ুসমুদ্রে বা ঘটাকাশকে মহাকাশে বিলীন করিয়া দেওয়া যোগীদের কাম্য। পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে যে, সমস্ত ভূতের সূক্ষ্ম অবস্থা বায়ু এবং বায়ুর সূক্ষ্ম অবস্থা আকাশ। এই আকাশ ব্রহ্মস্বরূপ। দেহস্থিত বায়ু তথা শক্তিকে আশ্রয় করিয়া পরমশক্তি তথা ব্রহ্মে পৌঁছানই প্রাণায়ামের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাই প্রাণায়াম তত্ত্ব। তুং—কুণ্ডলিনী শক্তি বায়বী আকারে—অচৈতন্য ভাবে আছে মূলাধারে। গুরুতত্ত্ববীজ সাধনার জোরে চেতন করহ তারে॥ মূলাধারে রবি, পঞ্চ চক্রভেদি—আজ্ঞা চক্রভেদি থাক নিরবধি। দেখিবে সে নিধি, যাবে ভব-ব্যাধি ত্বরিতে তরিবে সংসারে। বাউল গান। তুং— Kayasadhana of the Natha Siddhas implies on the whole, a slow and gradual process of continual purification, rejuvenation and transubstantiation of the body through various yogic processes. Ashana, Dhouti, Mudra, Pratyahara and other processes of Hatha-Yoga are generally prescribed to be directed towards the final aim of transformation & transubstantiation of the body, closely associated with the question of attaining full control over the mind. Obs. Rel. Cults— P 268—269. প্রাণায়াম তিন ভাগে বিভক্ত— অভ্যন্তর বৃত্তি বা পূরক-বায়ু গ্রহণ, স্তম্ভ বৃত্তি বা কুম্ভক বায়ু সংরোধ, বাহ্যবৃত্তি বা রেচক বায়ু পরিত্যাগ। পাত-সাধন ৫০। প্রাণায়ামের সাধন-প্রণালী, ঘেরণ্ড সংহিতায় ৫।৩৮—৪৪ শ্লোকে বিশেষ বর্ণিত

আছে। এ বিষয়ে গুরুর উপদেশই মুখ্য। বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক যে প্রাণায়াম করা যায় তাহাকে সগর্ভ এবং নির্বীজ কুম্ভককে নিগর্ভ প্রাণায়াম বলে। তুং— শিব-সং ৩য় পটল, ঘে-সং ৫ম উপদেশ, গো-সং ১। ১৫৫—১৬০, যোগী যাঃ ৬ষ্ঠ অধ্যায়, গী-ষষ্ঠ অধ্যায়, ৪।২৮—৩০। প্রাণায়াম—সিদ্ধ পুরুষের অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য প্রভৃতি অষ্ট ঐশ্বর্য্য, কর্ম্মকূটের বিনাশ, ত্রিবিধ দুঃখানুভব, ভূত-ভবিষ্যতের জ্ঞান, পরকায়-প্রবেশ, দূরশ্রবণাদিজ্ঞান, প্রাণ অপান, নাদ বিন্দু, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনরূপ ঘটাবস্থা লাভ হয়, তখন যোগীর ত্রিজগতে অলভ্য কিছুই থাকে না।

১৮২ শুক্র, রস। মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ। শিব-সং—৪।৫৮-৭৫। বায়ু ও রসের পরস্পর সম্বন্ধ আছে। বায়ু স্তম্ভিত হইলে রস বা শুক্র উভয়েই স্তম্ভিত হয়। যাবন্নৈব প্রবিশতি চরন্ মারতো মধ্যমার্গে, যাবদ্বিন্দুর্ন ভবতি দৃঢ়ঃ প্রাণবাত প্রবন্ধাৎ ইত্যাদি গো সং ৪।২১৩। যে পর্য্যন্ত সুষুম্না বিবরে প্রাণবায়ু প্রবেশ করিতে না পারে এবং যে পর্য্যন্ত কুম্ভক দ্বারা বিন্দু দৃঢ় না হয় সে পর্য্যন্ত যোগী অসিদ্ধ থাকে। অমৃত সিদ্ধিতে আছে যে, যখন প্রাণবায়ু চলিতে থাকে তখন চিত্তও চালিত হয় এবং লোক একবার জন্মে ও একবার মরে। প্রাণ, বীর্য্য ও চিত্ত পরাজিত হইলে যোগীরা মুক্তিলাভ করে। প্রাণ যে অবস্থায় থাকে, বিন্দুও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়, আর যে উপায়ে প্রাণ সাধ্য হয় সে উপায়ে বিন্দুও সাধন হইয়া থাকে। প্রাণ বদ্ধ হইলে সাধকের আকাশগতি হয়, লীন হইলে সর্ব্বসিদ্ধি দান করে এবং নিশ্চল হইলে সাধক মুক্তিভাজন হয় আর বিন্দুর যে অবস্থা হয় চিত্তেরও সেই অবস্থা হয়। গো-সং ১।৭৭—৮৪তে বর্ণিত হইয়াছে যে, দেহে যে পর্য্যন্ত বিন্দু স্থির থাকে, সে পর্য্যন্ত মৃত্যুভয় থাকে না। যোনিমুদ্রা ও খেচরি মুদ্রা দ্বারা উহাকে উর্দ্ধে ধরিয়া রাখা যায় অর্থাৎ অধোগতি বা উহার ক্ষয় রহিত হয়। বজ্রোলি মুদ্রা দ্বারা বিন্দু-সিদ্ধি হয় এবং তখন ধরাতলে অসাধ্য কিছুই থাকে না।

১৯৩ যোগাঙ্গের শেষ সোপান সমাধি। তদেবার্থমাত্রানির্ভাসং স্বরূপ শূন্যমিব সমাধিঃ। পাত-বিভূতি ৩। ধ্যান করিতেছি এইরূপ ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া সেই ধ্যান শুধু ধ্যেয় বস্তুতেই সমুদ্ভাসিত বা প্রকাশিত করিবে। ইহাকে সমাধি বলে। পতঞ্জলি ইহাও বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরো প্রণিধানাদ্বা। সমাধি ছয় প্রকার। ধ্যানযোগ, নাদযোগ, রসানন্দযোগ, লয়যোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগ। তুং গো-সং ৩। ২৯—৩৮; ঘে-সং ৭। ১—২৩; শিব-সং ১৩২ পৃঃ; যোগী যা ১০ম অঃ। গোরক্ষ সংহিতায় বর্ণিত আছে যে, যে পর্য্যন্ত এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ বিলয়প্রাপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত সমাধির অনুষ্ঠান করিবে। ঘেরণ্ডে কথিত আছে যে শরীর হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরমাত্মার সহিত একীভূত করাকে সমাধি বলে। বস্তুতঃ দেহ ও মনের বৃত্তিসমূহের পর ব্রহ্মে লয় সাধনই যোগীর কাম্য। তুং— Hatha-Yoga has been given a subsidiary place by Patanjali as it resorted

to only gaining control over the physical and physiological systems and this control necessarily affects psychological states and conditions and a perfect control over the psychological states leads to final liberation. Obs. Rel. Cults P-251. কিন্তু ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভে উভয় কার্য্যেরই, বিশেষভাবে এবং পৃথকভাবে মনের উপযোগিতা অবশ্যম্ভাবি এবং অপরিহার্য্য ; কারণ, যেমন হাড়মালাতে ইহাদের কার্য্যের অর্থাৎ 'জ্ঞান-সাধন ও ধ্যান-সাধনের' যথাক্রমে দেহ ও মনের বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত আছে সেরূপ গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে এবং গোরক্ষবিজয়েও তাহার উল্লেখ আছে। তুং—গ্যান শাধর্দ্ধান কর প্রতিলোমে চক্ষি। গো-চা-স ৩১ পৃঃ। ধ্যানযোগ সমাধিতে কথিত হইয়াছে যে, ধ্যানের দ্বারা আত্মা প্রত্যক্ষ হইলে, বিন্দুময় ব্রহ্মকে দৃষ্টিপথে আনিয়া, ঐ বিন্দুস্থানে মনকে নিযুক্ত করিতে হইবে। পরে শিরস্থিত ব্রহ্মলোকময় শূন্যস্থান আনয়ন চিন্তা করিতে হইবে। তাহা হইলে ধ্যেয় বস্তু ও আপনার একত্ব লীন হইবে। জিহ্বাকে তালুমূলে সংলগ্ন করিয়া উর্দ্ধগত করিয়া রাখিলে চিত্ত একাগ্র হইয়া পরমপদে লীন হয়। খেচরী মুদ্রা দ্রষ্টব্য। ইহাকে নাদযোগ সমাধি বলে। এখানে রাজযোগ, ধ্যানযোগ, বিশেষভাবে লয়যোগ বা শূন্য সমাধির কথাই বলা হইয়াছে। ইহাই নাথগণের চরম লক্ষ্য। রসানন্দযোগ যাহাদের লক্ষ্য তাহারা কায়া রক্ষা করেন। তাঁহাদের রসই লক্ষ্য। রস-আনন্দ, কান্তি ও জ্যোতিঃস্বরূপ। রসো বৈ সঃ—তিনি রস স্বরূপ। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি প্রথমে অবশ্য আচরণীয় নতুবা মনকে সংযত করা যায় না। দেহের ও মনের সমষ্টিভূত কার্য্যকে ধ্যান বলে। ধ্যানের পরিপক্ক অবস্থা সমাধি। সমাধির বিভিন্নতা মনের কার্য্যের উপর নির্ভর করে। যে কোন একটীর অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অবস্থার উপলব্ধি হয়। যাহারা মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহারা পরম পদে মনকে লীন করেন। তুং-গী, ষষ্ঠ অধ্যায়।

১৯৪ ওঙ্কার। অ, উ ও ম এই তিনটি অক্ষরের যুক্ত অবস্থা ওঁ। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। পাত-সমাধি ২৭। তিনি 'প্রণবের বাচক'। সুতরাং ওঁ ব্রহ্মের দ্যোতক। তুং—মাণ্ডুক্য ১, তৈত্তি—১. ৮, গী ১৭. ২৩, ৮. ১৩। তত্ত্ব এই, কুণ্ডলিনী—শব্দের জনয়িত্রী, তাহার আধার-ভূত আধার-পদ্মের সংলগ্ন স্বাধিষ্ঠান বা ষড়দল কমল হইতে ওঁ-এর স্বর ঝঙ্কারটি উত্থিত হইয়া, হৃদয়ে অনাহত পদ্মে (স্থিতি) প্রতিধ্বনিত করিয়া শিরস্থিত সহস্রার পদ্মে ধ্বনিত হয়। সগুণ ব্রহ্মের দ্যোতক ওঁ-কে আশ্রয় করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে পৌছান যায়। ঘে-সংহিতায় ৬, ৯—১১ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, সহস্রদল পদ্মের বীজকোষে দ্বাদশদল পদ্ম-কর্ণিকার মধ্যভাগে ওঁ বিদ্যমান আছে। এই ওঁ হংসরূপী জ্যোতিঃস্বরূপ। হংসঃ—সোহং-ওঁ। অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ ইত্যাদি। জীবের অন্তরাকাশে এই ধ্বনি সর্ব্বদাই হইতেছে। বিশ্ব-জগতের যাবতীয় শব্দসমষ্টি ওঁ শব্দরূপ

মহাকাশে বিলীন হইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, রুদ্রানী ; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ; ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া ; রজঃ সত্ত্ব তমগুণ ; ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দ্যোতক ওঁ। অকারশ্চাপ্যুকারশ্চ মকারো বিন্দুসংযুতঃ। ত্রিধা মাত্রাস্থিতো যত্র তৎ পরং জ্যোতিরোমিতি ॥ গোঃ ৫।২, বিন্দু সংযুক্ত অকার, উকার ও মকার এবং মাত্রাত্রয় যাহাতে অবস্থিত আছে তাহাকেই পরম জ্যোতিঃস্বরূপ ওঁ কার বলিয়া জানিবে। এই নাম ও রূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অরূপে পৌছান তথা নাম রূপাতীত হওয়াই কাম্য। 'সৃষ্টি তথা অকার স্থিতি তথা উকার এবং লয় তথা মকার—ত্রিবিধ স্পন্দন বা ত্রিশক্তিপ্রবাহ মাত্র। যোগ-চক্ষুষ্মান্ এই জগতকে ত্রিবিধ স্পন্দন ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না। উহাই শ্যামাপূজার ত্রিকোণ যন্ত্র। পাঁচটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তদুপরি শ্যামাপূজা করিবার বিধান তন্ত্রে আছে। পঞ্চভূত এই ত্রিবিধ শক্তির প্রবাহ মাত্র। কর্পূরাদি স্তবের ত্রিপঞ্চার শব্দটিরও উহাই তাৎপর্য্য। তন্ত্রে যে সকল যন্ত্র-পূজার বিধান আছে, উহা মহতী শক্তিপ্রবাহ উপলব্ধি করার যোগ্যতা জন্মায়।' সাধন সমর ২২৭—২২৯ পৃঃ। পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে যে প্রণব— ওঁ তিন ভাগে বিভক্ত ; বিন্দু, নাদ ও বীজ— এই বিন্দু নাদ ও বীজ মধ্যে বিন্দুনাদ মহত্তত্ব। বিন্দু শিবস্বরূপ ও নাদ শক্তিস্বরূপা। এই শিব শক্তির মিলন সংযোগেই জগৎ প্রকাশ হইবার কারণ উপস্থিত হয়। ষট্চক্র ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে পরম শিবের সঙ্গে মিলিত করাই যোগিগণের চরম সাধনা। মানবদেহে উক্ত ষট্চক্র পর্য্যায়ক্রমে থাকায় দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলে। নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা, কালে অধিষ্ঠিত হইয়া যে-রূপ সৃষ্টির উন্মুখতাহেতু তাহা হইতে সগুণ প্রকৃতিতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব হইতে ওঁ কার রূপ মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্ব এবং অহংতত্ত্ব হইতে ভূত প্রপঞ্চ—ব্যোম, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি ক্রমান্বয়ে বিকশিত হইয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। সেইরূপ নিষ্ক্রিয় পুরুষ কালে অধিষ্ঠিত হইলে অর্থাৎ যৌবনাবস্থায় উপনীত হইলে প্রকৃতিরূপা নারীর সহিত মিলিত হয়। তখন স্ত্রীপুরুষের মিলন দ্বারা স্ত্রী গর্ভে বীজরূপ বিন্দু, নাদরূপ রজোতে নিষিক্ত হইয়া ওঁ কার রূপ পিণ্ডে পরিণত হয়। ইহাই জীবদেহে মহত্তত্ত্ব। পরে ওঁ কার রূপ পিণ্ড হইতে ক্রমশঃ মানসতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়তত্ত্ব ও ভূততত্ত্ব স্ফুরিত হইয়া অপরিস্ফুট সূক্ষ্ম দেহের সৃষ্টি হয়। আজ্ঞাচক্র এই সূক্ষ্ম দেহের আধার। তৎপর ব্যোম, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি এই ভূত প্রপঞ্চের আধার বিশুদ্ধ অনাহত, মণিপুর, স্বাধিষ্ঠান ও মূলাধার পঞ্চচক্র পর্য্যায়ক্রমে বিন্যস্ত হইয়া পঞ্চভূত দ্বারা ক্রমশঃ স্থুল দেহের বিকাশ হয়। এই জন্য দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে তাহা এই দেহভাণ্ডে আছে। 'প্রত্যেক পদার্থের অকার, উকার ও মকার তথা পরিবর্ত্তনশীল সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ; জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এবং স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই যে ত্রিবিধ অবস্থা আছে, সমাধিলাভে তাহা থাকে না। সমাধি-সিদ্ধির পূর্ব্বে এই অখিল চরাচর জগৎ ওঁ কার রূপে চিন্তনীয়। এই জগৎ বাচ্য ও ওঙ্কার বাচকরূপে প্রতীত হয়।

অকার সংজ্ঞক দেহস্থ পুরুষকে বিশ্ব, উকার বাচ্য পুরুষকে তৈজস এবং মকার নামক দেহস্থ পুরুষকে প্রাজ্ঞ বলা গিয়া থাকে। সমাধিলাভের পর এই দ্বৈতভাব থাকে না। অকার নামা তথা স্থূল শরীরাভিমানী পুরুষকে উকারে তথা তৈজসে বা সূক্ষ্ম শরীরে এবং উকারকে মকারে অর্থাৎ চৈতন্য-স্বরূপ পরমাত্মাতে বিলীন ভাবনা করিলে সাধক চৈতন্য-স্বরূপ প্রাপ্ত হন।' শ্রীশ্রীরামগীতা ৪৮—৫১। এই সম্বন্ধে গো সং ৫১-২৭, ঘে সং ৬৯—১১, গীতাসার ১—২৮, যোগী যাঃ ৬. ২—১০, গীতা ৬. ৪৪, ৮. ১২—১৩, ৯. ১৭ তুলনীয়।

নিগম-সপ্তক

৬১ তুং— তিন তিহড়ি ভেটিয়া মোনের ভাঙ্গে ধন্দ। গোপী চাঃ স, ৫৬ পৃঃ। তিন তিহড়িতে গুরু নাহিক জলনি। গো-বিজয় ১২০ পৃঃ। গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে, তিন তেউটিকে আজ্ঞাচক্রে ত্রিপুরী বলা হইয়াছে। ইহা মূলাধার চক্রে স্থানবিশেষ; মতান্তরে নাভিচক্রে। মূলাধারে তিনটি নাড়ী সম্মিলিত হইয়াছে। এ স্থানে কুণ্ডলিনী অবস্থিত। তিনি বহ্নিস্বরূপিণী। তুং—চাপ তিন তিহরি উরিয়া যাউক ধূয়া। আনল জ্বালহ গুরু স্থির কর কাযা॥ গো-বিজয়। 'নিবিতে না দিও বাতি জ্বাল ঘন ঘন। আজুকা ছাপাই রাখ অমূল্য রতন॥' ঐ ১৭৮ পৃঃ। বঙ্কনাল— 'It is held in practical yoga that the quaintessence of the visible body is distilled in the form of Soma or nectar or Amrita and is reposited in the moon in the sahasrar. There is a curved duct from the moon below the sahasrar up to the hollow of the palatal region: it is well known in the yoga physiology as the shankhini. This is the bankanala (i.e. curved duct) frequently mentioned in the vernaculars through which the Moharasha or Shomarasha passes'— Obs. Rel. Cults – P-275

উপরে বঙ্কনাল এবং নিম্নে তিন তেউটি বা তিন তিহরি; ইহার মধ্যে পাকশাল। সর্ব্বদা তাহাতে রসের পরিপাক কার্য্য চলিতেছে। উহাই অমৃতে পরিণত হইয়া সহস্রারে সঞ্চিত হইতেছে। মেরুমূলে রহিব চন্দ্র না টুটিব কলা। বেঙ্কানালে সাধগুরু না করিয় হেলা॥ গো-বিজয়, ১৪৭—১৪৮ পৃঃ সহস্রার হইতে যে অমৃত ক্ষরণ হইতেছে, সূর্য্যস্বরূপা কুণ্ডলিনী তাহা গ্রাস করিতেছেন। এই জন্যে জীব জন্ম-মৃত্যুর পাশে ঘুরিতেছে! কুণ্ডলিনীকে উর্দ্ধে সহস্রারে উঠাইতে পারিলে অমৃত প্রবাহ অক্ষয় হয়, এবং উহার রক্ষণ দ্বারা মানব অমরত্ব লাভ করে। বুধবারে বহে বায়ু বুঝ আপে আপ। ফিরাইয়া খেলায় গুরু দুই মুখা সাপ॥ চাপিলে গর্জ্জিয়া উঠে বিরহ নাগিনী। সাপিনী না হয়ে গুরু সুরস শঙ্খিনী।

গো-বি ১৪১ পৃঃ। কেহ কেহ বাঁকা নালকে কুণ্ডলিনী মনে করেন। সব্‌রাব রামচন্দ্র নাথ বলেন, কুণ্ডলিনীর দুই মুখ। সাড়ে তিন পেঁচী শঙ্খ বা সাড়ে তিন পেঁচী দুই মুখা সর্পিণীর ন্যায় উহা রসস্বরূপ, মেরুমূলে অবস্থিত। ইহাকে ফিরাইয়া সোজা করিতে হইবে। ইহা সাধনার প্রথম স্তর। তিন তেউটিকে, আজ্ঞাচক্রস্থিত বহ্নিস্থান বলিয়া তিনি মনে করেন। এই উভয়ের মধ্যে পাকশাল।

৭৯ ত্রিবেণীতে জিহ্বা প্রবিষ্ট হইলে, দশ দ্বার বন্ধ হয় ও যোগীর বাহ্য বৃত্তিসমূহ লোপ পায়। তুং 'নবদ্বারে পুরে দেহী' ইত্যাদি, গী-৫·১৩, যোগি যাঃ-১০·১৩—১৫। 'আছ্য উছ্যি দিয়া বন্ধ দশমিত দিল তালি। গগন মন্দিরে যুয়া করে গাভুরালি॥' গোপী-চাঃ স—৫৬ পৃঃ। 'The mouth of the Sankhini through which the Soma or Amrita pours down from the Moon is called the Dasama Dwar or tenth door of the body as distingushed from the other nine doors'. Obs. Rel cults, P-276. ললাট কুহরে জিহ্বা সংশ্লিষ্ট হইলে অমৃত নিম্নভাগে প্রবাহিত হইতে পারে না। 'The conservation and the Yogic regulation of the Maharasha are the centre of the Yogic Sadhana of the Natha Sidhas'. Obs. Rel. cults—P. 280. নলিনী ভট্টশালী এন্, এ, পি, এইচ্, ডি মহাশয় গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে, দশম দ্বারকে 'নাভিরন্ধ্র' বলিয়া মনে করিয়াছেন। নাভিরন্ধ্র একটি দ্বার বিশেষ। নাভিপদ্ম হইতে তিনটি নাড়ী তিন দিকে গিয়াছে; একটি সহস্রদল পদ্ম পর্যান্ত, একটি মূলাধারে এবং তৃতীয়টি মণিপুর পদ্মের নালস্বরূপ সুষুম্না নাড়ীর সঙ্গে সংলগ্ন। ত্রিবেণীকে জিহ্বা সংশ্লিষ্ট হইয়া ঐ যোনিদ্বার বন্ধ হইলে, অন্যান্য প্রবাহ সমূহ রুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক।

নাসদীয় সূক্তে (১০ম) অনুরূপ সৃষ্টির বর্ণনা আছে। অন্যান্য মনীষীও ঐ *অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। নানা মতদ্বৈধের পর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়* মন্তব্য করেন যে, বেদের বিভিন্ন স্থানে সৃষ্টিতত্ত্বের যে পরিচয় লাভ করা যায়, তাহার সঙ্গে হাড়মালার সৃষ্টিতত্ত্বের সাদৃশ্য আছে। সুতরাং উহা বেদবহির্ভূত বলিয়া মনে হয় না।

হাড়মালায় যে সাধনপ্রণালী বর্ণিত আছে উহা নাথধর্ম্ম-সাধনাব একটি সমগ্র রূপ। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, নাথ সম্প্রদায় ষট্‌চক্র সাধনের সঙ্গে ওঙ্কার-সাধন যুক্ত করিয়া সাধনায় পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেন।

হাড়মালাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমে ষট্‌চক্রভেদ দ্বারা (চন্দ্রসাধনে) অমরত্বলাভের সন্ধান; তাহার পর ওঙ্কার সাধনে শূন্যলয়ে 'নাথনিরঞ্জন পদ' প্রাপ্তির পথনির্দ্দেশ ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রথমোক্ত অবস্থা যাঁহারা লাভ করেন তাঁহারা 'নাথসিদ্ধা পদবাচ্য'। মূল পুস্তকেও ইহার আলোচনা করিয়াছি এবং হাড়মালার বিশেষ আলোচনায় এ বিষয়ে সত্য প্রকাশের প্রয়াস পাইয়াছি।

গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে যখন গুরু হাড়িপা গোপীচন্দ্রকে যোগশিক্ষায় দীক্ষিত করেন তখন তাহার সম্বন্ধে কথিত হইতেছে, 'জোগ আসোন করি রাজা মাহাজন হৈল। জোগান্ত ভেদান্ত ভেদ সরিব বিচাব। ষুষ্মুলা ভেদিয়া রাজা কায়া কৈল সার।।' ৫৬ পৃঃ। হাড়মালাতে জোগান্ত ভেদ ও ভেদান্ত ভেদ অর্থাৎ জোগান্ত তত্ত্ব ও ভেদান্ত তত্ত্ব, শরীরবিচার সমস্তই আছে।

ষট্‌চক্রভেদের, বিন্দু ও নাদভেদের শেষ পবিণতি কি তাহার সমাধান ইহার মধ্যে আছে।

দেবীর প্রশ্নে অমরত্ব লাভের পথনির্দ্দেশ—ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা, সৃষ্টিতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব (পঞ্চতত্ত্ব, পঞ্চীকবণ ইত্যাদি), নাড়ী এবং বায়ুতত্ত্ব, জীবাত্মা, মন প্রভৃতির কার্য্য ও স্বরূপ পিণ্ডব্রহ্মাণ্ড—অষ্টদিক, সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল বর্ণনা; প্রাণ-অপান-চন্দ্রসূর্য্য বা শিবশক্তির স্বরূপ, মনোব্রহ্ম প্রসঙ্গ; ষট্‌চক্রভেদ তত্ত্ব, হংস তত্ত্ব, ওঁ তত্ত্ব, নাদ ও বিন্দু তত্ত্ব, শূন্য তত্ত্ব, সগুণ ও নির্গুণ ধ্যান, মহেশ্বরত্ব—নাথ নিরঞ্জনের স্বরূপ, হাড়মালাতে আলোচিত হইয়াছে। যোগসাধনে প্রথম সোপান হইতে সমাধি পর্য্যন্ত প্রতি অঙ্গের

সাধন-সন্ধান অধুনা আবিষ্কৃত অন্যান্য নাথ-সাহিত্য হইতে ইহাকে নূতনত্ব দান করিয়াছে।

মহাদেব বলিলেন, 'যোগের ষড়াঙ্গ অঙ্গে যোগতি সার আমি। সাবধানে সাধন করহ দেবী তুমি ॥' উল্টা সাধন দ্বারা কায়াসাধনের তথা চন্দ্র সূর্য্য মিলন দ্বারা ক্ষয়নিরোধ এবং অমরত্ব লাভ প্রভৃতির পথ নির্দ্দেশ হাড়মালার বিশেষত্ব। স্বরূপ ও তত্ত্বের (Nature and theory) সঙ্গে লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রক্রিয়া (Process and means) কিরূপ তাহার বর্ণনা হাড়-মালাতে আছে।

গ্রন্থভাগে এবং পরিচায়িকায় অনেক স্থানে এক বিষয়ের পুনরাবৃত্তি আছে, কারণ মধ্যযুগের বিভিন্ন সাধকসম্প্রদায়ের সাধনায় যোগসূত্র আছে; তাহার পর সাহিত্য ও সাধন-বিশ্লেষণ খুবই দুরূহ। এই জন্য ইহার আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যায় পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় যাহাতে নাথধর্ম্মালোচনার গবেষণাকার্য্য শীঘ্র সুসম্পন্ন হয় এবং হাড়মালা গ্রন্থ সত্বর প্রকাশিত হয়, এই জন্য আমাকে পুনঃ পুনঃ উৎসাহ দান করিয়াছেন। তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

যোগিসখার কর্ম্মী এবং সুলেখক শ্রীযশোদাকুমার মজুমদার আমাকে কয়েকটি গ্রন্থ পাঠের সুযোগ দানে এবং প্রুফের কাজে সহায়তা করিয়াছেন। সাধনা প্রেসের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীদেবদাস নাথ, এম্. এ., বি. এল., এই গ্রন্থ প্রকাশে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের উপকার সর্ব্বদা বিশেষভাবে স্মরণ করি।

শ্রীপ্রফুল্লচরণ চক্রবর্ত্তী

কোচবিহার
১১ই পৌষ, ১৩৬০।

পরিচায়িকা

ভারতীয় বিভিন্ন সাধনার ধারা বাহ্যতঃ বহুমুখী হইলেও মূলতঃ একই। সমস্ত সাধনার সার আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক দুঃখ হইতে পরিত্রাণে অমৃতকে পাওয়া বা আত্মার স্বরূপত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

এতদ্দেশে সকলপ্রকার ধর্ম্মগ্রন্থে একই বাণী যুগে যুগে নানা ভাবে উদ্ঘোষিত হইয়া গিয়াছে। সেদিনও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, পথ বিভিন্ন হইলেও লক্ষ্য একই।

সেই পুরাণেরই পুনরাবৃত্তির এই অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস। নানা বাসনায় প্রপীড়িত হইয়া সকলে আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ক্ষত বিক্ষত দেহ ও মনে প্রবল বেগে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হইতেছি। নিজকে জানিবার, দুঃখাবসানে শাশ্বত শান্তি লাভের প্রচেষ্টা কাহারও নাই। আপাতঃ রম্য বিষয়কে মানুষ সুখ মনে করিয়া তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে। বিষয়সুখের এই জ্বালা ও অসন্তোষ কম নহে। তাই সভ্যতার প্রথম উষায় সত্যদ্রষ্টা ঋষি ভাবিলেন এই অসৎ হইতে সতে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে এবং জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্ত হইতে অমৃতত্ব লাভের উপায় কি? মানব জীবনে যেরূপ, বহিপ্রর্কৃতিতেও তেমনি বিপর্য্যয়, সৃষ্টি-সংহার কার্য্য নিয়তই চলিতেছে। ভাবিলেন, কি করিয়া এই স্রোতের গতিপরিবর্ত্তনে সত্যলাভ করা যায়।

এই বিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে জীবন ও জগতের শাশ্বত নিত্য-রূপকে তিনি লাভ করিলেন কঠোর তপস্যায় অন্তরের অন্তরে আত্মার স্বরূপে। ধীর, সত্য, শিব ও সুন্দরকে রসরূপে, জ্যোতিঃরূপে এবং আনন্দরূপে লাভ করিলেন কঠোর সাধনায়। তাই উদাত্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিলেন 'অন্ধ-কারের পরপারে আদিত্যবর্ণ পুরুষের তিনি সাক্ষাৎলাভ করিয়াছেন'। 'ত্বমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখ মেবাপিয়ন্তি॥' তাঁহাকে অর্থাৎ এই আনন্দস্বরূপকে জানিয়াই অতিমৃত্যু লাভ করিতে হয়। ইহা ব্যতীত অন্য পথ নাই। যাঁহারা এই সত্যকে জানেন তাঁহারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃত হন এবং দুঃখকে অপরে প্রাপ্ত হয়।

এই দৃষ্টিকে লাভ করিতে হইলে তপস্যা ও অন্তর্সাধনা প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়েব তাড়নায় প্রায় সকলেই বহির্ম্মুখ, আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে। 'যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ। ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথিনী হরন্তি প্রসভং মনঃ॥' গী ২।৬০। হে কৌন্তেয় চিত্তের বিক্ষোভকারী ইন্দ্রিয়গণ মোক্ষার্থ প্রযত্নশীল বিবেকী ব্যক্তিরও মনকে বলপূর্ব্বক হরণ করে। এইরূপ বিক্ষেপের কাজ প্রতি-মুহূর্ত্তেই সকলের মনে চলিতেছে। তান্ত্রিক সাধক বলেন, ইহা মহামায়ার লীলা বা ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। আপনাকে সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংস-রূপে লীলা-বৈচিত্র্যে নানাভাবে উপলব্ধির জন্যই যেন তাঁহার খেলা চলিয়াছে।

প্রশ্ন এই যে, আনন্দস্বরূপ আত্মা কেন জীবরূপে এই দুঃখ ভোগ করিতেছেন। চৈতন্যস্বরূপ তিনি, অবিদ্যা বা অশুদ্ধ মায়াকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার এই জীবভাব ও সংগ্রাম এবং সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কার্য্য চলিয়াছে—আপনাকে বহুরূপে উপভোগেব জন্য। এই দুর্লঙ্ঘ্য মায়াকে অতিক্রম করিয়া বহুরূপের মধ্যে এককে স্বরূপে লাভ করাই পরম শান্তি ও পরমার্থ। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥" গী ৭।১৪। কিন্তু পাওয়া সহজ নহে, এই মায়া বড়ই দুর্দ্দমনীয়। রূপের মধ্যে স্বরূপকে পাওয়া বড়ই কঠিন। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' প্রাজ্ঞব্যক্তি এই দুস্তরা মায়াকে কঠোব সাধনা দ্বারা জয় করিয়া সত্য স্বরূপকে লাভ করিবে ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। যাহাকে সহজে পাওয়া যায় তাহাব প্রতি মর্য্যাদাবোধ থাকে না; এই জন্যেই যেন তিনি নিজকে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। তাঁহাকে পাওয়ার উপায় বাহিব হইতে সমস্ত বৃত্তি, তত্ত্ব ও মনকে অন্তর্মুখীন কবা, আত্মচিন্তা ও সাধনা। এ বিষয়ে পথও অনেক।

গ্রন্থভাগে বলিয়াছি যে, মনই ব্রহ্মস্বরূপ। 'ইন্দ্রিয়ানি পরান্যাহু-রিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধে যঃ পরতস্তু সঃ॥' গী ৩।৪২। দেহাদি স্থূল পদার্থ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষাও যিনি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সাক্ষিরূপে সকলের অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তিনিই আত্মা। সেই মনকেই আত্মচিন্তা দ্বারা, কঠোর সংযম দ্বারা বিষয়বিনিবৃত্ত করিতে হইবে এবং তাহার জীবভাব দূরীভূত করিয়া ব্রহ্ম বা শিবভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ধ্যানে,

ভাবনায় ও গুঙ্কার সাহায্যে কিরূপে মনের শুদ্ধ স্বরূপত্ব লাভ করিয়া আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় তাহার সমাধান হাড়মালায় আছে।

'কাম ক্রোধ লোভ মোহ অসূয়া শূন্য। অহঙ্কার মদ দর্প অসত্য-কথন ॥ অল্প অল্প কবিয়া এড়িবা দিনে দিনে। ক্ষেমা ধর্ম্ম সত্যদান পালিবা যতনে ॥ নিরবধি বিচারিয়া আপনার মন। যেন মতে পাইবা দেবী অনাদি নিধন ॥' হাড়মালা-অবতরণিকা।

গ্রন্থভাগের সৃষ্টিতত্ত্বে অলোচনা কারিয়াছি যে, 'একদেব নিরাকার মহেশ্বর' হইতে প্রথম আকাশ, তাহার পর বায়ু, তাহার পর তেজ জল ও পৃথ্বী এইরূপে পঞ্চভূতের সৃষ্টি হইল। 'মহদাদি ক্রমেণ পঞ্চ ভূতানাম্' সাঙ্খ্য প্রবচনে এই উক্তিদ্বারা কথিত হইতেছে যে, প্রকৃতি হইতে যথাক্রমে অর্থাৎ এককালে উৎপন্ন না হইয়া পরিণামক্রমে পর পর মহৎ অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্রা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ ও ভূত প্রপঞ্চক ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম্ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। নিষ্ক্রিয় পুরুষ কালে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির সহযোগে বন্ধনগ্রস্ত হইয়া এই সৃষ্টিকার্য্যে লিপ্ত হইলেন। এইরূপে অকর্ত্তা পুরুষের উপর গুণময়ী প্রকৃতির নৈকট্য বশতঃ প্রভুত্ব আরোপিত হইলে পুরুষ বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হন বলিয়া মনে করেন।

সাঙ্খ্যের এই প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব মধ্য যুগের সমস্ত সাধনপ্রণালীর বিকাশে কাজ করিতেছে। পুরুষ প্রকৃতিব সংযোগে সৃষ্টিকার্য্য চলিতেছে। প্রকৃতিকে মায়াও বলা হয়। 'নবীন মেঘেতে যেন বিদ্যুৎ আকার। নিরঞ্জন রূপ সেই সংসারের সার ॥ কিরূপে সৃষ্টি সেই করিলা অপার। মায়ারূপে সৃষ্টিতে হইলরে অবতার ॥' হাড়মালা-সৃষ্টিতত্ত্ব। প্রথমে অব্যক্ত হইতে মহৎতত্ত্ব, মহতের বিকার হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার বিকারগ্রস্ত হইয়া পঞ্চত-ন্মাত্রা, পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইল। ইহাই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। পঞ্চতন্মাত্রার বিকারে পঞ্চমহাভূত উদ্ভূত হইল। শব্দের বিকারে আকাশ (শব্দ আকাশের গুণ বা সূক্ষ্ম অবস্থা), শব্দ ও স্পর্শের বিকারে তেজ বা অগ্নি (শব্দ স্পর্শ ও রূপ—অগ্নির গুণ বা সূক্ষ্ম অবস্থা), শব্দ স্পর্শ রূপ রস হইতে জল (শব্দ স্পর্শ রূপ রস—জলেব গুণ বা সূক্ষ্ম অবস্থা), এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের বিকারে—পৃথিবী (শব্দ রূপ রস গন্ধ পৃথিবীর

গুণ বা সূক্ষ্ম অবস্থা) উৎপন্ন হইল। প্রকৃতি—মহৎ—অহঙ্কার—পঞ্চতন্মাত্রা পঞ্চমহাভূত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় সকলে মিলিয়া পুরুষের বন্ধনের কারণ হইল। সূক্ষ্ম হইতে ক্রমশঃ স্থূলের উদ্ভব হইল। সেই একে বা সূক্ষ্মে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া সাধনা।

এক নির্গুণ আত্মতত্ত্ব হইতে মায়াবশে গুণময় কারণের সৃষ্টি হইলে, তাহা হইতে সূক্ষ্মের এবং সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের আবির্ভাব এই বৈদান্তিক এবং সাংখ্যোক্ত ব্যাখ্যা হাড়মালার সৃষ্টিতত্ত্বে এবং শরীরতত্ত্ব নির্ণয়ে বর্ণিত আছে। 'এক কালে নিরঞ্জন হইল শোভন। সংসার সৃজিতে প্রভু করিলেন মন॥ মূল ছাড়িয়া ধর্ম্ম চাহে চারিভিতে। হেনকালে অনাদি জন্মিল আচম্বিতে॥' হাড়মালা—সৃষ্টিতত্ত্ব।

প্রলয়কালে নিরঞ্জনের ইচ্ছায় স্থূল, সূক্ষ্মে প্রবেশ করে; সূক্ষ্ম কারণে এবং কারণ নিরঞ্জনে। 'শঙ্করে বুলেন দেবী শুন সাবধানে। পঞ্চভূত আত্মা জন্মিল যেমনে॥ আকাশে জন্মিল বায়ু, বায়ু হতে রবি। রবিতে জন্মিল আপ, আপেতে পৃথিবী॥ পৃথিবী মিশায় জল, রবি শোষে। রবি নিবাইয়া বায়ু বহিব আকাশে। পঞ্চতত্ত্বে হয় সৃষ্টি পাছে হয় নীর। পঞ্চেতে অন্তক হয়, নিরঞ্জন স্থির॥ পৃথিবী আপ্ তেজ বায়ু যে আকাশে। 'একজনে পঞ্চ হইয়া শরীরে করে বাস।' হাড়মালা-সৃষ্টিতত্ত্ব। এককে জানাই সাধনা। যোগ সাধনায়ও এইরূপ মূলাধারে পৃথ্বীতত্ত্ব, উহাকে যোগবলে ঊর্দ্ধে স্বাধিষ্ঠানে জলতত্ত্বে উন্নীত করিতে হইবে; জল ও পৃথ্বীতত্ত্বকে নাভিতে মণি-পুরে—অগ্নি বা তেজতত্ত্বে; পৃথ্বী জল ও তেজকে হৃদয়ে অনাহতে বায়ুতত্ত্বে ঃ পৃথ্বী, জল, তেজ বা অগ্নি এবং বায়ুকে কণ্ঠে বিশুদ্ধায় বা ভ্রূচক্রে-আকাশে; পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশকে, সহস্রারে মহাকাশে বা পরব্রহ্মে লয় করিতে হইবে। নাথ-সাহিত্যে ইহাকে 'উল্টা সাধন'ও বলে; অর্থাৎ "অ" কারকে "উ" কারে, উকারকে 'ম' কারে লয় করা। এ বিষয়ে গীতায়ও উল্লেখ আছে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা উত্তরায়ণে মৃত্যু কামনা করেন। দক্ষিণায়নে মৃত্যুকে অধোগতি বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। যাঁহারা বিন্দুকে সুদৃঢ় করিয়া ঊর্দ্ধে রক্ষা করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদের ঊর্দ্ধরেতা বলে। বাহির হইতে ভিতরে, অধঃ হইতে ঊর্দ্ধে, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে অভিযান এই সাধনার ধারা।

সুতরাং দেখা যায় সেই এক-কে জানিতে হইলে স্থূলকে বাহির হইতে আকর্ষণ করিয়া সূক্ষ্মে প্রবেশ করাইতে হইবে। সূক্ষ্মকে কারণে এবং কারণকে নিরঞ্জনে; অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে মনে ; পঞ্চ মহাভূতকে পঞ্চতন্মাত্রায়, পঞ্চতন্মাত্রাকে অহংতত্ত্বে লয় করিতে হইবে। মন ও অহংকে বুদ্ধিতত্ত্বে বা মহত্তত্ত্বে এই ক্রম। তাহার পর বিবেক-বিচার দ্বারা পুরুষ-প্রকৃতির পার্থক্য বুঝিয়া পুরুষ, প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বন্ধনমুক্ত হইবেন। সুতরাং বাহিরকে গুটাইয়া ভিতরে আনা, এইত সাধনার ক্রম। 'কূর্ম্মে যেন সঙ্কোচ করয়ে শরীর। এইরূপ সঙ্কোচ করিবে যোগধীর।' হাড়মালা-প্রত্যাহার সাধন। 'দেবীকে বলেন শিব যোগব্রত জানি। বাহিরের পবন ভিতরে ধরো আনি॥ টানিতে টানিতে কায় সম্বর ফোটে। সহজে শতপ্রাণ (জিন্?) কত টোটে।' অনিল পুরাণ। বৈষ্ণব সাধনায়ও সেই একই তত্ত্ব—গুরু, প্রথমে শিষ্যকে নাম দিবেন। উহা নামাশ্রয়। তাহার পর উপাস্য-রূপ বর্ণনা করিবেন। ইহা রূপাশ্রয়। তাহার পর সেই রূপ-সান্নিধ্য এবং তাঁহার সেবা যে পরম পুরুষার্থ সেই তত্ত্ব ও ভাব আলোচনা করিবেন। ইহা ভাবাশ্রয়। সেই রূপ-ধ্যান-কীর্ত্তন ও ভাব সাধনায় প্রেমাশ্রয় হইতে রসের উৎপত্তি। উহা রসাশ্রয়। রসাশ্রয়েব অন্যপ্রকার সাধনাও আছে। যেরূপ তেলাপোকা কাঁচপোকার আশ্রয়ে সেই ভাব, ধ্যান ও মননে ক্রমে কাঁচপোকায় পরিণতি লাভ করে, সাধকও সেইরূপ গুরুপ্রদত্ত চিন্ময় মূর্ত্তি ও রূপের সাধনায় দেহ-বৃন্দাবনে মঞ্জরি-অনুগত হইলে চিন্ময়ত্ব-লাভ করেন। জন্ম জন্মভোর চিন্ময়-দেহে রাধা-কৃষ্ণ নিত্যলীলারস আস্বাদন বৈষ্ণবের কাম্য। প্রথমে 'গৌরলীলা' স্মরণেরও সেই একই তত্ত্ব অর্থাৎ স্থূলকে বিসর্জ্জন দিয়া সূক্ষ্মে এবং বাহির হইতে অন্তরে সাধনায় সিদ্ধিলাভ। ইহা বলা বাহুল্য যে, অন্তর্সাধনার অনুকূলে প্রথমতঃ বাহ্যিক সাধনার প্রয়োজন আছে। বেদান্ত দর্শনেও বিবেক-বৈরাগ্যের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত মায়ার সংযোগ ছিন্ন করিয়া আত্মার স্বরূপ দর্শনের কথা আছে। ব্রহ্মের সঙ্গে মায়ার সংযোগেই জগতের বিবর্ত্তন।

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় প্রভৃতি কোষোপাধি দ্বারা আচ্ছন্ন ব্রহ্মই জীবরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। আত্মচিন্তায় ও বৈরাগ্য দ্বারা বাহিরের আবরণসমূহকে ছিন্ন করিয়া সত্যস্বরূপকে উপলব্ধি অর্থাৎ অন্নময়কে প্রাণময়ে,

প্রাণকে মনে এবং মনকে বিজ্ঞানময়ে এবং বিজ্ঞানময়কে আনন্দময় কোষে, তথা ব্রহ্মে অনুভব করিয়া ব্রহ্মময় হওয়াই সাধনা। বাহিরকে বর্জ্জন করিতে করিতে অন্তরে আত্মার স্বরূপত্বলাভে আনন্দময় বা সুখদুঃখাতীত অবস্থা প্রাপ্তি মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই জন্য বলা যায়, বাহ্যিক আচারনিষ্ঠ ভারতীয় ধর্ম্মের অধ্যাত্ম-সাধনা অন্তর্মুখীন অর্থাৎ রূপের মধ্যে স্বরূপের প্রতিষ্ঠা।

শুধু অধ্যাত্মসাধনাই নহে, এই দেশে প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার প্রাণ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। সত্য, শিব ও সুন্দরের সন্ধান চলিয়াছে বাহির হইতে অন্তরে, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে এবং সার্থকতা লাভ করিয়াছে রূপের মধ্যে অরূপের প্রতিষ্ঠায়।

ফুল ঝরিয়া যায়, মনোমাঝে থাকিয়া যায় তাহার রূপ ও সুরভি। সঙ্গীতশেষে চলিতে থাকে আমাদের হৃদয়বীণায় তাহার সুমধুর গুঞ্জনধ্বনি। রূপ ও সুবাস যেরূপ ফুলের সূক্ষ্ম সত্ত্বা, সেরূপ ধ্বনি সঙ্গীতের। ইহাই সাহিত্যের উপাদান। যাহা স্থূল তাহাই অনিত্য, সুতরাং তাহা কখনও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। শিব ও সুন্দরের প্রশ্ন দূরের কথা।

পার্ব্বতী চাহিলেন তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্যে শঙ্করকে মুগ্ধ করিতে, ভোগলিপ্সায় পরিপূর্ণভাবে পাইতে। তাঁহার সে প্রয়াস ব্যর্থ হইল যেহেতু স্থূলদেহের এই কামনা অপূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী এবং দহনশীল। মিথ্যা এবং অনিত্য যতই আপাতরম্য হউক ভারতীয় কৃষ্টি কখনও তাহাকে গ্রহণ করে নাই, সর্ব্বদাই বর্জ্জন করিয়াছে। তাই গৌরী সত্যসুন্দর চিন্ময়তনু শিবকে লাভ করিলেন কঠোর তপস্যায়। সেইরূপ শকুন্তলা প্রথম যৌবনোন্মেষের ভোগমত্ততায় দুষ্মন্তকে প্রাপ্ত হইয়াও হারাইলেন। ইহা যে অস্থায়ী, চঞ্চল এবং অনিত্য পার্থিব প্রেম— অতৃপ্তি, বেদনা এবং দুঃখপরিণামী। সে পাওয়ার জন্য কাহারও প্রস্তুতি, সংযম এবং সাধনা ছিল না। সুতরাং তাঁহার প্রথম মিলন ব্যর্থ হইল ঝরা ফুলের মত। কিন্তু এই প্রেমের সুমধুর স্মৃতি বিরহানলে শকুন্তলার স্থূল বাসনাকে দগ্ধ করিয়া তাঁহার কঠোর তপস্যায় জন্ম দিল অপার্থিব শাশ্বত প্রেমের; তখন তিনি লাভ

করিলেন দুষ্মন্তকে অন্তরের অন্তরে পরিপূর্ণভাবে শ্রদ্ধা, প্রীতি, সেবা এবং শান্তির মঙ্গলালোকে।

কবি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্য-সাধনার সে একই সুরের দুই রূপ, স্থূল ও সূক্ষ্ম—প্রেয়সী ও মানসী। ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে বা স্থূল হইতে সূক্ষ্মে এবং সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে চলিয়াছে কবির অভিযান। শেষ পর্য্যন্ত সূক্ষ্মে হইয়াছে কবির আত্মপ্রতিষ্ঠা।

মাটীর মায়া এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধকে পরিপূর্ণভাবে না পাওয়ার বেদনা কবিকে ব্যথিত করিয়াছে, তাই এই অপরিতৃপ্তি, সান্ত্বনার প্রয়াস পাইয়াছে সূক্ষ্ম মানসলোকে—কাব্যলক্ষ্মীমানসীরূপে ছন্দে, গানে, ভাষার বৈভবে, কাব্য-মহিমায় রসরূপে আনন্দরূপে। আবার মানসীর চিন্ময় চঞ্চল উপভোগের বেদনা, সান্ত্বনা-লাভের সন্ধান খুঁজিয়াছে পার্থিব স্থূলরূপের মধ্যে প্রেয়সীতে। এই লীলাচঞ্চল কাব্য-প্রতিভা কবিকে অমরত্ব দান করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত চিন্ময়ত্বেই হইয়াছে কবির প্রাণপ্রতিষ্ঠা—কাব্য-সাধনার পরিসমাপ্তি। দু'একটি কবিতায় এই সত্য উপলব্ধি হইবে।

(রাত্রে) "কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীতে কুঞ্জকানন সুখে—
ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুধা ধরেছি তোমার মুখে।"

* * * *

"তব অবগুণ্ঠনখানি
আমি খুলে ফেলেছিনু টানি
আমি কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে, তোমার কমলকোমল পানি।
ভাবে নিমীলিত তব যুগল-নয়ন মুখে নাহি ছিল বাণী।
আমি শিথিল করিয়া পাশ
খুলে দিয়ে'ছনু কেশরাশ
তব আনমিত মুখখানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি
তুমি সকল সোহাগ স'য়েছিলে সখি হাসি মুকুলিত মুখে
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে নবীন মিলন সুখে।।"

(প্রভাতে) "আজি নির্ম্মল বায় শান্ত উষায় নির্জ্জন নদীতীরে
স্নান অবসানে শুভ্র বসনা চলিয়াছ ধীরে ধীরে

*　　*　　*　　*

এ কী মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি প্রভাতে দিতেছ দেখা।
রাত্রে প্রেয়সীর রূপ ধরি'
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে।
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনত শিরে।
আজি নির্ম্মল বায় শান্ত উষায় নির্জ্জন নদীতীরে।।"

(মদন- "এসোগো আজি অঙ্গ ধরি' সঙ্গে করি' সখারে
ভস্মের　　বন্যমালা জড়ায়ে অলকে,
পূর্ব্বে) এসো গোপনে মৃদু চরণে বাসর গৃহ দুয়ারে
　　স্তিমিত শিখা প্রদীপ আলোকে
এসো চতুর মধুর হাসি তড়িৎ সম সহসা
　　চকিত করো বধুরে হরষে,
নবীন করো মানব ঘর ধরণী করো বিবশা
　　দেবতা-পদ সরস পরশে।।"

(মদন- "পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী,
ভস্মের বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
পর) ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি'
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতি-বিলাপ সঙ্গীতে
　　সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
ফাগুন মাসে নিমেষমাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি মূরছি পড়ে অবনী।।.........

ঊর্দ্ধমুখে সূর্য্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে
নির্ঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা ॥
বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত
নয়ন কার নীরব নীল গগনে।
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে।
পরশ কার পুষ্পবাসে পরাণ মন উল্লসি'
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে
পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ একী সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে ॥"

২

সর্ব্বপ্রকার দুঃখের চিরনিবৃত্তি এবং 'অমৃতকে' লাভের বাণী ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে উদ্‌ঘোষিত হইয়া গিয়াছে। জন্ম এবং মৃত্যু-যন্ত্রণা, প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি হয়। জন্ম-মৃত্যুর ব্যবধানে এক অবস্থা অজ্ঞাত এবং অপর, সংসারজীবনে সুখ হইতে দুঃখের মাত্রাই বেশী বলিয়া মনে হয়। ত্রিতাপ হইতে মুক্তি পাওয়ার বিভিন্ন সাধনপথ আছে, তাহার মধ্যে 'যোগসাধনা' অন্যতম। তাম্র ও লৌহকে অগ্নি এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যপ্রয়োগে যেরূপ স্বর্ণে পরিণত করা যায়, সেইরূপ আমাদের এই মলপূর্ণ, বহু জন্মের কামনাবাসনাময় অপক্ক ক্ষয়িষ্ণু দেহকে যোগাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া এবং অমৃত দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়া এইরূপ যোগদেহে রূপান্তর করা যায় যে উহা পঞ্চভূত ও কালের প্রভাব-মুক্ত হয়। পার্থিব কোন পদার্থ উহার বিকার বা পরিবর্ত্তন সংসাধন করিতে পারে না। এইরূপ নির্ম্মল, হাল্‌কা, নির্ব্বিকার এবং জ্যোতির্ম্ময় দেহকে অমর পক্ক দেহ, সিদ্ধ দেহ—দিব্যদেহ বলে। এইরূপ অমর দেহপ্রাপ্তির উপায়,—যে সমস্ত উপাদান ও কার্য্য উহার (দেহের), বিকার এবং ক্ষয় সংসাধিত করে তাহা হইতে ইহাকে মুক্ত রাখা।

আমাদের দেহের মূল উপাদান অর্থাৎ যাহা দ্বারা উহা কার্য্যক্ষম আছে এবং উহার ক্ষয়কার্য্য ও বিকার উৎপন্ন হয় তাহা বায়ু ও রস। অগ্নি

উহাদের সহায়ক। বায়ু ব্যতীত আমরা এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারি না। শ্বাস গ্রহণে আমাদের দেহ সঞ্জীবিত হয় এবং প্রশ্বাস (বায়ু-ত্যাগ) দ্বারা শরীর ক্ষয় হইয়া যায়। যেহেতু শ্বাস প্রশ্বাসের সমষ্টিই জীবন ; যোগীরা ভাবিলেন যে, প্রশ্বাসে যখন জীবনীশক্তি ক্ষয় হয়, তখন শ্বাস গ্রহণ করিয়া প্রশ্বাস অর্থাৎ বায়ুত্যাগ না করিলে দেহে শক্তি আবদ্ধ হইবে বা ক্ষয় হইতে দেহ রক্ষা পাইবে। এই জন্য তাহারা প্রাণায়াম (বায়ুসাধন) প্রভাবে দেহে বায়ু অবরোধ করিয়া ক্ষয় হইতে দেহকে মুক্ত রাখেন এবং যথেচ্ছ বিহার করেন। এইরূপ যোগদেহ রক্ষা করা বা পরিত্যাগ করা বা ইহার সহায়তায় ত্রিভুবনে বিচরণ করা তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সুতরাং প্রাণায়াম দেহের ক্ষয়নিরোধের এক উপায়। দ্বিতীয়তঃ রস। আমাদের ভুক্তদ্রব্য বায়ু ও অগ্নি দ্বারা জীর্ণ হইয়া রসে পরিণত হয়। সেই রস শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হইয়া দেহকে কর্ম্মঠ রাখিতেছে। রস রক্তে এবং শুক্র বা বিন্দুতে পরিণত হয়। উহাই আয়ু, জ্যোতি এবং আনন্দস্বরূপ। যাহার কায়াতে বিন্দু বিশুদ্ধ এবং পবিপূর্ণ থাকে তাহার মৃত্যু নাই, তিনি সর্ব্বদাই জ্যোতিষ্মান্ এবং আনন্দময় থাকেন। বিন্দুধারণই জীবন এবং বিন্দুপাতই মৃত্যু। এই বিন্দু (পুরুষেব শুক্র এবং নারীর রজঃ) প্রতি মুহূর্ত্তেই ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। অতিরিক্ত মানসিক ও দৈহিক শ্রম, ক্লান্তি, ধাবন, অশ্বারোহণ, মৈথুন, অল্পাহার, অতিভোজন, বোগ, শোক, দুশ্চিন্তা, ক্রোধ প্রভৃতি রাজসিক ও তামসিক কাজে জ্ঞাতসারে এবং অগোচরে আমাদের বিন্দু দেহ হইতে বাহিব হইয়া যাইতেছে। সেইজন্য যোগিগণ প্রাণায়াম প্রভাবে বিন্দুকে সুদৃঢ় করিয়া ঊর্দ্ধমুখী করিয়া রাখেন এবং দেহে অবরোধে সক্ষম হন। ঊর্দ্ধরেতার তাৎপর্য্যও তাহাই। কথিত আছে যে, এই রস জারিত হইয়া (Internal distillation) মাথায় সহস্রার কমলে অমৃতরূপে সঞ্চিত হইতেছে। আবার নাথ-যোগীবৃন্দ প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু ও অগ্নির সাহায্যে উহাকে জারিত করিয়া অমৃতে পরিণত করেন এবং সহস্রারে সঞ্চিত করেন। উহার পান, বিশেষ পরিচালন এবং সিঞ্চন দ্বারা দেহকে সঞ্জীবিত, জ্যোতির্ম্ময়, রোগমুক্ত ও সূক্ষ্মতা সম্পাদন করিয়া অমরত্বদান সাধনা। গোরক্ষবিজয়ে এবং হাড়মালায় এ বিষয়ের উল্লেখ আছে ঃ—

'চাপ তিন তিহড়ি উড়িয়া যাউক ধূয়া।
আনল জ্বালহ গুরু স্থির কর কায়া॥'
'আকাশের অরুন্ধতি অভয়ারে জানি।
আকাশে থাকিয়া হস্তী পাতালে তোলে পানি॥'

—গোরক্ষবিজয়

আকাশের অরুন্ধতি—সহস্রার পদ্মে ওঁ॥ হস্তী-যোগী। পাতালে—পাতাল হইতে অর্থাৎ মূলাধার সন্নিহিত রসাধার বা শুক্রাধার হইতে। যোগীর মন মাথায় আজ্ঞাপদ্মমূলে অবস্থিত থাকিয়া হস্তী যেরূপ শুণ্ড দ্বারা জলকে উত্তোলিত করে সেইরূপ সুষুম্না নাড়ীপথে অধঃস্থিত রসাধার হইতে প্রাণায়াম দ্বারা রসকে ঊর্দ্ধে উঠাইয়া সহস্রার পদ্মমূলে অমৃতাধার পূর্ণ করিবে এবং উহা দ্বারা কায়া ও মন পরিপ্লুত করিয়া চিন্ময়ত্ব দান করিবে। মনকে সর্ব্বদা মাথায় সহস্রারে অবস্থিত ওঁকারে যুক্ত করিয়া রাখিবেন। এই তাৎপর্য্য

'ঊর্দ্ধ মুখে যায় বায়ু মাথে করি চন্দ্র।
চন্দ্র ভেদি যায় যথা আকাশের চন্দ্র॥'

—হাড়মালা, প্রাণায়াম-ধ্যান প্রসঙ্গ

এই পদদ্বয়ের ও গোরক্ষবিজয়ের উল্লিখিত পদসমূহের অর্থ সম্পূর্ণ একরূপ। বায়ু, মূলাধার সন্নিহিত রসধারাকে শীর্ষে বহন করিয়া ঊর্দ্ধমুখে যায় এবং মাথায় সহস্রার পদ্মমূলে যোনিস্থিত অমৃতাধারে উহা সঞ্চিত করে। যোগী সেই অমৃতধারায় অভিষিক্ত হইয়া এবং সেই অমৃতপানে অমর দিব্যদেহ লাভ করেন। প্রথম চন্দ্ররস। চন্দ্রভেদি ষটচক্র ভেদ করিয়া। আকাশের চন্দ্র-সহস্রার পদ্মমূলে যোনিস্থিত চন্দ্র, যে স্থান হইতে সর্ব্বদা সুধা ক্ষরিত হইতেছে। এই তাৎপর্য্য। মধ্যযুগের বিভিন্ন সাধক সম্প্রদায় এই বায়ু এবং রসের সাধনায় নানা উপায়ে দেহকে জীবন্মুক্ত করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বময় অমর সিদ্ধদেহে পরিণত করিয়াছেন। ক্রমশঃ তাহা আলোচনা করিব। 'রসের' শক্তি অপরিসীম। তান্ত্রিক সাধকবৃন্দ (বৌদ্ধ, কৌল এবং সহজিয়া) নিজদেহে নরনারীর মিলিত সত্ত্বার (বিন্দু ও বজের সংমিশ্রণের) সমন্বয় সাধন দ্বারা দিব্য-দেহ লাভের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। চন্দ্রসাধন (গ) তে তাহা বর্ণনা করিয়াছি।

বৈদিক যুগে সোমরস ও অন্যান্য ওষধি প্রয়োগে ঋষিগণ দেহেব ক্ষয়-নিরোধ দ্বারা উহাকে সঞ্জীবিত ও অক্ষয় রাখিতেন। মাণ্ডব্যাদি ঋষি 'ওষধি-সিদ্ধ' বলিয়া শাস্ত্রে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। বৌদ্ধযুগে পারদ গন্ধক প্রভৃতি ধাতব পদার্থেব অপূর্ব্ব রাসায়নিক সংমিশ্রণ ও উহাব প্রয়োগ দ্বারা দেহকে অক্ষয়-অমর এবং চিন্ময় রাখার বিধিব্যবস্থাব প্রচলন ছিল। নাগার্জ্জুন, দত্তাত্রেয়, গোরক্ষ প্রমুখ এইরূপ রসসিদ্ধ ছিলেন। পারদের অপর নাম 'রস', উহা মৃত্যুঞ্জয়ী। বাবস্থানুযায়ী জাবিত পারদ গ্রহণে দেহে শুক্র স্তম্ভিত হয়, উহা নিরোগ থাকে ও দিব্যদেহ লাভ হয় এবং পার্থিব কোন পদার্থ ই সেই দেহে বিকার আনিতে পারে না। সুশ্রুতের কল্পচিকিৎসাও এই রসচিকিৎসা। রসেশ্বর সিদ্ধাগণের বিবরণ সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে উল্লেখ আছে। বিবিধ উপায়ে উপবি উক্ত রস-প্রয়োগ দ্বারা দেহের চিন্ময়ত্ব সাধন করিলেও মনো-সাধনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কাবণ, দেহ যতই অক্ষয়-অমর, ভাস্বর, দোষহীন এবং নির্ম্মল হউক না কেন মনোসংযম, ব্রহ্মজ্ঞান এবং ধ্যানে মনকে সর্ব্বদা তন্ময় না রাখিলে যে কোন মুহূর্ত্তে পতন হইতে পাবে। মন চঞ্চল হইলে বায়ু ও তৎসহ বিন্দুর ক্ষয় অনিবার্য্য, কারণ মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি। যদি উহা সর্ব্বদা বিষয় ও কামিনীতে আসক্ত থাকে তবে উপরি উক্ত মূল উপাদান—বায়ু এবং রস বিনাশ প্রাপ্ত হইবেই। এইজন্য নাথযোগী সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় সংযম, ওঙ্কার সাধন, ব্রহ্মজ্ঞান ও ধ্যানে মনকে ব্রহ্মময় ও অন্তর্মুখী রাখিতেন এবং কেহ বা ওঙ্কার শূন্যব্রহ্মে মনোলয়ে ব্রহ্মত্ব লাভ করিতেন। ব্রহ্মধ্যান বিভ্রান্তির জন্য কতিপয় নাথসিদ্ধার পতন-কাহিনী নাথ-সাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছে। বায়ু-রস ও মনকে অবরুদ্ধ করিয়া সিদ্ধ দেহলাভে অমরত্ব প্রাপ্তি এবং ওঙ্কারসাধনে ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিব উপায় হাড়মালায় বর্ণিত হইয়াছে।

মধ্যযুগে বিভিন্ন সাধক সম্প্রদায় এই জীবিতদেহে সিদ্ধলোক ও ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্তির সাধন-সন্ধান আপনাদের সাধনাব পারিভাষিক—সাঙ্কেতিক ভাষায়, গানে, পদমাধুর্য্যে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাই ঐ সমস্ত সাধনার সাহিত্য। বৈষ্ণবের 'ভাবদেহও' কায়া এবং মনোসাধনার ফল। বৈষ্ণব-কবিতাসমূহে তাহার রসবিন্যাস আছে। গুরুর উপদেশে সাধক প্রথমে 'নাম' আশ্রয় করিবেন। তাহার পর নামাশ্রিত ঐ 'রূপের' ধ্যান, মনন, ভজন

কীর্ত্তন দ্বারা 'ভাবাশ্রিত' হইবেন। অনুক্ষণ হৃদয়বৃন্দাবনে সেই গুরুপ্রদত্ত চিন্ময় যুগলরূপের ভাবলীলা ও রূপচিন্তনে সাধকের মনে প্রেমের উদয় হয়। ইহা প্রেমাশ্রয়। মঞ্জরী-অনুগত হইয়া প্রকৃতির ভাব লইয়া সর্ব্বদা চিন্ময়তনু 'কিশোরকিশোরীর' রূপধ্যানে, সেবায়, লীলাদর্শনে যে প্রেমের সঞ্চার হয় তাহা হইতে রস জন্মে। যুগলরূপে রস-প্রেমই সাধ্য এবং পরম পুরুষার্থ। সেই বৃন্দাবনে সেই রূপ সেই জ্যোতির্ম্ময় পরিবেশে চিন্ময় যুগলের নিত্যলীলা চলিতেছে। সাধক জন্মজন্মান্তর এই নিত্যলীলা-সহচর হইবেন, ইহাই কাম্য। ধীরে ধীরে এই ভাব-সাধনায় সাধক দেহ বৃন্দাবনে নিত্যলীলা-সহচর হইয়া দিব্যদেহ লাভ করেন।

বাঙ্গালা এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নাথযোগী এক সম্প্রদায় আছেন। বঙ্গদেশে যোগীদের তিন শ্রেণী—যোগী, জাতযোগী এবং সন্ন্যাসী-যোগী। সন্ন্যাসী-যোগী এ প্রদেশে বিরল। যাঁহারা বংশপরম্পরায় নাথ তাঁহাদের 'বিন্দুজ' এবং নাথগুরুর মন্ত্রদীক্ষিত সন্তানদের 'নাদজ' নাথ বলে। এই নাথ সম্প্রদায় জীবিত দেহেই অমরত্ব এবং ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারিতেন। সেই সাধন-সন্ধান হাড়মালায় হরগৌরীর প্রশ্নোত্তরে সংক্ষেপে কিন্তু সমগ্র ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ হাড়মালায় 'চন্দ্রসাধনে' (রসসাধনে) সিদ্ধদেহে 'সিদ্ধাপদ প্রাপ্তি' দ্বারা অমরত্ব লাভের উপায় আলোচিত হইয়াছে, তাহার পর ওঙ্কার-ব্রহ্মে মনোলয়ে 'ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির' পথনির্দ্দেশ আছে। ইহাকে 'নাথনিরঞ্জন পদ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

অমরত্বলাভ অর্থে যোগাগ্নি, বায়ু ও রসদ্বারা মলপূর্ণ অপক্কদেহকে পক্ক যোগদেহে পরিণত করা। নাথমতে কায়াশুদ্ধ না হইলে সাধনভজন বৃথা। তন্ত্রে যেরূপ কর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হইয়াছে, নাথ-সাধনায়ও তাহাই। দেহের সাধনাই আত্মার সাধনা।

আমাদের দেহ ও মন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ, বিবিধ কামনা-বাসনা বেদনাময়। ইহাদের দ্বারা সাধন ভজন চলে না। সুতরাং দেহ ও চিত্তশোধন প্রয়োজন। বিবিধ যৌগিক প্রক্রিয়াই এই অবিশুদ্ধ স্থূল দেহের পরিবর্ত্তনে বিশুদ্ধ, অমর যোগদেহ লাভ ঘটে। এইরূপ দেহ সূক্ষ্ম, চিন্ময়, অজর ও

কালজয়ী ; পঞ্চভূতের ক্ষয়কারী প্রভাব মুক্ত, ভাস্বর, দোষহীন ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বাসনা-হীন। ইহার ক্লান্তি নাই, ভ্রান্তি নাই, মোহ নাই, মায়া নাই, বন্ধন নাই, রোগ নাই, অবসাদ নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই ; ইহা নিত্য চৈতন্য-আনন্দময়। বিভিন্ন সাধক সম্প্রদায় এইরূপ দেহকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। সিদ্ধ সাধক মতে এইরূপ বিশুদ্ধ পক্কদেহকে জীবন্মুক্ত বলা হইয়াছে।

মৃত্যু হইতে অব্যাহতি জীবন্মুক্তি। এই সংসারে জীবিত থাকিয়াও যোগী নির্লিপ্ত এবং অমর। তিনি এইরূপ শুদ্ধদেহ লইয়া ত্রিলোকে বিচরণ করেন এবং ইহাকে লইয়াই স্বেচ্ছায় সিদ্ধলোকে প্রয়াণ করিতে পারেন। যোগীর এইরূপ সিদ্ধদেহের দেহপাত হয় না। ইহা বায়ু ও রস দ্বারা সঞ্জীবিত থাকে। মতান্তরে এইরূপ দেহের লয় সাধন যোগীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। মধ্যযুগের বিভিন্ন সাধক সম্প্রদায়ের মতে এইরূপ মলহীন শুদ্ধদেহকে সূক্ষ্ম, লিঙ্গ, মহাকারণ, নির্ম্মাণচিত্ত বা নির্ম্মাণকায়, হংসদেহ, প্রণবতনু, রসময়ী তনু কহে। ইহা ব্যতীত আরও বিভিন্ন আখ্যায় এই দিব্যদেহকে অলঙ্কৃত করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ এইরূপ নির্ম্মল দেহে যোগী মনকে ওঙ্কারে যুক্ত করিয়া রাখেন। ইহা মুক্ত-আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ও নির্লিপ্ত। ওঙ্কার বিস্মৃতি বা বিষয়াসক্তিহেতু এইরূপ যোগদেহের পতন ঘটে।

ডাঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় এবং ডাঃ কল্যাণী মল্লিক তাঁহাদের নাথধর্ম্ম আলোচনায় এইরূপ পক্ক 'যোগদেহকে' সিদ্ধদেহ এবং দিব্যদেহ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

তাহাদের পার্থক্য এইরূপ—'জীবন্মুক্ত সিদ্ধা জাগতিক কল্যাণকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন ; এইরূপ সিদ্ধদেহের তেজঃ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের ফলে উহার আরও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় এবং দিব্যদেহ লাভ ঘটে। প্রথমে বিন্দুতে স্থিতি দ্বারা সিদ্ধদেহ লাভ হয়। ইহাকে বৈন্দব দেহ বলে। পরে ইহার প্রসার দ্বারা দিব্যদেহ লাভ হয়। তন্ত্রে ইহাকে শাক্তদেহ বা জ্ঞানতনু-ও বলে। জীবন্মুক্তের শুদ্ধমায়ার সিদ্ধদেহ ক্রমশঃ পরামুক্তের মহামায়ার দিব্যদেহে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধদেহ এবং দিব্যদেহে বিশেষ পার্থক্য নাই। শুদ্ধ-মার্গেই এই ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে'।

হাড়মালায় সোমরস দ্বারা সিদ্ধদেহে অমরত্ব লাভের সাধন-সন্ধান প্রথমে কথিত হইয়াছে; তাহার পর পৃথকভাবে ওঙ্কার-শূন্য-ব্রহ্মে মনোলয়ে ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তির উপায় বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং তত্ত্ব যেমন দুইটি, উহার সাধন-ও দুই প্রকার। অনন্য নিরপেক্ষ না হইলে-ও উভয় সাধনাই বিশেষ ভাবে দেহের ও মনের। প্রথমে হঠযোগ, তাহার পর জ্ঞানযোগ (রাজযোগ) উভয়ই আচরণীয় এবং তাহা দ্বারা যাহা লভ্য তাহাই নাথ নিরঞ্জনপদ। জ্ঞানযোগ-রাজযোগ দ্বারা পূর্ণজ্ঞান বা মহাজ্ঞান লাভ হয়, তবে তাহার পূর্ব্বে হঠযোগ দ্বারা মল, কামনা-বাসনামোহান্ধ জড়দেহের বিশুদ্ধি-সম্পাদন কর্ত্তব্য অন্যথা'র জ্ঞানের ভিত্তিভূমির মালিন্য অপসারিত হয় না। দেহ ও মন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সংযুক্ত থাকায় উভয়েরই পরিশোধন বিধেয় নতুবা একের সংস্কার ও ক্লেদ অন্যকে প্রভাবিত করে। এই জন্য সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মসাধনে দেহ ও মনের পবিত্রতা সম্পাদনের বিধান আছে। সুতরাং জ্ঞান ধারণের বা উহার স্থায়িত্বের জন্য কায়া এবং মনোসাধনের উপদেশ নাথ-সাহিত্যে বিরল নহে।

হাড়মালায় নাথধর্ম্ম সাধনের যে পরিপূর্ণ এবং সমগ্ররূপ কথিত হইয়াছে, বর্ত্তমানে তাহা আলোচ্য। প্রথমে হরগৌরীর প্রশ্নোত্তরে চন্দ্রসাধন (রস-অমৃত সাধন) দ্বারা অমর দেহ-লাভে সিদ্ধাপদ প্রাপ্তি এবং তাহার পর ওঙ্কার দ্বারা মনোসাধনে ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির তথ্য প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতেছি।

সিদ্ধদেহে জীবন্মুক্তির উদ্দেশ্য জন্ম মৃত্যুর আবর্ত্তে দুঃখময় পশুজীবন হইতে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার লাভ। কথিত হইয়াছে যে, এইরূপ দেহলাভে পুনর্জন্ম হয় না। মতান্তরে পুনর্জন্ম অথবা স্থূলদেহ ধারণ যোগীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এইরূপ যোগদেহে অষ্টসিদ্ধি লাভ-ঈশিত্ব, অণিমা, লঘিমা, মহিমা প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, যত্রকামাবসায়িত্ব-ঐশ্বর্য্যলাভ হয়। ইচ্ছামত অণু, মহান্ লঘু হওয়া, দূরবর্ত্তী দ্রব্যের স্পর্শ বা লাভ, ভৌতিক পদার্থকে বশীভূত করা, ইচ্ছার সর্ব্বপ্রকার পরিপূর্ণত্ব প্রভৃতি সিদ্ধিলাভ ঘটে। যথা দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, জাতিস্মরতা, লোকাতীত শক্তিলাভ, শত্রু বশীভূত করা, পরচিত্তজ্ঞান, পরকায় প্রবেশ, মনোবেগে যথেচ্ছগমন, ইচ্ছামত রূপধারণ, ইচ্ছামৃত্যু, অলঙ্ঘ্য আজ্ঞা, ত্রিকালজ্ঞতা, অপরাজেয়, অপরের ইষ্টানিষ্ট সাধন, মারণ, স্তম্ভন, বশীকরণ, আকর্ষণ, রোগহরণ, কবিত্ব শক্তি

লাভ, শোক-মোহ-ক্ষুধাতৃষ্ণা-মুক্তি, কায়ব্যূহসৃষ্টি, দীর্ঘায়ুলাভ অজরত্ব প্রভৃতি প্রাপ্তি হয়। কিন্তু এই সমস্ত বিভূতিলাভ যোগীর মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। প্রকৃত লক্ষ্য, চিন্ময়দেহে শূন্য-ব্রহ্মে লয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগে, * নাথ সাহিত্যের গোরক্ষ বিজয়, গোপীচাঁদের সন্ন্যাস প্রভৃতি গ্রন্থে মীননাথ, জালন্ধরী-পা, কানু-পা, গোরক্ষনাথ প্রমুখ

---

* আমাদের দেশে ইংরাজ শাসনের পূর্ব্ব পর্যান্ত পল্লীই ছিল বাঙ্গালীর জীবন। সেখানে যে সঙ্গীত-সাহিত্য প্রচলিত ছিল তাহাই তৎকালের আনন্দ-সম্পদ ও সাহিত্য। বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধকবৃন্দের সাধন বিষয়ে বিবিধ পদগাথা, ভজন-সঙ্গীত, কবি, হাফ আখড়াই, তর্জা, পাট-আলকাপ (রাধাকৃষ্ণ-বিরহ সঙ্গীত), ঢোলী, খেউর, মনসা-মঙ্গল, দুর্গা-মঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল, পদকীর্ত্তন, বন্ধ-মঙ্গল, ধর্ম্ম-মঙ্গল, যাত্রা, ভাট গান, গাজীর গান, চাকপাট, প্রসঙ্গ কথা, 'কেচ্ছা' কথকতা, বিবিধ মাঝি সঙ্গীত, বাউল, মারফতী প্রভৃতি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। গৃহস্বামী কোন প্রকার মঙ্গল-অনুষ্ঠানে, 'গাইনাকে' আহ্বান করিয়া আসর জমাইয়া 'পালা-গানের' আয়োজন করিতেন। তাহাতে পল্লীবাসিগণ যোগদান করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে, ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে, বিবিধ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে তাহার আলোচনা আছে। ইংরাজ শাসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাহিত্য বলিতে পদ্য-সাহিত্যই বুঝাইত। গদ্য সাহিত্য রচনার ধারণা লোকের ছিল না বলিলেই চলে। আদি ও মধ্য যুগের এই এক বৈশিষ্ট্য। তাহার পর আদি ও মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল ধর্ম্ম বিষয়ক। 'ধর্ম্ম' বলিতে বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, লৌকিক দেব-দেবী এবং ঘটনা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মনে করি। বিবিধ সাধনার সাম্প্রদায়িক আলো-আঁধারি ভাব ও ভাষায় পদ সাহিত্যে রস সৃষ্টি ছিল অন্যতম বিশেষত্ব। বৌদ্ধগান ও দোহায়, বৈষ্ণব-সহজিয়া সাহিত্যে, বৈষ্ণব-কবিতায় বিশেষভাবে চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদ সমূহে, নাথ সাহিত্যে এবং মঙ্গলকাব্যের স্থান বিশেষে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। জানা ও অজানার আনন্দ এই সাহিত্যের রস। সত্য তথ্যটি কবিতায় অন্তর্নিহিত কিন্তু ভাষার বৈচিত্র্যে উহাকে প্রচ্ছন্ন রাখার প্রয়াস লক্ষণীয়। প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত হইল।

বৌদ্ধগান ও দোহায়ঃ—

(ক) টালত মোর ঘর নাহি পরবেশী।

হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥

নাথ সিদ্ধাদের এইরূপ বিভূতি লাভে ঐশ্বর্য্যের বিলাস এবং কাহারও বা গুরুর বিস্মৃতিতে ও বিষয়মোহে অধঃপতনের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। ইহার শেষভাগে 'কাহিনী' অংশে তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল।

বেঙ্গ সাপ সম বাঢ়িল জাই।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামাই॥
বলদ বি-আ-এল গবি আ বাঁঝে।
পীঢা দুহি অই এ তিন সাঁঝে॥
জোসো বুধি সোহি নিবুধী।
জোসো চোর সোহি সাধী॥
নিতি নিতি বি-আলা সিহে সম জুঝই।
ঢেণ্টন পা-এর গীত বিরলে বুঝই॥

আমার ঘর টলিতেছে, প্রতিবেশী নাই। হাঁড়িতে ভাত নাই, নিত্য অবসন্ন। ভেক সাপের সঙ্গে বর্দ্ধিত হইল। দোগ্ধ দুধ কি বাঁটে প্রবেশ করে? বলদ বিয়াইল, গরু বঞ্ঝা, এ তিন-সন্ধ্যায় বাঁশের চোঙ্গায় (?) দুগ্ধ দোহে। যেরূপ বুদ্ধি সেরূপ বুঝ। যে চোর সে সাধু। প্রত্যহ শৃগাল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে, ঢেণ্টন গীত পারে বিরলে বুঝ। ঢেনটন পাদ। রস-আচরণ ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। সাধক সাধিকার পরস্পরের রস সাধনে যে একতন্ময়তা লাভে দিব্য-দেহ ও আনন্দলাভ হয়, ইহা সেই সাধনার ইঙ্গিত। 'বস্তু' গ্রহণ কিন্তু পাতন নহে কারণ দোগ্ধ দুধ বাহিরে আসিলে তাহা আর বাঁটে প্রবেশ করে না। যে অপরের সুধা গ্রহণ করে সে চোর আবার সেই সিদ্ধ সাধু। স্ত্রী ও পুরুষ, সিংহ ও শৃগাল স্বরূপ। বাণ যুদ্ধে উভয়ের 'সমুদ্র' ঘনীভূত হইয়া গুলী-মিশ্রিরূপে পরিণত হয় ও আনন্দলাভ ঘটে। কিন্তু তাহা সাধন-সাপেক্ষ। বলদ বিয়াইল কিন্তু গরু বাঞ্ঝা। সাধক টলিয়াছে কিন্তু সাধিকা অটল, এই তাৎপর্য্য। ইহার সঙ্গে 'মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা তার নাম কর্ত্তাভজা'— এই পদ তুলনীয়। রসের অন্তর্সাধন এই তত্ত্ব।

পাঠান্তর।

রাগ পটমঞ্জরী—ঢেণ্টণপাদানাম্।

(ক) টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী ১।
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ ২ সংসার ২ বড়হিল জাঅ।

৩ (ক) চন্দ্রসাধন—নাথযোগী।

(হাড়মালা)

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যতপ্রকার জীবজন্তু আছে তাহাদের জীবন শ্বাস-প্রশ্বাসের সমষ্টি। শ্বাস গ্রহণকালে বায়ু জীবদেহ পরিপোষণ করিতেছে আবার প্রশ্বাসের সময়ে দেহ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। যদি বায়ু, দেহে অবরোধ করা যায়, তবে এই ক্ষয় নিরোধ হয় এবং জীব দীর্ঘ দিন জীবিত থাকিতে সক্ষম হয়, এমন কি মৃত্যু তখন ইচ্ছাধীন হয়। 'তথা প্রাণে স্থিতে দেহে মরণং নৈব জায়তে' ইত্যাদি। এই প্রাণ অমৃত স্বরূপ।

তুহিল তুধু কি বেণ্টে ষামাঅ ৩ ॥
বলদ বিআঅল ৪ গবিআ বাঁঝে।
পিটা তুহি এ ৫ এ তিনা সাঁঝে ॥
জো সো বুধী শোধ নিবুধী।
জো ষো ৬ চোর ৭ সোই সাধী ॥
নিতি নিতি ষিআলা ৮ ষিহে ৯ ষম ১০ জুঝাঅ।
ঢেণ্টণপাএর গীত বিরলে [illegible]াঅ ॥

(১) পড়বেৰী; ২-(২) বেঙ্গস সাপ; (৩) সমাঅ; (৪) বিআএল; (৫) তুহিঅই; (৬) সো, (৭) চৌর; (৮) সিআলা; (৯) সিহে; (১০) সম।

(খ) এতকাল হউঁ অছিলেঁ স্বমোহেঁ। এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরু বোহেঁ॥ এবেঁ চি-অ রা-অ মকুঁন ঠা। গ-অন সমুদে টলিআ পইঠা॥ পেথমি দহ দিহ সব্বহি শূন। চি-অ বিহুন্নে পাপ ন পুণ॥ বাজুলেঁ দিল মো লকথ্ ভনিআ। মই অহারিল গ-অণত পনিআ। ভাদে ভণই অভাগে হইলা। চি অরা অমই আহার ক এলা॥ ভাদেপাদ। এতকাল আমি নিজ মোহে ছিলাম। এখন আমি সদ্‌গুরুর উপদেশে বুঝিলাম। এখন চিত্তরাজ আমার একস্থানে নাই। উহা গগণ সমুদ্রে টলিয়া প্রবিষ্ট হইল। দশদিক শূন্য দেখি, চিত্তবিহনে পাপ না পুণ্য? বজ্রকুলে আমাকে লক্ষণ বলিয়া দিল। আমি গগণে পানি (অমৃত) আহার করিলাম। ভাদে বলে, আমি অ-ভাগ হইলাম। ভাদে পাদ। উল্টা সাধনে মন বায়ুসহ উর্দ্ধে সুষুম্নাপথে প্রবেশ করিলে, যে-সমস্ত অনুভূতি হয়—শূন্যবোধ, অমৃত আস্বাদন, সে সম্বন্ধে কথিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত পদে যেরূপ নরনারীর মিলিত সত্ত্বা দিব্যদেহ এবং আনন্দ লাভের কারণ; এ পদে স্বদেহেই সহস্রার-পদ্মস্থিত অমৃত আস্বাদনে সে অনুভূতি-প্রাপ্তির নির্দ্দেশ আছে। এই পদ সমূহে সাধনার যে ইঙ্গিত আছে তাহা নাথ সম্প্রদায়ের সাধনার সঙ্গে প্রায় একরূপ।

দেহের এই ক্ষয় রহিত করার উপায় প্রাণায়াম-সাধন। জীবদেহে ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইয়া রসরূপে নাভিদেশে সঞ্চিত হইয়া সমস্ত দেহে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। বায়ু এবং অগ্নি এই রসকে পরিশোধিত এবং জারিত (distilled) করিয়া শিরে সহস্রার-পদ্মের নিম্নে ত্রিকোণাকার যোনিতে সারাংশ অমৃতরূপে সঞ্চয় করিতেছে। **'It is held in practical yoga that the quaintessence of the visible body is distilled in the form of Soma or nectar or Amrita and is reposited in the moon in the Shahasrar.' Obscure Religious Cults as Back ground of Bengali Literature, P-275.**

(গ) ভবনির্ব্বাণে পড়হ মাদলা। মন-পবন বেনি করন্ত কশালা॥ জঅ জঅ দুন্দুহি নাদ উছলি আঁ। কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলি আ॥ ডোম্বী বিবাহিয়া অহারিউ জাম। জউতুকে কি অ আনুতু ধাম॥ অহনিশি সুর অপসঙ্গে জাই। জোগিনী জালে রজনী পোহাই॥ ডোম্বী এর সঙ্গে জো জোই রত্তো। খনই ন ছাড় অ সহজ উন্মত্তো॥ ভবনির্ব্বাণ পটহ মাদল হইল। মন-পবন দুই করন্ত কশা-া (বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ) হইল। জয় জয় দুন্দুভির শব্দ উত্থিত হইল। কানু ডুমুনী-বিবাহে চলিল। ডুমুনীকে বিবাহ করিয়া (কুণ্ডলিনীর সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া) কানু জন্ম খাইয়া ফেলিল। অনুত্তর ধর্ম্ম যৌতুক করিল। অহর্নিশ সুরত প্রসঙ্গে যে যোগী রত, সে সহজ-উন্মত্ত, এক মুহূর্ত্ত ও তাহা ছাড়ে না। অহর্নিশ সুরত-প্রসঙ্গে যায়। যোগিনী জালে (শক্তির সাধনায়) রজনী পোহায়। 'কানুপাদ'। প্রাণ ও অপান বায়ুর সম্মিলিত প্রবাহ উর্দ্ধ মুখে সুষুম্নাপথে যায়, তখন নানাবিধ শব্দের সৃষ্টি হয়। তন্ত্রমতে কুণ্ডলিনীর সঙ্গ-প্রাপ্তি ঘটিলে পুনর্জন্ম হয় না। উক্তসাধনে পবনের সঙ্গে মন উর্দ্ধ মুখে সুষুম্নাপথে প্রবেশ করিয়া পরমানন্দ লাভ করে।

রাগ মল্লারী—ভাদেপাদানাম্

(ঘ) এতকাল হাউ অচ্ছিলোঁ ১ স্বমোহে।
এবে মই বুঝিল সদ-গুরু বোহে॥
এবেঁ চিঅরাঅ মকু ২ ণঠা ৩।
গঅণসমুদে ৪ টলিআ পইঠা॥
পেখমি দহদিহ সব্বই ৫ শূণ।
চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুন্ন॥
বাজুলে দিল মোউ লকখ ৬ ভণিআ।
মই অহারিল গঅণত পসিআ ৭॥
ভাদে ভণই অভাগে লইআ ৮।
চিঅরাঅ মই অহার কএলা॥

পাঠান্তর:—(১) অচ্ছিলে; অচ্ছিল; (২) মোকু; (৩) ণ ঠা; (৪) গঅণসমুদে; (৫) সর্ব্বই; সব্বহি; ৬-(৬) মোহকখু; (৭) পণিআ; (৮) লইলা।

ইহা উল্লিখিত হইয়াছে যে আজ্ঞা-চক্র এবং মূলাধার-পদ্ম, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মিলন স্থান। আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধস্থিত সুষুম্নামুখে যোনি হইতে সেই অমৃত ক্ষরিত হইয়া ইড়ানাড়ী সহযোগে মন্দাকিনী ধারার ন্যায় আধার-পদ্মে আসিলে, সে স্থানে অবস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি উহা গ্রাস করেন। এইরূপে দেহের সারাংশ ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় এবং জীব, জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তে ঘুরিতেছে।

বিশ্বনিয়ন্তা এই দেহেই সৃষ্টি ও ধ্বংস উভয়েরই সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। যদি শ্বাস-প্রশ্বাস প্রাণায়াম দ্বারা আয়ত্ত হয়, তবে 'পিঙ্গলার বহা, ইড়ার বহাব' সঙ্গে যুক্ত হইয়া (প্রাণাপানের সংযোগে) শুধু সুষুম্নানাড়ীতেই বায়ুর

রাগ ভৈরবী—কৃষ্ণ (বজ্র) পাদানাম্

(৯) ভবনির্ব্বাণে পড়হ মাদলা।
মন পবন বেণি করণ্ডকশালা ১ ॥
জঅ জঅ দুন্দুহি নাদ উছলিআঁ ২।
কাহ্নু ডোম্বী—বিবাহে চলিআ ৩ ॥
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম ॥
অহণিসি সুরঅ-পসঙ্গে জাঅ।
জোইণি-জালে রঅণি ৪ পোহাঅ ॥
ডোম্বী এর সঙ্গে জো জোই রত্তো।
খণহ ন ছাড়অ সহজ-উন্মত্তো ॥

পাঠান্তর :—(১) করণ্ড কশালা; (২) উছলিলা, (৩) চলিলা: (৪) রএণি।

ইহার ভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা এইরূপ :—

'বিবাহের রূপক সাহায্যে এখানে পরমার্থ তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পদকর্ত্তা কৃষ্ণাচার্য অপরিশুদ্ধাবধূতিকা বা অবিদ্যারূপিনী ডোম্বীর প্রবাহ ভঙ্গ (অর্থাৎ তাহাকে বিবাহ) করিয়া কিরূপে পরিশুদ্ধাবধূতিকা ডোম্বীর সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাহাই এই পদে বর্ণনীয় বিষয়। নৈরাত্মা দেবীর দ্বিবিধ রূপের পরিকল্পনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।' স্বদেহে অমৃতপানের আভাব ইহাতে লক্ষণীয়। যোগারূঢ় ব্যক্তির বিভিন্ন অনুভূতি এই সমস্ত পদের প্রতিপাদ্য বিষয়। বৌদ্ধ সহজ-সিদ্ধাচার্যাদের রচিত পদ সমূহের মধ্যে কানু পাদের পদ সমূহ সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। তত্ত্বের দিক বিচারে এ পদগাথার তুলনা নাই।

কার্য্য চলিতে থাকে এবং তাহা দ্বারা অমৃত প্রবাহ অক্ষুণ্ণ হইয়া সমস্ত দেহ সঞ্জীবিত হয়। আবার অমৃত ঊর্দ্ধবাহী হইয়া সহস্রারে রক্ষিত হয়। উহার প্রয়োগে দেহ পরিশোধিত হইয়া সূক্ষ্মতা লাভ করে। বলাবাহুল্য যে বায়ুর ঊর্দ্ধচাপেই এই কাজ সাধ্য *। তন্ত্রমতে বায়ুই কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া ঊর্দ্ধে সহস্রারে শিবের সঙ্গে যুক্ত করে। এইরূপে অমৃতাভিষিক্ত হইয়া জীব অমরত্বলাভ করে, ক্ষয় বন্ধ হয় এবং 'কায়ারক্ষা' হয়। ইহাই শিবশক্তির মিলন †।

---

* এই প্রসঙ্গে হাড়মালায় প্রাণায়াম ও ধ্যান-তত্ত্ব উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মরন্ধ্রে যে সহস্রদল পদ্ম আছে, তাহার নিম্নভাগে দ্বাদশদল কমলের কন্দস্থিত ত্রিকোণাকার যোনিমণ্ডল, তাহাতে চন্দ্রমণ্ডলে অমৃত বিরাজমান। ঐ যোনিমণ্ডলকে সুষুম্নাবিবরের ঊর্দ্ধ প্রান্তভাগ বলা যায়। ঐ যোনিদ্বারা ত্রিকোণাকারে সর্ব্বদা অমৃত ক্ষরিত হইতেছে। চন্দ্রদেব ইড়ানাড়ীতে অমৃত বর্ষন করিতেছে। শিব-সং-৫ম পটল। † বিন্দুর্বিধুময়ো জ্ঞেয়ো রজঃ সূর্য্যময়স্তথা। উভয়োর্মেলনং কার্য্যং স্বশরীরে প্রযত্নতঃ॥ ঐ ৪র্থ পটল, ৮৬। অহং বিন্দুরজঃ শক্তিরুভয়োর্মেলনং যদা। যোগিনাং সাধনবতাং ভবেদ্দিব্যং বপুস্তদা॥ ৮৭। মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ। তস্মাদতি-প্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণম্॥ ৮৮। বিন্দু চন্দ্রমা এবং রজঃ রবি স্বরূপ; অতএব যত্নপূর্ব্বক নিজ শরীরে রবি-শশীর মিলন করা যোগীর বিধেয়। আমি বিন্দু স্বরূপ এবং রজঃ শক্তি-স্বরূপ; সুতরাং যখন সাধনরত যোগীর শরীরে এইরূপ শিবশক্তির মিলন হয় তখন তাহার দিব্যশরীর হইয়া থাকে। মতান্তরে কথিত আছে যে, শিবশক্তি তথা চন্দ্রসূর্য্য, শুক্র ও রজঃ স্বরূপ। বীজভূত মহারজঃ সিন্দুর সদৃশ। ইহা রবি স্থানে অবস্থিত আছে। চন্দ্রমণ্ডলে মহাশুক্র আছে। অতিশয় শক্তিশালী বায়ু দ্বারা যখন রজঃ প্রেরিত হয় তখন উহা বিন্দুর সহিত মিলিত হইয়া যায়। এইরূপে উভয়ের মিলন হইলে দিব্যশরীর প্রাপ্তি হয়। বিন্দুপতন মৃত্যুর কারণ এবং বিন্দু-ধারণই অমরত্বের কারণ। এই জন্যই সাধকবৃন্দ অতি যত্ন সহকারে বিন্দুধারণ করিয়া থাকেন। সহজিয়া মতে নায়ক-নায়িকার এবং তান্ত্রিক সাধনায় পুরুষ-প্রকৃতির মিলিত 'বস্তু' —বিন্দু ও রজঃ, উল্টা-সাধন বলে উভয়কেই দিব্যদেহ লাভের সহায়তা করে।

অন্নের চারিপ্রকার যে রস সঞ্জাত হয়, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত। এই তিন ভাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সারতম ভাগ লিঙ্গ দেহের পরিপোষক হয়। মধ্যম সার অংশ রক্ত-ধাতুময় স্থূল শরীর পরিপুষ্ট করে। তৃতীয় অসার ভাগ সপ্তধাতু মধ্য হইতে বাহির হইয়া মলমূত্রাদিরূপে নির্গত হইয়া যায়। প্রথম সারভাগ দুইটি, সমস্ত নাড়ী, উভয় শরীর, ও আপাদমস্তক দেহস্থিত সকল বায়ুকে পোষণ করে। শিব-সং-১ম পটল। বিন্দু বা তাহার সার অমৃত দ্বারা অমরত্ব লাভ যোগীর কাম্য।

হাড়মালা—হাড়মালায় মহাদেব গৌরীকে প্রথমে নাথসিদ্ধাপদ-প্রাপ্তির উপদেশ প্রদান করেন। 'প্রাণায়াম সাধনে' তাহার উল্লেখ আছে।

হাড়মালা আলোচনায় দেখিতে পাই, দেবীর প্রশ্নে মহাদেব প্রথমেই অমরত্ব-লাভের সাধন-সন্ধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে, সর্ব্বদা ব্রহ্মজ্ঞান-ভাবনা, সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান, ক্ষমা, দান, সত্য-আচরণ, সকলকে প্রতিপালন করিতে হইবে। কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুকে জয় করিতে হইবে। তাহার পর তিনি অনাদি-নিধন অর্থাৎ নাথগণের উপাস্য-দেবতার পরিচয় দিতেছেন। তিনি নিরাকার, আবার নবীন মেঘেতে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভা-বিশিষ্ট। তাঁহাকে সাধনায় লাভ করিতে হইবে।

(ঘ) নাড়ি শক্তি দিট ধরি অ' খট্টে। অনহা ডমরু বাজ এ বীর নাদে॥ কাহ্ন কাপালী যোগী পইঠ আচারে॥ দেহ-ন-অরী বিহর এ একারে॥ আলি কালী ঘণ্টা নেউর চরণে। রবি শশী কুণ্ডল কিউ আভরণে॥ রাগ দ্বেষ মোহ লাই অ ছার। পরম মোখ লব এ মুক্তি হার॥ মারি শাসু ননদ ঘরে শালী। মাঅ মারি-আ কাহ্ন ভইঅ কবালী॥ কানুপাদ। কানু নাড়ী-শক্তি রূপ খট্টাঙ্গ দড় করিয়া ধরিল। অনাহত ডমরু (ওঁ ধ্বনি), বীর নাদে বাজে। কাহ্ন কাপালী, যোগী-আচারে প্রবেশ করিল। সে দেহ-নগরীতে একাকার করিয়া বিহার করে। তাহার চরণে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ ঘণ্টা নূপুর। সে রবি-শশী (অপান ও প্রাণবায়ু) কুণ্ডল আভরণ করিল। রাগ দ্বেষ মোহের ছাই লইয়া সে পরম মোক্ষরূপ মুক্তাগার লাভ করিল। ঘরে শাশুড়ী, ননদ, শালীকে মারিয়া, মাকে মারিয়া কানু, কাপালী হইল। এই পদ, নাথ ধর্ম্ম আচরণের সঙ্গে সমতুল্য। যে যোগী ইচ্ছানুরূপ শশী রবিকে অর্থাৎ প্রাণ ও অপান বায়ুকে এবং রসের সঙ্গে মহারসের (অমৃতের) সংযোগ সাধন করিতে পারেন ; তাহাদের সুষুম্নাপথে উর্দ্ধবাহী করিতে পারেন, ওঙ্কারে মন যুক্ত করিয়া রাখিতে পারেন তাঁহার মুক্তি করতল গত। কাম-ক্রোধ প্রভৃতি রিপুকে পরাজিত করিয়া, অধোশক্তি—মাকে মারিয়া (তন্ত্রমতে, কুণ্ডলিনীর সহস্রারে শিবের সহিত লয়-সাধন), সমরস লাভে, যোগী কানু কাপালী হইল। এই তাৎপর্য্য।

ইহার অন্য পাঠ ও ব্যাখ্যা এইরূপ : —

(ঘ) রাগ পটমঞ্জরী—কৃষ্ণাচার্যপাদানাম্।

নাড়ি-শক্তি দিঢ ১ ধরিঅ খট্টে। ২

অনহা ডমরু বাজই ৩ বীরনাদে ৪ ॥

সৃষ্টিতত্ত্ব—তাঁহার মহিমা আলোচনার পর তিনি দেবীর নিকটে অনাদি-নিরঞ্জন হইতে কিরূপে সৃষ্টির বিকাশ হইল সে তথ্য অলোচনা করিতেছেন।

সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে নিরঞ্জন-ব্রহ্ম মূল ছাড়িয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন অকস্মাৎ 'অনাদি' জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি জন্মলাভের পর অন্য কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া অহঙ্কারে মত্ত হইলেন এবং 'আমিই সৃষ্টি-কর্ত্তা' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন নিরঞ্জন-ব্রহ্ম (অনাদি-নিধন), বলিলেন যে তিনি এই মাত্র অনাদিকে সৃষ্টি করিয়া অদৃশ্য আছেন, তিনি এত অহঙ্কার করিতেছেন কেন? তখন অনাদি প্রশ্ন করিলেন যে তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা কে এবং তাহার রূপ কি প্রকার। অনাদি-নাথ তদুত্তরে বলিলেন যে তাঁহার রূপ-রেখা কিছুই নাই, তিনি অনাদির গুরু। তিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত, শূন্যে অবস্থান করেন এবং শূন্যই তাঁহার ধ্যান। যেহেতু অনাদি এত দর্পিত হইয়া নিজেই সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া চীৎকার করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার দেহ-পাত হইবে এবং বহু কষ্টে অনাদি যে সংসার সৃজন করিবেন, প্রলয়কালে অনাদি-নিধনই তাহা ধ্বংস করিবেন। এই কথা বলিয়া ঈশ্বর অন্তর্হিত হইলে বা ধ্যান করিলে, শিবশক্তি জন্মলাভ করিলেন এবং তাহার পর অন্যান্য দেবতা—বিষ্ণু, ব্রহ্মা, অনাদিকুমার, সরস্বতী প্রভৃতি আবির্ভূত হইলেন।

কাহ্ন কপালী যোগী পইঠ আচারে।
দেহ-নঅরী বিহরই ৫ একাকারে ৬॥
আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রবিশশী কুণ্ডল কিউ আভরণে॥
রাগ দেষ মোহ লইআ ৭ ছার।
পরম মোখ লবএ মুত্তাহার ৮॥
মারিঅ শাসু নণন্দ ঘরে শালী।
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইল কবালী॥

(১) দিট; (২) থাটে; (৩) বাজএ; (৪) নাটে; (৫) বিহরএ, (৬) একারে, (৭) লাইঅ; (৮) মুত্তিহার।

এই পদে যোগাচার অবলম্বন করিয়া কাপালিক হইবার উপায় নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

তাৎপর্য্য এই, নিরাকার অবস্থাই বিশ্বের আদিরূপ। তাহা হইতে 'সাকারের' আবির্ভাব হইয়াছে। অন্যান্য পুরাণেও বিশ্বের আদি অবস্থা শূন্য, জলপূর্ণ বা অন্ধকারাচ্ছন্ন এই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। অনাদি-নিরঞ্জন নিরাকার শূন্য স্বরূপ, বিশ্বের একমাত্র অধিকারী, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।' তাহার পর আর কেহ নাই।

অপর এক তত্ত্ব এখানে দেখা যায়। নিরঞ্জন-ব্রহ্ম অনাদিকে 'ধর্ম্মরূপ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি নিজে শূন্য-ধ্যানে নিযুক্ত থাকেন এই কথাও বলিয়াছেন।

ধর্ম্মরূপ তুমি হও আমি যে গোসাঞি। রূপরেখা কিছু মোর নাহি কোন ঠাঁই॥ শূন্যেতে থাকিয়া আমি শূন্য ধ্যায়ান। সর্ব্বত্র ব্যাপক আমি ইথে নাহি আন॥ ঝাড়মালা—৭ পৃঃ। এই সৃষ্টি তত্ত্বের সঙ্গে শূন্য-পুরাণের সৃষ্টি-পত্তনের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, সমস্তই অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল! 'নহি রেক, নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্। রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥

মনঃ-সংযম যে যোগসিদ্ধির উপায় সে বিষয়ে একটি পদ এইরূপ :—

(৫) নিসি আন্ধারী মুসার চারা। অমি অ ভখই মুসা করই আহারা॥ মাররে জোই আ মুসা-পবনা। জেন তুটই অবণা গবণা॥ ভব বিন্দারই মুসা খণই গাতো। চঞ্চল মুসা কলি আঁ নাশক থাতো॥ কালা মুসা উহ ন বাণ। গ-অণে উঠি চরই অমন ধান॥ তাবসে সো উঞ্চল পাঞ্চল। সদগুরু বোহে করিহ সো নিচ্চল॥ জবে মুসা এর চাবা তুটই। ভুসুকু ভণই তবে বন্ধন ফিটই॥ ভুসুকু। তত্ত্ব এই—অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হইলে, রিপুর তাড়নায় মনের অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় যেরূপ আঁধার রজনীতে মূষিক আহারের জন্য চারিদিকে ছুটাছুটি করে। অমৃত ভক্ষণই মন-মূষিকের প্রকৃত আহার। হে যোগি! যাহাতে আনাগোনা (জন্মমৃত্যু) বন্ধ হয়, সেই জন্য মন-পবনকে নিঃশেষ কর অর্থাৎ মহাশূন্যে লয় কর। মন-মূষিক সংসার বিদীর্ণ করতঃ গর্ত্তের (মোহ-গর্ত্ত) সৃষ্টি করে। অস্থির মন আত্মার অনিষ্টকারী। একনিষ্ঠ মন, বর্ণ (ওঙ্কার) ভাবনা ছাড়ে না। সে সুষুম্না রন্ধ্রগত আকাশে উঠিয়া আমন অর্থাৎ শূন্য-ধ্যানে চড়িয়া বেড়ায়। তাহাকে সদ্‌গুরুর উপদেশে নিশ্চল না-করা পর্য্যন্ত সে উঠানামা করে। যখন মনের বাসনা-জনিত ছুটাছুটি দূর হইবে, ভুসুকু বলেন তখনই তাহার বন্ধন ছিন্ন হইবে।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে বৌদ্ধগান ও দোহা, বোধি-চর্য্যাবতার প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থসমূহের পদ, ভাষা এবং ভাব প্রভৃতি তত্ত্ব বিচারে, ইহাদের বাঙ্গালা-সাহিত্যের আদিযুগের উপাদান বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ। মেরু মন্দার নহি ছিল ন ছিল কৈলাস ॥.........পৈরাগ মাধব নহি কি করিবু বিচার। সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকার ॥......শূন্যতে ভরমন পরভুর সূন্যে করি ভর। কাহারে জন্মাব পরভু ভাবে মা-আধর ॥ শূণ্য-পুরাণ—১—৪ পৃঃ। গোরক্ষবিজয়ে-ও অনুরূপ বর্ণনা আছে। শূন্য পুরাণ-ভূমিকায় লিপিবদ্ধ আছে যে, 'বৌদ্ধ ও শৈবধর্ম্মের সংমিশ্রণে নাথধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। শূন্য-পুরাণের ধর্ম্ম বা নিরঞ্জন আদিবুদ্ধের সমান বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ শূন্যপুরাণের ধর্ম্ম, বিশেষতঃ নাথধর্ম্মের অনাদ্য বা অনাদি, নেপালী বৌদ্ধমতের আদিধর্ম্ম ও কারণ্ডব্যূহের অবলোকিতেশ্বরের তুল্য এবং শূন্যপুরাণের প্রভু বা নাথসাহিত্যের প্রভু করতার, নেপালী বৌদ্ধ মতের মহাশূন্য ও কারণ্ডব্যূহের আদি বুদ্ধের তুল্য'। 'বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির যুগে বাঙ্গালা দেশে প্রচ্ছন্নরূপে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত ছিল তাহার পরিচয় ধর্ম্মমঙ্গল সাহিত্যে

রাগ বরাড়ী—ভুসুকুপাদানাম্।

(৫) পাঠান্তর :—

নিসি ১ অন্ধারী মুসা ২ আচারা ২।
অমিঅ-ভখঅ মুসা করঅ আহারা ৩॥
মাররে জোইআ মুসা-পবণা।
জেণ ৪ তুটঅ অবণা-গবণা॥
ভব বিন্দারঅ মুসা খণঅ গাতি ৫।
চঞ্চল-মুসা কলিআ নাশক থাতী॥
কাল ৬ মুসা উহ ৭ ণ ৭ বাণ।
গঅণে উঠি করঅ ৮ অমিঅ ৯ পাণ ৯॥
তাব ১০ সে ১০ মুসা উঞ্চল-পাঞ্চল।
সদ্গুরু-বোহে করহ ১১ সো নিচ্চল॥
জবে মুসাএর ১২ আচার ১২ তুটঅ।
ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ॥

পাঠান্তর :—(১) নিসিঅ; ২-(২) মুসার চারা; মুসা অচারা; (৩) অহারা; (৪) জেণ; (৫) গাতী; (৬) কলা; কালা; ৭-(৭) উহণ; (৮) চরঅ; ৯-(৯) অমণ ধাণ; ১০-(১০) তরসে; (১১) করিহ; ১২-(১২) মুষা এর চা; মুসা অচার।

এবং শূন্যপুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। মূল বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে শূন্যপুরাণ বা ধর্ম্মপুরাণের ধর্ম্মপূজার বিশেষ সাদৃশ্য নাই। কতকগুলি লৌকিক আচার ও ধর্ম্মমত নিয়া ধর্ম্মপূজা-বিধানের সৃষ্টি।' পূর্ব্ববঙ্গে এই সমস্ত আচার ও ধর্ম্মের পাটকে 'ঢাকপাট' বলে। চৈত্র-বৈশাখে গাজনের সঙ্গে পাটের (ধর্ম্মের বা শিবের আসন) পূজা ও বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। 'এই নিরঞ্জনের কল্পনা ও সৃষ্টিতত্ত্ব ভিন্ন ধর্ম্মপূজায় অন্য কোন বৌদ্ধপ্রভাব দেখা যায় না। নাথ সাহিত্যে ও ধর্ম্মে এই নিরঞ্জন ও সৃষ্টিতত্ত্ব অনেকটা শূন্যপুরাণের মতই তবে নাথপন্থের সঙ্গে যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধমতের সম্পর্ক যত বেশী ধর্ম্মপূজার সহিত সেরূপ নাই।' 'নাথপন্থ যে বৌদ্ধ মন্ত্রযান হইতে উদ্ভূত সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।' 'মহাযানের শূন্য, নাথসাহিত্যে-ও সুপরিচিত।' ''এই নিরঞ্জনের কল্পনায় বৌদ্ধদের শূন্যবাদ ও আদিবুদ্ধমতের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়। 'নিরঞ্জন—শূন্যমূর্ত্তি', 'নির্ব্বাণ শূন্য', 'শূন্যরূপ।'' 'এই শূন্য প্রভুরই অপর নাম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম স্বয়ং বুদ্ধ।' শূন্যপুরাণ ভূমিকা—৩—১১, ১০৫ পৃঃ।

এই চর্য্যাতে প্রথমতঃ চঞ্চল চিত্তের বিশেষত্ব বর্ণিত হইয়াছে, পরে বলা হইয়াছে যে, চিত্তের চঞ্চলতা দূরীভূত হইলেই ভববন্ধন লোপ পায়। উপমাটি এইরূপ—অন্ধকার রজনীতে যেমন চঞ্চল মূষিক যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া বিবিধ মিষ্টদ্রব্য আহার করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে, সেইরূপ চঞ্চলচিত্ত জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত না হইলে রূপাদি বিষয় সমূহে সতত বিচরণ করিয়া যোগিচিত্তজ স্বাভাবিক অমৃতধারা আহার বা নষ্ট করিয়া ফেলে। অতএব যোগীর পক্ষে পবনের ন্যায় সতত চঞ্চল চিত্তমূষিককে মারা উচিত, যেন তাহার সংসার চক্রে যাতায়ত রূপ বিচরণ লোপ পায়।

মধ্যযুগের বৈষ্ণব-সাহিত্যের একটি সাধনতত্ত্ব এইরূপ ঃ—

(চ) ভক্তিলতা উর্দ্ধরেতা দ্বিবিধ করণ। অন্তর বাহিরে ইহার দুইত সাধন॥ বাহ্যে শ্রবণ, স্মরণ, মনন, নাম-সংকীর্ত্তন। মনে নিজ দেহ যজে প্রেমজলে সিঞ্চন॥ প্রেমজলে সিঞ্চন করিলে বীজের অঙ্কুর হয়। ভক্তিলতা যুগল পাতা শাখা বাড়ি যায়॥ ব্রহ্মাণ্ড বিরজা পার পরো ব্যোম ধাম। চতুর্দ্দল, ষডদল, অষ্টদল নাম। অষ্টদল নাভি-মূলে শাখা বাড়ি যাবে। দ্বাদশ দল ষোড়শ দল ভেদ করি তবে॥ তদুপরি গোলক-পুরি শ্বেতদ্বীপ নাম: গোলকপুরী গোলাকার বৃন্দাবন ধাম। দ্বিদল প্রফুল্ল কমল ললাট-পঙ্কজে। পরমেশ্বর অধিষ্ঠাতা তথাই বিরাজে॥ শতদলে নিতাস্তলে জীব সূক্ষ্ম গতি। ভক্তিলতা ·উর্দ্ধরেতা সাধক থেয়াতী॥ সহস্রদল কোঁড়া কমল (বিশেষ ফোটা নহে) সবার মস্তকে। কদলি পুষ্পের সম অধোমুখে থাকে॥ শতদল

হাড়মালায় বর্ণিত 'আদি-অনাদিনাথ' যেরূপ শূন্যেতে থাকিয়া শূন্য ধ্যান করেন, শূন্য-পুরাণের প্রভুও সেইরূপ শূন্যে অধিষ্ঠিত হইয়া শূন্য-ধ্যানে নিযুক্ত থাকেন। হাড়মালায় আদি-অনাদিনাথ বা নিরঞ্জনের ইচ্ছায় অনাদি বা অনাগু জন্মগ্রহণ করেন। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে 'প্রভুর' দেহ হইতে 'ধর্ম্ম-নিরঞ্জনের' উদ্ভব এবং ধর্ম্ম হইতে আদ্যা-শক্তি এবং আদ্যা-শক্তি হইতে ব্রহ্মাদির উৎপত্তি। হাড়মালায় আদি-অনাদিনাথ বা ঈশ্বর বা নিরঞ্জনের—ইচ্ছাতে বা ধ্যানে শিবশক্তি ও অন্যান্য দেবতার সৃষ্টি। এই পার্থক্য ; অর্থাৎ আদি-অনাদিনাথ হইতেই বা তাঁহার ইচ্ছাতেই অন্যান্য দেবতা ও ভূতাত্মার সৃষ্টি। এখানে তিনি প্রমাণ করিতেছেন যে, তিনিই সকলের প্রভু 'He is Lord of all and of Himself.' তাঁহার প্রভু বা তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার কেহ নাই। সৃষ্টি-কার্য্যে তিনি নিজেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। অনাদিকে বলিতেছেন—'মোহিত করিয়া করহ অহঙ্কার। সিদ্ধি নাহি হউক পিণ্ড পড়ুক তোমার ॥ সংসার সৃজিবে তুমি বড় দুঃখ পাইয়া। তাক সংহারিব মুই প্রলয় হইয়া ॥ ই বলিয়া ঈশ্বর করিলা যে ধেয়ান। হেনকালে হরগৌরী হইলা অধিষ্ঠান' ॥ হাড়মালা—৭ পৃঃ।

প্রফুল্ল কমল, সহস্রদল কোঁড়া। অধোমুখ উর্দ্ধমুখ দুই সখ যোড়া ॥ ইড়া ধাতু পিঙ্গলা ধাতু নিক্তির তোল। তোলানামা উপাসনা সুষুম্নাতে মূল ॥ মূল ধরি সাধন করে রসিক মহাজনে। শতদল সহস্রদল করয়ে মিলনে ॥ শতদল প্রফুল্লকমল বাড়িবে শোষণে। সহস্রদল কোঁড়া কমল বাড়িবে স্তম্ভনে ॥ শোষণ স্তম্ভন বিষম ভাজন অধোউর্দ্ধকোঁড়া। নাভি পদে শোষণ বাজ, স্তম্ভনে গ্রীবা মোড়া ॥ গ্রীবা মোড়া প্রফুল্ল কোঁড়া স্পর্শে কমল ফোটে। শতদলের ভক্তিলতা সহস্রদলে উঠে ॥ উঠানামা দক্ষিণে বামা শোষণ মোহন যোগে। উদুটু নর্ত্তন করে সুষুম্না মধ্যভাগে ॥ সুষুম্না সুস্থিরা গতি বায়ু স্থির করে। উপাসনা তোলানামা সহজেতে সারে ॥ স্থায়ী স্থিতি বিলাস রতি একার্ণব হয়। শতদল হইতে বস্তু (বস্তু—রস, রতি) সহস্রদলে যায় ॥ শতদল সহস্রদল নিত্যের প্রচার। গোলক ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥ গোলক-বৃন্দাবনের ভক্তিলতা আলম্বন। কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষ করে আরোহণ ॥ চতুর্দ্দল ষড়দল জীবত্ব করণ। ষড়দল অষ্টদল প্রবর্ত্ত লক্ষণ ॥ অষ্টদল শতদল সাধক খেয়াতী। শতদল সহস্রদল নাম সিদ্ধরতি ॥ ভক্তজনে লোচন ভণে কইলে কেবা শুনে। বোবাই যেমন দেখে স্বপন থাকে মনে মনে ॥ মুর্শিদাবাদ-বড়ঞার নৃত্যগোপাল মণ্ডলের হস্তলিখিত পুঁথি হইতে সংগৃহীত। এই পদসমূহে সঙ্খেপে বৈধী এবং রাগমার্গের সাধন ; প্রবর্ত্ত, সাধক, সিদ্ধ-স্তর ; এবং পঞ্চবাণ-সাধনের সন্ধান বর্ণিত হইয়াছে।

শূন্যপুরাণের প্রভু, প্রভাস্বর জ্যোতির্ম্ময়, এই জন্য তাঁহাকে ধবলবর্ণ বলা হইয়াছে। এই ধবলবর্ণ শূন্যের সাকার মূর্ত্তি, শিব-স্বরূপ। হাড়মালায়-ও দেখি শূন্য নিরঞ্জন জ্যোতির্ম্ময়। 'লীলায়ে সকল সৃষ্টি করয়ে সৃজন। জ্যোতির্ম্ময় নিরঞ্জন অনাদি-কারণ'। হাড়মালা—৬পৃঃ। আবার শূন্যপুরাণের প্রভু শূন্যে ভ্রমণ করেন এবং তাঁহার কোন আকার নাই। 'উলুকের পৃষ্ঠে প্রভু বৈসে জোগ-ধেআনে। চৌদ্দ যুগ গেল পরভুর এক বস্তু-জ্ঞানে।' ১৩পৃঃ। তিনিও প্রথমে একাই ছিলেন। 'সুন্যেত বেড়াঅন পরভু কারও নহি পান লাগ।' শূন্য পু-৫পৃঃ।

তাহার পর প্রভুর ইচ্ছায় তাঁহার দেহ হইতেই নিরঞ্জন-ধর্ম্ম জন্মিলেন। তাহার পর উল্লকাদির সৃষ্টি হইল। হাড়মালায়-ও, আদি-অনাদিনাথের কোন আকার নাই এবং আদিতে তিনি একাই 'মূলে' ছিলেন। 'নাহি স্থূল নাহি সূক্ষ্ম নাহি তান্ কায। অতিশয় বিলক্ষণ লক্ষণ না যায়॥ কেহ পর নাহি তান্ সকল দেহে সেই। সর্ব্বশাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বিচারে না পাই॥' হাড়মালা ৫পৃঃ। এই জন্য হাড়মালা ও শূন্যপুরাণের শূন্য সাধকের নিকটে দুইরূপে প্রকাশিত হন,—নিরঞ্জন ও ধর্ম্ম। নিরঞ্জন ভাবরূপ শূন্য মূর্ত্তি; ধর্ম্ম-সাকার। নিরাকার শূন্য-প্রাপ্তিই হাড়মালায় বর্ণিত সাধনা। তবে হাড়মালায় বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বে বিশেষত্ব এই যে, নির্গুণ ব্রহ্মের সমস্ত উপাধি ও সর্ব্বব্যাপিত্ব বিষয়ে বেদান্তের ব্রহ্ম এবং আদি অনাদিনাথের বা নিরঞ্জনের বর্ণনা প্রায় একরূপ।

(ছ) বৈষ্ণব-সহজিয়ার স্থ'একটি পদগাথা এইরূপ :—

কাম কাম বলি সবাই বলয়ে না জানে কামের মর্ম্ম। কাম না বুঝিয়া, সামান্যে মজিয়া; আচরে সহজ ধর্ম্ম॥ কাম কাম বলি, জগতে বলয়ে ধ্বনি। সামান্য জনে কি চিনিতে পারয়ে-রজত কাঞ্চন মণি॥ যারে কাম বলি— দেহে করে কেলি; নবীন মদন-গুরু। জগত সকল-কামেতে বিকল; কাম সে বড়তরু॥ পুরুষ-প্রকৃতি, কামেতে উৎপত্তি; কামেতে সবার জন্ম। পশু-পক্ষী সব-কামেতে উদ্ভব; কামেতে সবার কর্ম্ম॥··· ···········কহে নরোত্তম, অকৈতব প্রেম অনায়াসে মিলে তায়॥ মণীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কৃত, সহজিয়া সাহিত্য। কাম,—পুরুষ-প্রকৃতির অপূর্ণত্ব, বাসনা, কুণ্ডলিনী, কর্ম্ম, রস। এই পদে কামের বিশেষ অর্থ, রস। নরনারীর অপূর্ণত্ব-বাসনা হইতে কর্ম্মের সৃষ্টি এবং কর্ম্ম হইতে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্ত-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

শূন্যপুরাণের ভূমিকায় আরও লিখিত আছে যে, ধর্ম্মপুরাণের দেবতাখণ্ডের ধর্ম্মশাস্ত্রে গৌতমীয় শূন্যবাদ, সাঙ্খ্যের পুরুষ-প্রকৃতি, বেদান্তের মায়াবাদ, প্রভৃতি সকল ধর্ম্মতত্ত্বের সমন্বয়ে এক মতবাদ গঠিত হইয়া হিন্দুমতের লৌকিক অনুষ্ঠান সমূহ মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। বজ্রযান, সহজযান, যোগী ও নাথ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের সহিত এই ধর্ম্মের সংস্পর্শ ছিল। ইহার আভাস সৃষ্টি খণ্ডের আখ্যান ও প্রহেলিকা হইতে পাওয়া যায়। শূন্যবাদের মূল ঋক্‌বেদের নাসদীয় সূক্তে পাওয়া যায়। সৃষ্টি খণ্ডে দেখা যায়, 'কিছু না' হইতেই 'কিছুর' উৎপত্তি। সাধারণ ভাষায় বলিতে গেলে, প্রাচীন সাঙ্খ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির উপরে আধুনিক সাঙ্খ্য বা বেদান্তের পরমাত্মা বা ইচ্ছাশক্তিমান ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে।' এই ইচ্ছাশক্তিমান ঈশ্বরই আদি অনাদিনাথ বা প্রভু। তিনি শূন্যরূপ। তাঁহার ইচ্ছায় অনাদি এবং শিব-শক্তি, ধর্ম্মপুরাণের নিরঞ্জন-রূপ পুরুষ ও মহামায়ারূপ প্রকৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। নাথ-সাহিত্যের এবং ধর্ম্মপুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের এই তথ্য। শূন্য-পু-ভূমিকা ৬১পৃঃ, তুলনীয়।

ধর্ম্মের যেরূপ হাত পা চোখ নাই, অনাদি-ও জন্মলাভের পর কাহাকেও দেখিতে পান নাই। 'জন্মিয়া অনাদি দেও না দেখিলা কেউ। আপনাকে আপনি বলে মুঞি বড দেও॥' হাড়মালা—৭পৃঃ। অনাদির দেহ-পাত বিষয়ে আবার আর এক তত্ত্ব আছে। 'মোহিত করিয়া করহ অহঙ্কার। সিদ্ধি নাহি হউক পিণ্ড পড়ুক তোমার'॥

এক ব্রহ্ম জড়রূপ হইয়া রসরূপে নরনারীর দেহে বর্ত্তমান থাকিয়া নানারূপ ও লীলা-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিতেছেন। উহাই বিন্দু এবং রজঃরূপে উভয়ে উভয়কে আকর্ষণে লীলা উপভোগ, কাম, প্রেম, জন্ম ও বিবিধ কর্ম্মের সৃষ্টি করিতেছে। উহার সাধনে—অপূর্ণত্বের তিরোধানে প্রেম জন্মে এবং অদ্বয়পরমার্থ—আনন্দ স্বরূপ লাভ হয়। ইহাদের পরস্পর মিলন, আকর্ষণ, অধঃ-উর্দ্ধপরিচালন দ্বারা দেহাভ্যন্তরে পুটপাককার্য্য চলিতে থাকে। ফলে, উহা শোধিত, জারিত ও ঘনীভূত হইয়া অমৃতে পরিণত হয় এবং প্রেম, একতন্ময়তা ও বিমলানন্দ অনুভূতি ঘটে। রসরতির অধোগতি এবং পাতনে জীবের সৃষ্টি ও মৃত্যু হয়।

(জ) বিষ খেয়ে যেবা জারিতে পারে। সেই সে সাধক রাগেতে তরে। সাধনে সাধক পক্কিত হয়। বিষ খেলে সেহো নাই বাচয়॥ বিষেতে অমৃতে একুই হয়। বিষ জারি করে অমৃতময়॥ এই পথে যেবা চলিতে পারে। বহুত আশ্রয় করণ ধরে। ....কোটিতে গুটিক সেই সে পাবে॥ সহজিয়া সাহিত্য—১৬পৃঃ।

হাড়মালা—৭পৃঃ। এই তত্ত্ব বর্ণিত হইতেছে :—

সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা ৩১শ—২য় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ বি ই অনাদি চরিত, হাড়মালা প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ মিলাইয়া নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। তাহা এইরূপ—প্রথমে অলেক্‌নাথ বা নিরঞ্জন গোঁসাই অনাদি ধর্ম্মনাথকে সৃষ্টি করেন। তাহার পর অলেকনাথের মুখামৃত হইতে স্থলের উদ্ভব হইল। অনাদিনাথ সেই স্থলের উপরে আসন করিয়া বসিলেন। তাহার পর অলেক্‌নাথ নিজের দেহের শক্তি হইতে কাকেতুকা দেবীকে সৃজন করিলেন। কাকেতুকা দেবী অনাদির পদাস্তর সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া গেলেন। তখন অলেকনাথ গঙ্গার সৃষ্টি করিলেন এবং অনাদির জটার মধ্যে তাহাকে স্থাপন করিলেন

(ঝ) নানাভাবে ভক্তগণ—হংস চক্রবাক্‌গণ; যাতে সবে করেন বিহার। কৃষ্ণকেলী সুমৃণাল যাহা পাই সর্ব্বকাল; ভক্ত হংস করয়ে আহার॥ শ্রী চৈ চাঃ। ইহার সহজ ব্যাখ্যা এইরূপ—কৃষ্ণকেলী সুমৃণাল—শৃঙ্গার মধুর। শৃঙ্গারেতে রসোৎপত্তি হয়ত প্রচুর॥ যাহা পাই সর্ব্বকাল—তার অর্থ শুন। চকমকি পাথরে যেমন হয়ত মিলন॥ ঝারিলে অগ্নির কণা উৎপত্তি সে হয়। দিনক্ষণ নাহি তাহা জানিহ নিশ্চয়॥ তেমতি শৃঙ্গার কৈলে রসের উৎপত্তি। তাহা পাই সর্ব্বকাল কবিরাজের উক্তি॥ হংস চক্রবাক করি যাহারে কহয়ে। তার অর্থ কহি শুন যে অর্থ লাগয়ে॥ হংস হয় রসিক—ভক্ত, রসতত্ত্ব জানে। ক্ষীর নীর বাছি খায় হংসের কারণে॥ তেমতি যে ভ···লি···হংস রাজ হয়। কাম প্রেম পৃথক করে শৃঙ্গার সময়। স্ব সুখী যে······ স্থানে করয়ে গমন। কামের কারণ সেই আগেতে স্খলন। পর সুখের সুখী কহি জ্ঞানের শৃঙ্গার। নায়িকাকে সুখ দিব মনে আশা তার। তাহাতে নায়িকার····· আগেতে টলিবে। সহজ না হয় তাতে বিঘটন হবে॥ বিলাস কালেতে রতি আগু পাছু যার। সহজ না হয় সেই হয় মতান্তর। কভু সুখবাদ হলে অপরাধ হবে। ব্রজপ্রাপ্তি নাহি যার বৃথাই জীবন। স্বর্গলভ্য হয় ইথে স্বশির করণ॥ স্বশির তব ছাড়ি যাহে কহিয়ে সন্ধান। একযোগে রতি রস করে আস্বাদন॥ রস আচরণ কহি ভ···রতি টলে। ভ···হয় হংসরাজ রতি যাহে কলে॥ সেই রসক্রীড়া পরে ভক্ত-হংসগণ। করয়ে ভক্ষণ তাহা জানি প্রাপ্তি ধন॥ নানাভাবে ভক্তগণ হংসচক্রবাক্। চকোর চন্দ্রসুধা আশে হয় দেহ পাক॥ হংসেতে বাচক করে বাচকের ধর্ম্ম। বাচকে না হয় কভু মানুষের কর্ম্ম॥ চক্রবাক্ কহি সেই চাঁদের সুধা খায়। চন্দ্রসুধা না পাইলে প্রাণে মরি যায়॥ যাতে যার রতি সেই তাহাই বিহরে। না হয় মানুষের ধর্ম্ম যায় ধামান্তরে॥ রসরতির পরিপাক, রক্ষণ, শোধন, ধারণ, এবং গ্রহণ দ্বারা অহৈতুকী প্রেমানন্দ লাভ এই সাধনার বিশেষত্ব।

এবং অন্তরীক্ষ হইতে ডাকিয়া অনাদিকে বলিলেন 'আদি দেবি স্বজিছি তুমার লাগি শক্তি। গঙ্গা দেবি স্বজিছি আদির অঙ্গে গতি॥ আদিয়ে অনাছিয়ে শৃষ্টি নির্ম্মিছি। দুয়ে মিলি শৃষ্টি কর আপনার ইছি॥' এইরূপে স্বষ্টির ভার অনাদির উপর অর্পণ করিয়া অলেক্‌নাথ চলিয়া গেলেন। তাঁহার দয়ায় কাকেতুকা দেবী (আদি দেবী) জীবিত হইলেন এবং আদি অনাদি মিলিয়া স্বষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে পাতাল ও বাসুকীর স্বষ্টি হইল এবং পাতালে বাসুকীকে স্থান দেওয়া হইল। উহার মস্তকের উপর (ফটের উপর) তিন কুল (ত্রিকোণ) পৃথিবী স্থাপন করা হইল। তাহার পর ধর্ম্মের মুষ্টির মধ্য হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহাদেব জন্মিলেন। তাঁহারা দেখিতেও পান না শুনিতে-ও পান না। এ অবস্থায় অস্থল ভিতরে এই তিন দেবতা পড়িয়া রহিলেন। অনাদি ছদ্মবেশে একে একে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের নিকটে উপস্থিত হইয়া রন্ধন-ভোজনের স্থানের জন্য 'আপোড়া' পৃথিবী চাহিলেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু প্রার্থীকে বিতাড়িত করিলে, শিব নিজের মাথার তিন জটায় রন্ধন-ভোজন করিতে বলিলেন। তাহাতে অনাদি সন্তুষ্ট হইয়া শিবকে দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি দান কবিলেন। শিব তাহা লাভ করিয়া বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে সে শক্তি লাভের উপায় বলিয়া দিলেন। তখন শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর গুরু হইলেন।

(এ) পঙ্ক, জল, পদ্ম, মূল, পত্র ফুল, সনি, বিন্দু। এই ষোল অক্ষর ছিল এক পূর্ণ সিন্ধু॥ এই মত এক দেহ আছিলেন পূর্ব্বে। এই মত এক দেহে দুই ছিল পূর্ব্বে॥ সুখ দুঃখ কারণেতে বিভাগ কবিল। অষ্ট অষ্ট অক্ষর করি বাটিয়া লইল॥ পঙ্ক জল পদ্ম মূল এই অষ্ট অক্ষর পুরুষ রাখিল। তোমার সঙ্গেতে আছে বিবরি কহিল॥·········এই দুই হইল দেখ প্রকৃতি পুরুষ। ইহা যেই বুঝে সেই হয়ত মানুষ॥ তবে সেই ষোল অক্ষরের কহি যে বিশেষ। স্ত্রিয়া পুংসা এক যোগেতে গুণেতে বিলাস॥ দোঁহে দোঁহা দেখিলে দোঁহাকার হয় ক্ষোভ। দোঁহে আস্বাদিতে দোঁহার হয় বড় লোভ॥ লোভ হইলে পঞ্চবাণ আকর্ষণ করে। অষ্ট অষ্ট ষোলাক্ষর রমি শোষে শৃঙ্গারে॥ অতএব জোর হঞা করি রমণ বিলাস। দেশ কাল পাত্র যাহে হইয়া বিশ্বাস॥ পঙ্ক, জল, পদ্ম, মূল, পত্র ফুল সনি বিন্দু এই ষোল অক্ষর। অষ্ট অষ্ট স্ত্রীয়া পুংসা করয়ে শৃঙ্গার॥ স্বতসিদ্ধ বাণগুণে স্বতসিদ্ধ ক্রিয়া। নবম অক্ষর পতি স্বভাব ধরিয়া॥ প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ ক্রমাশ্রিত হঞা। দোঁহে দোঁহা বাণগুণে নিবিড় রসাঞা॥ আগে যুক্ত ষোল অক্ষর ভ···লি···যোগে। অষ্ট অষ্ট স্ত্রীয়া পুংসা পূর্ব্বানুসার রাগে॥ অক্ষর স্বরূপ পদ্ম দোঁহার অন্তরে। দোঁহে এক হঞা তবে কৃষ্ণ সেবা করে।

হরগৌরী—রসব্রহ্ম বিলাস।

(নেপাল হইতে সংগৃহীত)

এই মত এক দেহে আছিলেন পূর্ব্বে।
এই মত এক দেহে দুই ছিল পূর্ব্বে॥
দোঁহে দোঁহা না দেখিলে দোঁহাকার হয় ক্ষোভ।
দোঁহে আস্বাদিতে দোঁহার হয় বহু লোভ॥

(৩৪ ও ৭৮ পৃঃ)

তাহার পর অনাদির আদেশে, শিব, গঙ্গা ও গৌরীকে বিবাহ করিলেন। তাহার পর তাঁহারা দক্ষিণ সমুদ্রের কূলে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাহাদের ছলনা করিবার জন্য অনাদি মড়া গরুর আকারে ভাসিতে ভাসিতে একে একে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ঘৃণায় পলাইয়া গেলে, শিব মৃতদেহ চিনিতে পারিয়া তাহার সৎকার করিলেন। অনাদিকে যখন দাহ করা হয়, তখন তাঁহার বিভিন্ন অংশ হইতে অষ্টসিদ্ধা ও নবনাথের উৎপত্তি হইল।

গোরক্ষবিজয়ের সৃষ্টি বিবরণে-ও লিখিত আছে যে, প্রথমে জলস্থল কিছুই ছিল না। সমস্তই অন্ধকার ছিল। তাহার পর পৃথিবী সৃষ্টি করিতে আদি বা আদ্য প্রভু, অনাদি বা অনাদ্যকে জন্মাইলেন। এই অনাদ্য ধর্ম্মদেব প্রথমে নিদ্রিত ছিলেন। পরে চৈতন্য পাইয়া কাছে ছায়ার লক্ষণ দেখেন। এই ছায়াই শক্তি। এই শক্তি বা প্রকৃতির আশ্রয়ে সৃষ্টি-কার্য্য আরম্ভ হইল। ধর্ম্মদেব এই ছায়াকে চাপিয়া ধরিয়া নখ দ্বারা বিদীর্ণ করেন। তাহা হইতে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, ধূয়া প্রভৃতি উৎপন্ন হইল। তাহার বক্ষে ক্ষিতি স্থাপিত হইল। সৃষ্টিকার্য্য অন্যের, তথা শক্তির সাহায্য ব্যতীত হয় না।

'প্রথমে আছিল প্রভু ন চিনি আপনা। জে জন আছিল সঙ্গে সে কৈল চেতনা॥ চৈতন্য পাইযা দেখে আপনা আকার। আকার দেখিয়া তান জন্মিল বিকার॥' ইত্যাদি। গোরক্ষবিজয়—সৃষ্টিপত্তন। তাহার পর ধর্ম্মের হুঙ্কারে ব্রহ্মা জন্মিলেন এবং মুখ হইতে বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিলেন আদ্য অনাদ্যরূপে দেখিয়া ঘর্ম্মাক্ত হইলেন। সে ঘর্ম্ম হইতে আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য প্রভৃতি উৎপন্ন হইল। গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে উল্লিখিত আছে যে, অনাদ্যের 'হাইম্' হইতে চণ্ডিকা এবং দেহের অন্যান্য অংশ হইতে শিব, মীননাথ, হাড়িপা প্রমুখ সিদ্ধা জন্মগ্রহণ করিলেন। কাহিনী অংশে, মীননাথের কাহিনীতে এই তথ্য বর্ণিত হইয়াছে এইরূপ পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী, সংস্কার, ধর্ম্মমত, বহুকাল প্রচলিত আচার, রীতিনীতি এবং কল্পনা হইতে বাঙ্গালা নাথসাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বের উদ্ভব।

প চাহে পঙ্ক আর পঙ্ক চাহে প। জ চাহে ল আর ল চাহে জ॥ প চাহে পদ্ম আর পদ্ম চাহে প। জ চাহে ল আর ল চাহে জ॥ প চাহে পদ্ম আর পদ্ম চাহে প। মৃ চাহে ল আর ল চাহে মৃ॥ প চাহে ত্র আর ত্র চাহে প। ফু চাহে ল আর ল চাহে ফু॥ স চাহে নি আর নি চাহে স। ধি চাহে আনন্দ আর আনন্দ চাহে ধি॥ ভ···চাহে লি···আর লি···চাহে ভ···।

এই সৃষ্টিতত্ত্ব সমূহের কাহিনী হইতে বুঝা যায় যে, যিনি পরম অর্থাৎ নাথধর্ম্মের আদি-অনাদিনাথ, ধর্ম্মপুরাণের প্রভু, তিনি প্রথমে 'মূলে' অবস্থান করিতেছিলেন। ইহা সৃষ্টির অব্যক্ত অবস্থা। এই অবস্থা আদি-অন্ত-মধ্যহীন, দ্বৈতাদ্বৈতবর্জ্জিত, সীমাহীন, কালাতীত, আকারহীন, ভাষাতীত অবস্থা। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয় এই যে, কেন এবং কি করিয়া তাঁহার এই সৃষ্টির ইচ্ছা হইল। যাঁহার ইচ্ছা নাই, ক্রিয়া নাই, আকার নাই, বিকার নাই, গুণ নাই, তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছা কেন হইল। 'মূল' ছাড়িয়া তিনি কেন চারিভিতে চাহিলেন। ইহার মীমাংসা কোথাও নাই। তাহার পর সৃষ্টির দ্বৈত অবস্থা। তাঁহার ইচ্ছায় অনাদি ও ধর্ম্মপুরাণের ধর্ম্মের উদ্ভব হইল। কিন্তু পুরুষ, প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত সৃষ্টি করিতে পারেন না। এই জন্য শক্তিদেবী, কাকেতুয়া দেবী, আদ্যা, প্রকৃতি বা ছায়ারূপিনী শক্তিদেবীর উৎপত্তি হইল।

সৃষ্টির তৃতীয় অবস্থায় দুই হইতে বিবিধ তত্ত্ব, বিভিন্ন দেবতা, স্থাবরজঙ্গমাদির সৃষ্টি হইল। হাড়মালায় ঈশ্বরের ধ্যান-প্রভাবে শিবশক্তি, হরিব্রহ্মা, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতা উদ্ভূত হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এক পঞ্চ হইয়া পঞ্চগুণ বিশিষ্ট পঞ্চভূতের বিকাশ হইল। তাহাদের বিভিন্ন অংশে পাঁচজন দেবতা উল্লিখিত হইয়াছে।

স্ত··· চাহে হস্ত·· আর হস্ত চাহে স্ত···॥ মুখ চাহে চু···আর চু···চাহে মুখ···। এই মত স্ত্রীয়া পুংসা শৃঙ্গার যোটনে। বাণ-যোগে গুণে করে রতির মিলনে॥ প্রথমেতে পঞ্চবাণ দোঁহে আকর্ষিবে। ভ···লি···দিয়া দোঁহে প্রবৃত্ত হইবে॥ ভ···গত লি···হইলে ঘোরে দোঁহে ভোর। স্থির গতায়াতে হইবে সাধক সুধীর। করিবে বিলাসপূর্ণ নবাক্ষর যোগে। সিদ্ধরূপ হইয়া সেই রতি ভোগে॥ এই মত প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ হইয়া। রসে নিষ্ঠা হইবে সাধক মর্য্যাদা স্থাপিয়া॥ হয়েছে গোপেন্দ্র রসব্রহ্মরূপং। ইত্যাদি। গোপেন্দ্র গরিষ্ঠ আদি সমগ্র হইয়া। হরে শব্দে হরে সর্ব্ব ক্রিয়া প্রকাশিয়া॥ সেই ক্রিয়া দ্বিবিধাঙ্গে লাবণ্যাশাতে। হরিলে সে দোঁহে এক ব্রহ্ম বিলাসেতে॥ ব্রহ্মরূপ রতি আর্ত্তি সতত রমণ। রতি আর্ত্তি রমণ শব্দে একই কথন॥ সতত গোপেন্দ্র মনে ক্রিয়াতে আবেশ। সদতহি কৃত্য শব্দে এই ব্রহ্মভাব॥ অতএব সেই ক্রিয়া ভক্তে লওয়াইল। তল্লব্ধ ভক্ত বলি তাহাতে কহিল॥ ইত্যাদি। মীড়াবাঈর কড়চা—৪র্থ উল্লাস। বাঙ্গালা দেশে এই প্রকার সহজ-সাধন বা রস-ব্রহ্মের সাধন বাংলার নিজস্ব সম্পদ এবং প্রাচ্য সভ্যতার অন্যতম অবদান।

নাথধর্ম্মের সৃষ্টিতত্ত্বে প্রথম অবস্থায় বেদান্ত ও শূন্যবাদ, দ্বিতীয়ে সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি এবং তৃতীয়ে পৌরাণিক তথ্য, বিবিধ লৌকিক আচার, মতবাদ, উপকথা ও প্রহেলিকাময় বিস্ময়কর কল্পনার প্রভাব রহিয়াছে। হাড়মালায় বেদান্ত, শূন্যবাদ, সাংখ্য, তন্ত্র, উপনিষদ, বিবিধ পুরাণ, সংহিতা ও যোগশাস্ত্রের প্রভাব রহিয়াছে। গ্রন্থভাগে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। উপকথা, লৌকিক কাহিনী ও কল্পনার প্রভাব ইহাতে বিশেষ নাই।

সৃষ্টিতত্ত্বের পর ইহাতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি, লয়, পঞ্চতত্ত্ব এবং পঞ্চীকরণ দ্বারা জীবদেহের গঠনতত্ত্ব আলোচনার পর নাড়ী-প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে।

পঞ্চতত্ত্ব—আকাশে জন্মিল বায়ু, বায়ু হতে রবি। রবিতে জন্মিল আপ্— আপেতে পৃথিবী॥ পৃথিবী মিশায় জল রবি শোষে। রবি নিবাইয়া বায়ু রহিব আকাশে॥ পঞ্চতত্ত্বে হয় সৃষ্টি পাছে হয় নীর। পঞ্চেতে অন্তক হয় নিরঞ্জন স্থির॥ পৃথিবী, আপ্, তেজ, বায়ু যে আকাশ। একজনে পঞ্চ হইয়া শরীরে করে বাস॥ পঞ্চীকরণে—দেহের চর্ম্ম, মাংস, শুক্র শোণিত, ক্ষুধা, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি যথাক্রমে মাটি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতের যে যে অংশে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা কথিত হইয়াছে। ক্ষিতির অংশে—অস্থি, চর্ম্ম, মাংস,…রোম পঞ্চজন। পৃথিবী হইল পঞ্চ শরীর কারণ॥ জলের অংশে—মল মূত্র, শুক্র রজঃ, মজ্জা কহি আর। আভেতে হইল পঞ্চ শরীর সঞ্চার॥ তেজের অংশে—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ক্লান্তি, আলস্য অন্তব। তেজে পঞ্চ ধরি বৈসে শরীর ভিতর॥ বায়ুর অংশে-ধাবণ, চালন, সঙ্কোচ, ক্ষেপণ, প্রসারণ ইত্যাদি। আকাশের ভাগে—ভয়, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা, পৈশুন্য অন্তব। আকাশে হইল পঞ্চ শরীর ভিতর॥ এইরূপে শরীর-নির্ণয় তত্ত্ব আলোচনার পর নাড়ী-নির্ণয় কথিত হইয়াছে।

ভাষার বিচিত্র বৈভবে, পদমাধুর্য্যে, বৈষ্ণব কবিতা-সমূহে এই আপোজ্যোতীরসোব্রহ্ম সাধনার যে রস ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অপূর্ব্ব। দক্ষিণ ভারতের সাধক ও ভক্ত কবি, রায় রামানন্দ এই সহজিয়া সাধন-তত্ত্ব অবগত ছিলেন। এই সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ৮ম পরিচ্ছেদ হইতে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত হইল। 'প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণ-রাধা প্রেম তত্ত্ব। শুনিতে চাহয়ে দোঁহার বিলাস মহত্ত্ব॥ রায় কহে কৃষ্ণ হয়েন ধীর ললিত। নিরন্তর কামক্রীড়া তাঁহার চরিত॥ রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে। কৈশোর বয়স

দেহে প্রথমতঃ বাহাত্তর হাজার নাড়ীর অবস্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ক্রমশঃ প্রধানরূপে চৌষট্টী ; চৌষট্টী হইতে পনরটি—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, চিত্রা, হস্তিজিহ্বা, অলম্বুষা, বারুণী, গান্ধারী, পূষা, কুহু, শঙ্খিনী, যশস্বিনী, পয়স্বিনী, সরস্বতী, বিশ্বোদরী ; পনরটি নাড়ীর মধ্যে—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রধানরূপে গণ্য হইয়াছে। সুষুম্নার মধ্যে চিত্রা প্রধানতম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'অব্যক্তা চিত্রা নাড়ী সুষুম্না অভ্যন্তরে। পঞ্চবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় বিদিত সংসারে॥' হাড়মালা—১৩পৃঃ। নাড়ীপথে বায়ু দেহে প্রবেশ করিয়া উহাকে কর্ম্মক্ষম করিতেছে। নাড়ী মলপূর্ণ থাকিলে, বায়ু-চলাচল ও বায়ু-সাধন (প্রাণায়াম) ব্যাহত হয়। এইজন্য সর্ব্বদা নাড়ী-শুদ্ধি প্রয়োজন। তাহার পর হাড়মালায় নাড়ী সমূহের উৎপত্তি, গতি এবং কার্য্য বিষয়ে আলোচনা আছে। 'গুদলিঙ্গ মধ্যে কলিকা ত্রিকুল নাম জানি। যোনীর মধ্যেতে বৈসে সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনী॥ জ্যোতির্ম্ময় কুণ্ডলিনী ত্রিকুল নাম তার। তাহাতে বৈসয়ে চন্দ্রসূর্য্য অগ্নিকার॥ এই মতে কুণ্ডলিনী বৈসয়ে তথায়। নাড়ী সব জন্মিল যথা শুনহ উপায়। ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা আর নাড়ী সুষুম্না। ত্রিকুলের মধ্যেতে জন্মিলা তিন জনা॥' হাড়মালা—১১পৃঃ। এ বিষয়ে গ্রন্থ ভাগে আলোচনা রহিয়াছে। বিবিধ তন্ত্রশাস্ত্রে নাড়ী-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ আছে।

সকল কৈল ক্রীড়া রঙ্গে॥'..'প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর। রায় কহে ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর। যেবা প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত এক হয়। তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥ এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল। প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥ পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল॥ না সো রমণ না হাম রমণী। দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি॥ এ সখি! সো সব প্রেম কাহিনী। কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥ না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন। দুঁহু কেরি মিলনে মধত পাঁচবাণ॥ অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী। সুপুরুখ প্রেমকি ঐছন রীতি॥ বর্দ্ধনরুদ্র নরাধিপমান। রামানন্দ রায় কবি ভাণ॥' প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত অর্থ, প্রেমক্রীড়ায় রমণ ও রমণী এই উভয়ের পরস্পর ভেদশূন্যতা অর্থাৎ উভয়ের অভেদভাবে কেবল যে বিলাসমাত্রৈকতন্ময়তা সেইটি প্রেমক্রীড়ার চরমাবস্থা।

ভারতীয় সাধনা প্রায় সমস্তই তন্ত্রের সাধনা। বিভিন্ন সাধনার প্রক্রিয়া ও তত্ত্ব তন্ত্রের বিষয়। যদিও বিভিন্ন তন্ত্রে সাধনার কথা ভিন্ন ভাবে লিখিত আছে কিন্তু মূলতঃ সকলের মধ্যে ঐক্য ও যোগসূত্র আছে। দ্বৈতবাদ আশ্রয়ে অদ্বয়-তত্ত্বে পৌঁছান তন্ত্রের সাধনা। ইহাই মধ্যযুগের প্রায়-সাধনার দর্শন এবং এই তত্ত্ব বিচারে সকলের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। সাধনার-ঐক্য অধ্যায়ে এ বিষয়ে উল্লেখ করিতেছি।

নাড়ী বর্ণনার পর পার্ব্বতীর প্রশ্নে শম্ভুনাথ পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। বিবিধ পুরাণ, সংহিতা ও যোগশাস্ত্রে, প্রাণতোষিণী তন্ত্রে, তন্ত্রসারে এই দেহকে 'পিণ্ডব্রহ্মাণ্ড' বলা হইয়াছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, এই দেহে-ও তাহা আছে। মেরুদণ্ডকে সুমেরু পর্ব্বতের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। উহাকে আশ্রয় করিয়া সপ্ত সমুদ্র, সপ্তদ্বীপ, নদনদী, শৈল, ক্ষেত্রপালগণ, ক্ষেত্রসমূহ, ঋষিসঙ্ঘ, মুনিবর্গ, নক্ষত্ররাজি, পুণ্যতীর্থাদি, ষটচক্র, বিভিন্ন পীঠস্থান ও নাড়ীসমূহ এবং তাহাদের দেবতা, চৌদ্দভুবন, শিবশক্তি, সৃষ্টিনাশকারী রবিশশী, ব্যোম্ সর্ব্বদা বিরাজিত আছে। বিভিন্ন তন্ত্রে দেহতত্ত্বের বিচিত্র বর্ণনা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। হাড়মালায়-ও এ বিষয়ে উল্লেখ আছে, বিশেষ ভাবে ইহাতে শিবশক্তি তত্ত্বে তন্ত্রের প্রভাব লক্ষণীয়। পিণ্ডব্রহ্মাণ্ড—পুরাণ পাঠে জানা যায় যে, পাতালে দৈত্য-দানব এবং অসুরের বাসস্থান এবং উর্দ্ধে স্বর্গলোকে দেবতারা বাস করেন। দৈত্যগণ ধ্বংশ কার্য্যে লিপ্ত এবং দেবতাগণ অমর, সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত: তাঁহারা অসুরকে পরাভূত করিয়া সর্ব্বদা স্বর্গে রাজত্ব করেন।

দেহে-ও সেইরূপ নাভির নিম্নভাগে পাতালে দেহের ধ্বংশ-কার্য্য চলিতেছে। উহা প্রবৃত্তির রাজ্য বা তমোলোক। নাভির উর্দ্ধভাগে হৃদয় পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, মর্ত্তলোক বা রজের রাজ্য। উহার উর্দ্ধভাগে মস্তক অবধি স্বর্গলোক, নিবৃত্তি বা সত্ত্বের রাজ্য। সুতরাং উর্দ্ধভাগে সৃষ্টি এবং দেহের অধোভাগে ধ্বংশ কার্য্য চলিতেছে। তাহা এইরূপ—

মেরুদণ্ডের উপরিভাগে নাদচক্র বা আজ্ঞাপদ্ম এবং সর্ব্বনিম্নে মূলাধার পদ্ম। এই দুই পদ্মের মধ্যভাগে যথাক্রমে কণ্ঠে বিশুদ্ধা, হৃদয়ে অনাহত, নাভিতে মণিপুর, লিঙ্গমূলের উপরে স্বাধিষ্ঠান, এই চারিটি পদ্ম বিরাজিত আছে এবং তাহাতে বিবিধ শক্তির অধিষ্ঠান। সেই আজ্ঞাপদ্মে হংসরূপী শিব ও তাহার শক্তি, সিদ্ধ-কালী

বাস করেন। মূলাধার পদ্মে কুণ্ডলিনী—অধোশক্তি বিরাজিত আছেন। এই এই দুইটি মূল কেন্দ্র, ভূমণ্ডলের উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুর সমতুল্য। মূলাধার পদ্মে কুণ্ডলিনী হইতে তিনটি নাড়ী—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না উৎপন্ন হইয়া আজ্ঞাপদ্মের উর্দ্ধে তালুমূল বা ব্রহ্মদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া মেরুদণ্ডকে অবলম্বন করিয়া সটান অবস্থিত আছে। ইড়া বামে, পিঙ্গলা দক্ষিণে এবং সুষুম্না মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত। সুষুম্নার অভ্যন্তরে চিত্রা—ব্রহ্মনাড়ী, সকলের শ্রেষ্ঠ নাড়ী, যোগসাধনের উপযোগিনী বলিয়া খ্যাত। সুষুম্নার মধ্যস্থিত পথ—অমৃত পথ। ইহার রন্ধ্র দ্বারা মূলাধার হইতে ব্রহ্মদ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছান যায়। সুষুম্না নাড়ীর আশ্রয়ে অন্যান্য নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে। ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার এক মুখ তালুমূল, উহাকে যুক্ত ত্রিবেণী এবং অন্য মুখ, মূলাধার ; উহাকে মুক্ত ত্রিবেণী কহে। তালুমূলে সহস্রার পদ্মমুখে যে যোনি আছে তাহাতে চন্দ্রমণ্ডল অবস্থিত। এই স্থান হইতে সর্ব্বদা সুধা বিগলিত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ইড়া এবং সুষুম্নানাড়ী-পথে প্রবাহিত হইতেছে। এই চন্দ্রমণ্ডল ষোড়শকলা সমন্বিত।

শিবসংহিতায় বর্ণিত আছে যে, শরীরের পুষ্টির জন্য এক ভাগ অমৃত মন্দাকিনী স্বরূপা, বামে ইড়ানাড়ীতে প্রবিষ্ট হইয়া তদীয় জলরূপে পরিণত হয়। চন্দ্রমণ্ডল জাত দ্বিতীয় অমৃতময় কিরণ বিশুদ্ধ দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ ও আনন্দপ্রদ। সৃষ্টির জন্য সুষুম্নাপথ দ্বারা এই অমৃতময় কিরণ মেরুতে প্রস্থান করিতেছে। এই অমৃত দেহের সঞ্জীবনী শক্তি। ইহা কিরূপে ধ্বংশ হয় তাহা কথিত হইতেছে।

মেরুমূলে দ্বাদশকলান্বিত প্রজাপতি সূর্য্য অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি উর্দ্ধ রশ্মি হইয়া দক্ষিণপথ—পিঙ্গলা নাড়ীতে প্রবহমান হন এবং স্ব কিরণ দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলের অমৃতময় কিরণ ও শরীরের ধাতু সমূহ গ্রাস করেন। এই সূর্য্যমণ্ডল বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া সমস্ত দেহে বিচরণ করে। পিঙ্গলা নাড়ীকে বিষস্রাবিণী বলে। এই মূলাধারস্থিত রবিমণ্ডল হইতে জলময় বিষ সর্ব্বদা ক্ষরিত হইয়া পিঙ্গলা নাড়ীতে সঞ্চালিত হইতেছে। পিঙ্গলা নাড়ী সর্ব্বদা বিষধারা বহন করিয়া 'দক্ষিণ নাসাপুটে' গমন করিয়াছে। এই বিষ অতিশয় অপদায়ক। শিব-সং—পঞ্চম পটল। বলা বাহুল্য, এই দেহ-পাতালে অবস্থিত কুণ্ডলিনী, সূর্য্যস্বরূপা। তিনিই অমৃতকে গ্রাস করিয়া দেহের ক্ষয় সাধনে জীবকে জন্ম মৃত্যুর আবর্ত্তে ঘুরাইতেছেন।

তিনি কাম-বাসনাময়ী। অমৃত-স্রাবিনী ইড়াকে চন্দ্র এবং বিষস্রাবিনী পিঙ্গলাকে সূর্য্য-নাড়ীও বলে। শিবশীর্ষে তালুমূলে চন্দ্র, সৃষ্টির এবং মূলাধারে সূর্য্যস্বরূপিনী কুণ্ডলিনী-শক্তি, ধ্বংশের প্রতিভূ, এই তত্ত্ব। মস্তকে সহস্রার পদ্ম। সেখানে অদ্বয় শিবশক্তি রস-কেলীতে নিযুক্ত। শিব-শক্তি, প্রাণ ও অপান, ইড়া-পিঙ্গলা, চন্দ্র-সূর্য্য স্বরূপ। ইহাদের যুক্ত করিলে দেহে অমৃতপ্রবাহ অক্ষয় হয়। তখন অদ্বয় শিবশক্তিতে মনকে লয় করাই পরমার্থ। তন্ত্রমতে কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে শিবের সঙ্গে যুক্ত করিলে, অমৃতপ্রবাহ অক্ষয় হইয়া দিব্য-শরীর লাভ হয়। তুং— 'Immortality in a Divine body.' Obs. Religious cults. ইহাই সাধনা। কিরূপে ইহা সাধ্য তাহা প্রাণায়াম তত্ত্বে বর্ণিত হইতেছে। বিভিন্ন সাধনায় শুধু উপায়ের পার্থক্য। মূলতঃ সাধনতত্ত্ব একই।

চন্দ্র সূর্য্য বা শিব-শক্তি,—'কটির উপর ব্রহ্মাণ্ড অধেতে পাতাল। উর্দ্ধমূল হেঁটমাথা শরীর রুদ্ধাকার॥ রবি শশী দুইজন বৈসে দুই স্থানে। সুধা বরিষে চান্দে না করে ভক্ষণে॥ দুই সংযোগে প্রাণ দেহে থাকে সুখে। দোহার বিয়োগে প্রাণ যায় যমলোকে॥ হাড়মালা—২১পৃঃ। 'পাতালেতে বৈসে শক্তি ব্রহ্মাণ্ডে শঙ্কর। অহঙ্কার বৈসে কাল জীবন স্বরূপ॥ চঞ্চলচিত্তে শক্তি শিবহীন মনে। শিবশক্তি এক করি লয় যার মনে॥ সংসার সাগর পার হয় সেইজনে। নিশ্চয় জানিও দেবী শুন সাবধানে॥' হাড়মালা—২৪পৃঃ। কিরূপে শিবশক্তি সম্মিলিত করিয়া অমৃত রক্ষণ দ্বারা শরীরের ক্ষয় বন্ধ হয় এবং অমরত্বলাভ ঘটে তাহা প্রাণায়াম প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে।

মধ্যযুগের বাউল-গানের কয়েকটি পদ এইরূপ :—

(ট) সাধনতত্ত্ব—বাজরে আমার,—ও তারের বীণা। অনাহতে বীণা বাজ॥ বাজ বীণা দমের মাঝ॥ দমের বীণা বন্ধ হইলে, আর বাজিবার বাস্ত নাই। ধরবে যদি সে মহাজন। অমরা হবে তখন। বায়ুভরে ঘরখানি খাড়া। আসে যায় তার ঘরের মানুষ, তারে যায় না ধরা॥ ঘরের ভিতরে বাহিরে ঘুরে, মন্ত্র বলে দুই অক্ষর (হংস ?)। শুনরে আমার মন—ঘরের কপাট বন্ধ করে কর অন্বেষণ॥ বাউল গান, নানা প্রকার সাধনা-জ্ঞাপক।

বায়ু-প্রসঙ্গ—তাহার পর বায়ু-প্রসঙ্গে মহাদেব পার্ব্বতীকে দশবায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়ের উৎপত্তি, অবস্থান এবং কার্য্য বিষয়ে বর্ণনা করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ুই প্রধান। 'প্রাণ বায়ু হৃদি স্থানে করয়ে হুঙ্কার। ইঙ্গিলা যে পিঙ্গিলা যে বহে উর্দ্ধশ্বাস ॥ অপান বায়ু গুদমূলে করে সেহি বাস ॥ অধঃমুখে বসতি করে উর্দ্ধে নিশ্বাস ॥ প্রাণপণে বহে আব আর বহে বাই। দুই বা বন্ধ হইলে বাড়ে পরমাগ্নি ॥ ....কৃকর নামেতে বায়ু দেহে করে ভোগ। বায়ু বশ করিলে দেবী সিদ্ধি হয় যোগ ।।' হাড়মালা—১৪-১৫পৃঃ। কিরূপে বায়ু বশ হয় তাহা প্রাণায়াম আলোচনায় কথিত হইয়াছে।

গ্রন্থভাগে উল্লেখ করিয়াছি যে, হৃদয়ে প্রাণবায়ুর উৎপত্তি স্থান ; নাসারন্ধ্রদ্বয় উহার গমনাগমনের পথ এবং অধোশক্তি কুণ্ডলিনী, শক্তির কাজ করিতেছে। এই কুণ্ডলিনী-শক্তি দ্বারা বাহির হইতে প্রাণবায়ু আকৃষ্ট হইয়া দেহ-ভাণ্ডে আগমন করে। এই জন্য এই শক্তিকে পিণ্ডাধার-ও বলে। তিনি অগ্নি সূর্য্য-স্বরূপিনী বলিয়া তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। শিব সংহিতায় লিখিত আছে যে, 'সূর্য্যমণ্ডলে যে দ্বাদশকলা আছে, তাহার সঙ্গে অন্নপাচক অগ্নি বস্তি দেশে অবস্থিত থাকিয়া জীব-দেহের অন্ন ও বিবিধ ধাতু পাক করে। এই অগ্নি পুষ্টিকর ও পরমায়ু বর্দ্ধক। ইহা দেহের পটুতা বৃদ্ধি করে এবং উহা প্রজ্বলিত থাকিলে কোন ব্যাধির উৎপত্তি হয় না। সর্ব্বদা এই বৈশ্বানরানল প্রজ্বলিত রাখা বিধেয়।' সুতরাং দেখা যায়, দেহের অন্নাদি হইতে রসোৎপত্তি এবং অমৃতাদির সৃষ্টি ও কুণ্ডলিনী-আশ্রিত অগ্নি ব্যতীত হইতে পারে না। দেহের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ ও তিনি করেন এবং দেহের সার অমৃত-ও গ্রাস করেন। সুতরাং এই মায়া ও লীলাময়ী সৃষ্টি ও ধ্বংশ উভয় কাজেই লিপ্ত আছেন। এই মোহ-ভ্রান্তি সৃষ্টিরূপা কুহকিনী স্বশক্তি প্রভাবে প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া দেহকে সঞ্জীবিত রাখিতেছেন। 'প্রাণ' অমৃত স্বরূপ। এই প্রাণ বায়ু দ্বারাই মূলাধারে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে এবং দেহ কর্ম্মক্ষম থাকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সূক্ষ্মরূপে যে শক্তি বিরাজিত আছে তাহা এই প্রাণবায়ুতে অনুস্যূত থাকিয়া, ইহার সঙ্গে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এই পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডকে সচল রাখে। উহার তিরোধানে দেহ ধ্বংশ-প্রাপ্ত হয়। এই প্রাণ-বায়ু ব্যতীত, কুণ্ডলিনী বা

দেহের অন্য কোন বৃত্তি বা তত্ত্বের অস্তিত্বের কোন মূল্য নাই। ইহার আকার দ্বাদশ অঙ্গুলি।· মস্তক হইতে নাভি পর্য্যন্ত উহার গমনাগমনের পথ। 'নাভির মধ্যে আছে ব্রহ্মা তাহারে ধ্যেয়াই। তাহার উপরে শক্তি আছে জ্যোতির্ম্মাই॥ জ্যোতির্ম্ময়রূপ দেবী করিকা আকার (অন্যপাঠ-শিব আকার)। দ্বাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ শরীর তাহার॥' হাড়মালা—৩১পৃঃ। এই প্রাণ বায়ু শিব স্বরূপ। দেহে সৃষ্টির প্রতিভূ। ইহাকে শশী ও বলে। কুণ্ডলিনী শক্তিরূপা ব্রহ্মময়ীরূপে অভিহিতা।

লিঙ্গমূল হইতে নাভি পর্য্যন্ত অপান বায়ুর গমনাগমনের পথ। ইহাকে শক্তি এবং অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। দেহ-পাতালে ইহার রাজত্ব। অপান, প্রাণবায়ুকে গ্রাস করিয়া দেহের ক্ষয়-সাধন করিতেছে। ইহা সূর্য্যস্বরূপ, ধ্বংশই উহার কাজ। 'একরূপে সহস্রদলে বৈসয়ে ঈশ্বর। নাসিকার ধারা তথা বৈসে নিরন্তর॥ সুষুম্নার ধারে তথা বৈসে সূক্ষ্মরূপে। ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা বৈসে নাসিকার দ্বারে॥ দিবারূপে প্রাণবায়ু বহে ঊর্দ্ধমুখে। রাত্রিরূপে অপান তারে পান করে সুখে॥ শক্তিরূপে চান্দ বামে বহেত পবন। দক্ষিণে শিশিব শক্তি দোহাকার গমন॥ হুঙ্কারে নিঃস্বরে বায়ু স কারে প্রবেশে॥ হং সঃ মন্ত্র জীবে জপে অহর্নিশে॥ অজপা গায়ত্র সেই শুনহ পার্ব্বতী। হংস বায়ু সাধনে শীঘ্র হয়ত মুকতি॥ শিবশক্তি দোহাকার বন্দিয়া চরণ। ষড়চক্রভেদ রচে দ্বিজ শত্রুঘন॥' হাড়মালা—১৮পৃঃ। গ্রন্থভাগে লিখিত হইয়াছে যে, যখন প্রাণবায়ু শ্বাস গ্রহণকালে দেহে প্রবেশ করিয়া নাভি প্রদেশকে স্ফীত করে তখনই অপান বায়ু অধোপ্রদেশ, যোনি-স্থান হইতে আকৃষ্ট হইয়া নাভি পর্য্যন্ত আগমন করে; আবার প্রশ্বাসের সময়ে অপান নাভিমূল হইতে যোনি প্রদেশে গমন করে এবং প্রাণ-বায়ু নাসারন্ধ্র-যোগে বাহির হইয়া যায়। উভয়ের বিসম্বাদে অর্থাৎ যোনি ও নাসা অভিমুখে বিপরীত গমনে জীবন রক্ষা হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের সময়ে জীব হংসঃ এই মন্ত্র জপ করে। হং শিব স্বরূপ এবং সঃ শক্তি স্বরূপ অর্থাৎ প্রাণ ও অপান-শিবশক্তি, শ্বাস-প্রশ্বাস বিশেষ। শ্বাস গ্রহণ করিয়া প্রাণকে দেহে আবদ্ধ করিতে পারিলে, জীবের মৃত্যু হয় না, প্রশ্বাসের সময়ে উহার বহির্গমনে, দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। প্রাণায়াম সাধনে, প্রাণ ও অপান বায়ুর (শিবশক্তি) মিলনে এবং দেহে অবরোধে, ক্ষয় বন্ধ হয়।

নাথমতে সাধনা—প্রথমে বায়ু সংযম দ্বারা চন্দ্র বা অমৃত সাধন ; অমৃত রক্ষণ, অমৃত ভক্ষণ এবং উহা দ্বারা দেহ-মনের বিশুদ্ধি সম্পাদনে অমরত্ব-লাভ এবং 'সিদ্ধাপদ প্রাপ্তি।' দেহের রস হইতে বিন্দু এবং তাহা হইতে অমৃত উৎপন্ন হইয়া * মস্তকে সহস্রার-কমলে বা তালুমূলে সঞ্চিত হইতেছে। দেহের সেই সারাংশ—সঞ্জীবনী শক্তি, নিম্নগামী হইয়া নাড়ীরন্ধ্রযোগে মূলাধারে আসিলে কিরূপে ধ্বংশপ্রাপ্ত হয় তাহা বর্ণিত হইল।

প্রাণায়ামে দেহে বায়ু অবরোধ দ্বারা ক্ষয়ের কারণ সমূহ বন্ধ হয় এবং প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযুক্ত প্রবাহ, রস ও অমৃত স্রোতকে ঊর্দ্ধে বহন করিয়া দেহের চিন্ময়ত্বসাধনে সহায়তা করে। চন্দ্রসাধনের এই তাৎপর্য্য।

বায়ুর পর হাড়মালায় ষটচক্র বর্ণনা আছে। বিভিন্ন চক্রে বা পদ্মে ভিন্ন ভিন্ন শক্তিতত্ব বর্ণনা তন্ত্রের প্রভাব। ছয় পদ্ম ছাড়া, সর্ব্বোপরি সহস্রদল-পদ্ম আছে। তাহাতে নিরঞ্জন ব্রহ্ম, শিবশক্তির মিথুনরূপে অবস্থান করিতেছেন। 'সত্বগুণে রজগুণে আর তমগুণে। ঈশ্বর দেবতা যত বৈসে স্থানে স্থানে।। পরমাত্মা বায়ু শিবশকতি কহি আর। হংসং মন্ত্র দেবী, জপে নিরন্তর।। ষটচক্রভেদ দেবী কহিল তুমারে। জ্যোতির্ম্ময় রূপে সেই আছে ঊর্দ্ধ দ্বারে।। ষটচক্র উপরে আছে সহস্রদল। তার বিবরণ দেবী শুনহ সকল।। বিকশিত জ্যোতির্ম্ময় নানারূপ ধরে। নানারূপে নানাধ্বনি তার মধ্যে করে। শিব নাম ঈশ্বর তার উমা শকতি। সহস্রদলের মধ্যে করয়ে বসতি।। পরমাত্মা নিরঞ্জন সেই নিরাকার। সূক্ষ্মরূপ হইয়া তথা করয়ে বিহার।। জ্যোতির্ম্ময়রূপে সেই বৈসে পদ্ম মাঝে। সর্ব্ববর্ণময় সেই সর্ব্বদেবে পূজে।।' হাড়মালা—১৭পৃঃ।

---

* শিবসংহিতা ৪র্থ পটলে মহামুদ্রা সম্পর্কে কথিত আছে যে, চিত্ত ব্রহ্মমার্গে রাখিয়া বায়ু-সাধন করিতে হয়। মহামুদ্রা দ্বারা নিখিল নাড়ীর চালন ও বিন্দুমারণ হয়। শুক্র বাষ্পাকৃতি হইয়া ঊর্দ্ধগ হয় এবং অতি আনন্দলাভ জনিত বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়। যিনি এই শক্তিলাভ করেন তিনি ঊর্দ্ধরেতা। বিন্দুমারণকে, বিন্দুজারণও বলে। এই মুদ্রা দ্বারা দেহের কলুষীভাব নষ্ট হইয়া নিখিল পাতক নষ্ট হয়। ইহা দ্বারা ইন্দ্রিয়-সংযম, দেহের পীড়া-শান্তি, উদরানল বৃদ্ধি, দেহে সুনির্ম্মল কান্তি, মৃত্যু-জয় ও বার্দ্ধক্যভাব বিদূরিত হইয়া যাবতীয় সুখ, আনন্দ এবং বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়।

পরমাত্মা-নিরঞ্জনের একরূপ, ওঙ্কার। উহা প্রভাস্বর জ্যোতির্ম্ময় আবার নিরাকাররূপে শূন্য-স্বরূপ। 'শূন্য' রূপই নাথগণের ধ্যেয় এবং চরম সাধ্য। ইহা পরে উল্লেখ করিতেছি।

তাহার পর হাড়মালায় মেরুদণ্ডে অবস্থিত পঞ্চপীঠ ও ত্রিশ গ্রন্থির বর্ণনা আছে। 'মূলাধার আদি করি কমল সহস্রদল। মেরুদণ্ড জুড়িয়া আছে এ সকল॥ পঞ্চপীঠ ত্রিশ গ্রন্থি আছয়ে তাহাতে। ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা আছে তার দুই পাশে॥' হাড়মালা—১৮পৃঃ।

ইহার পর হাড়মালায় শিবশক্তি ও চন্দ্রসূর্য্য তত্ব, অষ্টদিক, তাহার দেবতা, ও চৌদ্দভুবনের বর্ণনা আছে।

'উর্দ্ধ শক্তি বৈসে কণ্ঠে অধঃশক্তি মূলে। মধ্য শক্তি বৈসয়ে নাভিতে কুতূহলে॥ কণ্ঠ মধ্যে চান্দ নাভিতে পবন। সূর্য্য আগে বৈসে বায়ু চন্দ্র আগে মন॥ সূর্য্যের আগেতে চিত্ত (চন্দ্র ?) জীবাত্মার সঙ্গে। এথাতে বৈসয়ে চিত্ত অতি মহারঙ্গে।' হাড়মালা—২০পৃঃ।

জীবাত্মা ও মন—ইহার পর দেবীর প্রশ্নে পশুপতি, জীবাত্মা-প্রাণ ও মনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতেছেন। দেহমধ্যে শিবশক্তির খেলা চলিতেছে। উভয়ে পরস্পর কার্য্য দ্বারা দেহকার্য্য চালাইতেছেন।

প্রাণবায়ুর অবস্থান হৃদয়পদ্মে। 'প্রাণবায়ু হৃদিস্থানে করয়ে হুঙ্কার।' প্রাণবায়ু সংশ্লিষ্ট হৃদয়পদ্মে জীবাত্মার বাস। সেই লিঙ্গ-শরীরী ইন্দ্রিয় সংযুক্ত। উহাতে ইন্দ্রিয়াধিপতি মন অবস্থিত আছে। জীবাত্মা বা হংস কুণ্ডলিনী আশ্রিত। অপানের আকর্ষণে জীবাত্মা প্রাণবায়ুসহ অধোদেশে নাভি পর্য্যন্ত আগমন করে এবং বাসনাশ্রিত হয়। আবার প্রশ্বাসের সময়ে প্রাণের সহ উহা হৃদয়পদ্মে গমন করে অর্থাৎ বায়ুসহ মন সমস্ত শরীরে বিচরণ করে। অধোদেশে প্রবৃত্তিরাজ্যে গমনাগমনে চিত্তে মলের সঞ্চার হয়। বিবিধ ইন্দ্রিয়-সহযোগে মন বিষয় উপভোগ করিয়া মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া বন্ধনদশাগ্রস্থ হয়। আবার উহা প্রাণবায়ু দ্বারাই সঞ্জীবিত থাকে। 'শঙ্করে বুলয়ে দেবী শুনহ বচন। বায়ু তেজ আকাশ হইল জীবের উৎপত্তি। এহি জীব প্রাণ বলি প্রাণেই বলি মন। যেরূপে ভক্ষণ করে শুনহ কথন॥ মুখ নাসিকার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার। সেই প্রাণ আকাশেতে করয়ে আহার॥ প্রাণের আহারে হয় জীবের ভক্ষণ। এহি আহারে জিয়ে জীবের জীবন॥' হাড়মালা—২৫পৃঃ।

মনের স্বরূপ বিষয়ে কথিত হইয়াছে যে, 'আকাশে জন্মিল প্রাণ, প্রাণে মনুরায়। জলেতে উপজে সে যে জলেতে মিশায়। মনেতে করায় কর্ম্ম লিপ্ত হয় পাপে। মনেতে উন্মনা হয় দেবী শুনহ স্বরূপে॥ চঞ্চল চিত্তে শক্তি শিবহীন মনে। শিবশক্তি এক করি লয় যার মনে। সংসার সাগর পার হয় সেই জনে।' সুতরাং দেখা যায় যে জীবাত্মা তথা মন, প্রাণ-অপান বা শিব-শক্তি আশ্রিত। ইহাও কথিত হইয়াছে যে, জীবাত্মা, ঊর্দ্ধশক্তি (প্রাণবায়ু), মধ্যশক্তি (অপান) এবং অধোশক্তি, প্রবৃত্তি-মুখরা, কুণ্ডলিনী আশ্রিত। এই শক্তির সম্পর্কহেতু জীবাত্মা বাসনাশ্রিত হয়। ইহাকে চিত্তদোষ বা শূন্য বলে *। মূলাধারে শিবময়ী কুণ্ডলিনী-শক্তি, পিণ্ড ; হৃদয়ে সকলের অন্তরাত্মা হংসই পদ এবং বিন্দু অত্যুজ্জ্বল রূপ।

প্রশ্ন এই, কিরূপে মনের মলিনতা দূরীভূত হয়। ইহার এক উপায়, যোগ সাধনায় প্রাণ ও অপান বায়ু মিলিত হইলে প্রবল বেগের সৃষ্টি হয় এবং ইহা দ্বারা মন, হৃদয়পদ্মের উপরিভাগে কণ্ঠে, বিশুদ্ধায় এবং তদূর্দ্ধে আজ্ঞাপদ্মে উন্নীত হইলে নিবৃত্তিরাজ্যে প্রবেশ করে। তখন এবং তদূর্দ্ধে সহস্রারে পরিচালিত হইলে তাহার বিবিধ দোষ তিরোহিত হয়। প্রাণায়াম তত্ত্বে তাহা কথিত হইয়াছে। অমরৌঘ শাসনে শক্তির নিপাতদ্বারা চিত্তশুদ্ধি-লাভে নিরঞ্জনত্ব প্রাপ্তির উল্লেখ আছে।

---

* তুঃ The first stage Sunya has been explained as light (aloka); it is knowledge (Prajna), and the mind (citta) remains active in it,—it is relative (para-tantra) by nature. In this state there are thirty-three impure functions (dosa) of the mind ; .... The second stage viz Ati Sunya is said to be the manifestation of light (aloka vhasa) which shines like moon-rays and proceeds from the former (i e aloka-jnana). It is called the Upaya and is of the nature of constructive imagination (Parikalpita). It is also called the right (dakhina), the solar circle (Surya-mandala) and the thunderbolt (Vajra). ইহা অধো শক্তির সঙ্গে সমতুল্য। Obscure Rel Cults—P, 51-52.

শক্তির নিপাত * অর্থে প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণাপানের মিলন সাধনে অধোশক্তি কুণ্ডলিনীকে সুষুম্নাপথে পরিচালিত করিয়া সহস্রার পদ্মে পরমশিবে (পর-ব্রহ্মে) লয় করা। সেখানে কুণ্ডলিনীর লয় না হওয়া পর্য্যন্ত মন অমৃতধারায় আপ্লুত হইয়া যে বিশুদ্ধি লাভ করে, ইহার স্থায়িত্ব আপেক্ষিক, পূর্ণ নহে। এ অবস্থায় মনে মল সঞ্চারের আশঙ্কা থাকে।

অধোশক্তি কুণ্ডলিনী, মধ্যশক্তি অপান এবং ঊর্দ্ধশক্তি প্রাণবায়ু। ইহারা পরস্পর সংযুক্ত। হাড়মালায়-ও এ ত্রিশূন্যের উল্লেখ আছে। প্রাণবায়ুতে ব্রহ্মশক্তি অনস্যূত আছে। ইহার অবলম্বনে ওঙ্কার সাধনে মন চিরবিশুদ্ধি লাভ করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রাণবায়ু বা শূন্যের আলম্বনে পিণ্ডকে (কুণ্ডলিনী) ব্রহ্মাণ্ডে-মহাশূন্যে পরিণত করিতে হইবে। বায়বীয় সংহিতায় উত্তর ভাগে ২৯ অধ্যায়ে যোগোপদেশে কথিত হইয়াছে যে, পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্যা। শিবতত্ত্ব ধ্যান প্রভাবে আত্মনিষ্ঠ মলের ক্ষয় হয়। এই মল, তম বা শূন্য স্বরূপ। মায়া, প্রকৃতি। মায়াবৃত ব্রহ্মই পুরুষ। চৈতন্য স্বরূপ পুরুষ স্ব-শক্তি মায়াতে আবৃত হন ও বন্ধন-দশা লাভ করেন। নিজের চিত্তের আচ্ছাদককে জ্ঞানাবরক মল বলে। স্বাভাবিক বিশুদ্ধি বা মল-শূন্যতার নাম শিবত্ব। উহাই কাম্য। প্রকৃতিঃ ক্ষরমিত্যুক্তং·········বিশুদ্ধিঃ শিবতাস্বতঃ। বায়বীয—সং—৪·১১-২০।

ওঙ্কার সাধনে চিত্তাশ্রিত অজ্ঞানতার (বাসনা, দোষ বা মল) সম্পূর্ণরূপে স্থায়ী তিরোধান ঘটে এবং মন স্বরূপত্ব (ব্রহ্মত্ব) লাভ করে। মনোব্রহ্ম সাধনে তাহা পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

---

* শক্তিত্রয়বিনির্ভিন্নে চিত্তে বীজ নিরঞ্জনাৎ। বজ্রপূজাপদানন্দং যঃ করোতি স মন্মথঃ॥ চিত্তে তৃপ্তে মনোমুক্তিরূর্দ্ধমার্গাশ্রিতেহনলে॥ উদান চলিতং রেতো-মৃত্যুরেখাবিষং বিদুঃ॥ চিত্তমধ্যে ভবেত্তস্ত বালাগ্রশতধাশ্রয়ে। নানাভাববিনির্মুক্তঃ স চ প্রোক্তো নিরঞ্জনঃ॥ নিরঞ্জনাশ্রিতা শক্তিঃ সূক্ষ্মশক্ত্যাতয়াশ্রিতম্। মনস্তাশ্রয়তা-মেতিজ্ঞেয়ং শক্তিত্রয়ং ত তত্॥ শক্তিত্রয়োত্থং বীজং বীজাৎ কামো বিষং ততঃ। কামঃ সৃষ্টিতয়া প্রোক্তো বিষং মৃত্যুপদং ভবেৎ॥ অমরৌঘশাসনম্—৮পৃঃ। হাড়মালায় ত্রিশক্তি বা ত্রিশূন্যর—আদি, অন্তঃ, মধ্যশূন্য বা শূন্য ও মহাশূন্যর উল্লেখ আছে। এই উপলক্ষে বলা যায় যে, চিত্ত বিশুদ্ধির অন্যান্য উপায়ও আছে।

ইহার পর বিশেষভাবে মন সম্বন্ধে যোগীশ্বর উপদেশ দিতেছেন। 'ষড় ইন্দ্রিয় হয় দেবী মনের সংহতি। মনরূপে নিরঞ্জন প্রতি ঘটে স্থিতি॥ নিরঞ্জনরূপে মন সংসারের সার। মায়াতে মোহিত করে জগত সংসার॥ স্থানে স্থানে গেলে মন ধরে নানারূপ। মনস্থিরে যোগ সিদ্ধি জানিও স্বরূপ॥ শরীরেতে সেই মন ভ্রমিয়া বেড়ায়। কোথা গেলে কোন কর্ম্ম করে মনরায়।।..............বায়ুর আগেতে আছে মনরায়। নিরবধি শরীরেতে ভ্রমিয়া বেড়ায়।। স্থানে স্থানে গেলে মন ধরে নানারূপে। মনস্থিরে যোগ সিদ্ধি জানিও স্বরূপে।।' হাড়মালা—২৬-২৭পৃঃ। মনের আবার দুই রূপ। জীব ভাব ও শিব ভাব। যখন সংসার-বাসনায় প্রবৃত্তি-রাজ্যে উহা ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন উহার জীবত্ব; আবার যখন নিবৃত্তিরাজ্যে উহা ব্রহ্মধ্যানে নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয় তখন উহার স্বরূপত্ব বা শিবত্ব। সুতরাং শুধু বায়ু ও রসই নহে, দেহে মন-সংরোধও যোগ সিদ্ধির উপায়। মন নানা স্থানে গেলে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করে। 'সুষুম্নাতে গেলে মন স্বপন দেখায়। স্বপনেতে গেলে মন মূলাধারে যায়।। সেই স্থানে শিবশক্তি আছে এক স্থানে। শিবশক্তি

---

(১) বাউল গানে, রস-সাধনের কয়েকটি পদ এইরূপ :—

সাপ ধরিবার মন্ত্র আগে শিক্ষা লওরে ভাই। নামের মালা গলে নিয়ে কুঞ্জবনে যাই॥ মাটীর নীচে ধন আছে, সাপিনী তার পাড়া দিছে। ছয় ইন্দুর (ষড় রিপু ?) ঘরের নীচে, পিড়ার মাটী নাই॥ বেঙ্গে (ভেক্) নাচে সাপের কাছে, সাপ পলাইল ধনের নীচে। মানিক লইয়া (রস লইয়া), বেঙ্গে করে, ধর্ম্মের বাদশাই॥ নামের হলদি গায়ে দিলে ছয়না সাপে গন্ধ পাইলে। পইড়ে থাকে চরণ-তলে, মাথাটি লুকাই॥ যদি সাপে আহার করে, পৃথিবী গিলিতে পারে। তবু নাহি উদর ভরে, ক্ষুধায় অঙ্গ ছাই॥ সাপিনী কামিনী সনে, পইড়া থাকে সাধু গণে। এক দরে বেচে কিনে, ভঞ্চকতা নাই। উজান যাইতে নৌকায় চড়ে, তার কবে লোকশান পড়ে। দয়াল বাবা মুরশিদ বলে ছাইরনা মনি॥ সাপ অর্থাৎ নারী লইয়া সাধনের যে বিপদ আছে এবং এই ঊর্দ্ধ সাধন সন্ধান জানা থাকিলে, ঐ সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়, এ বিষয়ে কথিত হইল। বৌদ্ধগান ও দোহায় এবং চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদে-ও তাহার উল্লেখ আছে। 'বেঙ্গ সাপ সম বঢ়িল জাই। দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামাই'॥ বৌদ্ধগান ও দোহা। 'সাপের মুখেতে ভেখেরে নাচাবি তবেত রসিক-রাজ।' চণ্ডীদাস। এরূপ বর্ণনা অটল-সাধনে ও আছে। 'টলে জীব অটল ঈশ্বর। দুই ছাড়ি ক্রীড়া করে রসিক শেখর॥' বিবর্ত্তবিলাস ও চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকাপদ। রসের সাধনায় 'টলাটল অর্থাৎ সুটল' হইতে হইবে এই তাৎপর্য্য।

এক করি লয় য়ার মনে। শৃঙ্গার করায়ে মন গেলে সেই স্থানে॥ স্বপনেতে চন্দ্র টলে সেই সে কারণে। এইরূপে মন দেবী করিবা সর্ব্বক্ষণ। পিঙ্গিলাতে গেলে মন করায় চেতন। ত্রিকুল নাটিকাতে গেলে করায় বিভুল। সর্ব্বক্ষণ মন কথা করায়ে চঞ্চল॥ নীচ ইন্দ্রে গেলে মন সুস্থির হইয়া যায়। সহস্রদল পদ্মে গেলে সিদ্ধিপদ পায়॥..................এইরূপে দেহেতে ফিরে মনরায়। সুধা বরিষে চান্দে তাহারে না খায়॥ শত ধারে সুধা পড়ে না করে ভক্ষণ। ভক্ষণ করিলে সুধা অমর হয় জন॥ চঞ্চল হইলে সেই ভ্রমিয়া বেড়ায়। নিশ্চল হইলে মন সিদ্ধিপদ পায়।' হাড়মালা—২৭পৃঃ।

এখন কিরূপে দেহের অমরত্বলাভ ঘটে এবং মনের স্বরূপত্ব লাভ হয় যথাক্রমে সে প্রাণায়াম তত্ত্ব ও শূন্য সাধন প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে।

(ড) ও মাঝি ভাই, মুরশিদের মোকামে চল যাই। ঢাকা আছে রত্নদল, তার সন্ধান কেমনে পাই॥ একেরে করিয়া তিন, তিনরূপে দিল চিন। তিনের মধ্যে গইডা মীন, লুকাইল গুরু গোঁসাই॥ গুরু যার সঙ্গে থাকে, কি ভয় তার কামিনী-পোকে। বিষ রাইখা সাপের মুখে, খেলা করে অনেক সাঁই। যেই সাপের ভঝা আছে, বেঙ নাচে তার কাছে কাছে। এমন সুজনের কাছে, ধন্না দিলে মন হয় কামাই॥

সাধন-মার্গে সাপ ও ভেক্—ভ···ও লি···সমতুলা।

(ঢ) শিষ্যদারায়—কি কারণে জন্মে মানুষ কেন বা মরে। আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম কোথায় যাব দুদিন পরে॥ এ সব আজব কাণ্ড কে করিল, এ ব্রহ্মাণ্ডকে গড়িল। ঐ যে ডিমের মধ্যে বাচ্চা মরল; প্রাণ গেল তার কি প্রকারে॥ মৃত্যু কন্যা কে হইয়াছে, কয়টি হস্ত পদ রইয়াছে। ওসে কেমনে যে জীবের কাছে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র হরণ করে॥ কেবা ভাঙ্গে কেবা গড়ে, কেবা মারে কেবা মরে। কেবা কারে ভজন করে, কেবা তরায় কেবা তরে॥ দীন শরৎ বলে ভেবে অসার, কেবা আমি তাই বুঝা ভার॥ আমি সাধন ভজন করিব কার, চিনলাম না আমি আমারে॥

গুরুদারায়—কালেতে উৎপত্তি জীবের কালে করে লয়। পঞ্চে পঞ্চ মিশে গেলে, মরণ বলে কয়॥ মৃত্যু-কন্যা হয়রে যে জন, আঠারটি হাতে ছয়টি চরণ। চব্বিশ চক্ষে চব্বিশ চন্দ্র, হরণ করে লয়॥ একটি ডিমের ভিতর এই ব্রহ্মাণ্ড, কে বুঝবে তার আজব কাণ্ড। ঐ যে মহাকাশে আকাশ-খণ্ড, মিশে যেয়ে রয়॥ আছে জীবরূপী শিব মূলাধারে, পরম শিব সহস্রারে॥ তারে না জানলে বারে বারে জন্ম-মৃত্যু হয়। দীন শরৎ বলে অহং শিব, আমি আমার যখন হব। আমি আমায় মিশে যাব, জানিবে নিশ্চয়॥ গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তরে দেহতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, প্রেম-ভক্তিতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, বিবিধ সাধন-বিশ্লেষণ খুবই প্রাচীন পদ্ধতি বলিয়া মনে হয়।

প্রাণায়াম সাধন—হাড়মালায় কথিত হইয়াছে যে, যোগী সিদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া ওঙ্কার ধ্বনিতে প্রথমে মনকে নিযুক্ত করিবেন। তাহার পর বায়ু সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। গুরু-উপদেশে একাসনে একশতবার যথাক্রমে পূরক কুম্ভক ও রেচক সাধনে যোগী সিদ্ধ হইলে, প্রাণ বায়ু, অপান বায়ুর সঙ্গে মিলিত হইয়া দেহমধ্যে প্রচণ্ড বেগের সৃষ্টি করে। উহাকে অর্থাৎ সম্মিলিত বায়ু-প্রবাহকে উর্দ্ধ এবং অধোদেশে ক্রমশঃ পরিচালনা করিতে থাকিলে, ইহা হঠাৎ নাভিরন্ধ্র দ্বারা সুষুম্না নাড়ী-রন্ধ্র-পথে প্রবেশ করে। তখন উহাকে 'মূলবন্ধ' দ্বারা মূলাধারে আবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে সুষুম্নাপথে উর্দ্ধমুখী করিতে হয়। এইরূপে ইহা মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত বিশুদ্ধ, আজ্ঞা পদ্ম (নাড়ী-গ্রন্থি সমূহ), ভেদ করিয়া ব্রহ্মদ্বারে আগমন করে। বলাবাহুল্য যে, এই প্রচণ্ড বায়ু-প্রবাহের সঙ্গে জীবাত্মা (মন) ও রস উর্দ্ধমুখী হইয়া সহস্রারে প্রবেশ করে। তখন দশমীদ্বার (তালুমূল) বন্ধ করিয়া, উহাদের অবরোধ-ক্রমে, অমৃত দ্বারা দেহ ও মনের বিশুদ্ধি-সম্পাদনে অমরত্বলাভ কাম্য।

(ণ) ধর্ম্ম ঠাকুরের ছড়া—ব্রাহ্মণ বড়ুয়া নয় নিরঞ্জন রায়। দেখিতে দেখিতে হংস শূন্যেতে লুকায়॥ হংসাহংসী দুইজনে আকাশের জুতি। হংস চড়িয়া যায় দোজ প্রহর রাতি॥ স্বর্গেতে থাকিয়া হংস নাম্বিল মরতে। কৌতুকে মৃণাল তুলি কে পায় দেখিতে॥ হংসাহংসী দুই জনে আকাশেতে জুতি। হংস চড়িয়া যায় তেজ প্রহর রাতি॥ এমনি অপূর্ব্ব হংস নাই সমতুল। হংস চিড়িয়া (চিগুিয়া) খায় কমলের ফুল॥ হংসাহংসী দুইজনে আকাশেতে জুতি। হংস চরিয়া যায় নিশাভোর রাত্তি। গোর্খ-বিজয় ভূমিকা।

(ত) মঙ্গল-কাব্যে—শুন শুন পরমহংস হন কোন্ জন। সেন বলে সেই আল্লা শূন্যের সৃজন॥ ফকির বলেন বাপা নিষেধ কি এ মেরা। এক বাত কহি যদি মন মিলেগা তেরা॥ পঞ্চবর্ণের গাভী এক দুগ্ধ কেন। সেন বলে এক রাহা এই তত্ত্ব জ্ঞান॥ ফকির বলেন বাপা খুব খবরধার। হাম জানে দোয়া তোরে তবে কেবা করতার॥ অনাদি মঙ্গল—২০০পৃঃ।

(থ) নাথ-সাহিত্যে—অনেক যতনে নৌকা বাঁধিনু কাঁকড়া ধরিল কাছি। মশার লাথিতে পর্ব্বত ভাঙ্গিল, ক্ষুদ্র পিপীলিকার হাসি॥ (আগে) নৌকা চড়িল, পশ্চাৎ পুড়িল, (মাঝে) বায় উড়িল ধূলা। সরিষা ভিজাইতে জল বিন্দু নাই, ডুবিল দেউল চূড়া॥ বাঘে বলদে হাল জুড়িনু মর্কট হইল কৃষাণ। জলের কুম্ভীর ছুড়া ঝাড়ি গেল, মুষিকে বুনিল ধান॥ ············ মধ্য সমুদ্রে দুয়াড়ি পাতিনু, সাজকি পড়ে ঝাঁকে ঝাক। মহিষ গণ্ডার ডরায়ে মৈল, হরিনী পলায় লাথে লাথ॥ অনিল-পুরাণ।

স্বয়ম্ভু অতি প্রাঞ্জল ভাষায় গৌরীকে এই রবিশশী মিলন-সন্ধান বর্ণনা করিয়াছেন।

'সিদ্ধাসকল বসিব মেরুদণ্ড করি স্থির। অধোমুখে বায়ু দেবী পূরিবা (পূর্ণ করিবে) শরীর॥ বামনাসা-পুটে বায়ু করিবা পূরক। পুনরপি পূরি বায়ু করিবা কুম্ভক॥ মূলাধার আকুঞ্চন করিবা পবন। দক্ষিণ নাসাতে বায়ু করিবে রেচন॥ প্রাণাযামেব ভেদ কহিল স্থূল রূপে। বিস্তারিয়া কহি দেবী শুনহ স্বরূপে॥ একবার পূরক পুরিয়া বায়ু-পুরে। চারিবার জপিয়া কুম্ভক যদি করে। দুইবার জপিয়া করিবা রেচন। এহি রূপে বায়ু দেবী করিবা সাধন॥ ক্রমে ক্রমে বায়ু শতেক পুরে যদি। অধোবায়ু ঊর্দ্ধে যায় চক্র ভেদি ভেদি॥ পূরক কুম্ভক রেচক বাড়ে দিনে দিনে। চিরজীবী হয় দেবী দীর্ঘ প্রাণায়ামে।' হাড়মালা—২৯-৩০পৃঃ। পূরক—ধীরে ধীরে বায়ু গ্রহণ; কুম্ভক, বায়ু ধারণ ও রেচক, বায়ু পরিত্যাগ। কুম্ভক দ্বারা ষটচক্রভেদ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

ধারণা—মেরুদণ্ড দৃঢ় করিয়া সিদ্ধাগণ। মূলাধার নিরবধি করিবা কুঞ্চন। ঊর্দ্ধমুখ হইয়া থাকিবা বায়ু পুরি। ধীরে ধীরে পুরি বায়ু ধীরে ধীরে এড়ি॥ দুইরূপে সাধন করিয়া সর্ব্বক্ষণ। ধারণা করিলে পাছে নিশ্চল হয় মন। ধারণার কথা দেবী কহিলাম তুমারে। এহিমত অঙ্গ নিশ্চল ধীরে ধীরে॥ নাসাগ্রে ধ্যান করি রহিবা সাবহিত। যাবৎ চক্ষু রুধি যে-সে না হয় প্রতীত॥ সাজনিমেষ এক করি স্থির করি মতি। প্রত্যাহার নাম শুনহ পার্ব্বতী॥ প্রত্যাহার—মেরুদণ্ড দৃঢ় করি করিবে আসন। মনস্থির করি দেবী করিবেক ধ্যান॥ কূর্ম্মে যেরূপ সঙ্কোচ করযে শরীর। এইরূপ সঙ্কোচ করিবে যোগধীর॥ নাসাগ্রে ধ্যান করি রহিবা সাবহিত। পরম শূন্যেতে নিয়া নিয়োজিবে চিত॥ মূলেতে নিমিষ ধ্যান করিব স্থির মতি। প্রত্যাহার ইহার নাম শুনহ পার্ব্বতী॥ ইহার সাধনে মন না হয় উচাটন। প্রত্যাহার সিদ্ধ হইলে নির্ম্মল হয়ে মন॥

(দ) হাতে মারিয়া তুড়ি গুরুরে বুঝাএ। মন পক্ষী হইয়া গীনের লাছাত বাজাএ॥ পুখরীতে পানি নাই পাড কেন ডুবে। বাসা ঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেনে উড়ে॥ নগরে মনুষ্য নাই ঘরে ঘরে চাল। আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল॥ ঝিম জাউক ত্বরিতে, বরিষা জাউক মিন। ঝাপিয়া তরিতে পারে সমুদ্র গহিন॥ গো-বিজয়—১৩৮পৃঃ।

চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। বায়ু সাধনের সঙ্গে মনকে নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়, নতুবা ইহার চঞ্চলতার সঙ্গে বায়ু ও রস অধোগমন করে। ইহাকে ধারণা বলে। বায়ু সাধনের সঙ্গে মন ও অন্যান্য বৃত্তি সমূহকে বাহির হইতে ভিতরে, অধঃ হইতে উর্দ্ধে প্রত্যাহৃত করিতে হইবে, ইহার নাম প্রত্যাহার।

ধ্যান-যোগ—আসন করিয়া মেরুদণ্ড করি স্থির। নাসাগ্রে ধ্যান করি রহে যোগধীর॥ নাভির মধ্যে আছে ব্রহ্মা তাহারে ধেয়াই। তাহার উপরে শক্তি আছে জ্যোতির্ম্মাই॥ জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেবী করিকা আকার। দ্বাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ শরীর তাহার। এহিরূপে আদ্যাশক্তি কহিয়ে তথায়। শূন্য পরে মহাশূন্য করিব লীলায়। নাভির উপরে হৃদয়ে প্রাণবায়ু অবস্থিত। তাহার আকার দ্বাদশ অঙ্গুলি। এখানে হংস বা জীবাত্মা বাস করেন। জীবাত্মা 'শক্তি' আশ্রিত। ইহাকে 'শূন্যর' সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। এই স্থানে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুর অবস্থান। আদিশূন্য, অপান বায়ু আশ্রিত। মধ্যশূন্য-প্রাণ এবং মহাশূন্য সহস্রার পদ্মস্থিত শূন্য বা শক্তি বিশেষ। কোথাও বা প্রাণাশ্রিত শক্তিকে (হংসঃ), শুধু শূন্য বলা হইয়াছে। এই প্রাণ-বায়ুই বৃত্তিভেদে নানা নামে (অপান, ব্যান প্রভৃতি) অভিহিত। বস্তুতঃ ইহা হইতেই অন্যান্য বায়ু ও দৈহিক কার্য্যের উৎপত্তি।

(ধ) ছায়া করিয়া দীপ জালিবে নিশারাতি। দেখিবে কন্দগুটা বামে রহে গতি॥" .... এগার মাস থাকিতে গগণে পড়ে রেখা। দশমাস থাকিতে চান্দের না পায় দেখা॥ নয় মাস থাকিতে যে নব দ্বার ধরে। নাদ না শুনিলে পুনি অষ্ট মাসে মরে॥ যোগ-শঙ্করের কালান্ত বিচার।

(ন) তিন তেউটি বঙ্কনাল মধ্যে পাকশাল: বায়ু দ্বারে কর্ম্মকারে লোহা করে জ্বাল॥ উকারে প্রবেশ করে সেই কুম্ভপুরে। 'স' কারে পর্ব্বত ভেদি 'ম' কারে নিঃসরে॥ ধরিয়া আকাশ দ্বার বুঝ অভিপ্রায়। দিবানিশি গতাগত আসে আর যায়॥ নিগম-সপ্তক।

(প) উত্তর দক্ষিণ ভেটে হেমন্ত বশন্ত। বারো কালা ভেটিয়া মোনের ভাঙ্গে ধন্দ॥ শোলা কাল ভেটিল আর কায়া শরোবর। তিন কালা ভেটিয়া মোন কৈল একাশ্তর॥ আদ্যনাম (ওঁ ?) ভেটিয়া তিথের্থা (শিরে, ত্রিবেনীতীর্থ নীরে বা অমৃত প্রবাহে) কৈল থান। একে একে ভেদিল রাজা অঙ্গের পঞ্চজন॥ গোপীচাঁদের সন্ন্যাস। ক হইতে প পর্য্যন্ত পদ্যাংশ এবং গান হইতে বুঝা যায় যে, কবিতার অন্তর্নিহিত তথ্যকে আলো-আঁধারি ভাব ও ভাষার বৈভবে, সাধনাঙ্গের বহির্ভূত লোকের নিকটে প্রচ্ছন্ন রাখার প্রয়াস হইয়াছে। আদিমধ্যযুগের বাঙ্গালা-সাহিত্যের এই এক বিশেষত্ব।

ইহা ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তি বা তত্ত্বের অস্তিত্ব নাই। উহাকে (এই ব্রহ্ম শক্তিকে) মহাশূন্যে অর্থাৎ সহস্রারে শক্তিতে (সাঽহং এর ওঁঅ) পরিণত করার কথা বলা হইল। এই শূন্যকে মহাশূন্যে বা জীবাত্মাকে পরমাত্মায় পরিণত করিতে হইবে। পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের যোগ-সাধন যোগীর কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে প্রাণবায়ু বাহন। এই মধ্য-শূন্যকে বা শূন্যর আশ্রয়ে সহস্রার-পদ্মস্থিত শক্তি বা মহাশূন্যে লীন হওয়া সাধনা। এই শূন্য বা শক্তি বিষয়ে, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী, ২২৫-২২৭ পৃষ্ঠায় আলোচনা আছে। ডাঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত 'বৌদ্ধ-সহজিয়া' প্রবন্ধে শূন্যতত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের 'শূন্য' আলোচনার সঙ্গে নাথ সম্প্রদায়ের 'শূন্য সাধনে' বিশেষত্ব কোথায় তাহা লিখিত হইল। এ বিষয়ে পরে 'ওঙ্কার সাধন' প্রবন্ধে উল্লেখ করিতেছি। অন্যপাঠ—'এহিরূপে আত্মা শক্তি কহিয়ে তথায়। তাহারে ভাবিলে ব্রহ্মপদ পায়। শঙ্খচক্র গদাপদ্ম কস্তুরী সদায়। তাহার উপরে শক্তি আছে জ্যোতির্ম্ময়। জ্যোতির্ম্ময় রূপে শক্তি আছয়ে সেই স্থানে। কুটিল আকার চন্দ্র কুটিল সমানে। শক্তি ধ্যান করি দেবী শক্তিতে দিব মন। শূন্যের উপরে মহাশূন্য কাবেক ধ্যান। ধোয়াইতে ধোয়াইতে যদি শূন্য হয় মতি। ধ্যান-যোগ সিদ্ধ হইলে হইব মুক্তি।'

হংস-ধ্যান ও প্রাণাপানের মিলন সাধন—'যত ধ্যান-যোগ দেবী কহিল তুমারে। বায়ু বিনে যোগ সিদ্ধি না হয় শরীরে।। বায়ু মন এক করি করিবা সাধন। হংসরূপে বায়ু-মন্ত্র করিবেক ধ্যেয়ান।। অধঃবায়ু (অপান) সাধিবা যে উর্দ্ধে পবন (প্রাণ)। শূন্যেতে (উর্দ্ধে) নিরবধি করিবা আকুঞ্চন।। নাভি মধ্যে প্রাণবায়ু করিবা চালন। তবে প্রাণ অপানে করিবা দরশন।। হৃদি স্থানে প্রাণ, অপান উদুখলে। দুই এক সম্বাদে বায়ু যদি সে চলে।। দুই বায়ু মিলি যদি হয় একাকার। এহি সব বায়ু হয় হংস আকার।। অধঃবায়ু এড়িবা যে সাধিবা পূরণ। মূলাধার নিরবধি করিবা আকুঞ্চন।। চালিতে চালিতে বায়ু দুই প্রচণ্ড হইয়া। সুষুম্নার পথে চলে চক্র ভেদিয়া।। বায়ু রাখে বিন্দু দেবী, বিন্দু রাখে বাই (বায়ু)। দুইয়ে এক হইলে বাড়ে পরমায়ু।। উর্দ্ধ মুখে যায় বায়ু মাথে করি চন্দ্র (রস)। চন্দ্র ভেদি (ষটচক্র ভেদ করিয়া) যায় যথা আকাশের চন্দ্র (সহস্রার-পদ্মস্থিত চন্দ্র)। চন্দ্রভেদের দেবী শুন কহি ফল। এক পদ্ম ভেদিলে

জিয়ে সহস্র বৎসর ।। ক্রমে ক্রমে ছয় পদ্ম ভেদিবারে পারে। মরণ নাহিক তার সংসার ভিতরে ।। মূলাধার ভেদি হংস করিল গমন। মেরুদণ্ড গ্রন্থের পাইল দরশন ।। এহিরূপে ধ্যান দেবী করিবা নিশ্চয় ।।' হাড়মালা—৩৪পৃঃ। প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ ও অপানকে দেহে আবদ্ধ করিয়া, পুনঃ পুনঃ গুহ্যদ্বার উর্দ্ধদিকে আকুঞ্চন করিতে থাকিলে, অপান প্রাণের সঙ্গে মিলিত হয় এবং প্রাণ বায়ুকেও নিম্নদিকে নাভিপ্রদেশে চালিত করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ এই প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা উভয় বায়ু মিলিত হয়।

এই পর্য্যন্ত হাড়মালার প্রথম অধ্যায় আলোচিত হইল, ইহার পর পরা মুক্তির সন্ধান কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই পদ সমূহে প্রাণ ও অপান বায়ুকে সংযুক্ত করিয়া সুযুম্না-পথে উর্দ্ধে পরিচালিত করার সন্ধান বলা হইল। যিনি প্রাণায়াম প্রভাবে ইচ্ছানুরূপ প্রাণাপানের সম্মিলন এবং নাভিদ্বার দ্বারা সুযুম্নাবর্ত্মে ঐ স্রোতকে পরিচালন-কার্য্য সাধন করিতে পারেন, তিনিই ষটচক্রভেদ দ্বারা, রস, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি ভূতাত্মা এবং জীবাত্মাকে উর্দ্ধে সহস্রারে পরমাত্মা এবং অমৃতের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে সক্ষম হয়েন ; কারণ কথিত হইয়াছে যে, 'চলে বাতে চলৎ সর্ব্বং' অর্থাৎ বায়ুর সঙ্গে সমস্তই একই লক্ষ্যে চলিতে বাধ্য হয়। রস বায়ু, বাসনাশ্রিত মন ও অপরাপর বৃত্তি সমূহ স্বভাবতঃ নিম্নগামী। উহাদের উর্দ্ধে পরিচালন, জারণ ও পরিশোধন—উজান সাধন বা উল্টা সাধন। 'মনের মানুষ হয় যে জনা—ভাসে ভাসে, রসে ডোবে ; ও তার উজান পথে আনাগোনা ॥' বাউল গান।

হাড়মালায় এবং গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে মহারস, গরল-চন্দ্র বা অমৃতপানের কোন কথার উল্লেখ নাই। তবে উর্দ্ধমুখে যখন বায়ু রসস্রোতকে শীর্ষে বহন করিয়া সুযুম্না-পথে চলিয়া 'আকাশের চন্দ্র' পর্য্যন্ত যায় তখন জীবাত্মা-ও উহার সুধা দ্বারা আপ্লুত হইয়া পরিশুদ্ধিলাভ করা স্বাভাবিক, কারণ 'ত্রিকোণাকারতস্তস্যাঃ সুধা ক্ষরিত সন্ততম্।' তুং—জুতির কমল গুরু বেড়িয়া জে পাতে। তাহাতে ডুবাঅ মন গুরু মীননাথে ।। গো—বিজয়। ইহার সঙ্গে কালী পূজার ভূতশুদ্ধি প্রকরণ তুলনীয়।

তন্ত্রমতে কথিত হয় যে, সহস্রারে শিব অবস্থিত ; তাহার শিরে অবস্থিত চন্দ্র হইতে সুধা, ইড়া-সুষুম্না নাড়ী-পথে মূলাধারে আসিলে, শক্তি স্বরূপ সূর্য্য তাহাকে

গ্রাস করেন। ইহাতেই জীবের জন্ম-মৃত্যু সংসাধিত হয়। প্রাণায়াম প্রভাবে সে শক্তিসহ রস সুষুম্না-বর্ত্মে ঊর্দ্ধবাহী হইয়া সহস্রারে যায়, এইরূপে ক্ষয় বন্ধ হয়। ইহাই শিবশক্তির মিলন। কুণ্ডলিনী শক্তি, সূর্য্যের দ্বিতীয় মূর্ত্তি।

কুণ্ডলিনীর সহিত জীবাত্মার সহস্রার পদ্মে বিলাস, নানাভাবে তন্ত্রে, বৌদ্ধগান ও দোহায় এবং নাথ-সাহিত্যে লিখিত আছে। 'একসো পদমা চউসঠি পাখুড়ী। তহিঁ চড়ি নাচ অ ডোম্বী বাপুড়ী। সরবর ভাঙ্গি অ ডোম্বী খা অ মোলান। মারমী ডোম্বী লেমি পরাণ॥' বৌদ্ধগান ও দোহা, কানুপাদ। 'একটি পদ্ম তাহার চৌষট্টী পাঁপড়ি। তাহাতে চড়িয়া ডুমনি নৃত্য করে। সরোবর ভাঙ্গিয়া ডুমনি মৃণাল খায়। তাহাকে মারিয়া তাহার পরাণ লই।' তন্ত্রমতে ঐ বাসনাময়ীকে (কুণ্ডলিনী), সহস্রারে লয় না-করা পর্য্যন্ত যাতায়াত বন্ধ হয় না এবং অক্ষয় অমরত্ব লাভ হয় না। তন্ত্রসারে উল্লিখিত আছে, 'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিত্বা ধরনীতলে। উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥'

সুষুম্না পথে উজান অভিযানের অভিজ্ঞতা বিচিত্র—

চৌদ্দি ভুবন ভেটে আর খিড়কি দুয়ার। চাকি কুণ্ডল ভেটে আর অথ তুড়ে বন্ধ। তিন ত্রিহড়ি ভেটিয়া মোনের ভাঙ্গে ধন্দ॥ আত্ম উত্তি দিয়া দশমিত দিল তালি। গগন মন্দিরে যুয়া করে গাভুবালি॥............উজানি বাহিয়া যায় কামার শালা ঠামে। ভঙ্গ দিল জরা মৃর্ত্তু দুষ্ট কাল জমে।। নিজ নাম সাধিল রাজা গুরুর শাক্ষাতে। অঘোর পড়িল রাজার মরণের পথে।। গো-চাঁ সন্ন্যাস—৫৬পৃঃ।

সুতরাং উল্লিখিত তুলনামূলক আলোচনা-সমূহের এবং হাড়মালার 'ঊর্দ্ধমুখে যায় বায়ু মাথে করি চন্দ্র। চন্দ্র ভেদি যায় যথা আকাশের চন্দ্র॥' প্রভৃতির তত্ত্ব এক। 'আকাশের চন্দ্র' অর্থে তালুমূলের চন্দ্রমার কথাই বুঝাইতেছে। গোরক্ষবিজয়ের অন্য কয়েকটি পদের সঙ্গে তুলনা করিলে, হাড়মালায় উল্লিখিত ঊর্দ্ধমুখে যখন বায়ু, চন্দ্রকে শীর্ষে বহন করিয়া 'আকাশের চন্দ্র' পর্য্যন্ত লইয়া যায় তখন উহা দ্বারা চিন্ময়ত্ব সাধনের যে কাজ সংসাধিত হয় তাহার সামঞ্জস্য প্রতিপন্ন হইবে।

আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে মনের অবস্থানে কার্য্য এইরূপ—

'আকাশের অরুন্ধতি অভয়ারে জানি। আকাশে থাকিয়া হস্তী পাতালে তুলে পানি॥ ইন্দ্রনালে তোল (শোষ) গুরু আছাভুয়া পানি॥' গোরক্ষবিজয়।

নাভির অধঃস্থিত রসকে ব্রহ্মনাড়ী পথে ঊর্দ্ধে টানিয়া তোলার কথা হইল। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে অরুন্ধতি অর্থাৎ সহস্রার পদ্মস্থিত ওঁ এর প্রতি।

'চাপ তিন তিহড়ি উড়িয়া যাউক ধূম্রা। আনল জ্বালহ গুরু স্থির কর কায়া॥' গোরক্ষবিজয়। দেহের রসকে অমৃতে পরিণত করিয়া সহস্রারে সঞ্চিত করিতে হইবে। এ বিষয়ে **Obscure Religious Cults**-এ, উল্লেখ এইরূপ— **'Transubstantiation and dematerialisation of material body of change to an immutable body of perfection by the nectar oozing from the moon'.** 'ত্রিপিনী করিয়া স্থির কর্ণে দে অ তালি। উপরে বসন্ত খেলা জেন নহে খালি।............আসনেত মন করি চিন একাদশী। পরম নিচল মধ্যে (সহস্রার পদ্মমধ্যে, শূন্য স্থানে) ধ্যান কর বসি॥ বিপাক্ষে রহিলে বাপু কিছু নাহি ফল। কায়া সাধ গুরু বাপ চিন যমকাল॥ জুতির কমল (সহস্রার পদ্ম) গুরু বেড়িয়া যে পাতে তাহাতে ডুবাঅ মন গুরু মীননাথে॥ উলটিয়া হউক পুষ্প পুনি কর ধেয়ান। বুঝ বুঝ আএ গুরু তত্ত্বব্রহ্ম জ্ঞান॥' গোরক্ষবিজয়। যতি গোরক্ষনাথ গুরুকে বলিতেছেন যে, সহস্রার পদ্মকে ঊর্দ্ধমুখী করিয়া তাহাতে অবস্থিত অমৃত দ্বারা মনকে অভিষিক্ত করিতে হইবে এবং সেখানে 'ওঁ এর ধ্যান' করিতে হইবে। ত্রিবেণীর দ্বার (দশম দ্বার) রুদ্ধ করিয়া যাহাতে প্রবাহ-সমূহ নিম্নগামী না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই অমৃত আস্বাদনে এবং তাহা দ্বারা দেহ সঞ্জীবনে অমরত্বলাভকে 'সিদ্ধাপদ প্রাপ্তি' বলা যায়। ইহা 'অক্ষয়' অমরত্বলাভ নহে। আকাশের চন্দ্রভেদ পর্যান্ত হাড়মালার প্রথম অধ্যায়। তাহার পর মনোব্রহ্ম সাধনে 'নাথ নিরঞ্জনপদ প্রাপ্তির' (অক্ষয় অমরত্বলাভের) সন্ধান কথিত হইয়াছে।

আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে নিরালম্বপুরে বর্ণব্রহ্মরূপ ওঁকার আছে। সেখানে সর্ব্বদা ওঙ্কার ধ্বনি হইতেছে। শিরস্থিত সুষুম্নারন্ধ্র পথে মনকে সেখানে যুক্ত করিতে হইবে। তাহার ঊর্দ্ধে মহাশূন্য। 'কপিলাস দ্বার ধরিলে সে পাইবা হাট। নিরালম্ব ধ্বনি যাতে নিত্য বহে ভাট॥' নিগমসপ্তক-৪৪পৃঃ। সে অন্তঃশূন্য বা মহাশূন্যতা লাভে নাথনিরঞ্জনপদ প্রাপ্তি কাম্য।

ওঙ্কার-সমাধির কয়েকটি পদ এইরূপ—

'মেরুদণ্ড দৃঢ় করি বসিবা সিদ্ধাসন। প্রণব জপিয়া নাসা করিবা ধারণ॥ নাসাগ্রে ধ্যান করি রহিবা সাবধানে। প্রণমিবা নিরঞ্জন করিবা ধেয়ানে॥ নিরঞ্জন রূপ দেবী সংসারের সার। প্রণব রূপ নিরঞ্জন শূন্য আকার॥ (তুং-নাম ব্রহ্ম যুনি তখন যুন্যে'ত উড়িনু। চৈত্য ভুবন বাছা পর্ব্বকে দেখিনু॥ গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—২৮পৃঃ।)...... ...... নাক মুখ দন্ত দিয়া তাহার উপরি। তাহা কহি মন্ত্র নিরঞ্জন অধিকারী॥ এহি মন্ত্র জপিও শরীরে বায়ু পুরি। তোমাতে কহিল দেবী শুনহ সুন্দরী॥ সাবধান হইয়া দেবী সাধন করি নিত্য। যাবৎ শূন্যাকারে মাঝে যায় চিত্ত॥ শূন্যের সাধনে দেবী করি প্রাণী লয়। আপনাকে শূন্য হেন জানিবা নিশ্চয়॥' হাড়মালা—৩৪-৩৬পৃঃ।

ধ্যানের পরিপক্ক অবস্থাই সমাধি। ওঁ এর ধ্যান ও জপ সাধন করিতে করিতে তাহার মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ব্রহ্মময় হইবে এবং অন্তিমে ওঁ ধ্বনির (নাদের) সঙ্গে সঙ্গে মন শূন্যে লীন হইবে। ঐ ধ্বনির সঙ্গে বায়ু-ও ওঁএ পর্য্যবসিত হইয়া শূন্যে লয় হইয়া যাইবে। নাম ও রূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া নাম-রূপাতীত হওয়া, ইহাই নাথধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। 'পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডে' দুই দিকে একই অমৃত ও নির্গুণ আত্মতত্ত্ব ওতপ্রোত ও পরিপূর্ণ হইয়া আছে। তুং—সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ। মূর্দ্ধ্ন্যা-ধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্। ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্। যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং॥ গী—৮-১২-১৩। দুই ভাবে অর্থাৎ অন্তরে ও বাহিরে সেই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হাড়মালায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ওঁকারকে শূন্য আকার বলা হইয়াছে। কিরূপে ইহা চিন্তা করা যায় তাহাও হাড়মালায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'নাসাগ্রে ধ্যান করি শূন্য নৈরাকার। আদ্য অন্ত মধ্য শূন্য করিবা বিচার॥ নিরবধি শূন্য ধ্যান করিবা পার্ব্বতী। শূন্য মন হইলে হয় শীঘ্র মোক্ষতি॥ পার্ব্বতী বলেন প্রভু শুনহ শঙ্কর। নিরঞ্জন রূপ এহি ভাবিতে দুষ্কর॥ আদেখায় চিন্তা সব ভাবনা বিলাস। কিমতে ভাবিব গোসাঞি করহ প্রকাশ॥ শঙ্করে বলেন শুনহ বচন আমার। ঊর্দ্ধে শূন্য মধ্যে নভ আছে নৈরাকার॥ শূন্য নভ এক করি লয় স্মর মনে। সমাধি লক্ষণ এহি জানিবা গুরু স্থানে॥ দেবী

বলেন শুন প্রভু আমার বচন। স্থূল বিনা সূক্ষ্ম না যায় ভাবন ।। কি মতে ভাবিব গোসাঞি কহ ত্রিলোচন ।।' শূন্যকে কিরূপে ভাবনা করা যায় ? বিন্দুদ্বারা বেষ্টিত অক্ষরের সমষ্টি ওঁ এবং শব্দময় ওঁ এই অবস্থাকে ভাবনা করা যায়। ইহার ভাবনায় ও সাধনায় মন অন্তিমে শূন্যে পৌঁছায়। শূন্য-সাধনের এই অন্য উপায় উল্লিখিত হইল।

নাথধর্ম্ম-সাধন বিষয়ে অপরাপর গ্রন্থের সঙ্গে হাড়মালায় বর্ণিত সাধন-প্রণালীর বিশেষত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য পরবর্ত্তী 'শূন্যব্রহ্ম সাধন' অধ্যায়ে এই ওঙ্কার বা মনোব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে পুনরায় আলোচনা করা হইতেছে।

শূন্যব্রহ্ম সাধন।

চন্দ্রসাধনের পর হাড়মালায় ধ্যানযোগ ও জ্ঞানযোগ প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে *।

মহাদেব হংস তথা ওঙ্কারের মধ্যে যে জ্যোতির্ম্ময় শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী কৌস্তুভ হৃদয় বিষ্ণু অবস্থিত আছেন তাহা বর্ণিত করিয়া সমাধি সাধনতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। 'হৃদয়ে আছয়ে বিষ্ণু আছযে জ্যোতির্ম্ময়। শংখচক্র গদাপদ্ম কৌস্তুভ হৃদয় ॥ তাহারে ধেয়াইলে ব্রহ্মপদ পায় ।। জ্যোতির্ম্ময় রূপে······বৈসে সেহি স্থান ॥ সূক্ষ্ম, ফটিকের রূপ চন্দ্রকোটি সমান। হরি ধ্যান····· মন ধ্যান। হাড়মালা—৩৪পৃঃ।

---

* ডাঃ কল্যাণী মল্লিক তাঁহার নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালীতেও এই কথাই বলিয়াছেন। অর্থাৎ রাজযোগ দ্বারা পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ হয় ও মন তাহার শুদ্ধ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হাড়মালায় ইহাকে নাথনিরঞ্জন পদ প্রাপ্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহার সাধনতত্ত্বও বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে কল্যাণী মল্লিকের পুস্তকের কতক লাইন উদ্ধৃত হইল। "রস বা বায়ু সাধন দ্বারা দৈহিক স্থৈর্য্যলাভ বলা হইল, কিন্তু হঠযোগ ও রসেশ্বর প্রণালী-দ্বয় দ্বারা দেহকে অজর, অমর বা শুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলে-ও 'একোঽসৌ রসরাজঃ শরীরমজরামরং কুরুতে' (রসেশ্বর দর্শনম্—২৭ শ্লোক), ইহা দ্বারা চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ ও চরম স্থৈর্য্যলাভ হয় না ; অতএব সাধন প্রণালী দ্বয় একই সীমা দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইহাদের সাধনে মন ও বায়ুর আজ্ঞাচক্রে স্থিতি হয় এবং সাধক জীবন্মুক্ত হন। উর্দ্ধস্থ সহস্রারে দিব্য জ্যোতি দ্বারা আলোকিত হইয়া এই স্থৈর্য্য বহুকাল পর্য্যন্ত থাকিতে পারে, কিন্তু রাজযোগ সাধিত না হওয়া

নাথনিরঞ্জন—নাথমতে জগৎ ও জীবনের মূল সত্তা, শূন্য। ব্রহ্ম শূন্যরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজমান আছেন। বাহিরে যাহা দেখি তাহা ব্রহ্মের স্থূল রূপ। সত্য রূপ নহে। সাধনা দ্বারা শূন্যরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করা পরম পুরুষার্থ।

পর্য্যন্ত চরম স্থিতি লাভ হয় না। তাই রসেশ্বর দর্শনকার বলিয়াছেন, 'তস্মাদস্মদুক্তয়া রীত্যা দিব্যং দেহং সম্পাদ্য যোগাভ্যাসবশাৎ পরতত্ত্বে দৃষ্টে পুরুষার্থপ্রাপ্তির্ভবতি' অর্থাৎ এইজন্য আমাদের কথিত রীতির অনুসরণ পূর্ব্বক দিব্যদেহ সম্পাদন করিয়া যোগাভ্যাস বশে পরতত্ত্বের দর্শন হইলেই পুরুষার্থ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তখন ভ্রূযুগমধ্যগতং যৎ শিখিবিদ্যুৎ সূর্য্যবৎ জগদ্‌ভাসি। কেষাঞ্চিৎ পুণ্যদৃশামুন্মীলতি চিন্ময়ং জ্যোতিঃ॥ অর্থাৎ যাহা ভ্রূযুগলের মধ্যগত হইয়া অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্য্যের ন্যায় সমুদায় জগৎ আভাসিত করে, কোন কোন পুণ্যাত্মাদিগের গোচরে সেই চিন্ময় জ্যোতি উন্মীলিত হইয়া থাকে। রাজযোগ দ্বারা পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়।.......... অতএব মানসিক জ্ঞানই সর্ব্ব পদার্থের মূল—অর্থাৎ অহং গুটাইয়া লইলে দৃশ্যমান জগৎ ও অদৃশ্য হইবে। অতএব মনই প্রধান, ইত্যাদি"। নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী, ৫২৭—৫২৯পৃঃ। ডাঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের **'Natha Cult'** এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে ডাঃ কল্যাণী মল্লিকের নাথধর্ম্ম ও সাধন, আলোচনার এই বিষয়ে পার্থক্য দেখি।

তন্ত্রসার যোগ প্রক্রিয়ায় 'চন্দ্রসাধন' পর্য্যন্ত শিবসামরস্য হেতু পিণ্ডাদী যোগকে সবীজ এবং ফলাকাঙ্খা শূন্য হইয়া পরম শিবে আত্মলয়কে নির্বীজ যোগ বলা হইয়াছে। পরমপদে পিণ্ডলয়কে লয়যোগ বা নির্বীজ যোগের স্বরূপ সম্বন্ধে শিবসংহিতা ৫ম পটলে—২০৪-২০৭ শ্লোকে বর্ণনা আছে। তস্মাদ্‌গলিতপীযূষং পিবেদ্ যোগী নিরন্তরম্......তদা বিজ্ঞায়তেঽখণ্ডজ্ঞানরূপী নিরঞ্জনঃ॥ 'যোগী সহস্রার কমল-নিঃসৃত সদা সুধাপানে মৃত্যুর ও মৃত্যু বিধান করিয়া নির্ব্বিঘ্নে দেহপাত করেন। যখন সহস্রার পদ্মে কুণ্ডলিনী বিলীন হন তখন চতুর্ব্বিধ সৃষ্টিও পরমাত্মাতে লয় পাইয়া থাকে। যখন সহস্রার কমলে মনোবৃত্তি বিলীন হয় তখনই সাধক জ্ঞানরূপী নিরঞ্জনকে বিদিত হইতে পারেন।'

সিদ্ধসিদ্ধান্ত সংগ্রহের পঞ্চমভাগে কথিত হইয়াছে যে, শিবশক্তি সমন্বয়ে সামরস্য আস্বাদনের পর সাধকের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। তখন দ্বৈতভাবলোপ যে পরমানন্দ স্বরূপ পরম পুরুষার্থ ইহা জানিয়া যোগী পরমপদে পিণ্ডলয় করেন। ইহা নির্বীজ-বা-লয়যোগ। পিণ্ডলয় অর্থে মনোলয়ই বুঝিতে হইবে। অধিকাংশ যোগসাহিত্যে আত্মতত্ত্ব, মনোব্রহ্ম প্রভৃতি বিষয় আলোচনার পর যোগতত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। শিবসংহিতা ৪.৭ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, যোগ প্রধানতঃ চারি প্রকার—মন্ত্রযোগ, হটযোগ রাজযোগ, লয়যোগ। রাজযোগে দ্বৈতভাব থাকে না, অর্থাৎ সে সময়ে সমাধি-নিবন্ধন জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এই তিনটি সমভাবাপন্ন হইয়া পরমাত্মা মাত্র অবশিষ্ট

পিণ্ডের সূক্ষ্ম অবস্থা মন। মন, ওঙ্কার-নিরঞ্জন স্বরূপ। তাহার মধ্যে ব্রহ্ম সূক্ষ্মরূপে বিরাজিত আছেন। মনের মধ্যে ওঙ্কার-নিরঞ্জন, রসরূপে-জ্যোতিঃরূপে-শূন্যরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। মনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে অর্থাৎ স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম হইতে কারণে এবং কারণ হইতে নিরঞ্জনে বা শূন্যব্রহ্মে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি সাধনা। হাড়মালায় চন্দ্রসাধনের পর ধ্যানযোগ ও জ্ঞানযোগে জ্যোতিঃ-ব্রহ্ম এবং শূন্যব্রহ্ম-তত্ত্ব ও সাধনপ্রণালী বর্ণিত আছে।

থাকে। হাড়মালায়ও সর্ব্বশেষে রাজযোগ আলোচিত হইয়াছে। শিবসংহিতায় রাজযোগের বর্ণনা এইরূপ—'ব্রহ্মাণ্ড-বাহ্যে সংচিন্ত্য·········চিন্তয়েদবিরোধতঃ আদ্যমধ্যান্তশূন্যন্তং কোটিসূর্য্য-সমপ্রভং। চন্দ্রকোটি প্রতীকাশভ্যস্য সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ। ৫।২০৮-২১০। যে স্বপ্রতীকের বিষয় কথিত হইয়াছে (অর্থাৎ নিরঞ্জন বিষয়ে) ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে তাহার চিন্তা করতঃ, তাহাতে চিত্তনিবেশ পূর্ব্বক মহৎ শূন্যের ধ্যান করিতে হইবে। ঐ শূন্য আদি, মধ্য ও অন্তঃস্বরূপ (অনাদি, অনন্ত ও মধ্যশূন্য), কোটি সূর্য্যবৎ দীপ্তিশালী এবং কোটি সংখ্যক শশধর তুল্য প্রশন্ন। উহার ধ্যানে সিদ্ধিলাভ হয়। যে ব্যক্তি আলস্য ত্যাগ পূর্ব্বক এই শূন্যের ধ্যান করেন, এক বর্ষ মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেন।' নাথযোগীরাও আদি শূন্য মধ্যশূন্য ও অন্তঃশূন্যের সাধন করেন। অন্তরে ও বাহিরে কিরূপে শূন্য সাধন করিতে হয়, হাড়মালায় তাহার বর্ণনা আছে।

প্রাণতোষিণী তন্ত্রেও রাজযোগকে শ্রেষ্ঠযোগ বলা হইয়াছে। সেখানে ৩৩৫ পৃষ্ঠায় রাজযোগ লক্ষণ এইরূপ—সংজ্ঞাশূন্যমনা ভূত্বা পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যতে। বাহ্যাভ্যন্তরং খং হি অন্তর্লক্ষমিদি স্মৃতং। এতদ্ধ্যানাৎ সদা কিঞ্চিৎ দুঃখং ন স্যাৎ শিবোঽভবৎ। শূন্যস্থ সচ্চিদানন্দং নিঃশব্দং ব্রহ্মশব্দিতং। সশব্দং জ্ঞেয়মাকাশমিতি ভেদদ্বয়স্থিহ। শিবসংহিতা ৫ম পটলেই রাজাধিরাজ যোগও কথিত হইয়াছে। তাহা এইরূপ—নিরালম্বং ভবেজ্জীবং জ্ঞাত্বা বেদান্ত যুক্তিতঃ। নিরালম্বং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিৎ সাধয়েৎ সুধীঃ॥·············এতদ্ধ্যানাৎ মহাসিদ্ধি-র্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। ইত্যাদি, ৫।২১৮-২২২। বুদ্ধিমান যোগী বেদান্তযুক্তি অনুসারে জীবকে নিরালম্ব জ্ঞান করতঃ চিত্তকে নিরালম্ব জ্ঞান করিয়া ধ্যান করিবে। ইহা ভিন্ন আর কিছুই ধ্যান করিবার আবশ্যক করে না। এইরূপ চিন্তা করিলে মহাসিদ্ধি হয় এবং চিত্তকে বৃত্তিশূন্য করিয়া স্বয়ং পূর্ণ আত্মস্বরূপ হইতে পারেন। যে যোগী সর্ব্বদা এই প্রকার সাধন করেন তাঁহার অন্তরে কিছুরই কামনা থাকে না। অহং শব্দও তাহার মুখে উচ্চারিত হয় না। বিশ্বস্থ সকল বস্তুকেই তিনি আত্মস্বরূপে দর্শন করেন। তাঁহার কি বন্ধ কি মোক্ষ কোনরূপ বিবেচনাই থাকে না। তিনি নিরন্তর একমাত্র আত্মাকেই দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি জীবন্মুক্ত ও সর্ব্বলোকে পূজিত হইয়া থাকেন, ইত্যাদি।

মন শূন্য-ব্রহ্ম। ধ্যানযোগ এবং জ্ঞানযোগে * মনের আবরণ অপসারিত করিয়া তাহার শুদ্ধ স্বরূপ শূন্যে প্রতিষ্ঠার জন্য ওঙ্কার সাধ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মনের দুই রূপ। জীব-ভাব ও শিব-ভাব। জীবভাব বড়ই দুর্দ্দমনীয়। উহা সর্ব্বদা বিষয়াসক্ত থাকিয়া ভ্রান্তি, মোহ, দুঃখ এবং বিনাশের দিকে জীবকে আকর্ষণ করিতেছে। তাহাকে বিষয়ানুসারিনী প্রবৃত্তি হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ঊর্দ্ধে 'স্বরূপে' অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। নাথ সাহিত্যে এইজন্য পুনঃ পুনঃ তত্ত্বালোচনায় এবং 'ক্রিয়া দ্বারা' মনঃসংযমের উপদেশ দেখিতে পাই।

---

* স্কন্দপুরাণে নাগর খণ্ডে দ্বিষষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ে ইহার বর্ণনা এইরূপ—

ভগবতী গৌরী হিমালয়ে বিষ্ণুর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। চাতুর্ম্মাস্যে এইরূপ কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন ও বর-গ্রহণ করিতে বলিলেন। ভগবতী প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি যেন অমরী হইতে পারেন, জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তে যেন তাঁহার আর পীড়িত হইতে না হয়। তাঁহার প্রার্থনায় ভগবান, শম্ভুকে গৌরী-সকাশে প্রেরণ করেন। ভগবতীর প্রার্থনায় যোগীগুরু মহেশ্বর, অমরী হওয়ার তত্ত্ববিশ্লেষণের জন্য গৌরী সহ বিমানে আকাশ-পথে অভিযান করেন। অনেক জনপদ, নদী-পর্ব্বত, বিচিত্র সুশোভন অরণ্যানী, সমুদ্র, বিভিন্ন লোক অতিক্রম করিয়া তিনি ক্ষীর-সাগরে শ্বেতদ্বীপে রম্যক পর্ব্বত-শৃঙ্গে অবতরণ করেন এবং এই জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ দেবীকে বর্ণনা করেন। ধ্যানযোগের কতক অংশ এইরূপ—'ধ্যানযোগং মন্ত্ররূপং দ্বাদশাক্ষরসংজ্ঞিতম্। প্রণবেন যুতং সাগ্রং সরহস্যং শ্রুতেঃ পরম্.........জ্ঞাত্বা সর্ব্বগতং ব্রহ্মদেহশোধন-তৎপরঃ॥ পদ্মাসনপরো ভূত্বা সম্পূজ্য জ্ঞানলোচনঃ॥ ইত্যাদি। স্কন্দপুরাণ নাগর খণ্ড একষষ্ট্যাধিকদ্বিশততম্ অধ্যায়—৫৬-৬০। 'এই ধ্যানযোগ মন্ত্ররূপ দ্বাদশ অক্ষর সংজ্ঞিত, প্রণবযুক্ত, সাগ্র সরহস্য, ও শ্রুতির পরবর্ত্তী। ইহা অক্ষরত্রয় সংযুক্ত একাক্ষর। ইহা মাঘ মাসে হিতকর। ইহা অমায়, বিশ্বপাবন, বিষ্ণুগম্য, বিষ্ণুমধ্য, মন্ত্র-ত্রয় সমন্বিত।' হাড়মালায় চন্দ্রসাধনের পরই বিষ্ণুর ধ্যান লক্ষণীয়। 'চতুর্থকলা দ্বারা অশেষ ব্রহ্মাণ্ড-সেবিত, মুনিগণ পূজিত, নাভি হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যপ্ত অখণ্ড সুখদায়ক। ইহার মধুর নাম মহাদুঃখ-নাশক ওঙ্কার। এই জ্ঞানরূপ সুখাশ্রয় ওঙ্কারের ধ্যান করিয়া মানব সর্ব্বগত ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। এইরূপ জ্ঞানের পর দেহশোধন তৎপর হইয়া মানব বদ্ধপদ্মাসন হইবে॥' ইত্যাদি।

ওঙ্কার, ব্রহ্মের বীজ। ইহার শক্তি অপরিসীম। গ্রন্থভাগে উল্লেখ করিয়াছি যে, গুরুশক্তি ওঙ্কারের সঙ্গে মনকে যুক্ত করিয়া দেন। ইহার সাধনায় কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ জনিত যেরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ ওঙ্কার-শক্তি মনের মলিনতা (আবরণ) দগ্ধ করিয়া তাহার জ্যোতিঃ-স্বরূপ ব্রহ্মত্ব উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। শুধু তাহাই নহে, যেরূপ কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া, উহা কাষ্ঠের সঙ্গেই শান্ত হয়, সেইরূপ ওঙ্কারের নাদে (প্রবর্ত্তিত) মনের ব্রহ্মজ্যোতিঃ বিকশিত হইয়া অন্তিমে শূন্য-স্বরূপ প্রকাশিত হয়। অনাহত শব্দের মধ্যে যে ধ্বনি, সেই ধ্বনির (শব্দব্রহ্ম) মধ্যে মন অবস্থিত। গুরুর উপদেশে সাধনাবলে সেই ধ্বনিতে আরূঢ় মন, ব্রহ্মে (প্রথম জ্যোতিতে তাহার পর শূন্যে) বিলীন হয়। অর্থাৎ রূপকে অবলম্বনে অরূপে পৌঁছান বা রূপের সাধনায় স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ এই তাৎপর্য্য।

'জপধ্যান রূপ যে যোগ, তাহা কর্ম্মযোগ ইহা নিঃসন্দেহ। শব্দব্রহ্ম দ্বাদশাক্ষর সমন্বিত বেদ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ধ্যানে সমস্তই পাওয়া যায়, এমন কি ধ্যানে পর-ব্রহ্মকেও পাওয়া যায়; উহা দ্বারা শুদ্ধতা-প্রাপ্তি হয়। মুক্তির স্থিরীকরণও ধ্যান হইতে হয়। প্রথমে ধ্যান-যোগের একটি অবলম্বন থাকে—যেমন ধ্যানে নারায়ণকে দর্শন করা। ইহা প্রথম যোগ। তাহার পর জ্ঞান-যোগ। ইহার অনেক অবলম্বন থাকে। যেমন অরূপ, অপ্রমেয়, সর্ব্বাকার, সদাতেজঃ, তড়িৎকোটি সমপ্রথা, অনুপম, নিষ্কল, নির্ব্বিকল্প, সদাপ্রকাশ, অনীশ্বর, অখণ্ড, সকল, নিরঞ্জনময়, বিয়ৎ, নির্দেহ, ধাতৃধ্যেয়-বিবর্জ্জিত, অগোত্র, অগাধ পুরুষকে জ্ঞানযোগে দর্শন করা যায়। মর্ত্ত্যগণ কর্ণযুগল আচ্ছাদিত করিয়া নাদরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে, তাহাদের প্রাণ-বায়ুতে তখন সেই প্রণবাখ্য অমৃত, অনন্ত, শাশ্বত ব্রহ্ম ঘোষিত হয়। ইহা জঠরাগ্নির নিদান, পঞ্চভূতনিবাস, জ্ঞানরূপ বস্তু। এইরূপ বস্তু লব্ধ হইলে, জন্মসংস্কার বন্ধন হইতে মুক্তি হইয়া থাকে। ইত্যাদি।' এইরূপে প্রণবের মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত রূপ বর্ণনা করিয়া মহাদেব, দেবীকে এই ব্রহ্মবীজ শিক্ষা দিলেন। হাড়মালায়ও দেখিতে পাই, এই ওঙ্কার মন্ত্র-ব্রহ্মের দুই রূপই কথিত হইয়াছে। উহার জ্ঞানই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মজ্ঞান তাহাও কথিত হইয়াছে। প্রথমে ইহার রূপ, তাহার পর অরূপ বর্ণিত হইয়া, ইহাকে জ্যোতিঃরূপে এবং শূন্যরূপে প্রাপ্তির নির্দ্দেশ আছে। হাড়মালার মত এই স্কন্দ-পুরাণের প্রথমেই হর, গৌরীকে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি বর্জ্জন করিয়া, ক্ষমা, সত্য, দান প্রভৃতি যোগাঙ্গ পালনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইহা লক্ষণীয়। এইরূপ ধ্যানযোগ ও জ্ঞানযোগ গুহ্য তত্ত্ব কীর্ত্তিত হইলে মহাদেব, পার্ব্বতী সহ বিমানপথে আরোহণ করিলেন। তখন ক্ষীরসাগর হইতে এক জ্যোতির্ম্ময় মৎস্য শূন্যে উত্থিত হইয়া বিমানের

সুতরাং দেহের মূল দুই উপাদান-বায়ু এবং রস এবং উহাদের অবরোধ-ক্রমে ক্ষয়-নিরোধ ও দেহের পরিশোধন প্রক্রিয়া কথিত হইলে, চিত্তশুদ্ধি-প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে। চন্দ্রসাধনে সিদ্ধদেহ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত রসব্রহ্মতত্ত্ব এবং রসরূপে তাঁহার সত্তা উপলব্ধির উপায় বর্ণিত হওয়ার পর, মনোব্রহ্ম তথা শূন্যব্রহ্ম ও সাধন-তত্ত্ব কথিত হইতেছে। রসের সূক্ষ্মতর অবস্থা জ্যোতিঃ বা তেজ এবং জ্যোতির সূক্ষ্মতম অবস্থা আকাশ বা শূন্য এই সাধনায় ক্রম বিবৃত হইয়াছে।

ওঙ্কারের সগুণ ধ্যান—প্রথমেই ওঁকারের মূর্ত্তরূপ অর্থাৎ বিষ্ণুগম্য রূপ চিন্তনীয়। ইহার মধ্যস্থিত বিষ্ণুকে ধ্যানে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। হাড়মালায় তাহার বর্ণনা এইরূপ—এহিরূপে ধ্যান দেবী করিবা নিশ্চয়। মেরুদণ্ড ত্রিশ গ্রন্থি ভেদিলে চিরজীবী হয়॥ হৃদয়ে আছয়ে বিষ্ণু আছয়ে জ্যোতির্ম্ময়। শঙ্খচক্র গদাপদ্ম কৌস্তুভহৃদয়॥ তাহারে ধেয়াইলে ব্রহ্মপদ পায়। হাড়মালা—৩৪পৃঃ।

সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং গন্তব্য পথ অবরুদ্ধ করিলে বিশ্বনাথ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মৎস্য বলিল যে সে জন্ম-সময়ে বিকৃত বদন ও কদাকার ছিল এবং গণ্ডান্ত যোগ-সিদ্ধ বলিয়া সংসার বিষয়ে উদাসীনতার জন্য তাহার জননী তাহাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করেন। তখন এক মৎস্য তাহাকে গ্রাস করে। এতদিনে ঈশানের মুখ হইতে ধ্যান এবং জ্ঞান-যোগ-তত্ত্ব জানিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে। তাহার প্রার্থনায় যোগীন্দ্র তাহাকে উদ্ধার করিলেন এবং মীননাথ আখ্যা দিয়া ব্রহ্ম সেবক, জ্ঞানযোগ-পারগ ও জীবন্মুক্ত উপাধি দিলেন। তাহার পর তাহার দেহ হইতে মৎস্য-গন্ধ দূরীভূত করার জন্য ভগবতী গৌরী তাহাকে উৎসঙ্গ-ভাগী করিলেন। দেবী, দেবদেবের উপদেশে উক্ত প্রকারে উত্তম জ্ঞান ও দ্বাদশাক্ষরজা উত্তম সিদ্ধি-লাভ করিলেন। যে মানব বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যে এই মৎস্যেন্দ্রনাথের চরিত্র শ্রবণ করে সে অশ্বমেধ ফল লাভ করে। স্কন্দপুরাণে নাগর খণ্ডে দ্বিষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

তাহার পর ওঙ্কারের দুইরূপ—শূন্য স্বরূপ ও রূপময় আনন্দ-স্বরূপ-তত্ত্ব ও সাধন ব্যাখ্যাত হইতেছে—'মেরুদণ্ড দৃঢ় করি বসিবা সিদ্ধাসন। প্রণব জপিয়া নাসা করিবা ধারণ॥ নাসাগ্রে ধ্যান করি রহিবা সাবধানে॥ প্রণমিবা নিরঞ্জন করিবা ধ্যায়ানে॥ নিরঞ্জন রূপ দেবী সংসারের সার। প্রণব রূপ নিরঞ্জন শূন্য আকার'॥ * নাথ সম্প্রদায় মতে শূন্য তিন প্রকার। আদি শূন্য, মধ্যশূন্য অন্তঃশূন্য। 'নাসাগ্রে ধ্যান করি শূন্য নৈরাকার। আদ্য অন্ত মধ্যশূন্য করিবা বিচার॥ নিরবধি শূন্য ধ্যান করিবা পার্ব্বতী। শূন্য মন হইলে হয় শীঘ্র মোক্ষতি॥' হাড়মালা—৩৭পৃঃ। প্রণবের সূক্ষ্ম, কারণ, নিরঞ্জন—হংস,-সোঽহং,—ওঁ এই তিন রূপ। মূলাধার হইতে অনাহত পদ্ম পর্য্যন্ত হংস; ইহা আদি শূন্য। হৃদয়পদ্ম হইতে রূপপদ্ম পর্য্যন্ত সোঽহং, মধ্যশূন্য এবং তাহার ঊর্দ্ধে সহস্রারে—ওঁ—অন্তঃশূন্যের ধ্যান করিতে হইবে। এই আদি, মধ্য ও অন্তঃশূন্য, ওঙ্কারের তিন রূপ। উহারা সাধ্য। অন্তঃশূন্য-প্রাপ্তি, নাথ-নিরঞ্জনত্ব-লাভ। ইহা নানা উপায়ে-ধ্যানে, জ্ঞানে, কর্ম্মে ও তত্ত্বালোচনায় লাভ করিতে হইবে।

ওঁকার-ব্রহ্ম শূন্য-স্বরূপ, সেইজন্য ওঙ্কার সাধ্য। ব্রহ্মের সাধন, শূন্য সাধন। সাধনার তত্ত্ব বিচারে নাথমতে ওঁ-তত্ত্বের এই বিশেষত্ব। এখন প্রশ্ন এই, ব্রহ্ম-নিরঞ্জন যেহেতু শূন্য-আকার, তাঁহাকে কিরূপে ভাবনা এবং সাধনা করা যায়। নিরাকার ব্রহ্মকে ওঁ এর বর্ণরূপ ও শব্দরূপ এই দুই ভাবে ভাবনা ও সাধনা করা যায়।

---

* "শূন্যতত্ত্ব সম্বন্ধে নাগার্জ্জুন-পাদের পঞ্চ-ক্রমায় উল্লেখ আছে। ইহা চারি প্রকার-শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য এবং সর্ব্বশূন্য। প্রথম তিনটি চিত্তদোষ—সংখ্যায় একশত চৌষট্টি। বায়ুর সঙ্গে চিত্তে মল-বিকারের সৃষ্টি হয়। ইহাদের দূরীভূত করিয়া চিত্তের বিশুদ্ধি কাম্য। চতুর্থটি বিশুদ্ধ জ্ঞান পরম সত্য, আদি অন্তহীন দোষগুণ বিবর্জ্জিত স্বপ্রকাশ্য ভাস্বর। তন্ত্রশাস্ত্রে সাতপ্রকার এবং অশাঙ্গের মধ্যান্ত-বিভাগে ষোলপ্রকার শূন্যের উল্লেখ আছে।

এই চারি প্রকার শূন্যের কথা 'দোহা ও চর্য্যাপদে' বর্ণিত আছে। প্রথম তিনটিকে প্রকৃতি দোষ বা বাসনা বলা হয়। এই তিনটিই জীবের জন্ম-মৃত্যুর কারণ। চতুর্থটি সর্ব্বশূন্য; উহাই প্রকৃত শূন্য, বাসনা-রহিত, শুদ্ধ।" Obscure Religious Cults—P—51-57. এই গ্রন্থে ওঙ্কার বিষয়ে কোন আলোচনা দেখা যায় না।

প্রণবের রূপ ও অরূপ সাধন—দেবীর প্রশ্নে মহেশ্বর বর্ণব্রহ্ম বা অক্ষর-সমন্বিত ওঁকারের সাধন বর্ণনা করিতেছেন—'অ, উ, ম অক্ষর বলি তারে। কণ্ঠ, ওষ্ঠ, নাসিকা ওংকার তাহারে॥ অনাসাদ্য রূপ সেই ভয়-বিবর্জ্জিত। এহিমতে অক্ষরের নাম কহিবা নিশ্চিত॥ আকারে ওকারে দুই হস্ত করি তারে। সদত ভাবিও তারে আপনা সুস্থিরে॥ এহি মন্ত্র জপিবেক যেই যোগী ··· । সংযোগ কর হইলে তার মন্ত্র পাই॥ নাক, মুখ দন্ত দিয়া তাহার উপরি। এহি মন্ত্র জপিও শরীরে বায়ু পুরি॥ তোমারে কহিল দেবী শুনহ সুন্দরী। সাবধান হইয়া দেবী সাধন করি নিত্য। যাবৎ শূন্যাকারে মাঝে যায় চিত্ত॥ শূন্যের সাধনে দেবী করি প্রাণী লয়। আপনাকে শূন্য হেন জানিবা নিশ্চয়।' হাড়মালা—৩৫পৃঃ। দেহে বায়ু পূর্ণ করিয়া বর্ণরূপ ওঙ্কারের ভাবনায় ও সাধনে মন অন্তিমে শূন্যতায় পৌঁছায়। তাহার পর ওঙ্কার-ধ্বনির, তথা শব্দব্রহ্মতত্ত্বের প্রসঙ্গ হাড়মালায় আলোচিত হইয়াছে। নাদ সাধনে মন, নাদের অন্তিমে বিন্দুতে বা পরম পদে লীন হইয়া শূন্যতায় পৌঁছায়। বলাবাহুল্য যে, নাদ শক্তি-স্বরূপ ও বিন্দু শিব-স্বরূপ। 'ওঁ রূপ' শব্দ-শক্তি মনকে প্রথমে জ্যোতিঃ রূপে এবং পরিণামে শূন্যব্রহ্মরূপে উদঘাটিত করে।

অক্ষর, বিন্দুর সমষ্টি। যখন শব্দ উঠে তখন বিন্দু ভিন্ন হইয়াই নাদ সম্পন্ন হয় এবং সেই নাদ আবার শূন্যে বিলীন হয়, অর্থাৎ নাদের পরিণতি শূন্য। মন, নাদ আশ্রিত হইয়া শূন্যে পরমব্রহ্মে লয় পায়। ইহাই নাদ সাধনের তাৎপর্য্য। তাই দেবী জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং দেবাদিদেব উত্তর দিতেছেন। 'বিন্দু ভেদ হৈহি নাদ সে ভেদ শূন্যেরে। স্বরূপে সকল কথা কহত আমারে। শঙ্করে বলেন শুনহ বচন আমার। এহি ধ্যানে হয় দেবী বায়ুর সংস্কার॥ শূন্য ধ্যানে হেন দেবী সিদ্ধি হয় মন। নাদভেদ * হতে হয় জ্যোতির্ম্ময় দরশন। অনাহত শব্দ করয়ে সোহং

---

* যখন বাক্য উঠে তখন কুণ্ডলিনী হইতেই এই শক্তি জাগে। ইনি সত্ত্বপ্রধানা। এই শক্তি যখন রজোগুণে অনুবিদ্ধা হন, তখন ঐ শক্তি ধ্বনি শব্দে কথিত হন। পরে যখন ঐ ধ্বনি তমোগুণে অনুবিদ্ধা হন তখন ঐ শক্তি নাদরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হন। তাহার পর ঐ নাদ তমোগুণের আধিক্য হইলে উহা নিরোধিকা বলিয়া অভিহিতা। ঐ নিরোধিকায় রজঃ ও তমোগুণের প্রাচুর্য্য ঘটিলে অর্দ্ধেন্দু এবং অর্দ্ধেন্দুর পরিণতি বিন্দু উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরে ঐ

ধ্বনি। সেহি শব্দের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় আপনি। জ্যোতির্ম্ময় মধ্যে সকল জানিও দেবী মন। মনভরে হয় পূর্ণব্রহ্ম সনাতন॥ সেই মন হয় যদি খণ্ডায়ে আপদে। তবে মন নিবিষ্ট হয় নিরঞ্জন পদে॥' হাড়মালা—৩৮পৃঃ। এই শব্দময় ওঙ্কার * সাধনে মনের মালিন্য তিরোহিত হইয়া প্রথমে তাহার শুদ্ধ ভাস্বর রূপ প্রকাশিত হয়। তাহার পর প্রকৃত শূন্যরূপ উপলব্ধি হইয়া শূন্য-ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি ঘটে। এইরূপে নিরাকারকে ওঙ্কারের মাধ্যমে শূন্যরূপে প্রাপ্তির সন্ধান বলা হইল।

বিন্দু মূলাধারে প্রবেশ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া পরা, স্বাধিষ্ঠানে উন্নতি হইলে পশ্যন্তী, অনাহতে মধ্যমা, কণ্ঠে বৈখরী নামে আখ্যাত হয়। আবার ঐ বৈখরী—কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ, দন্ত, মূর্দ্ধা এবং জিহ্বার সাহায্যে বিবিধ বর্ণ এবং তাহার সমষ্টিভাবে বাক্যরূপে প্রকাশিত হয়। অতএব কুণ্ডলিনী প্রকৃতপক্ষে বাগ্‌দেবতা। শিব-সং—৪ | ৩২-৩৩।

কিন্তু মূলে নিরাকার ব্রহ্মশক্তিই দেহভাণ্ডে বিন্দুর সমষ্টিরূপে শব্দরূপে প্রকাশিত হন কারণ প্রাণবায়ু দেহে প্রবেশ না-করা পর্য্যন্ত কুণ্ডলিনীর শব্দ সৃষ্টির কোন অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না; অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর কার্য্য-নিরাকারকে আকার দান, অরূপকে রূপ দান এবং অশব্দকে শব্দময় করা।

* 'অমরৌঘ-শাসন', কাশ্মীর সিরিজ ৪-৫পৃষ্ঠায় শব্দব্রহ্ম-তত্ত্ব এইরূপ—

'দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ তৎ।
হৃদয়ে পরমে ধাম্নি মধ্যে তু রবিচন্দ্রমাঃ॥
নাদং তু তং গৃহীত্বা চ চৈতন্যং তত্র যোজয়েৎ।
দ্বে ব্রহ্মণী·····························পরং চ তৎ॥
শব্দব্রহ্মণী নিষ্পাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
অন্যৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য শব্দব্রহ্ম সদাভ্যসেৎ।
স্বসংবেদ্যমসংবেদ্যং শব্দব্রহ্ম দ্বিধাস্থিতম্।
চিনোতি প্রথমঃ শব্দশ্চিঞ্চিনোতি দ্বিতীয়কঃ॥
বিবরশ্চ তৃতীয়ঃ স্যাচ্ছঙ্খ-শব্দশ্চতুর্থকঃ।
পঞ্চমো মেঘনির্ঘোষঃ ষষ্ঠমেতদুদীরণম্॥
সপ্তমং কাংস্যতালাখ্যং মেঘশব্দস্তথাষ্টকম্।
অনাহতনিনাদোঽয়ং পবনাস্তবিনির্গতঃ।
ধ্বনিতেন বিনা যস্তু নাদশ্চৈবমপণ্ডিতঃ॥
চিনোতি রসমুক্‌ত্বা চিঞ্চিনোতি ভগাশ্রিতম্।

শূন্য ভাবনা—দেবী পুনরায় যোগীশ্বরকে প্রশ্ন করিলেন কিরূপে শূন্য-ব্রহ্মকে চিন্তা করিবেন যেহেতু স্থূল বিনা সূক্ষ্ম-তত্ত্বকে কল্পনা করা যায় না। উত্তরে ভূতনাথ, আনন্দ স্বরূপ এবং ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব বিষয়ে বলিতেছেন। 'নির্ম্মল আনন্দ রূপ শরীর সহিত। তনুর সংহতি তার সর্ব্ব বিবর্জ্জিত॥ অত্যন্ত দূরে থাকে অতি সন্নিহিত।..........তিল মধ্যে তৈল যেন ঘৃত ক্ষীর মাঝে। পুষ্প মধ্যে গন্ধ যেন জানিবা বিরাজে॥ কায়া মধ্যে অগ্নি আকাশে বায়ু যেন। সর্ব্ব দেহ মধ্যে বৈসে নিরঞ্জন জিন।' হাড়মালা—৩৬পৃঃ।

যিনি শূন্য স্বরূপ ও তনু-বিবর্জ্জিত, তাঁহাকে ওঙ্কাররূপে, ভিতরে ভাবনা করা যায়, কিন্তু বাহিরে তাঁহাকে কিরূপে অনুভব করিবেন। 'অন্তরে বাহিরে শূন্য দশ ভিতে। শূন্যময় নিরঞ্জন বলি কোন মতে॥' 'শঙ্করে বলেন শুন বচন আমার। উর্দ্ধে শূন্য মধ্যে নভ আছে নৈরাকার॥ শূন্য নভ এক করি লয় স্থির মনে। সমাধি লক্ষণ ইহা জানিবা গুরুস্থানে॥' ঐ ৩৭পৃঃ। উর্দ্ধে মহাশূন্য, মধ্যে নভ কাহারও আকার নাই, তিনি সর্ব্বভূতে শূন্যরূপে বিরাজিত। ইহাই তাঁহার সত্য রূপ।

বিবসাংশেন সংপ্রাপ্তং মেঘশব্দেন চাবিশেৎ॥
মজ্জাং পতন্তি নির্ঘোষঃ সংস্থিতোদধি ভীষণঃ।
কাংস্যতালে নভঃ শব্দঃ প্রোণ- মহধ্বনিঃ ক্রমাৎ॥
জীবশ্চৈবাগ্নিদাহঃ স্যাদ্যোক্তঃ সমরসো ভবেৎ।
বিশুদ্ধভিৎস্বাত্মানং পশ্যেত চাত্মনাত্মনি॥
প্রথমে জনবাৎসল্যং দ্বিতীয়ে রোগনাশনম্।
তৃতীয়েন কবিত্বং চ দূরাকর্ণং চতুর্থকে॥
পঞ্চমে বাচি কামিত্বং ষষ্ঠে ভূমিং পবিত্যজেৎ।
সপ্তমে দূরভালোকা চাষ্টমে বজ্রবদ্ভবেৎ।
নবমে স্ফুরতে কায়ো দশমে সামবস্তুকম্।
পৃথ্বীমধ্যে ভবেৎ পৃথ্বী চাপামাপস্তথৈব চ॥
তেজোমধ্যে ভবেত্তেজো বায়ুর্বায়ৌ প্রলীয়তে।
আকাশে লীয়তে সর্ব্বঃ সতত্ত্বঃ পিণ্ডসংগ্রহঃ॥
অনাহতো দিবারাত্রৌ ধ্বনতে তু ধনঞ্জয়ঃ।
তত্রারূঢ়া যদা যোগী প্রাপ্নুয়াৎ পরমং পদম্॥'

ইহাকে ভাবনা করিতে হইবে। এই অধঃ, ঊর্দ্ধ, মধ্য-শূন্য-বিশ্ব, নিরাকার : উহা সত্য এবং স্থাবরজঙ্গমাদি অন্তঃশূন্য, এরূপ ভাবনা করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, নাসাগ্রে ধ্যান করিয়া, দেহ মধ্যে আদি, মধ্য ও অন্তঃশূন্যের ভাবনা করিতে করিতে 'শূন্য-মন' হইয়া শীঘ্রই মুক্তিলাভ ঘটিবে।

দেবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কিরূপে শূন্যকে ধ্যান করিবেন। চন্দ্রশেখর উত্তরে বলিতেছেন, 'শূন্য স্থূলরূপে দেবী করিবা চেতন। সমাধি সাধন করি ভাবিবা নিরঞ্জন॥ শূন্য স্থূল এক করি লয় যাব মন। তাহারে ভাবিও দেবী সেই নিরঞ্জন॥' নিরাকারকে ভাবনা করিতে হইলে, তাহাকে স্থূলরূপে প্রথমে অবলম্বন করিতে হইবে। হৃদয়ে ওঙ্কার এবং বাহিরে স্থাবরজঙ্গমাদি পদার্থের মূল সত্ত্বা যে শূন্য সর্ব্বদা এই ভাবনা দ্বারা সমস্ত শূন্যময় এই সত্যে উপনীত হইতে হইবে। নিরাকার ব্রহ্মকে ওঁ এর 'বর্ণরূপ ও শব্দরূপ' এই দুই ভাবে সাধন করিতে হইবে। কাজেই কথিত হইল যে, 'শূন্য, স্থূলরূপে দেবী করিবা চেতন'। প্রথমে শূন্যকে (নিরাকার সত্ত্বা), স্থূলরূপে, (যে কোনরূপ আকার বা চিহ্নরূপে) এবং পরে স্থূলকে শূন্যরূপে ভাবনা করিতে করিতে জগতের মূল সত্ত্বা যে শূন্য তাহা উপলব্ধি হইবে। শূন্যকে কল্পনা করা দুরূহ সুতরাং তাহার সাধনও সহজসাধ্য নহে, এইজন্য দেবী পুনঃ পুনঃ শূন্য সাধনের বিভিন্ন উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অন্তরে-বাহিরে শূন্যব্রহ্মপ্রাপ্তি হাড়মালার শেষ অধ্যায়।

তত্ত্বের দিক বিচারে, গৌরীর প্রশ্নে বাণেশ্বর বলিতেছেন যে, যেরূপ ঘটের মধ্যে আকাশ বা শূন্য অবস্থিত আছে এবং ঘট ভগ্ন হইলে শূন্যই থাকিয়া যায় বা সীমাবদ্ধ শূন্যতা মহাশূন্যে বিলীন হইয়া একাকার হয় তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে ঘটের প্রকৃত অবস্থা শূন্য। দেহীর দেহ ধ্বংশ হইলে, পঞ্চভূত, মহাপঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, তাহাতে শূন্য ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। জীবাত্মা নিরালম্ব অবস্থায় আকাশে অবস্থান করে। ইহা শূন্যস্বরূপ পরমাত্মারই স্থূল রূপ। ইহাকে শূন্য রূপে ভাবনা করিলে, জীবাত্মা-পরমাত্মায় কোন পার্থক্য থাকে না। উভয়ের মিলিত সত্ত্বা এক এবং শূন্য ইহাই চিন্তনীয়।

শঙ্কর বলিতেছেন—'শঙ্করে বলেন দেবী শুনহ প্রাণেশ্বরী। শূন্যরূপে নিরঞ্জন সেই অধিকারী॥ যত ঘর দেখ দেবী শূন্য আকার। তথা পর চিন্তি মন শূন্য

কর সার ॥ শূন্য ভাব শূন্য চিন্ত শূন্য কর লয়। শূন্য লয় করে যেহি পঞ্চানন হয় ॥' 'শঙ্করে বলেন দেবী শুনহ বচন। আকাশেতে গেলে হয় একহি মিলন ॥ ঘটের বিনাশে আকাশে গিয়া রয়। জীবাত্মা পরমাত্মার ভেদ জানিহ নিশ্চয় ॥ তৈলে তৈল মিশায় নীরে মিশায় নীর। ঘৃতে ঘৃত মিশায় যেন ক্ষীরে মিশায় ক্ষীর ॥ জীবাত্মা পরমাত্মা জান এহি রূপে দুহার দুভেদ জানহ স্বরূপে ॥ জীবাত্মা পরমাত্মা দুই এক করি নিরঞ্জন। শূন্য স্থল এক করি করিবা ভাবন ॥ শরীরে ব্যাপ্ত আছে চতুর্দ্দশ ভুবন। নিশ্চল নির্ম্মল দেহে সেই নিরঞ্জন ॥' বাহিরে স্থাবর জঙ্গমাদির সত্ত্বা আকাশের ন্যায়।" এবং পরমাত্মার অংশ, বিন্দুরূপ জীবাত্মাও শূন্য বিশেষ, ইহা সর্ব্বদা চিন্তনীয়। ইহাই আত্মতত্ত্ব সাধন।

মহেশ্বর পুনরায় বলিতেছেন যে, মনই ব্রহ্ম-নিরঞ্জন। তাহার সাধন, আত্মতত্ত্ব সাধন। স্থির ও শুদ্ধমনে শঙ্করকে আহ্বান করিতে হইবে। তাঁহার সান্নিধ্যে এবং তদ্ভাবনায় মন তাহার প্রকৃত স্বরূপ শূন্যতা লাভ করে।

ঈশ্বর ও নিরীশ্বর-বাদ সমন্বয়। মহেশ্বরত্ব—শূন্য-সাধনের জন্য মনের মধ্যে একটি অবলম্বনীয় বস্তু (বিন্দু) প্রয়োজন। তিনি ইন্দু-কুন্দ-কর্পূর-ধবল শঙ্কর। এই বিশেষকে আশ্রয়ে নির্ব্বিশেষে পৌঁছান, শূন্য-সাধনের অন্য উপায়। গুরু প্রসাদে যদি ধীরে ধীরে শুভ্রতা বিলীন হইয়া মনে শূন্যতা উপলব্ধি ঘটে তবেই বুঝিতে হইবে যে, মন তাহার শুদ্ধ-স্বরূপ নিরঞ্জন-রূপাশ্রিত হইয়াছে। সে 'শূন্যত্বে' যদি মন নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে লীন হয় তবেই মনের শূন্য-সমাধি। ইহাই নাথনিরঞ্জন পদ। নাথমতে শঙ্করের প্রকৃত রূপ শূন্য। তিনি শূন্যব্রহ্ম। মনেরও প্রকৃত রূপ, শূন্য। শিবত্ব প্রাপ্তি অর্থে নাথমতে শূন্যতা লাভ *। শঙ্করে বুলেন তবে

---

* "কালক্রমে নাথধর্ম্মের উদ্ভব হইলে, তাহাতেও 'শূন্যের' ধারণা প্রবেশ করে। সহজিয়া বৌদ্ধের শূন্য সমাধিই সহজাবস্থা লাভ, নাথসিদ্ধের সমরস-সাধনই সহজাবস্থা লাভ, ইহাই পরম পদে স্থিতি।

সহজিয়া মতের সহজাবস্থাই 'মহাসুখ', ইহা বিকল্পহীন অবস্থা। এই অবস্থায় জরামরণ থাকে না, কর্ত্তৃত্ববোধ লুপ্ত হয়।" ডাঃ কল্যাণী মল্লিক কৃত, নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী, ৩৪০পৃঃ।

শুন প্রাণেশ্বরী। নিরঞ্জন রূপ সে যে দড়াইতে না পারি॥ মনরূপে নিরঞ্জন কহিল তুমারে। যেরূপে ভাবিবা দেবী শুনহ তাহারে॥ গুরু সেবি শঙ্করে আনিবা স্থির মনে। নিরবধি চিন্তি মন নিবা সেহি স্থানে॥ ভাবিতে ভাবিতে যদি শূন্য হয় মনে। তবে মন শুদ্ধ করি পাইবা সে রূপ। সেহি নিরঞ্জন হেন জানিও স্বরূপ। তবে নিশ্চল মন করিবা সন্নিহিত। পরম শূন্য ভাবিতে স্থির নহে চিত॥ শূন্য মন হইলে যদি না থাকে উন্মনা। সমাধি ইহার নাম জানে মনিজনা॥ সমাধি হইলে যেরূপ লয় মন। তাহারে জানিও দেবী নাথনিরঞ্জন॥ সেই নিরঞ্জন প্রভু সেই নৈরাকার। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে সৃজন যাহার॥ মনই যে ব্রহ্ম ও শূন্য স্বরূপ এবং তাহার স্বরূপ অর্থাৎ শূন্যময়ত্বে পরিণতি যে নাথনিরঞ্জনপদ প্রাপ্তি তাহা বর্ণিত হইল। কর্ম্মে (আচরণে), ধ্যানে, জ্ঞানযোগে, ভাব ও তত্ত্বের দিক বিচারে যাহাতে শূন্য-ব্রহ্মত্ব লাভ হয় তাহারই সন্ধান অন্যান্য নাথ-ধর্ম্ম সাহিত্য হইতে হাড়মালাকে নূতনত্ব দান করিয়াছে।

কিন্তু নাথসিদ্ধের 'সমরস-সাধনে সহজাবস্থা লাভের' এবং 'নাথনিরঞ্জনের শূন্য সমাধির' দুই পৃথক তত্ত্ব। এক তত্ত্ব নহে। উহাদের সাধন এবং স্বরূপ উপলব্ধি পৃথকভাবে হাড়মালায় আলোচিত হইয়াছে। 'মহাসুখ লাভ' এবং শূন্য-সমাধিতে 'উন্মনী অবস্থা,' ভিন্ন পারমার্থিক সত্য। নাথসম্প্রদায়ের শূন্য-সাধন এবং শূন্যতত্ত্ব বিষয়ে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহার বিশেষত্ব আছে। এই শূন্য সৎ ও ব্রহ্মস্বরূপ জীবন ও জগতের মূল সত্তা বিশেষ। ইহা পারমার্থিক সত্য। সাধন-বলে সে অবস্থা লাভ করিতে হইবে। বাহিরে যাহা দেখি অর্থাৎ স্থূল পদার্থ সমূহ, উহাদের প্রকৃত সত্তা শূন্য। উহারা 'শূন্য আকার' অর্থাৎ উহাদের কোন আকার নাই। যাহা দেখা যায় তাহা শূন্যের বিকার, মায়া বা ভ্রান্তি, মিথ্যা না হইলেও এরূপই একটা কিছু যাহাতে সত্য বস্তু অন্যরূপে প্রতীয়মান হয়। 'শঙ্করে বলেন দেবী শুন প্রাণেশ্বরী। শূন্য-রূপে নিরঞ্জন সেই অধিকারী॥ যত ঘর দেখ দেবী শূন্য আকার। তথা পর চিন্তি মন শূন্য কর সার।' হাড়মালা—৩৯পৃঃ। এই শূন্যতত্ত্ব বিষয়ে নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক দর্শনে আলোচনা রহিয়াছে।

বুদ্ধ-শিষ্য নাগার্জ্জুন প্রচার করিয়াছেন যে, "নির্ব্বাণ লাভ হইলে মনের যে অবস্থা হয় তাহা শূন্য। পদার্থ সমূহ সৎ ও নহে অসৎ ও নহে, উহাদের সত্তা মধ্য বিন্দুতে নির্ণীত হয়। ইহাই শূন্যরূপ। এই শূন্য পরমতত্ত্ব, ইহা বজ্র। এই তথ্য হইতে বৌদ্ধ বজ্রযানের উদ্ভব হয়। মাধ্যমিক দর্শন পরে দুইভাগে বিভক্ত হয়। একদল শূন্যবাদী মায়োপমাদ্বৈতবাদী নামে খ্যাত।

এখানে ইহা উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, দৃশ্য পদার্থ-সমূহ নিয়ত পরিবর্ত্তন, বিকার এবং গতিশীল ও পরিণাম অভিমুখী। সে পরিণতি শূন্য।

তিনি জ্যোতিঃ স্বরূপ এবং শূন্য স্বরূপ। শূন্যকেই শেষ পরিণতি নাথসম্প্রদায় স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায়, শূন্য আকার ওঙ্কারে লয় বা মনের শুদ্ধ স্বরূপত্বে পরিণতি নাথগণের চরম লক্ষ্য। সমস্ত বিশ্বে নাথনিরঞ্জন শূন্যব্রহ্মরূপে বিরাজিত আছেন।

যাহার এ অবস্থা প্রাপ্তি হইয়াছে, তিনি নিজেই নিজের প্রভু। 'সেই নিরঞ্জন প্রভু সেই নৈরাকার। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে সৃজন যাহার॥' নাথধর্ম্মে নৈরাকার-শূন্য-লয়ের এই বিশেষত্ব। তিনি পুরাপুরি অদ্বৈত। তবে দ্বৈতরূপে যে তাঁহার প্রকাশ দেখি তাহা কিরূপ? 'পিণ্ডের মধ্যে পিণ্ড বিবর্জ্জিত। শরীরের মধ্যে কি শরীর গোপয়। সর্ব্বভূত মধ্যে আছে জানিবা নিশ্চয়॥ তিল মধ্যে তৈল যেন ঘৃত ক্ষীর মাঝে। পুষ্প মধ্যে গন্ধ যেন জানিবা বিরাজে॥'

তাহারা বলেন, শূন্য ব্যতীত সমস্তবস্তু মায়ার মত। এই মতের সহায়তায় শঙ্করাচার্য্য 'মায়াবাদ' প্রচার করেন। দ্বিতীয় মাধ্যমিক শূন্যবাদীরা সকধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানবাদী নামে—অভিহিত। তাহারা বলেন, সর্ব্বধর্ম্ম বা পদার্থের মধ্যে পরমার্থ সত্যের অর্থাৎ শূন্যের স্বরূপ বিদ্যমান।" ডাঃ কল্যাণী মল্লিক তাঁহার নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাসে ৩৫৫পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "মাধ্যমিকদের মায়াবাদী বলা যায় কারণ তাঁহাদের মতে জগৎ শূন্যমূল এবং যাহা দৃশ্য তাহাই মায়া। গৌড়পাদের মাণ্ডূক্য-কারিকাতে শূন্যর পরিবর্ত্তে ব্রহ্ম আছে, কিন্তু বৌদ্ধ প্রভাব রহিয়াছে। মাধ্যমিক শূন্যবাদীরা বলেন, সৎ ও অসৎ একত্রে কোন পদার্থ থাকিতে পারে না। অতএব বিকারী পদার্থ শূন্য; বেদান্তী এই যুক্তি বলে বলেন মায়া মিথ্যা অর্থাৎ আছে বা নাই বলা যায় না, ইহা অনির্ব্বচনীয়। মাধ্যমিকেরা বলেন, মায়া সৎ ও নহে অসৎ ও নহে।" 'নিগুণীরা শূন্যকে সৎ বলেন। সমাধিস্থ যোগীর নির্ব্বিষয় চিত্তকে তাঁহারা 'শূন্য' বলেন। রাধাস্বামী মতে সাধন পথে সাধককে অবকাশ উত্তীর্ণ হইতে হয়, তাহাই শূন্য ও মহাশূন্য।' এই আলোচনার সঙ্গে তুলনা করিলে উপসংহারে পুনরায় বলা যায় যে, নাথমতে শূন্য সৎ এবং উহা প্রাপ্তির এক উপায় ওঙ্কার আশ্রয়। 'নাসাগ্রে ধ্যান করি রহিবা সাবহিত। পরম শূন্যেতে নিয়া নিয়োজিবে চিত॥' হাড়মালা—৩১পৃঃ। আবার 'শক্তি ধ্যান করি দেবী শক্তিতে দিব মন। শূন্যের উপরে মহাশূন্য করিবেক ধ্যান॥ ধেয়াইতে ধেয়াইতে যদি শূন্য হয় মতি। ধ্যানযোগ সিদ্ধি হৈলে হইব মুক্তি॥' হাড়মালা—৩২পৃঃ। ইহাও কথিত হইয়াছে যে, ওঙ্কার নাদ-বিন্দুযুক্ত এবং নাদ, শক্তি ও বিন্দু

শূন্যবোধ,— মনের শুদ্ধস্বরূপত্ব বা ব্রহ্মত্ববোধ, সীমাবদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা অনুভব করা এবং ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা সুকঠিন। এ অবস্থা দ্বৈতাদ্বৈতের উপরে। 'অনাসাদ্য রূপ সেই ভয়-বিবর্জ্জিত।' মহেশ্বরের কথায় পুনরায় বলা যায়—'শূন্য মন হইলে যদি না থাকে উন্মনা। সমাধি ইহার নাম জানে মুনিজনা॥ সমাধি হইলে যেরূপ লয় মন। তাহারে জানিও দেবী নাথনিরঞ্জন॥' দেবীর কথায়, 'নিরঞ্জন রূপ সে যে দড়াইতে না পারি।'

বহু প্রাচীনকাল হইতেই দুই প্রকারের সাধনা এতদ্দেশে চলিয়া আসিতেছিল। ভারতীয় ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাস গীতায় তাহার উল্লেখ আছে। 'লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধ-নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥' আরও কথিত হইয়াছে যে, 'যৎ সাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে। একং সাঙ্খ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥'

জ্ঞানদ্বারা গুণাতীত হওয়ার আলোচনা যেরূপ সাঙ্খ্যে আছে, সেইরূপ সাঙ্খ্যের পরিশিষ্ট পাতঞ্জলে, যোগ দ্বারা মোক্ষের উপদেশ বর্ণিত আছে। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। তন্ত্র-মন্ত্র, আচারনিষ্ঠা, ব্রতোপবাস, জপ-তপ, পূজার্চ্চনা, সাধনা প্রভৃতি যোগাভিমুখী।

শূন্যতত্ত্ব বিষয়ে ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলে-নাসদীয় সূক্তে, বৌদ্ধ দর্শনে, মাধ্যমিক দর্শনে, বেদান্ত প্রভৃতি নির্ব্বাণ-বাদে, নির্গুণবাদে, নাথধর্ম্মে এবং বিবিধ-শৈব ও শাক্ত তন্ত্রে, উল্লেখ দেখা যায়।

শিব স্বরূপ। ওঙ্কারের নাদ শক্তির দ্যোতক। উহার সাধনে বিন্দুতে তথা মহাশূন্যে চিত্ত লীন হয়। প্রকারান্তরে বলা যায় যে, মন শূন্য-ব্রহ্ম। উহার উপর যে আবরণ থাকে তাহা বিভিন্ন মতে মল, জন্মজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল, সংস্কার, বাসনা, অজ্ঞানতা, মায়া, শূন্য, অবিদ্যা ইত্যাদি। ইহা মায়াশক্তি আশ্রিত। প্রাণবায়ু আরূঢ় নাদরূপ ব্রহ্মশক্তি সে আবরণ অপসারিত করিয়া মনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে। ইহাই শিবত্ব, অর্থাৎ শক্তির দ্বারাই শক্তির সাধন এই তাৎপর্য্য। এইজন্য কথিত হইল যে, 'শক্তি ধ্যান করি দেবী শক্তিতে দিব মন।' হাড়মালায় বর্ণিত 'ত্রিশূন্য' বা 'শূন্য ও মহাশূন্য' বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি।

'মহাসুখে' শূন্যতা ও করুণা এই দুই অবস্থাবোধের কথা আছে। উহা 'নাথনিরঞ্জনপদ' প্রাপ্তির অবস্থা নহে। নাথনিরঞ্জনে শুধু শূন্যে লয়,— ইহাই হাড়মালায় আলোচিত হইয়াছে।

ব্রহ্মের তথা পরমপদের সাকার-নিরাকার যত প্রকার সাধনা ও মতবাদ আছে, বেদান্ত প্রতিপাদ্য ওঙ্কার সাধনে তাহার সমন্বয়ের পথ-নির্দ্দেশ হাড়মালায় আছে। ষটচক্রভেদে রস সাধনের সন্ধানও ইহাতে আছে। ইহাতে নাথসম্প্রদায়ের সাধনার যে ব্যাখ্যা আছে তাহাতে বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও সাধনের, দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের সমন্বয় দেখা যায়। বেদান্ত-অনুমোদিত শূন্যতত্ত্ব, ওঙ্কার সাধন, বৌদ্ধ শূন্যবাদ, নিগুণী সম্প্রদায়ের দর্শন ও সাধন-মত, বৌদ্ধ সহজ-সাধন; বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্ত তন্ত্র সমূহের সাধন-তত্ত্ব এবং মতবাদের সংমিশ্রণ ইহাতে লক্ষণীয়।

ডাঃ প্রবোধ বাগ্‌চি ১৩৪৭ সনের পরিচয় পত্রিকায় আষাঢ় সংখ্যায় 'মধ্যযুগের জৈন ও বৌদ্ধ সাধনার ধারা' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে সাধন-বিষয়ে একটি ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণব ও রামানন্দী সম্প্রদায়ের সাধকেরা এই সাধন-পন্থারই পুষ্টি সাধন করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ যুগের গ্রন্থ সমূহে মন্ত্রজপ, শাস্ত্রপাঠ, দেবদেবীর আবাহন, গুরুশিষ্যের জাতি বিচার প্রভৃতি বহিরঙ্গ কিছুই নাই, একমাত্র যোগ বা অন্তরঙ্গ সাধনই এই যুগের প্রধান অঙ্গ।

---

৩ (খ) চন্দ্রসাধন-রসসিদ্ধ।

নাথসিদ্ধগণের কায়ারক্ষায় অমরত্ব-লাভের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইল। এই জীবিত অমর দেহে ইচ্ছানুরূপ শিবশক্তির মিলনে 'সামরস্য' আস্বাদনের আনন্দ কম নহে। অমৃত পানে, রস ও মহারস (অমৃত)—সম্মিলিত পূর্ণ দেহ, আনন্দ-প্রাপ্তিতে, অষ্টৈশ্বর্য্যলাভে, সর্ব্বভূতের কল্যাণ কামনায় রত এবং পরব্রহ্মলাভের জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ। সুতরাং নাথসিদ্ধের পক্ষে এইরূপ কায়া-রক্ষার (যোগ-দেহ রক্ষার সার্থকতা আছে। তবে এই অমরত্ব আপেক্ষিক (relative)। পূর্ব্বে, মনোসাধন (রাজযোগ-ধ্যানযোগ) অধ্যায়ে, উহা আলোচনা করিয়াছি।

তান্ত্রিক সাধকগণও এইরূপ শাক্তদেহে কুণ্ডলিনীর উঠানামায় রসানন্দ উপভোগ করেন। রসই আনন্দ স্বরূপ। এই আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মৈব অন্য একপ্রকার সাধনা আছে। উহা রসায়ন শাস্ত্রের অন্তর্গত। সে সাধক সম্প্রদায় রসসিদ্ধ বলিয়া খ্যাত। বাহ্যিক উদ্ভিজ্জ রসগ্রহণে সিদ্ধি ওষধিসিদ্ধি বলিয়া কথিত আছে। পারদের অপর নাম রস। উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, যাহা (মৃত্যুর), অপর পাড়ে লইয়া যায়। উহার এবং গন্ধকের রাসায়নিক প্রয়োগে দেহ মলহীন, পরিশুদ্ধ, অতিলঘু, অজর, অমর হয়। বাহ্যিক রসের আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে দেহের পরিপূর্ণ বিশুদ্ধি-সম্পাদন, সঞ্জীবন, নির্ব্বিকার-সাধন, বায়ুর ন্যায় লঘুতা সম্পাদন, ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন করা, যথেচ্ছগমন-প্রবেশে পটুতা দান, বহুরূপ-ধারণ, অদৃশ্য হওয়া, সঙ্কোচ-প্রসারণে ইহাকে উপযোগী করা যায়। এইরূপ পক্কদেহ শূন্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে। বিবিধ রস-শাস্ত্রে এইরূপ সিদ্ধদেহ, অমর ও অক্ষয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

রসহৃদয় তন্ত্রে ইহার উল্লেখ এইরূপ—

> 'এবং রসসংসিদ্ধো দুঃখজরামরণবর্জ্জিতো গুণবান্।
> খে গমনেন চ নিত্যং সংচরতে সকল ভুবনেষু॥

দাতা ভুবনত্রিতয়ে স্রষ্টা সোঽপীহ পদ্মযোনিরিব।
ভর্ত্তা বিষ্ণুরিব স্যাৎ সংহর্ত্তা রুদ্রবত্তবতি ॥ *

বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে, যজ্ঞে সোমরস ব্যবহৃত হইত। দেবতাগণ সোমরস পানে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। আর্য্য কন্যারা সোমলতা মন্থনে সোমরস প্রস্তুত করিতেন এবং আর্য্য ঋষিগণ তাহা পান করিয়া দীর্ঘায়ু হইতেন এরূপ প্রবাদ আছে। জীবদ্দশাতেই বাহ্যিক রসপ্রয়োগে অমরত্ব লাভের কথা মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শন সংগ্রহেও আলোচিত হইয়াছে।

রসেশ্বর দর্শনকারদের অভিমত এই যে, পারদ দ্বারা এই জীবিত দেহেই স্থৈর্য্যলাভ হয এবং দেহ জীবন্মুক্ত হয়। এইরূপ রসসিদ্ধের দেহকে রসময়ী তনুও বলে। রসার্ণবে মহাদেব দেবীগণকে রসায়নে জীবন্মুক্তির সন্ধান বলিয়াছেন।

---

* বৌদ্ধগান ও দোহায় সিদ্ধ সরহপাদের একটি গান এইরূপ—

'আপনে রচি রচি ভবনির্ব্বাণা। মিছেঁ লো-অ বন্ধাবই আপনা॥ আম্‌হে ন জানহুঁ অচিন্ত জোই। জাম মরণ ভব কইসন হোই॥ জই সো জাম মরণ বি তই সো। জীবন্তে মইলে নাহি বিশেষো॥ জা এথ-জাম মরনেবি সঙ্কা। সো করউ রস রসানেরে কংখা॥ জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি। তে অজরামর কিমপি ন হোন্তি॥ জামে কাম কি কামে জাম। সরহ ভনন্তি অচিন্ত সো ধাম॥' 'লোক নিজে সংসার ও নির্ব্বাণ রচনা করিয়া আপনাকে অনর্থক বন্ধনে আবদ্ধ করে। আমরা অচিন্ত্য যোগী। কিরূপে জন্ম-মরণ ও সংসার হয় তাহা আমরা জানি না। জন্ম যেরূপ মরণ ও সেরূপ। জীয়ন্তে মরিলে কোন বিশেষ নাই। যাহার জন্ম ও মরণের আশঙ্কা আছে, সে রস ও রসায়নের আকাঙ্খা করুক। যাহারা সর্ব্বদা তৃষ্ণায় (সংসার বা দৈহিক বাসনায়) ঘুড়িয়া বেড়ায়, তাহারা কখনও অজর-অমর হইতে পারে না। জন্ম হইতে কাম (কর্ম্ম ?) কি কর্ম্ম হইতে জন্ম ? সরহ বলেন যে, সে ধাম অচিন্ত্য।' কাম অর্থাৎ বাসনা-জনিত কর্ম্ম হইতেই জন্ম।

এই পদ সমূহ হইতে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধোত্তর যুগে অমরত্বলাভের জন্য রস ও রসায়নের প্রচলন ছিল। সরহ বলিতেছেন যে, তাঁহাদের ন্যায় অচিন্ত্য যোগীর পক্ষে (শূন্যবাদী ?), নির্ব্বাণ আকাঙ্খাও একপ্রকার বাসনা। যে কোনরূপ বাসনা থাকিলে, অজর-অমর হওয়া যায় না।

বৈদিক যুগে লৌহ, শিলাজতুর ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও পারদ, গন্ধক, অভ্র প্রভৃতির রাসায়নিক মিশ্রণ ও ব্যবহারিক প্রক্রিয়া জানা ছিল না। তৎকালে উদ্ভিজ্জ ঔষধের প্রচলনই বেশী ছিল। বৈদিকোত্তর যুগে, বিশেষ ভাবে বৌদ্ধযুগে পারদ, গন্ধক, অভ্র স্বর্ণ প্রভৃতির জারণ, শোধন, মিশ্রণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় বিবিধ ঔষধের সৃষ্টি হয়। এই শাস্ত্র, রসতন্ত্র নামে খ্যাত। অথর্ব্ব বেদের শাখা আয়ুর্ব্বেদে ইহার উল্লেখ আছে। পারদাদি ধাতুর বিশেষ প্রয়োগে তাম্র হইতে স্বর্ণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইত। গণনাথ সেন মহাশয় তাঁহার 'আয়ুর্ব্বেদের পরিচয় ও ইতিহাসে' লিখিয়াছেন, এই রসশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক রসবৈদ্য বা সিদ্ধ সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় পারদের সর্ব্বরোগনাশী মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভাব এত শ্রেষ্ঠ শিখরে উঠিয়াছিল যে, একমাত্র পারদ হইতে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয় এরূপ এক দার্শনিক মত রসেশ্বর দর্শন নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। পারদ দ্বারা দেহে বীর্য্য স্তম্ভিত হয়। ইহার শক্তি অপরিসীম। পারদাদি ধাতব দ্রব্যের বিশেষ রাসায়নিক প্রয়োগে, দেহকে বায়ু, জল, অগ্নি প্রভৃতি

পাঠান্তর :—

রাগগুঞ্জরী— সরহ পাদানাম্

অপণে রচি রচি ভবনির্ব্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা॥
অম্হে ১ ণ জাণহুঁ অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসন হোই॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মইলে ২ নাহি বিশেসো॥
জা এথু জাম মরণে বিসঙ্কা।
সো করউ রস-রসানেরে কঙ্খা ৩॥
জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি।
তে অজরামর কিমপি ন হোন্তি॥
জামে কাম কি কামে জাম।
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম॥

(১) অম্হে; (২) মঅলে; (৩) কখা

বাহ্যিক পদার্থের ক্ষয়-প্রভাব মুক্ত করিয়া অমরত্বদান, রসসিদ্ধি। 'ওষধি-সিদ্ধি' বিষয়ে পাতঞ্জল দর্শনে উল্লেখ আছে। জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ। সিদ্ধি পাঁচ প্রকার। জন্মজ, ওষধিজ, মন্ত্রজ, তপোজ এবং সমাধিজ। মাণ্ডব্য, বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষি এইরূপ ওষধি প্রয়োগে এবং দত্তাত্রেয় নবনাথ, নাগার্জ্জুন, গোরক্ষ প্রভৃতি রসায়ন প্রয়োগে সিদ্ধ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। **Obscure Religious Cults** এ ২৮৯-২৯৪ পৃষ্ঠায় নাথসিদ্ধ এবং রসায়ন সিদ্ধের এক তুলনামূলক আলোচনা রহিয়াছে। এ বিষয়ে নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধন প্রণালী ৫২০-৫২৩ পৃষ্ঠা উল্লেখযোগ্য।

এই চর্য্যায় অদ্বয়-তত্ত্ব-প্রচারের দ্বারা ভব-নির্ব্বাণ, জন্ম-মৃত্যু, কার্য্যকারণ প্রভৃতি বিকল্পাত্মক দ্বৈতজ্ঞানের অসারতা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ ভব ও নির্ব্বাণ। সাধারণতঃ অবিদ্যাচ্ছন্ন লোকেরা ভব ও নির্ব্বাণ পৃথক বলিয়া কল্পনা করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই দ্বৈতজ্ঞান ভ্রান্তিমূলক। কারণ ভবের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইলেই চিত্ত নির্ব্বাণে আরোপিত হয়। অতএব ভব হইতে নির্ব্বাণকে পৃথক করিয়া ভাবা যুক্তি যুক্ত নহে, দ্বিতীয়তঃ তত্ত্ববিচারে দেখা যায় যে, ভবের ও কোন অস্তিত্ব নাই, কারণ ইহা কখনও উৎপন্ন হয় নাই। আমরা যাহা দেখি তাহা রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় অবিদ্যা বিমোহিত চিত্তের মিথ্যানুভূতি মাত্র। অথচ এই দৃশ্যের জ্ঞান আছে বলিয়াই আমরা সংসারে আবদ্ধ রহিয়াছি। যখন ভবেরই অস্তিত্ব নাই, তখন দৃশ্যের উৎপত্তি-ধ্বংসের ধারণাও অলীক। এইজন্যই পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ ভবের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া জন্মমৃত্যুর ধারণা বিসর্জ্জন করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, জন্ম ও মৃত্যু দৃষ্টির বিভ্রম মাত্র এবং উভয়ই ভ্রান্তিমূলক বলিয়া সমপর্য্যায়ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে জীবনে ও মরণে কোনই পার্থক্য নাই, কারণ জীবনে যে প্রাণের অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়, মৃত্যুতে তাহাই মহাপ্রাণে মিশিয়া সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয় মাত্র, কিছুই লোপ পায় না। যাহারা জন্মমৃত্যুতে ভয় পায়, তাহারা বিবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া ইহার প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করুক, কিন্তু পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ যোগিগণের পক্ষে রস-রসায়নের কোনই প্রয়োজন নাই। যাগযজ্ঞমন্ত্রাদি-বলে যাহারা স্বর্গে গমন করে, তাহারা অজরামরত্ব লাভ করিতে পারে না, কারণ ভোগাবসানে পুনর্জন্মে সংসারে যাতায়াত অপরিহার্য। একমাত্র পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞানেই অমরত্ব লাভ করা যায়, অন্য উপায়ে নহে। কর্ম-কর্তৃত্ববিহীন নিগূঢ় ধর্মে কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় না বলিয়া জন্ম হইতে কর্ম কিংবা কর্ম হইতে জন্ম এইরূপ বিকল্পাত্মক বিচারের কোনই প্রয়োজন নাই।

৩ (গ) চন্দ্র সাধন - বৈষ্ণব সহজিয়া।

'উঠানামা প্রেমের তুফানে—
টানে প্রাণ যায়রে ভেসে
কোথায় নিয়ে যায় কে জানে।'

নরনারীর দেহে শুদ্ধ রসের (বিন্দুর) প্রাচুর্য্যই তাহাদের রূপ, কান্তি ও জ্যোতি। 'রসো বৈ সঃ' তিনি রস স্বরূপ। নিত্যলীলাই এই রসের স্বভাব। পূর্ব্বে অদ্বয়স্বরূপে একই ছিলেন। নিজেকে নিজে আস্বাদনের জন্য দ্বিধা বিভক্ত হইলেন—প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে যথাক্রমে রতি ও রস-রূপে। পরস্পর (Positive এবং Negative electricity র ন্যায় বাহ্যিক দৃষ্টতঃ, বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী বিদ্যুৎপ্রবাহের মত উভয়ের দেহে বর্ত্তমান থাকিয়া 'রতি রসকে' এবং 'রস, রতিকে' আকর্ষণ করিতেছে। ইহাতে পুরুষ-ও প্রকৃতির বাহ্যিক কর্ম্মপ্রচেষ্টা, সংসার-জীবনের চেষ্টাচাঞ্চল্য। অন্তরে ফল্গুধারার ন্যায় একে অপরের সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রবাহিত হইতেছে। নর-নারী বা পুরুষ-প্রকৃতির মধ্যে রতি ও রসের (যথাক্রমে রজঃ ও বিন্দুর) যে অভাব উহাই তাহাদের অপূর্ণত্ব, এবং উহাই কাম। উভয়ের মিলিত সত্বাই তাহাদের পরিপূর্ণত্ব বা প্রেম। এই আপোজ্যোতী-রসবিষ্ণুর বিশেষ সাধনতত্ত্ব আলোচ্য।

'এবে কহি আর তত্ত্ব অন্তরের ধন। পুরুষ ও প্রকৃতি বশ হয়, বশ যাতে ভগবান॥ নায়ক নায়িকা যত ছিল এক স্থানে। অন্তরে আছিল বস্তু উদ্দেশ না জানে॥ উদ্দেশ করিতে যবে ইচ্ছা হইল মনে। এক বস্তু দুই হইল তাঁথর কারণে॥ সকল ধন অর্দ্ধেক করি নিল বাঁটি। একটি পুরুষ হইল একটি প্রকৃতি॥ কোন্ কোন্ বস্তু পুরুষ করয়ে ধারণ। কোন্ কোন্ বস্তু করে প্রকৃতি ধারণ॥ পঙ্ক জল পদ্ম মূল পত্র ফুল সম্বি বিন্দু। এই ষোল অক্ষর ছিল এক পূর্ণ সিন্ধু॥ এই মত এক দেহ আছিলেন পূর্ব্বে। এই মত এক দেহে দুই ছিল পূর্ব্বে॥ দুঃখ সুখ

কারণেতে বিভাগ করিল। অষ্ট অষ্ট অক্ষর করি বাঁটিয়া লইল॥ পঙ্ক জল পদ্ম মূল এই অষ্ট অক্ষর পুরুষ রাখিল। তোমার সঙ্গেতে আছে বিবরি কহিল। ············এই দুই হইল দেখ প্রকৃতি পুরুষ। ইহা যেই বুঝে সেই হয়ত মানুষ॥ দোঁহে দোঁহা না দেখিলে মনে হয় ক্ষোভ। দোঁহে দোঁহা আস্বাদিতে মনে হয় লোভ॥ প চাহে পঙ্ক আর পঙ্ক চাহে প। জ চাহে অরণ্য আর অরণ্য চাহে জ॥ অ চাহে অভিন্ন আর অভিন্ন চাহে অ। ক চাহে ত, ত চাহে ক॥ ফ চাহে নয়া বিন্দু চাহে ফ। স চাহে সন্নি সন্নি চাহে স॥ ধি চাহে আনন্দ আনন্দ চাহে ধি। ভ চাহে নয়া বলি অভিন্ন চাহে ভঃ॥ এমত অষ্টাদশ অক্ষর রহিল আপন স্থানে। রসিক জানয়ে রস করে আস্বাদনে॥ দোঁহার মিলন সুখ দোঁহার করায়; শুক্র সন্নি বাড়িলে বিন্দু হয় রসময়। তাহার অল্প বিন্দুতে জ নাম ধরে। সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ করে সন্নির অন্তরে॥ অনেক পাইয়া বিন্দু শোণিত শুক্র হয়। তাহাতে রসিক জন রস আস্বাদয়॥' ইত্যাদি। মিড়াবাঈর কড়চা—২য় উল্লাস।

বাইবেলে দেখা যায়, এডামের দেহ হইতে ইভের (First women of this world) জন্ম হয়। ইহার পূর্ব্বে এডামের দেহেই পুরুষ-প্রকৃতি এক সঙ্গে ছিলেন। এ অবস্থার নাম Hermaphrodite. নরনারীর একের প্রতি অপরের সুপ্ত আকর্ষণ নানাবিধ কর্ম্মের উৎস। এ বিষয়ে মণীষী ফ্রয়েডের যৌন দর্শনে আলোচনা আছে। এ তত্ত্ব বহু পূর্ব্বেই এ দেশের সাধকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ইহার অবলম্বনে কামনা-বাসনার তিরোধানে মানবের পরিপূর্ণত্ব-প্রাপ্তির সাধন-সঙ্কেত তন্ত্র শাস্ত্রের বিশেষত্ব। প্রশ্ন এই, সাধক রস পাবেন কোথায়। রস আছে সহস্রদল পদ্মে, কিশোরীর অন্তরে, নাভিকমলমূলে—দেহের সারাংশ, ব্রহ্মরূপে। মিড়াবাঈর কড়চাতে যেরূপ, সাধিকা মিড়া শ্রীরূপকে প্রকৃতি-পুরুষ ও রসতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতেছেন, সেরূপ অপর বহু বৈষ্ণব সাধন-পদমালায় এ বিষয়ে উল্লেখ আছে। এই বিন্দু বা রস এবং রজঃ বা রতি—কৃষ্ণ এবং রাধা অথবা পুরুষ ও প্রকৃতি। 'পরমাত্মার দুই নাম ধরে দুই রূপ। এই মতে এক হয়্যা ধরয়ে স্বরূপ॥ তাহে দুই ভেদ হয় পুরুষ প্রকৃতি। সকলের মূল হয় সেই রস-মূরতি॥ ············পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতি দুই রূপ। সহস্রদলে বাস করে রসের স্বরূপ॥' রত্নসার। এই

সহজিয়ার পুরুষ-প্রকৃতির সহিত তন্ত্রের শিবশক্তির সাধনার ঐক্য * রহিয়াছে। মিড়াবাঈ, শ্রীরূপকে বলিতেছেন—এই বৃন্দাবন হয় মাধুর্য্য লক্ষণ। লীলা করি বৃন্দাবন লোকের কারণ ॥ আমি স্বয়ং মানুষ হই কিশোরীর রূপ। তুমি শুদ্ধ মানুষ হও কৃষ্ণ অনুরূপ ॥ এই ব্রজে এই কুঞ্জে (স্থান বিশেষে) কৃষ্ণ করহ স্থাপন। দোঁহার আশ্রয় দোঁহে রস কর পান ॥ দোঁহে দোঁহা না দেখিলে হয় অনুতাপ। দুই ঠাঁই করিলে হয় ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ ॥ না থাকিব দুই দেহ আর এক ঠাঁই। এই ত কারণে দোঁহে মায়া নাহি চাই ॥ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহি স্থানে! সেই লাগি পুরুষের মন প্রকৃতিকে টানে ॥ অনুরাগী বিরাগী দোঁহাকার নিবেদন। ঈশ্বর মানুষ দোঁহার পাবে দরশন ॥ রস যে সহস্রদলে কিশোরীর অন্তরে। রাজ হংসগণ তাথে সদা বিরাজ করে। তাহার অধরে হয় মানুষের রতি। শৃঙ্গার ভজনকালে রসরূপে স্থিতি। ঈশ্বর মিলিল বলি মানুষ চলি যায়। আগে রক্ত চলে পাছে রূপ-রস ধায় ॥ এইরূপে মানুষ যায় হইয়া রসের বশ। বিন্দুপাত হইলে হয় মাধুর্য্য প্রকাশ ॥ ইত্যাদি। মিড়াবাঈর কড়চা—২য় উল্লাস।

---

* তন্ত্রমতে পরব্রহ্মের দুই রূপ। এক শিব তিনি নির্গুণ, নির্লিপ্ত, চিন্ময়-বপুঃ নিবৃত্তি স্বরূপ। অপর শক্তি। তিনি ত্রিগুণময়ী বাসনা-প্রবৃত্তিস্বরূপিণী, জীবন ও জগতের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়রূপিনী। ইহারা মূলতঃ পৃথক্ নহেন। জীবন ও জগতের এই প্রত্যক্ষ দুই সত্বা, পরব্রহ্ম-রূপে এক হইয়া আছেন শিব-শক্তির মিথুনরূপে। এই শিব-শক্তির মিলিত অবস্থা বা একত্বই পরমার্থ। উহাই জীবের কাম্য।

বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায় স্ব স্ব সাধন-প্রণালীতে এই দুই পরমার্থ সত্বার ঐক্য-সাধনই, সাধনা রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের দেহাভ্যন্তরেও এই দুই তত্ত্ব বিরাজিত আছে। দক্ষিণ ভাগে পুরুষ-ধারা এবং বাম ভাগে নারী-ধারা প্রবাহিত। আদিতে উহারা একই ছিলেন, সৃষ্টির উন্মুখতাহেতু এবং লীলাবিলাসের জন্য পৃথক্ হইলেন। শক্তিযুক্ত শিবই সৃষ্টি প্রবাহের কারণ। এক ব্যতীত অন্যের কোন অস্তিত্ব নাই। 'শক্তিঃ সাক্ষান্মহাদেবী মহাদেবঃ স শক্তিমান্। তয়োর্বিভূতিলেশো বৈ সর্ব্বমেতচ্চরাচরম্ ॥ যথা শিবস্তথা দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ। নানয়োরন্তরং বিদ্যচ্চন্দ্র-চন্দ্রিকযোরিব।' শিব-পুরাণ—৫ অঃ। আবার এক, দুই কেন হইলেন তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। 'ইত্যুক্ত্বা পরমোদারঃ স্বভাব মধুরং বচঃ। সসর্জ্জ বপুষো ভাগাদ্দেবীং দেববরো হরঃ ॥ যামাহুর্ব্রহ্মবিদ্বাংসো দেবীং দিব্যগুণান্বিতাম্। পরস্যপরমাং শক্তিং ভবস্য পরমাত্মনঃ ॥ এবং লজ্জা পরাৎ শক্তিমীশ্বরাদেব শাশ্বতীম্। মৈথুন প্রভাবাৎ সৃষ্টিং কর্ত্তুকামঃ

মানুষের দেহেই ব্রজপুর অবস্থিত। সে রূপ-নগরে রসের নদী প্রবাহিত হইতেছে। তাহাতে যে ডুবিয়াছে তাহার আনন্দময় দিব্যদেহ ও প্রেম লাভ হইয়াছে। এই রসের রূপ বিষয়ে লোচন দাসের একটি কবিতা এইরূপ। 'ব্রজপুরে — রূপ নগরে ; রসের নদী বয়। তীর বহিয়ে-ঢেউ আসিয়ে : লাগল গোরার গায়॥ গউর অঙ্গে—প্রেম তরঙ্গে ; উঠ্‌ছে দিবারাতি। জ্ঞানকর্ম্ম-যোগধর্ম্ম ; তপ ছাড়িল যতি॥ মনে মনে— কতজনে ; দিচ্ছে রূপের দায়। সে যে রূপ— সুধা কূপ ; ঠোর নাহিক তায়॥ রূপ ভাবনা – গলায় সোনা ; ঘুচিল মনের ধান্দা।……খাইলে যজে—দেখিলে মজে ; কহিলে কেবা জানে॥ বিষম সেবা— লইল যেবা ; আপনা মারে যে। লোচন বলে অবহেলে গউর পাবে সে॥' এই যে রস ও রতি বা কৃষ্ণ রাধা, এই রূপের প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন, রস-বৈচিত্র্যে ও লীলা মাধুর্য্যে নিজেকেই নিজে আস্বাদন। 'রায় কহে সেই নহে সব আমি জানি। ভারি ভূরি

প্রজাপতিঃ॥ স্বয়মপ্যর্দ্ধতো নারী সা তস্মাচ্ছতরূপা ব্যজায়ত॥ বিরাজমসৃজদ্ ব্রহ্মা সোঽর্দ্ধেন পুরুষো বিরাট্। স বৈ স্বায়ম্ভুবঃ পূর্ব্বং পুরুষো মনুরুচ্যতে॥' ঐ ১৪।২-৩। এ বিষয়ে প্রাণতোষিণী তন্ত্রে ৪৩২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। শক্তিং বিনা মহেশানি সদাহং শবরূপকঃ। শক্তিযুক্তো যদা দেবি শিবোঽহং সর্ব্বকামদঃ।………সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মহেশানি স্ত্রীসঙ্গং যত্নতশ্চরেৎ। স্ত্রীসঙ্গে সিদ্ধিমাপ্নোতি মম বাক্যং ন চান্যথা।

তান্ত্রিক সাধনার অপর এক দৃষ্টিভঙ্গি আছে। শিবশক্তির মিলনই সেখানেও পরমার্থ। তন্ত্রমতে প্রত্যেক পুরুষ এবং নারীর মধ্যেই যথাক্রমে শিব-তত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে, ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তবে পুরুষের মধ্যে শিবতত্ত্বের বিকাশ হেতু পুরুষ শিববিগ্রহ এবং নারীর মধ্যে শক্তির আধিক্য হেতু নারী, শক্তি বিগ্রহ। বৈষ্ণব-সহজিয়ার মতে পুরুষ-প্রকৃতি, বা কৃষ্ণরাধা 'রস এবং রতিরূপে' নরনারীর দেহে বিরাজিত আছেন। উভয়ের মিলন-সাধনই কাম্য। পুরুষ ভোক্তা এবং প্রকৃতি ভোগ্যা। সহজিয়া মতে রস ও রতি ভোক্তা এবং ভোগ্যা। সহজিয়াগণ দেহের এরূপ সূক্ষ্মতত্ত্বের জ্ঞান রাখিতেন যে প্রকৃতি পুরুষের মিলন ক্রিয়ায় পরকীয়ার দেহের মধ্য পথ অবলম্বনে রস-রতির মিলন দ্বারা 'সামরস্য' আস্বাদনে পরম প্রেমানন্দে তন্ময় হইতেন। এই মধ্যপথই 'অমৃত পথ', সুষুম্নানাড়ীরন্ধ্রের সঙ্গে সংযুক্ত। অপরাপর সাধনার ন্যায় বায়ু-সংযম ও মনঃসংযম সহজসাধনায়ও অপরিহার্য্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই রসরতির 'রূপ' সাধনায় স্বরূপে প্রতিষ্ঠা বা প্রবৃত্তি পথে নিবৃত্তিরাজ্যে গমন, সাধনা। নরনারীর মিলিত সত্ত্বাকে উর্দ্ধমুখে পরিচালন—উল্টাসাধন, সহজিয়াগণেরও আচরণীয়।

ছাড়ি কহ অকপট বাণী ॥ মোর আগে আপনি লুকাও নিজ কায়। আমি সব জানি প্রভু তোমার কৃপায় ॥ শ্রীরাধার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার। নিজ রস আস্বাদিতে কৈলা অবতার ॥ নিজ কার্য্য হয় তব রস আস্বাদন। অনুসঙ্গে প্রভু নাম কৈলা প্রচারণ ॥ আপনে আইলা আমায় উদ্ধার করিতে। এত শুনি হাসি প্রভু দেখাইলা স্বরূপ ॥ রসরাজ মহাভাব মিলি একরূপ ॥ সেইরূপ দেখি মূর্চ্ছা রামানন্দ রায়। ধরিতে না পারে চিত্ত আনন্দ হৃদয় ॥' স্বরূপ দামোদরের কড়চা।

রস-রতিই কৃষ্ণরাধা ; সাধকের স্বদেহে উভয়ের সংযোগ-সাধন দ্বারা দিব্যদেহ, প্রেম ও আনন্দলাভ, সাধনা।

চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা একটি পদ এইরূপ—'নিত্যের আদেশে-বাশুলী চলিল, সহজ জানাবার তরে। ভ্রমিতে ভ্রমিতে—নান্নুর গ্রামেতে ; প্রবেশ যাইয়া করে ॥ বাশুলী আসিয়া—চাপড় মারিয়া, চণ্ডিদাসে কিছু কয়। সহজ ভজন—করহ যাজন ; ইহা ছাড়া কিছু নয়। ছাড়ি জপ তপ—করহ আরোপ ; একতা করিয়া মনে। যাহা কহি আমি—তাহা শুন তুমি, শুনহ চৌষট্টি সনে ॥ বস্তুতে গৃহেতে—করিয়া একত্রে ; ভজহ তাহারে নিতি। বাণের সহিতে—সদাই যজিতে ; সহজের এই রীতি ॥ দক্ষিণ দেশেতে—না যাবে কদাচিতে ; যাইলে প্রমাদ হবে। এই কথা মনে—ভাবি রাত্রি দিনে ; আনন্দে থাকিবে তবে ॥ রতি পরকীয়া—যাহারে কহিয়া ; সেই সে আরোপ সার ॥ ভজন তোমারি—রজক ঝিয়ারি ; রামিনী নাম যাহার ॥ বাশুলী আদেশে—কহে চণ্ডীদাসে ; শুনহ দ্বিজের সুত। এ কথা লবে না- না জানে যেজনা ; সেই সে কলির ভূত।' ইহাতে সহজ সাধন (রস-সাধনের) সন্ধানের (আচরণের) কথা বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পরকীয়া প্রকৃতি রামী। 'দেহ-পদ্মে' অমৃত ও বিষ একত্রে আছে। হংস যেরূপ জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধ গ্রহণ করে, সহজ সাধক সেরূপ সে পদ্ম হইতে অমৃত গ্রহণ করিবেন। মধ্যম দ্বারে রসক্রিয়ায় রূপ দর্শন হয় এবং প্রেমলাভ হয়। উহাই ব্রজের পথ। দক্ষিণ দ্বারে—ভীমরুলাদি জন্মগ্রহণ করে ; অমৃত আস্বাদন এবং প্রেম-লাভের সে পথ নহে। রসই প্রেম আনন্দ ও জ্যোতিঃ স্বরূপ। বস্তু ও গৃহের কাজে রসের পুটপাক কার্য্য সংসাধিত হয় এবং উহা ঘনীভূত হইয়া 'ওলা-মিশ্রি' রূপে পরিণত হইয়া প্রেম জন্মে। দক্ষিণ নাসায় শ্বাস-প্রশ্বাসের পাবল্যে রস-ক্রিয়া প্রশস্ত নহে।

কিরূপে প্রেমের সঙ্গে ভক্তির সংমিশ্রণে এ সাধন সম্পন্ন হয়, তাহার সন্ধান—'ভক্তিনতা উর্দ্ধরেতা দ্বিবিধ করণ' এই পদে লিখিত হইয়াছে। মদন, মাদন, শোষণ, স্তম্ভন এবং মোহন ; এই পঞ্চ-বাণ সাধনে কিরূপে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের উপভোগ হয়, সে বিষয়ে পরে আলোচিত হইবে।

'রস আস্বাদন লাগি হইলা দুই মূরতি।
এই হেতু সহজ হয় পুরুষ প্রকৃতি ॥' দীপকোজ্জ্বল-গ্রন্থ।

আবার
'সেই রূপেতে করে কুঞ্জেতে বিহার।
সেই কৃষ্ণ এই রাধা একুই আকার ॥
রাধা হইতে নিরাকার রসের স্বরূপ।
অতএব দুইরূপ হয় একরূপ ॥' রাধারস কারিকা।

সেইরূপ, 'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কাম গায়ত্রী কাম বীজ যার উপাসন ॥' চৈতন্যচরিতামৃত।

স্বরূপ দামোদর শ্রীরূপকে রসসাধন তত্ত্ব বলিতেছেন। 'এতদিন রূপ নাহি জান সত্য দেশ। স্বয়ং ব্রজে সত্যরূপে আছয়ে মানুষ ॥ মীরা সহচরী বাক্য সত্য কর মনে। সে মানুষ নাহি পায় প্রকৃতি বিহনে ॥ সহজ বিশেষ তত্ত্ব পরম প্রবীণ। বিবরি কহি যে তোমায় যতেক বিধান ॥ স্বতঃসিদ্ধ মানুষ হয় স্বয়ং বৃন্দাবনে। সবিশেষ পরকিয়া করি রাত্রিদিনে ॥ পরকিয়া রসে সদা হয়েন তৎপর। পরস্পর রাধা সঙ্গে করয়ে বিহার ॥ প্রাকৃত মনুষ্য দুই দেহ পরস্পর ॥ বিশেষ প্রাকৃত রতি দোঁহার আধার। রূপে গুণে সম দোঁহে পুরুষ প্রকৃতি। টলাটল কহে তার বিলাসের রতি। সুস্থির গম্ভীর গতি নহেত চঞ্চল। জীবে কি ঈশ্বরে সেই না হয় মিশাল ॥ স্বয়ং স্বভাব স্বমাধুর্য্য স্বয়ং আচরণ ॥ বিধিলিঙ্গে স্বমাধুর্য্যে নহে দোষগুণ ॥' মিডাবাঈর কড়চা—২য় উল্লাস।

দেহ-বৃন্দাবনে সাধক-সাধিকা দিবারাত্র লীলাচঞ্চল রসকেলিতে মত্ত কৃষ্ণরাধা রূপে—'সে কৃষ্ণ রাধিকার হয়েন প্রাণপতি। রাধাসহ নিত্য লীলা করে দিবারাতি' ॥ সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়। 'রাধা-কৃষ্ণ রস-প্রেম একুই সে হয়। নিত্য নিত্য ধ্বংশ নাই নিত্য বিরাজয় ॥' সহজ উপাসনা তত্ত্ব। পুনরায় বলা যায় যে, সহজিয়া মতে পুরুষ, কৃষ্ণ ও নারী রাধিকা, আস্বাদক ও আস্বাদ্যরূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছেন রস ও রতি রূপে। এই দুই রূপ, (রস ও রতি) যখন নায়ক নায়িকার রসক্রিয়ায় মিলিত ও উর্দ্ধবাহী হয় তখন বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন অনুভূতি হয় ; সাধক-সাধিকা 'স্বরূপে' প্রতিষ্ঠিত হন এবং তাহাদের যুগল-রূপ দর্শন হয়।

'জয় জয় সর্ব্বাদি বস্তু রসরাজ কাম। জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস নিত্য ধাম॥ প্রাকৃত অপ্রাকৃত আর মহা অপ্রাকৃত। বিহার করিছ তুমি নিজ স্বেচ্ছামত॥ স্বয়ং কাম নিত্য বস্তু রস রতিময়। প্রাকৃত অপ্রাকৃত আদি তুমি মহাশ্রয়॥ এক বস্তু পুরুষ-প্রকৃতি রূপ হৈয়া। বিলাসহ বহুরূপ ধরি দুই কায়া।' সহজ-উপাসনা-তত্ব। এখন প্রশ্ন, কিরূপে দুই বস্তু একদেহে মিলিত হইবে। * 'রূপ রতি তায়—যদি কেহ পায়; অন্তরঙ্গা বলি যারে। রূপেতে স্বরূপে—দুই একু কার; মিশাল করিয়া থুবে॥ চৈইত রূপার—সব রতি সার; শ্রীরূপ মঞ্জরী হয়। নারীর মিশালে নারী হইয়া যদি; মানুষ শোধনে রয়॥ শোধন করিয়া, হৃদেতে বাঁটিয়া; রসিক মানুষে নিবে। নহে কামানুগা—আস্বাদন.................আপনি আলা করিবে॥ সকল চন্দ্র-বরণ মানুষ; এ কথা বুঝিবে কেয়। যে জনা পাইয়াছে—এই সে মানুষ; মরিয়া রয়েছে সেয়॥ কহে চণ্ডীদাসে—শুন রজকিনী; আপনা করিয়া নিবে। তোমার পরাণে—আমার পরাণ; একত্র করিয়া থুবে॥' সহজিয়া সাহিত্য—মণীন্দ্রনাথ বসু।

---

* 'কৃষ্ণলীলামৃত সার—তার শত শত ধার। দশদিক্ বহে যাহা হইতে॥ সে চৈতন্য লীলা হয়—সরোবর অক্ষয়। মনোহংস চরাও তাহাতে॥' চৈতন্যচরিতামৃত। ইহার সহজ ব্যাখ্যা এইরূপ—কৃষ্ণলীলামৃতের অর্থ শুন ভক্তগণ। কৃষ্ণ শব্দে ভ · লি···হয় দুইজন। লীলা কহি ভ···গমনাগমন। অমৃত শব্দে দুই রতি হয়ত স্খলন॥ সার শব্দের অর্থ কামের অন্তরেতে রস। সারল্য সহজ রতি সবে তার বশ॥ তার শত শত ধার কন্দর্প মদন। প্রকৃতিতে মদন পুরুষে রহে কাম॥ দশদিকের অর্থ শুন রসিক সকলে। উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম পূর্ব্ব কহি শুন। নৈঋত, ঈশান, অগ্নি, বায়ব্য চারি কোন॥ উর্দ্ধ অধঃ দুই লইয়া দশদিক্ গণন॥' এই দশদিকে বহে রসরাজ হরি। টলিয়া পড়য়ে তবু আসন না ছাড়ি॥ সে চৈতন্য লীলা কহি শৃঙ্গার মধুর। মহাসত্বা রতি হয় রসের প্রচুর॥ অক্ষয় সরোবর কহি সহস্রদল পদ্ম। কত রস স্রোত বহে তবু পূর্ণ আদ্য॥ সহস্রদল পদ্ম আর যোনি পদ্ম হয়। দুই পদ্মে এক কহি জানিহ নিশ্চয়॥ এক করি করি দোঁহে রমণের কালে। মনোহংস লি···কহি ভ···প্রবেশিলে॥' ভক্ত-সাধক কবি এবং ভাষাবিদ্ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ, অতি নিপুণ ভাবে রূপকে চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করিয়াছেন। উহা দ্ব্যর্থবোধক। বৈধী ও রাগমার্গের উপাসক ভাবার্থ বুঝিয়া লইবেন।

রূপ হইতে রাগের উদয়। পুরুষ-প্রকৃতির রূপ হইতে 'রাগ' এবং 'রাগ' হইতে রস-রতির গতি ও প্রকাশ হয়। উহাদের জারণ একত্রীকরণ, মন্থন, আদান-প্রদান ঊর্দ্ধ-অধঃ ক্রিয়ায় অদ্বয় পরিপূর্ণত্ব ও প্রেমলাভ পরম পুরুষার্থ। ইহাকে যুগল সাধনও বলে। ইক্ষুরসকে ধীরে ধীরে জ্বাল দিলে যেরূপ ঘণীভূত হইয়া শোধন ক্রিয়ায় শুভ্র শর্করায় পরিণত হয় সেরূপ সহজ-সাধক-সাধিকার ভ···ও লি···এর পুটপাকে রাগের উত্তাপে দেহ-মধ্যে রস-রতি ঘণীভূত হইয়া প্রেম জন্মে। উহা পরমানন্দ স্বরূপ। সহজ সাধক ও সাধিকা সে শোধন, জারণ. মিশ্রণ, মাদন, শোষণ, রক্ষণ, স্তম্ভন প্রভৃতি প্রক্রিয়া জানেন। রত্নসারে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে। 'কামবস্তু চন্দ্রকান্তি পরশ পাথর॥ প্রেম বস্তু সুখময় নির্ম্মল ভাস্কর॥ অগ্নির ভিতরে লৌহ থাকয়ে যাবৎ। হেমের সাদৃশী বস্তু থাকয়ে তাবৎ॥ অগ্নি তেজ শুখাইলে পুনঃ লৌহ হয়। এই মতে কাম প্রেম জানিহ নিশ্চয়॥' সুতরাং সে অগ্নির সাধন ব্যতীত প্রেম লাভ সুকঠিন। কিন্তু 'টল' হইলে জীবত্ব প্রাপ্তি এবং 'অটল থাকা' ঈশ্বরের গুণ। রসিক-শেখর উভয় পথ বর্জ্জন করিয়া মধ্যপথ গ্রহণ করিয়া টলাটল অর্থাৎ সুটল হইবেন। 'টলে জীব অটল ঈশ্বর' ইত্যাদি, চণ্ডীদাস।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্যচরিতামৃতে এই রস-সাধনের সন্ধান বর্ণনা করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার। সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥ মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগ মায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥ আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ। দোঁহার রূপগুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥ ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুয়ে করায় মিলন॥ কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥ এই সব রস-নির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ॥ ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম-কর্ম্ম॥ চৈতন্যচরিতামৃত—আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ। আবার উহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকের বর্ণনাও আছে: 'পরকীয়া ভাবের অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥ ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি। তাহার মধ্যে শ্রীরাধা এই ভাবের অবধি॥ প্রৌঢ় নির্ম্মল রস প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণ মাধুর্য্য রস আস্বাদ কারণ॥' বিভিন্ন সাধক-ও ভক্ত সম্প্রদায় চৈতন্যচরিতামৃতের যে ভাব ও যে তত্ত্ব গ্রহণ করিবেন তাহা তাঁহাদের পক্ষে সত্য।

'কুলকে' (দেহকে) আশ্রয় করিয়া 'অকুলে' পৌঁছানের এই এক তত্ত্ব ও সাধন। 'নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধন প্রণালী' ২৬৬পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, 'শিবশক্তির বৈষম্যেই জগৎ সৃষ্টি ও সম্ভোগ অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীবভাবের উন্মেষ হয়। সাম্যবস্থার জীব ও শক্তি অভেদ এবং সৃষ্টি ও দৃষ্টি একার্থবোধক হয়।' শিবের গুণাধিক্যে পুরুষ শিব স্বরূপ এবং শক্তির গুণাধিক্যে নারী শক্তি স্বরূপিনী। উভয়ের সত্তা ভ ··লি···এর কাজে সম্মিলিত হইয়া পূর্ণত্ব প্রাপ্তি ঘটে। তাহাতে সমস্ত চেষ্টাচাঞ্চল্য, বিষয়-বাসনা এবং তৃষ্ণার তিরোধান হয়। সহজিয়ার পুরুষ-প্রকৃতি, তন্ত্রের শিবশক্তি, এবং নাথসিদ্ধের চন্দ্রসূর্য্য মিলনে সমরস সাধনের এবং আস্বাদনের এই তাৎপর্য্য। যেরূপ শিবসংহিতায় উল্লেখ আছে যে, 'অহং বিন্দু রজঃ শক্তিরুভয়োর্মেলনং যদা। যোগিনাং সাধনবতাং ভবেদ্দিব্যং বপুস্তদা ॥' সেরূপ ধ্যানবিন্দু উপনিষদেও ইহার উল্লেখ আছে। তাহা এইরূপ—বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তি র্বিন্দুরিন্দু রজো রবিঃ। উভয়ো সঙ্গমাদেব প্রাপ্যতে পরমং বপুঃ ॥ সুতরাং সহজ সাধক ও নাথসিদ্ধের সাধনা মূলতঃ রসের সাধনা। নাথসিদ্ধ স্বদেহের রসকে সহস্রারে অবস্থিত অমৃতের সঙ্গে যুক্ত করেন, তাহাতে ক্ষয় বন্ধ হয় এবং মিলিত অমৃত প্রবাহ দ্বারা দেহ ও মন অভিসিঞ্চিত করিয়া অমর সিদ্ধ-দেহ লাভ করেন। সহজ সাধক ও সাধিকা স্বদেহেই রজঃ-বিন্দুর মিলনে দেহ-মন সঞ্জীবিত করিয়া দিব্যদেহ লাভ করেন। শিবসংহিতায় ১।৯৮ শ্লোক এইরূপ;—বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তিরুভয়োর্মেলনাৎ স্বয়ম্। স্বপ্রভূতানি জায়ন্তে স্বশক্ত্যা জড়রূপয়া। ইহা সত্য যে, 'বিন্দু শিব ও রজঃ শক্তি স্বরূপ; এই দুইটির মিলন হইলে, স্বয়ং আত্মা, জড়রূপিনী নিজ শক্তি (রস-রতি) দ্বারা বহু রূপে প্রকাশমান হন। আত্মা জড়রূপিনী নহেন তবে তিনি সর্ব্বভূতস্থ হইয়া জড়পদার্থ আশ্রয় করিয়া জীবদের জড়পদার্থ ভোগ করেন। ঐ ৯৯। জড়দ্রব্য হইতে স্ব স্ব পাপ-পুণ্য কার্য্য দ্বারা বদ্ধ জীব এইরূপে বহুবিধ হইয়া থাকেন।' ঐ ১০১।

এই সম্মিলিত পতিত বস্তু দ্বারা জীবের সৃষ্টিতত্ত্ব আর কিরূপে ঐ প্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃতের মিলনে, শোষণ প্রভৃতি ক্রিয়ায় 'মহাভাবের' সৃষ্টি হয় তাহার সন্ধান বজ্রোলী, সহজোলী মুদ্রায়ও বর্ণিত আছে। *

---

* বজ্রোলীং কথয়িষ্যামি সংসার-ধ্বান্তনাশিনীম্। স্বভক্তেভ্যঃ সমাসেন গুহ্যাদগুহ্যতমামপি ॥ শিব—সং ৪।৭৮।···আদৌ রজঃ স্ত্রিয়া যোন্যা যত্নেন বিধিবৎ সুধীঃ। আকুঞ্চ্য লিঙ্গনালেন

কৌলতান্ত্রিক সাধকেরা নারী লইয়া সাধনা করেন। আদি রজঃ তাঁহাদের সাধনার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। তাঁহারা নিজকে শিব ও নারীকে (ভৈরবী) শক্তি স্বরূপ মনে করেন। কুল অর্থে শক্তি এবং অকুল-শিব। উভয়ের মিলিত সত্বা (সমরস) কৌল।

তন্ত্রমতে ভাব তিন প্রকার—দিব্য, বীর ও পশু। আচার—সাতপ্রকার যথা বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল। ইহার সাধনা এবং আচরণ ভিন্ন প্রকার। সত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ-বৈষম্যের উপর, দিব্য, বীর ও পশুভাব এবং তাহাদের সাধনা কল্পিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে দিব্য ভাব শ্রেষ্ঠ। বামাচারে নারী সহ 'চক্রসাধনার' কথা আছে। তন্ত্রসারে দিব্য স্ত্রী সহ সাধনার বিধান * আছে। ইহাদেরও, সাধক-সাধিকার মিলিত বস্তু দ্বারা দিব্যবপুঃ ও আনন্দলাভই তাৎপর্য্য। পরবর্ত্তী যুগে চক্রপূজা প্রভৃতি বামাচার. বিভিন্ন সম্প্রদায় গ্রহণ করেন।

স্বশরীরে প্রবেশয়েৎ। স্বকং বিন্দুঞ্চ সংবধ্য লিঙ্গচালনমাচরেৎ। দৈবাচ্চলতি চেদূর্দ্ধে নিরুদ্ধো যোনিমুদ্রয়া॥ ঐ ৮২ ॥.........সুখভোগেন মহতা তস্মাদেনং সমভ্যসেৎ। ঐ ৯৪। অমরোলী — দৈবাচ্চলতি চেদ্বেগে মেলনং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। অমরোলিরিয়ং প্রোক্তা লিঙ্গনালেন শোষয়েৎ॥ ইত্যাদি, ঐ ৮১, ৯৬ সহজোলী—যোগী পতিতপ্রায় নিজ বিন্দুকে যদি যোনি মুদ্রা দ্বারা স্বীয় শরীরে রুদ্ধ করেন, তাহা হইলে তাহাকে সহজোলী মুদ্রা বলে। বজ্রোলী সহজোলী এবং অমরোলীর একতা ও সিদ্ধি পরিজ্ঞাত হইলে বিন্দুসিদ্ধি হয় ও দিব্যদেহ লাভে বিমল আনন্দে সর্ব্বদা তন্ময়তা ঘটে। শিব সংহিতায় কথিত হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকও যদি বজ্রোলী মুদ্রায় সিদ্ধা হন তবে তিনি যোগিনী শ্রেষ্ঠা হইয়া সকল প্রকার সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। তিনি স্বীয় স্ত্রী-অঙ্গ আকুঞ্চন পূর্ব্বক রজঃ আকর্ষণ করিয়া উর্দ্ধগ করিতে পারেন। সুতরাং এই সাধনায় সিদ্ধিলাভে নায়ক-নায়িকার সমান অধিকার আছে। প্রকৃত পক্ষে এইরূপ 'পক্ক নায়িকা' যোগিনীপদবাচ্যা এবং জগতে তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। সহজিয়া সাহিত্যে এইরূপ পক্ক নায়িকা রাধাস্বরূপিনী।

* যোনিকবচং সমাপ্য অস্যা অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাসং কৃত্বা যোনৌ মাতৃকান্যাসং যোনীবীজ ন্যাসঞ্চ কৃত্বা অনুজ্ঞাং লব্ধা তাম্বুলাদিকং দত্বা লিঙ্গোপরি ঐং ইতি লিঙ্গমন্ত্রমষ্টোত্তর শতং জপ্তা ইয়ং গৌরী অহং শিব ইতি বিভাব্য পিতৃমুখে মাতৃমুখং দত্বা মূলমুচ্চার্য্য ওঁ ধর্ম্মাধর্ম্মহবির্দীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা। সুষুম্না-বর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহং। ইতি মন্ত্রং পঠিত্বা লি..... প্রবেশ্য নিধুবনাসিক্ত

এখন রাগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। 'ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥' চৈতন্যচরিতামৃত। রাগ, অনুরাগ বা আসক্তি; আসক্তি—রূপের প্রতি। রসেরই বাহ্যিক বিকাশ রূপ। চন্দ্রের আকর্ষণে যেরূপ নদী বা সমুদ্রের জল উদ্বেলিত এবং উচ্ছলিত হয় সেরূপ রসের আকর্ষণে রতির এবং রতির আকর্ষণে রস চঞ্চল ও হিল্লোলিত হয়।

রস-রতি পরস্পর মিলনের জন্য দেহমধ্যে এই লীলাচঞ্চল তরঙ্গহিল্লোল বন্যার প্রাদুর্ভাব হয়। ইহা যেন মিলনের জন্য সমুদ্রের আকর্ষণে নদীর গতি।

শ্রীরাধার পূর্ব্ব রাগের একটি বর্ণনা এইরূপ—

'আজু দেখিলুঁ রূপ কদম্বের তলে। হিঁয়ার মাঝারে মোর না জানি কি হৈল গো; নিরবধি ধিকি ধিকি জ্বলে। আগে পাছে চলে মোর, কত প্রিয় সহচরী; যমুনার জলে আজু যাই। ঘুঙ্গট কাড়িতে (ঘোমটা টানিতে) রূপ নয়নে লাগিয়া গেল; সরম রহিল সেই ঠাঁই॥ কেন বা চঞ্চল চিত, নিবারিতে নারি গো; মন মোর স্থির নাহি বান্ধে। তিলে তিলে বারে বারে মুরছা হইয়া থাকি; চেতন পাইলে প্রাণ কান্দে॥ ধীরে ধীরে পা-খানি, বাড়াই কত ছল করি; তাহে গুরুজনেরে ডরাই॥ বংশীবদনে কহে, শুন অনুরাগিনী, পিরীতি অনল না নিভায়।' শ্রীপদামৃত মাধুরী—২য় খণ্ড। ইহা মানবের শাশ্বত বেদনা। এ বিষয়ে বহু কাব্য-কাহিনী প্রতি যুগে রচিত হইতেছে। এইজন্য কথিত হইল যে, রূপ, রস-রতির বহির্বিকাশ, যেরূপ জ্যোৎস্না চন্দ্রের; সুতরাং রূপ দর্শনে তরঙ্গহিল্লোলের আবির্ভাবে প্রেমের বাণ ডাকে। সে আকর্ষণ পুরুষ-প্রকৃতির যথাক্রমে রসের প্রতি রতির এবং রতির প্রতি রসের। উভয়ের মিলনে আত্মাহুতি এবং অদ্বয় ভাবের আস্বাদনের জন্য এই আকুলতা।

শিবশক্ত্যোরভেদং বিভাব্য ·········লভতে নাত্র সংশয়ঃ। তন্ত্রসার—৪৩২পৃঃ। প্রাণতোষিণী তন্ত্রে (রসানাং ষটকর্ম্ম সাধনং) ৪০৯-৪১০পৃষ্ঠায় এইরূপ উল্লেখ আছে—ব্রহ্মানন্দপরো জীব আত্মরক্ষণোৎসুকঃ। আয়ুর্ব্বেদং ধনুর্ব্বেদং গান্ধর্ব্বঞ্চ সমভ্যসেৎ। অথ সন্ধানতো দেবি পূর্ণজ্ঞানী চ সাধকঃ। মধুনেক্ষুরসেনৈব দুগ্ধাদিফলশস্যকৈঃ। গন্ধমাল্যাদিনা দেবি বস্ত্রালঙ্কারাদিনা শয্যায়াং বনিতারূপং পূজয়েজ্জগদম্বিকাং। বনিতা পূজনে দেবী শৃঙ্গাররসসাধনং······এতাস্তু শক্তয়ো দেবি সর্ব্বজাতি সমুদ্ভবা। সাপ্যতঞ্চ যুবত্যঞ্চ জাতপুত্রাদিকা শুভাঃ। গৃহ্য কুলরসৈঃ পূজ্যা ভক্তি-ভাবেন কামিনী।

রাগ চারি প্রকার- হরিদ্রা, হিঙ্গুল, কুসুমিত এবং মঞ্জিষ্ঠা। ইহার মধ্যে মঞ্জিষ্ঠাই সাধ্য। রাগের আবার বিশেষ অর্থও আছে। 'এবে কহি রাগতত্ত্ব শুন ভক্তগণ। শাস্ত্রের বাহিরে হয় রাগের করণ॥ শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা তত্ত্বমত হয়। তাতে যেই জ্ঞাত তারে বিধিমার্গ কয়॥ শাস্ত্র ভক্তি তারে বিধিতে বাখানি। অবিদ্যা সে পরাভক্তি বিধি তারে গণি॥ পরা শব্দে চিৎ শক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়। অন্তরঙ্গ শক্তি বলি কেহ কেহ কয়। ইহার বিস্তার আগে করিব বর্ণন। প্রবর্ত্ত-রাগের কথা শুনহ এখন॥ আগে নাম রাগ হয় অন্তরে উদয়। নাম রাগ হইতে শ্রদ্ধা বাড়ে অতিশয়॥ শ্রদ্ধা হইলে নাম মন্ত্র লয় যত্ন করি। তবে লীলা রাগ হয় তার অনুসারি॥ ভাবাশ্রয় হইলে তবে রস প্রেম জানে। এই মত অনুরাগ বাড়ে দিনে দিনে॥ এই ত কহিল রাগ অনুবাদ তত্ত্ব। এখন কহিয়ে শুন বিধেয় মহত্ত্ব॥ যাবে বলি নাম রাগ সেই রস হয়। নাম চিন্তামনি বলি সবাই কহয়॥ ভূমি চিন্তামনি আর নাম চিন্তামনি। রাগ অনুরাগ এই দ্বিবিধ বাখানি॥ রাগতত্ত্বে বলি শুন চতুর্বিবধা হয়। চারি রাগ বলি আগে করিয়া নির্ণয়॥............ হিঙ্গুল রাগের ভাব এইতো বিস্তার। মঞ্জিষ্ঠা জড়িত হয় ইষ্টে নিষ্ঠা যার॥ নিষ্ঠা রুচি রতি হইলে সেই রং ধরে। অপক্ব মঞ্জিষ্ঠা কহি সমর্থানুসারে॥ কৃষ্ণ সুখী হইলে হয় সমর্থার ভাব। নিজ সুখ ত্যাগ করে মঞ্জিষ্ঠা স্বভাব॥ মঞ্জিষ্ঠা রাগের এক স্বাভাবিক হয়। নিজ মান অভিমান সকল ত্যজয়॥ সর্ব্বদা কৈশোরো চেষ্টা গুরুর্নিষ্ঠা হঞা। সম রসে সেবা করে তনু মন দিয়া॥ মহৎ জনেরে দেখি প্রাণ করি লয়। মঞ্জিষ্ঠা স্বভাব রাগ সেইত ধরয়। সমর্থা রতির চিহ্ন সেই ভক্ত পাঞা। সদ্‌গুরু করয়ে নিষ্ঠা বীজ বস্তু লঞা॥ শ্রীরাধার ভাবে সেই হয় উপাসনা। ভাব অনুভাব জানে রাগেতে উন্মনা॥ এইত কহিল চারি রাগ-তত্ত্ব সার। সঙ্খেপে কহিল ইহার আছয়ে বিস্তর॥ উপাসনা রাগ বস্তু ক্রমেতে কহিল। স্বভাব রাগেতে ভক্ত সাধয়ে সকল॥ সাধন স্বভাব এই বস্তু উপাসনা। যে যে মতে ভজে তার তেমন সাধনা॥ আর এক রাগ তত্ত্ব শুন রসিকগণ। শৃঙ্গার মধুর রাগ বস্তু *

* পূর্ব্বে বলিয়াছি যে 'বস্তুই' রস বা রতি। উহা আনন্দ, জ্যোতিঃ এবং ব্রহ্ম স্বরূপ। সকল দেহে রাধাকৃষ্ণ যুগল-সত্তা রূপে অবস্থান করিতেছেন। এই আনন্দ হইতে বিশ্বসৃষ্টি, ইহাতে স্থিতি এবং ইহাতে লয়। এই যে রস এবং রতি, উহাই কাম। ইহা হইতেই উভয়ের মিলিত

উদ্দীপন। ঈশ্বর স্বভাবে বস্তু নানারূপ হয়। রাগ তত্ত্ব বিশেষার্থ জানিহ নিশ্চয়॥ ঈশ্বর স্বভাবে হয় ভূতের লক্ষণ। কভু নাহি হয় তার মানুষ করণ॥ বর্ত্তমানে রাগ বস্তু শৃঙ্গারে দেখয়। ঈশ্বর স্বভাবে বস্তু বর্ণান্তর হয়॥ মানুষ স্বভাবে বস্তু দুইত প্রকার। মধুখণ্ড রতি এই ভৃঙ্গখণ্ড আর॥ মধুখণ্ড রক্তবর্ণ নায়িকার দেহে। নবীন মদন ভাবে অপ্রাকৃত রহে॥ ভৃঙ্গখণ্ড শ্বেতবর্ণ নায়কের রতি। মানুষ স্বভাবে ধরে অরুণময় জ্যোতি॥ আরক্ত অরুণ বর্ণ মানুষের হয়। সাধনে উপজে তাহা জানিহ নিশ্চয়॥ নায়িকার তারতম্য রতি তারতম। স্থানগুণে গুণহীন শৃঙ্গার সাধন॥ উত্তম নায়িকা ইহার স্বরূপে বিলক্ষণ। পদ্মনেত্র হবে তার চম্পক বরণ॥ গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনে এক করি মানে। কদাচিৎ বিজাতীয় না করে স্পর্শনে॥ ভাব রস প্রেমতত্ত্ব উপাসনা হয়। সাত পাঁচ নয় অক্ষর সাধন জানয়॥ মানুষের বস্তু জানে রসিকা রমণী। রমণে বিশ্বাস জেনো অনঙ্গ মোহিনী॥ এমত নায়িকা যদি আশ্রয় করয়। তার সঙ্গে রমণেতে রতি উপজয়॥ অনুমানে নানাভাব রাগ দেখাইয়া। করয়ে শৃঙ্গার কার্য্য নায়কে লঞা॥ নায়ক পক্বতা হলে এ ধর্ম্ম যাজন। অপক্ক শৃঙ্গার করে জীবের করণ॥ জীব রতি শুক্র রক্ত একত্রে মিলিয়া। সৃষ্টির

সত্তায় জীবের উৎপত্তি আবার সাধন পথে উভয়ের মিলিত সত্তায় প্রেম, আনন্দ ও ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। এই রস-ব্রহ্ম, লীলাবৈচিত্র্য হেতু নিজকে বিভিন্ন রূপে আস্বাদনের জন্য নর-নারীর সত্তায় জড়রূপে দ্বিধা বিভক্ত হইলেন। সহজিয়াগণ প্রকৃতি পুরুষের মিলন-প্রক্রিয়ায় একে অন্যের দেহ হইতে সোমরস বা অমৃত পান করেন। সহজিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে নায়ক-নায়িকা পরস্পর সর্ব্বাবয়ব পরিপূর্ণ মিলন-পথে স্ব স্ব দেহে রস-রতির মিলন দ্বারা লীলাবৈচিত্র্যে পরমাত্মাকে সুখভোগ করান অর্থাৎ রসরাজ মহাভাব মিলিয়া যে এক চিন্ময় অদ্বয় আনন্দ স্বরূপ তাহা আস্বাদ করেন। ইহাই অপ্রাকৃত—মহা অপ্রাকৃত, সাধন, স্বরূপে আরোপ, সহজ বা প্রেমের সাধন। ইহাই ভাবের অবধি—প্রেমের পরাকাষ্ঠা; দেহের সাধনে, অপ্রাকৃত বা নির্দ্দিষ্ট প্রেমানন্দে একতন্ময়তা লাভ; রূপের মধ্যে স্বরূপের প্রতিষ্ঠা এই তত্ত্ব।

শ্রীরসবস্তু পরমাত্মা মহাশয়। রস হইতে তাহা জানিবে নিশ্চয়॥ সহজ বস্তু শ্রীরূপ রতি-রস শ্রেষ্ঠ। রস রতি সাধনেতে শ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণ॥ রস রতি নাহি হয় ভ···লি···বিনে। ভ···লি···রাধা-কৃষ্ণ জানিবে বিধানে॥ গ্রন্থেতে বর্ণনা কৈল আদি মধ্য অন্তে। ভ···লি··· পরমাত্মা লিখিল প্রবন্ধে॥ ভ···লি···সহজ বস্তু পরমাত্মা সার। ইথে নিষ্ঠা যার হৈল সেই মায়া পার॥ দেহতত্ত্ব যেবা জানে পারে বুঝিবারে। অমৃত রত্নাবলি তার অধিকারে॥

কারণে রমে সৃষ্টিরূপ হঞা ॥ পক্ক নায়ক নায়িকা পক্কতা। দুজনে রমণ করে হঞা একতা ॥ সমান যাজন করে সমান সাধন। সমান মনের গতি সমান রমণ ॥' ইহা কিরূপ, সে বিষয়ে সহজিয়া সাহিত্যে উল্লেখ আছে। "পীরিতি প্রকৃতি—একত্র করিয়া ; মগনে রহিবে নিতি। অঙ্গে অঙ্গে—পরাণে পরাণে, এমতি রাগের রীতি ॥ সিদ্ধ ভজন—সাধক করণ, বিচার করিয়া নিবে। মানুষের সনে—পীরিতি করিয়া, মানুষ হইয়া রবে ॥ নয়ানে নয়ানে—বয়ানে বয়ানে, যেমন জলের মিল। আরোপিয়া রূপ—হইয়া স্বরূপ, কভু না বাসিও ভিন্ ॥ সেই প্রেম' আশ—আলম্বন বিষয়, আশ্রয় করিয়া লবে। পীরিতি নগরে—যাহার বসতি, সেই সে দেখিতে পাবে ॥ কহে নরহরি—মানুষ মাধুরী, বলিলে কহিলে নয়। প্রেমের পীরিতি-যাহার অন্তরে, সেই সে তাহারি হয় ॥" 'তাহাতে রূপের দৃষ্টি দরশন দিয়া। সাক্ষাৎ করয়ে বস্তু অরুণ বরণ হঞা। শৃঙ্গার ভাবের যদি বৈলক্ষণ্য হয়। নানান বর্ণ হয় বস্তু ঈশ্বর উদয়।

সহজ মানুষের জন্ম কিরূপে হইল তাহাও অমৃতরত্নাবলি গ্রন্থে উল্লেখ আছে। 'বিরজা নদীর পার সেই দেশ মাঝ। সহজ মানুষ সদানন্দ গ্রাম ॥ তাহার পশ্চিম দিকে কলিঙ্গ কলিকা। চম্পক কলিকা নামে তাহার নায়িকা ॥ ইহার যে অর্থ তাহা করি নিবেদনে। সারাৎসার বুঝি মাত্র উপেক্ষা গ্রহণে ॥ বিরজা নদীর পার সাগর বসতি। সহজ মানুষ ধার্য্য কাম রতি ॥ পরম পুরুষ কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের পতি। ইচ্ছা হইল তিঁহো চান মায়া প্রতি ॥ গোলক বৈকুণ্ঠ হইতে করেন ইক্ষণ। তেজরূপী পরমাত্মা প্রবেশে তখন ॥ গর্ভধারণ হয় সহজ মানুষের জন্ম। সেই দেহে আসি পরমাত্মা হইল অবতীর্ণ ॥ সুখময় পরমাত্মা সুখের নিদান। সুখ বই দুঃখাদি কিছু নাই আন ॥ দুঃখ-বর্জিত তিঁহ সদানন্দময়। সহজ মানুষ পরমাত্মা জানিবে নিশ্চয় ॥ অনিমিত্তেক নিমিত্তেক সকল কারণে। বিশুদ্ধ বিরুদ্ধ অর্থ ধর্ম্ম অখণ্ড অকামে (ইহাই প্রেমের স্বরূপ) ॥ নিমিত্তেক ধর্ম্ম তার সৃষ্টির কারণে। অনিমিত্তেক ধর্ম্ম তার দুঃখ আস্বাদনে ॥ বিশুদ্ধ রূপেতে শুদ্ধ বিশুদ্ধ আচরণ। শুদ্ধ সত্ত্বা হন তিঁহ প্রেম আচরণ ॥ কাম প্রেম দুই ধর্ম্ম তাহার কারণে। সহজ ধর্ম্ম পরমাত্মা প্রকৃতি-পুরুষ সনে। তিলার্দ্ধেক মত্ত তারা সুখ নাহি ছাড়া ॥ সতত আনন্দময় পরমাত্মা জড়া ॥ (রস-জড় স্বরূপ ; ইহাতে দ্বিধা রূপে তাঁহার বিলাস অর্থাৎ নিজেতেই নিজের বিলাসের জন্য দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন)। পরমাত্মা পুরুষ-প্রকৃতি জড়ারূপে স্থিতি। দেহ নির্ম্মাণ প্রভু করেন নিশ্চিতি ॥ পরমাত্মা প্রবেশ করিলা মায়ার দেহে। পরম প্রকৃতি মায়া তাহে আসি রহে ॥ পরমাত্মার সুখ হয় ভ···লি···সাধনে। অতএব ভ ··

বর্ত্ত রাগ হয় আর বিবর্ত্তয়ে রোগ। ঈশ্বর মানুষ দেখ হয় দুর্ভোগ॥ একবর্ণ একরূপ অন্য বর্ণ না ধরে। তবে তো ঈশ্বর তাঁরে আকর্ষিতে পারে॥ ইহাতে তফাৎ হইলে সাক্ষাৎ ঈশ্বর। ভূতের স্বভাব হয়ে হয় বর্ণান্তর॥'........'বর্ত্ত' না চিনিলে রাগাত্মিকা ভজন হয় না। 'বিবর্ত্তে' গমন করিলে রোগ জন্মে বা জীবের উৎপত্তি হয়; প্রেম ও রসানন্দ লাভ হয় না। 'অব্যক্ত যে রাগবস্তু দুই নাম ধরে। পূর্ব্বে কহিয়াছি তাহা রাখিও অন্তরে॥ রাগবস্তু বিশেষার্থ সঙ্খেপে কহিল। গোপনে রাখিবা ভক্ত নিশ্চয় কহিল। দামোদর স্বরূপ কহেন তত্ত্ব সার। প্রভু আজ্ঞায় মূল শ্লোকের করিল পয়ার॥' ইতি রাগতত্ত্ব বিশেষানুসারে অনুমান বর্ত্তমান। ষষ্ঠম রূপ। ৬॥ ৬॥

লি...হয় আনন্দের ধামে॥ সহজ বস্তু পরমাত্মা দ্বার ভ..খান। ইহাকে কহিলেন সদানন্দ গ্রাম॥' সহজ সাধক-সাধিকা দিবারাত্র রস-কেলিতে এবং আনন্দে মত্ত। সাধন-পথে শ্রম নাই, ক্ষয় নাই, ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই; নিত্য পূর্ণ বিশুদ্ধ রসামৃতে প্রেমানন্দে পরস্পর বিলাসে মত্ত। সহস্রদলে রস-স্বরূপ পরমাত্মার বাস। সহস্রদলের সহিত স্ত্রী-পুরুষের 'মূল-পদ্মের' যোগ-সূত্র রহিয়াছে। নায়ক-নায়িকার রস ক্রিয়ায় সহস্রদল হইতে তিনি নিম্নে রস-রতিরূপে যাতায়াত করেন। উহা দ্বারা সাধক-সাধিকা তাঁহার স্বরূপ অমৃতত্ত্ব লাভ করেন।

'দেহের ভিতরে আছে সরোবর অক্ষয়। পরমাত্মা তিঁহ হয় অক্ষয় অব্যয়। পরমাত্মার স্থিতিকাল অক্ষয় সরোবরে॥ ইহার পর দেহতত্ত্ব তাহা যে লিখিলা। দক্ষিণ অঙ্গে পুরুষ বাম অঙ্গে অবলা॥ মস্তকেতে পরমাত্মা সহস্রদলেতে। অক্ষয় সরোবর বলি কহিলাম তাতে॥ পরমাত্মার ক্ষয় নাই তাহাতে অক্ষয়। যত ক্ষয় তত হয় সদা পূর্ণ রয়॥ মস্তকের দক্ষিণ ভাগে অক্ষয় সরোবর। বাম দিকে হয় তার মান সরোবর॥ দক্ষিণে পুরুষ তার বামেতে প্রকৃতি। দুই সরোবর হয় ইহা কহিল নিশ্চিতি॥ নীল শ্বেত দুই বর্ণ দুই বস্তু হয়। নীলপদ্ম শ্বেতপদ্ম ইহাকেই কয়॥ নীল শ্বেত দুই বস্তু দোহাতে মিশাইয়া। কাম সরোবরে আইসে দোঁহে এক হইয়া॥ নীল শ্বেত হয় পুনঃ শ্বেত বর্ণাকার। ষড়তত্ত্বে হয় পুনঃ দোঁহে একাকার॥ ষড়তত্ত্ব স্থিতিকাল ষষ্ঠকমল হয়। কাম সরোবর নাম কহিলা নিশ্চয়॥ তার নীচে গুপ্তচন্দ্র দেশখানি হয়। গুপ্তচন্দ্র দেশখানি বিস্তারিয়া কয়॥ অবলার অঙ্গ মধ্যে গুপ্তচন্দ্র দেশ। তাহার বিস্তারি শুন কহিয়ে বিশেষ॥..............বাহিরে তিন দ্বার কূটের নিকটে। তার বিবরণ...করপুটে॥ ষটচক্র ষড়দ্বার এক ঘাট তার। দুই দ্বারে তার কাম প্রেমের আচার॥ চারি দ্বারে এক হইয়া সমুদ্র উথলে। গন্ধকালী প্রভৃতি সন্নি বিন্দু নাম ধরে॥...ভ...লি...পরমাত্মা একযোগে ছিলা।

উমা-মহেশ্বর—৯৩ পৃঃ।

এখন স্বরূপ দামোদরের কড়চা হইতে রাগের বিশেষ অর্থ কথিত হইতেছে। রাগের উদয় হয় নায়ক এবং নায়িকার নাম, রূপ-গুণ দর্শন, চিন্তন, ভাবন, মিলন এবং শৃঙ্গার অভিলাসে। 'জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয় অদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥ রাগের বিশেষ অর্থ শুন ভক্তগণ। রাগ বিনে প্রাপ্তি নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ আপনার রাগে দ্যাখো মেঘে বৃষ্টি করে। ঝোড়িঝকারে বৃক্ষ ভাঙ্গে পৃথিবী উপরে॥ রাগের উদ্গমে দেখ নদী বেগবতী। ষড়ঋতু বর্ত্তমান রাগ ধর্ম্ম রতি॥ বার মাসে বারো বার রাগের উদয়। পুরুষ হৃদয়ে রতি প্রকাশ করয়॥ নায়িকার ঋতু হয় প্রতি মাসে মাসে। নায়কের ঋতু হয় কারণ বিশেষে॥ সামান্য বিশেষ যদি একত্রে মিলয়। সেইকালে পুরুষের রতির উদয়॥ এই ত সামান্য তত্ত্ব কহিল সঙ্খেপে। পুরুষের দেহে আছে অপ্রাকৃত রূপে॥ সর্ব্বকাল সেই বস্তু বর্ত্তমান নয়। নারীর লাবণ্য ছটায় দর্শনে উদয়॥ নারীর দর্শনে রতি

সুখ অনুভব হেতু দুই ভাগ হইলা॥ পুরুষ প্রকৃতি দুই পরমাত্মা হইয়া। আস্বাদে শৃঙ্গার রস দেহ যে ধরিয়া॥ দেহের সাধন হয় সর্ব্বতত্ত্ব সার। পরমাত্মা সাধন বিনা কিবা আছে আর॥ ভ…লি…পরমাত্মা সাধিবারে যেই জন পারে। মহাসন্ধার পার হৈল তাহারে॥ সকলের শ্রেষ্ঠ হয় কাম সরোবর। অবিরত সাধন করিবে নিরন্তর॥ কাম সরোবর হয় সবার সাধন। কাম প্রেম দোহাকার একত্র সাধন॥ পরমাত্মা তত্ত্ব জানি সাধন তাহার। সেইজন হৈল বেদ বিধি পার॥ তত্ত্বজ্ঞানে হৈল যার তাহার সাধন। প্রকৃতি ভজনা করে প্রকৃতি সাধন॥ অক্ষয় সরোবর তার প্রেম সরোবর। দক্ষিণ অঙ্গে পরমাত্মা আছে নিরন্তর॥ অক্ষয়রূপে যেবা প্রেমা ে।। কর। হেতুশূন্য হৈল সেই প্রেম নাম ধরে॥ নির্হেতু রূপে যদি করয়ে সাধন। তবেই হৈল ভাই প্রেমের করণ॥ তাহার প্রেমের ভাই ধ্বংশ নাহি কভু। অক্ষয় অব্যয় পরমাত্মা প্রভু॥ তত্ত্বজ্ঞানে পরমাত্মার সাধন ভজন। পশ্চাতে কহিব যাহা যেমতে যাজন॥……… ‥

কামের সাধন তিঁহ কহিলেন আগে। কাম সরোবর তিন কহিল মহাভাগে॥ তিন নাড়ী নাম তিঁহ না কারল লিখন॥ এবে নাম কহি আমি শুন ভক্তগণ॥ 'ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না এই তিন নাড়ী প্রধান। এই তিন নাড়ী তিন দ্বার জানিবে বিধান॥ কাম সরোবর…তিন দ্বার তার। অষ্ট পদ্ম হৈল এই দুই কহি আর॥ দুই পদ দুই পদ্ম হস্ত পদ্ম দুই। দুই চক্ষু দুই পদ্ম করহ একই॥ এই ছয় পদ্ম হয় আর দুই কহি। মুখপদ্ম হৃদয়পদ্ম দুই যে নিশ্চয়॥ এই দুই পদ্ম আছে আট কোঠা কহে।- মদনমোহন নারী পদ্ম আচ্ছাদিয়া রহে॥ সহস্রদল পদ্ম মাঝে মদনমোহন। সেইখান হইতে পুনঃ করেন গমন॥ মদনমোহন পরমাত্মা ভ·· র সাধনে।

পুরুষের হয়। অতএব মধুখণ্ড রতির আশ্রয়॥ ভৃঙ্গখণ্ড নায়ক শুনহ ভক্তগণ। তার ঋক্ত (ঋতু) হয় নারীর পাইলে দরশন॥ সপ্তদ্বীপ নবখণ্ড উৎলে সমুদ্র। এ তত্ত্ব না জানে কিছু ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র॥ সামান্য তত্ত্বের কথা এই মত হয়। বিধেয় বিশেষ রস কহিয়ে নিশ্চয়॥ নানাছলে আনুকূল্য কবিবে সাধুরে। কৃষ্ণ কথা তত্ত্ব অনুশীলন মধুরে॥ ইহার আলাপে হয় শুদ্ধা নিষ্ঠা যার। উত্তম অপূর্ব্ব ভক্তি উপজয়ে তার॥ আনুকূল্য বিশেষার্থ অপূর্ব্ব মধুরে। আপনার নারী·· গোচরে॥ সেইকালে বিশেষ দেখহ বর্ত্তমানে॥ প্রকৃতি স্বরূপ কিবা নাহি হয় জ্ঞানে॥ অন্তরে প্রকৃতি কিন্তু বাহিরে পুরুষ। নপুংসক (নহে) কহে তার স্বভাবানুরূপ॥ তথাস্বাদ ভাবে মগ্ন পুংসাচার নাই। এই হেতু বিশেষার্থ লিখিল গোঁসাঞি॥ তথাহি অন্তরে প্রকৃতি মুখ্যা বাহে পুংস প্রকট্যতে; স্ব স্বভাবে সদামগ্ন পুংশাচার ন চাচরেৎ॥ ইতি। স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ সেই নহে নপুংসকে। এই হেতু বিশেষ বিধেয় করি লিখে। এই সে বিশেষ রাগ শুন ভক্তগণ। অনুবাদ বিধেয় কহিল

দ্রবীময় হইয়া তিঁহো আইসে ছাড়িয়ে॥ শ্বেতবর্ণ রসবস্তু রতি তারে কয়। সেই নিত্যবস্তু হয় কহিনু নিশ্চয়॥ সাধনের সারবস্তু এই মহাশয়। ইহাতে পুনঃ দেহ হয়ত নিশ্চয়॥ এই গ্রন্থকার লিখিলেন সাধনের সার। তাহা বিনা স্বরূপ দেহ না হয় নিশ্চয়॥ প্রথমে সাধনে রতি সাধনে শৃঙ্গার। সাধিতে সম্ভোগ রতি পলাবে বিকার॥ জীবরতি দূরে যাবে করিবে সাধন। এই কহিলাম সেই কামের করণ॥ কামের করণ এই জানিবে সর্ব্বথা। কামের করণ তাহা শুন ব্যবস্থা॥ কাম পুনঃ প্রেম হয় বস্তু তত্ত্ব জ্ঞানে। কৃষ্ণ রতি হৈলে হবে উত্তমে॥ পরমাত্মা তত্ত্ব জানি প্রকৃতি সাধন। ভক্ত সঙ্গে প্রীতি ভক্তি প্রেমের করণ॥ তত্ত্বজ্ঞানে সাধু সেবা পীরিতি করয়। সেই প্রকৃতির গুণ তাহাই লিখয়॥ তত্ত্বজ্ঞানে ভক্ত সঙ্গে প্রেম ভক্তি যার। কাম সরোবর পুনঃ প্রেম নাম তার'॥ বংশীবদন কৃত— অমৃতরত্নাবলি।

কামের শরীর—অতি মনোহর; কামের গঠন খানি।
মদন মাদন—শোষণ স্তম্ভন; মোহন, এ পঞ্চ গণি॥

………কাম বৃন্দাবন—কাম গোপীগণ; কাম নিত্য করে বাস। কাম গুরুজনে—করে আকর্ষণে; কাম করে সব আশ॥ কামের চরিতি—অকৈতব রীতি; প্রেমের সহিত দেহ॥ ছাড়ি বেদ মত—ধর্ম্ম বিপরীত; যাজন করয়ে সেহ॥ অপক্ক—দেহেতে এ কাম সাধিতে; ইকুল উকুল যায়। বামন হইয়া—বাহু পশারিয়া চান্দ ধরিবারে যায়॥ ……কহে নরোত্তম—অকৈতব প্রেম, অনায়াসে মিলে তায়॥ মণীন্দ্র বসু সম্পাদিত—সহজিয়া সাহিত্য।

একারণ ॥ এখন শুনহ নব রসিকের তত্ত্ব। পূর্ব্ব কবিগণ যত কৈলা ধর্ম্মমত ॥ চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়। শ্রীরূপনারায়ণ আর লীলাসুখ হয় ॥ এই পঞ্চজনা হয় নায়ক গণন। নায়িকার নাম এবে শুন ভক্তগণ ॥ লছিমা রাজার রাণী আর রামী রজকিনী। চিন্তামণি বেশ্যা আর পদ্মা ঠাকুরাণী ॥ এই তো চতুর্থ জন নায়িকা কহিল। প্রসিদ্ধ রসিক ভক্ত ধর্ম্ম আচরিল ॥ ক্রমে কহি সবাকার—সাধন ভজন। নিত্যসিদ্ধ কৃপাসিদ্ধ তাহার কারণ * ॥ ইত্যাদি। স্বরূপ দামোদর কড়চা। এইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের সাথি, শ্রীরূপ গোস্বামীর মিড়া বাঈ প্রমুখ পরকীয়া নায়িকার সঙ্গে রস আচরণ, সাধন ভজনের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। এ বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিচয়—২য় খণ্ডে, ১৬৫০ পৃষ্ঠায়, ভট্ট রঘুনাথ, কৃষ্ণদাস, সনাতন গোস্বামী, এবং অন্যান্য বৈষ্ণব মহান্তদের পরকীয়া নারীর নামের উল্লেখ আছে *

---

* প্রেম পীরিতি রসে, মানুষ করে কেলি—
মানুষের প্রেম-লীলা গুপ্ত সব কাজে।
মানুষের ধর্ম্ম নহে লোকের সমাজে ॥
....
পরকীয়া রস মানুষের হয়।
লোচন বলে এই হয় ঘুচিল সংশয় ॥ ঐ।

* শ্রীরূপ করিলা সাধনা মীরার সহিতে। ভট্ট রঘুনাথ করিলা কর্ণ বাঈ সাথে ॥ লক্ষ্মী হীরা সনে করিলা গোঁসাই সনাতন। মহামন্ত্র প্রেম সেবা সাধে আচরণ ॥ গোস্বামী লোকনাথ চণ্ডালিনী কন্যা সঙ্গে। দোহাঁ ভেল অনুরাগ প্রেমের তরঙ্গে ॥ গোয়ালিনী পিঙ্গলা সে ব্রজদেবী সম। গোস্বামী কৃষ্ণদাস সাধয়ে আচরণ ॥ শ্যামা নাপিতিনীর সঙ্গে শ্রীজীব গোঁসাই। পরম সে ভাব কৈলা যার সীমা নাই ॥ রঘুনাথ গোস্বামী পীরিতি উল্লাসে। মীরা বাঈ সঙ্গে তেহ রাধাকুণ্ড বাসে ॥ গৌর-প্রিয়া সঙ্গে গোপাল ভট্ট গোঁসাই। করয়ে সাধন অন্য কিছু নাই ॥ রায় রামানন্দ যজে দেবকন্যা সঙ্গে। আরোপেতে স্থিতি তেহ ক্রিয়ার তরঙ্গে ॥

এ বিষয়ে নরোত্তম দাসের পদ এইরূপ। শ্রীরূপ সহিতে পরম পীরিতি মিড়াবাঈ যারে বলি। লক্ষ্মী হীরা সনে গোঁসাই সনাতনে করিল বিবিধ কেলি ॥ ভট্ট রঘুনাথে কর্ণ বাঈ সাথে, পীরিতি প্রেমের সেবা। সেই ভক্তিফলে শ্রীব্রজমণ্ডলে মদনমোহন দেবা ॥... ... ... রাই রামানন্দ রসবতী সঙ্গ, গোপতে সাধিল প্রেমা। নীলাচল পুরি প্রেম যে আচরি, ইহা বুঝে

বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধ পালরাজগণের অধিকার লোপের সঙ্গে হিন্দু সেন রাজত্বের অভ্যুদয় হয়। তখন হিন্দু আচার পদ্ধতি, বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা, দর্শন এবং সাধন পদ্ধতি খুবই প্রসার লাভ করিয়াছিল। 'হিন্দু' শব্দটি একটি সংজ্ঞা বিশেষ। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রসারের ফলে, বিভিন্ন দেশীয় বিশেষ ভাবে চীন এবং তিব্বতীয় কৃষ্টি ধারাও এতদ্দেশে বিস্তার লাভ করে এবং তৎকালে তন্ত্র-শাস্ত্র এবং বিভিন্ন তান্ত্রিক সাধনা খুবই উৎকর্ষ লাভ করে।

কোন জনা॥ এ সকল তত্ত্ব, পিরীতি মহত্ত্ব, পীরিতে পুরিল আশ। রামচন্দ্র সঙ্গে মনের উল্লাসে কহে নরোত্তম দাস॥ রস হইতে প্রেম, প্রেম হইতে ভাব, ভাবের পরাকাষ্ঠা,—ভাবের বহির্বিকাশে এ ধর্ম্ম সাহিত্যের জন্ম। সংক্ষেপে সহজিয়া ধর্ম্ম-সাধন এবং সাহিত্য বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হইল। এই ধর্ম্ম ও সাহিত্যের পরিপূর্ণ রূপ বর্ণনা সময়ান্তরে করিব। সহজিয়া সাহিত্য ও ধর্ম্মালোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অভিপ্রেত নহে। 'চন্দ্রসাধন'—(রস-সাধন)—অনঙ্গ রক্ষণ, ভক্ষণ ও অভিসিঞ্চনে দেহমনের চিন্ময়ত্ব সাধনে যে দিব্যবপুঃ এবং আনন্দলাভ হয়, সে বিষয়ে নাথসিদ্ধের সঙ্গে বৈষ্ণব সহজিয়ার তুলনা মূলক চিত্রাঙ্কণ ও সাদৃশ্য বিচার এই নিবন্ধ অবতারণার উদ্দেশ্য।

এই বৈষ্ণব সহজিয়ার ধর্ম্ম-সাহিত্য বিষয়ে ডাঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের Obscure **Religious Cults** এ, ১৩১—১৮২ পৃষ্ঠায় কিছু উল্লেখ আছে।

জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বিল্বমঙ্গল প্রমুখ পঞ্চ 'পূর্ব্ব মহাজনদের' আচরিত রাগানুগা সাধন-ভজন বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

চৈতন্যচরিতামৃতে ইহার বর্ণনা এইরূপ—

> অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম।
> সেই প্রেম নৃলোকে না হয়॥
> যদি হয় তার যোগ কভু না হয় বিয়োগ।
> বিয়োগ হইলে কভু না জীয়য়॥

কিন্তু এই পথে জীবের পতনের আশঙ্কায় শ্রীমন্মহাপ্রভু রাগানুগা সাধন-ভজন প্রবর্তিত করেন। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব প্রমুখ ষড়গোস্বামীরা মহাপ্রভুর আচরিত শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, মনন, পূজন প্রভৃতি নববিধা ভক্তিপথ দ্বারা মঞ্জরী অনুগত হইয়া নিত্য-বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের নিত্য লীলাসহচর হইয়া উজ্জ্বল প্রেম-রস আস্বাদনের পথও আচরণ করেন। এই গভীর রসাস্বাদ সম্পর্কে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, উজ্জ্বলনীলমণি, দানকেলি কৌমুদী, গোপালচম্পু, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, চৈতন্যচরিতামৃত, রাধাবিনোদ গোস্বামী অনূদিত শ্রীমদ্ভাগবত —দশম স্কন্ধ বিশেষভাবে 'রাসলীলা' প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য।

বৈষ্ণব সহজ-সাধনা, তন্ত্রশাস্ত্রের সাধন-তরুর ক্রমবিকাশ এবং উন্নতির পল্লবিত, বিচিত্র, সুশোভন, সুগন্ধি ফুল-ফলভার সমন্বিত এক শাখা বিশেষ। চণ্ডীদাসের একটি সাধন-পদ উল্লেখে ইহার উপসংহার করা হইল।

রসের সায়রে—রসিক জনমিল, রস সে বলিব কারে।
কেবা কোথা পাল—কেবা আস্বাদিল, কে তাহা বলিতে পারে॥
অমিয়ার সার—রস নাম তার ; রসের তিনটি ধার।
নিতি নব নব—রসে অনুভব, বুঝিতে শকতি কার॥
অমিয়ার নিধি মথি নিরবধি, তাহে উপজিল রস ;
পতিব্রতা বলি—অমিয়া ভকতি, পতিগতি এই রস॥
রসের মাধুরী—সবা হতে ভারি, বুঝিতে শকতি কার।
এ রস বিরল—অদ্ভুত সকল, ইহাতে মানুষ অধিকার॥
চণ্ডীদাসে কহে—পাইতে বিষম, এই ত মানুষ রস।
যাহার আলাপে—দুঃখ ভয় ভাঙ্গে, সবা হইতে পরম সরস॥

'মানুষ-সাধন' বিষয়ে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে এই ধারণা হয় যে, রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব শুধু অবাস্তব রূপক এবং কল্পনামূলক ভাবোচ্ছ্বাস নহে। এই জন্য বোধ হয় চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' বা রামপ্রসাদের 'এমন মানব জমিন রইল পতিত। আবাদ করলে ফলত সোনা।' বৈষ্ণব-সাধন-লব্ধ অনুভূতি ভাবের অবধি, ভাস্বর, নিরবচ্ছিন্ন, অবিমিশ্র, অব্যয়, অখণ্ড, অনবদ্য, চিন্ময়, আনন্দ অনুভূতি। ইহা 'দেহের' সাধনায় লভ্য।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?··· ··· ··· ··· ··· দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।' ইত্যাদি। বৈষ্ণব কবিতার এই তত্ত্ব। শাশ্বত কবি-মানসের সঙ্গে বৈষ্ণব কবি-মানসেরও যোগসূত্র রহিয়াছে। 'নবীন আষাঢ়ে রচি নবমায়া,—এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া, করে দিয়ে যাব বসন্তকায়া—বাসন্তী-বাস পরা। 'ধরণীর তলে গগনের গায়,—সাগরের জলে অরণ্য ছায়া, আরেকটু খানি নবীন আভায় রঙিন করিয়া দিব।' আর 'প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে, আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে, আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ' পরে, শিশিরের মতো রবে। না পারে বুঝিতে, আপনি না বুঝে, মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে, কোকিল যেমন পঞ্চম কূজে মাগিছে তেমনি সুর ; কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা, কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা, বিদায়ের আগে দুচারিটা কথা রেখে যাব সুমধুর। পুরস্কার। বৈষ্ণব কবিতায়ও এই সুরের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

৩ (ঘ) তন্ত্র-সাধন সমন্বয়।

তন্ত্র বিষয়ে পূর্ব্বে কিছু আলোচনা হইয়াছে। সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বের উপর তন্ত্রশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। মধ্যযুগের সাধনা-সমূহ প্রায়ই তন্ত্রের অন্তর্গত।

হাড়মালায় 'চন্দ্রসাধন', তন্ত্রের শিবশক্তি তত্ত্বের এবং প্রক্রিয়ার বিষয়ীভূত।[1] তাহার পর, বৈদিক ওঙ্কার– শূন্য-সাধনের অপূর্ব্ব সমন্বয় ইহাতে লক্ষণীয়। সৃষ্টি-তত্ত্বে এক অব্যক্ত হইতে দুই এবং বস্তুর উদ্ভব, মধ্যভাগে শিবশক্তি এই দ্বৈতের সাধনে একোপলব্ধি, তাহার পর একের সাধনে অদ্বয় সত্যোপলব্ধিতে হাড়মালার পরিসমাপ্তি।

হাড়মালা এবং নিগম সপ্তক যথাক্রমে আগমতন্ত্র ও নিগমতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তন্ত্র সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা থাকিলে, বিভিন্ন সাধনার স্বরূপ ও সমন্বয় উপলব্ধি হইবে। তন্ত্র অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যত প্রকার ধর্ম্ম ও দার্শনিক মতবাদ আছে তাহার সাধন-প্রণালী অর্থাৎ আচরণের (Practice) ভাগ তন্ত্রের বিষয়। ইহাতে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি, ধ্যান, স্তব, মন্ত্র, যন্ত্র, মুদ্রা, ন্যাস, তাহাদের প্রয়োগ বিধি, বিবিধ পূজা-প্রকরণ, যোগাচার, সংসার ধর্ম্ম, জীব-ব্রহ্মতত্ত্ব, দীক্ষা, রাজনীতি, ব্যবহার-ধর্ম্ম, যটচক্র, ওঙ্কার তত্ত্ব, মারণ, উচাটন, বশীকরণ, বিবিধ ঔষধ ও প্রয়োগবিধি, পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড, সৃষ্টিস্থিতি সংহার তত্ত্ব, দিব্য-বীর-পশ্বাচার, মন্দির-মূর্ত্তি-দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা, মুক্তিবিভাগ, আত্মতত্ত্ব, মূলতঃ অদ্বয় সত্যলাভের বিভিন্ন পথ-নির্দ্দেশ আছে। বেদান্তদর্শনে অদ্বৈততত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে কিন্তু তাহার সমন্বয় হইয়াছে তন্ত্রশাস্ত্রে।

অদ্বৈত তত্ত্ব সত্য হইলেও, এই দ্বৈতদৃশ্য সংসারে সাধারণের অনুভব অসম্ভব। এই জন্য শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ দার্শনিক এবং পরবর্ত্তী শিষ্যগণ দ্বারা ঐ তত্ত্ব জগতে প্রচারিত হইলেও তাহা গন্তব্য পথ বলিয়া সর্ব্বসাধারণে গ্রহণ করে নাই। প্রসঙ্গ-ক্রমে একটি উদাহরণ উল্লিখিত হইল।

'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ, তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতঃ ; সোহন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।' আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য। ধীর উপাসক তাঁহাকে জানিয়া (বা জানিবার জন্য) প্রজ্ঞা (তদ্বিষয়িণী মনোবৃত্তি) করিবেন। আবার 'মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত ; ইত্যত্র ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন য এবং বেদ' ইতি। মনোব্রহ্মের উপাসনা করিবে। যে এরূপ জানে, সে কীর্ত্তি, যশঃ ও ব্রহ্মতেজে প্রকাশমান ও তেজীয়ান্ হয়। বেদান্ত দর্শন—৪।১। কিন্তু বলা যেরূপ সহজ আত্মাকে জানা তত সহজ নয়। এই জন্যই বহু উপনিষদ তন্ত্র, পুরাণ, সংহিতা, যোগশাস্ত্র, ও নানা ধর্ম্মগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। আত্মবিষয়িণী তাদৃশী মানসী ক্রিয়াকে নিদিধ্যাসন বলে। দর্শন, শ্রবণ, মনন এই আত্মবিষযক প্রত্যয পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে। তাহাতে পুনঃ পুনঃ উত্থাপিত ধ্যায়াকারা চিত্তবৃত্তি বা উপাস্য অনুসন্ধান। এইরূপ মানসী ক্রিয়াকে উপাসনা বলে, ধ্যান বলে, চিন্তাও বলে। 'উপাসীত বেদ' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা পুনঃ পুনঃ জ্ঞান বা ধ্যান বুঝায়। এই যে আত্মদর্শনের বাণী তাহার দ্বারা সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে পাওযার বা জানার পথ-নির্দ্দেশ সুস্পষ্ট হয় নাই। এই তত্ত্ব যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। ব্রহ্মকে জানার একটি সূক্ষ্ম ধারণা (Abstract idea) মাত্র।

তিনি বিশ্বের আত্মা, একমাত্র সত্য, অজর, অমর, অব্যয, শাশ্বত, অদ্বিতীয়, নিত্য, অখণ্ড পরাৎপর, স্বপ্রকাশ সাক্ষী, সচ্চিদানন্দ, নির্ব্বিশেষ, গুণাতীত, আকুলতাশূন্য, সর্ব্বজ্ঞাতা, দ্রষ্টা প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা উপনিষদে স্তুত হইয়াছেন। এই সমস্ত উপাধি ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ।

স্বরূপ লক্ষণে তিনি অবাঙ্‌মনসগোচর, মিথ্যাভূত ত্রিলোকী-মধ্যে সৎরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। যাঁহার সত্তামাত্র উপলব্ধি হয় তিনিই পরব্রহ্ম। সমাধি যোগ দ্বারা তিনি জ্ঞেয় এই বলা যায।

আর যাহা হইতে সমস্ত জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্ব অবস্থিতি করিতেছে আবার প্রলয়কালে যাহাতে এই বিশ্ব লয়প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। ইহা তাঁহার তটস্থ লক্ষণ। প্রত্যেক বস্তুরই এই দুই প্রকার লক্ষণ আছে। যাহা বলিলে বস্তুটির নাম ব্যতীত আর কিছুই বোধগম্য হয় না, তাহাই স্বরূপ লক্ষণ। যেরূপ গগন ও আকাশ। উভয় শব্দ দ্বারা উভয়কে বুঝায়। আকাশ

গগনের এবং গগন আকাশের স্বরূপ লক্ষণ। ইহার কোনটির দ্বারাই কোনটির অর্থাৎ গগন বা আকাশের বিশেষ কিছুই বুঝায় না। আর যদি কোন বস্তুর সাহায্যে অন্য কোন বস্তুকে লক্ষ্য করা যায় তবে তাহাকে তটস্থ লক্ষণ বলে। যথা যদি গগনকে বুঝাইতে কোন ভিত্তির দিকে দৃষ্টি করিয়া উহার যেখানে শেষ হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করা যায়, উহাই গগন বা আকাশ। সুতরাই ঐ ভিত্তি পদার্থটি আকাশের তটস্থ লক্ষণ হইল। এইরূপ ব্রহ্মেরও হইতে পারে। তিনি সৎ ও চিৎ স্বরূপ বলিলে এক বস্তুই বলা হয়, ইহা তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ। ইহা দ্বারা তাঁহার বিশেষ কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। আর যখন তাঁহাকে বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা, ও সংহর্তা বলা যায় তখন স্রষ্টৃত্বাদি গুণ তাঁহার তটস্থ লক্ষণ—বিশেষণ হইল। সুতরাং স্রষ্টৃত্ব. পাতৃত্ব এবং সংহর্তৃত্বাদি গুণ বা শক্তির আলম্বনে স্রষ্টা, পাতা, সংহর্তারূপে বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবরূপে এবং মাতৃত্ব শক্তির প্রাধান্যে ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, ও শিবানী-রূপে অর্থাৎ 'ঈশ্বর ও ঈশ্বরী' ভাবে, তাঁহাকে জানা যায়। স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের জ্ঞাতব্য বিষয় একই সত্য কিন্তু স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা জানা সুকঠিন। কারণ তিনি সত্তা মাত্র তাঁহার কোন বিশেষ নাই। যিনি বাক্য ও মনের অবিষয় তাঁহাকে ধ্যান ধারণা করা দুরূহ। সুতরাং তাঁহাকে জানিতে হইলে তটস্থ লক্ষণের সাহায্য ব্যতীত সুকঠিন। 'ত্বাদি' গুণ বা শক্তির সাহায্যে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর-ঈশ্বরীর উপাসনা তন্ত্রের বিষয়। এই 'ঈশ্বর-ঈশ্বরীর' উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধির যে পথ নির্দেশ তন্ত্রে বর্ণিত আছে তাহা মধ্যযুগে অনেক সাধক সম্প্রদায় নিজ নিজ সাধনপ্রণালীতে গ্রহণ করিয়াছেন এই দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ের জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে আগম ও নিগম এই দুইটি উপায় গৃহীত হইয়াছে। আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে মতং শ্রীবাসুদেবস্য তেনাগম ইতি স্মৃতঃ শিববক্ত্রগণ হইতে আগত, গিরিজামুখে গত এবং বাসুদেবের অভিমত, এই তিন কারণে আগত. গত এবং মত এই তিন শব্দের আদ্য অক্ষর লইয়া তন্ত্রশাস্ত্রের নামাঙ্কুর আগম। ইহার প্রশ্নকর্ত্রী সর্ববাস্বর্য্যামিনী, উত্তরদাতা সর্ববিজ্ঞাতা শিব এবং নারায়ণ তাহাকে স্বরূপতত্ত্ব জানিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। লীলা মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য যে অংশের প্রশ্নকর্তা শিব, উত্তরদাত্রী মহেশ্বরী সেই অংশের নাম নিগম। নির্গতং গিরিজাবক্ত্রাদ্ গতং শিবমুখেষু যৎ। মতং শ্রীবাসুদেবস্য নিগমস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥ গিরিজামুখ হইতে নির্গত. মহেশ্বরের পঞ্চমুখে গত এবং বাসুদেবের মত ; এই স্থলেও নির্গত, গত ও মত এই তিন শব্দের

আদ্যাক্ষর লইয়া ন্যামান্তর নিগম। তন্ত্রশাস্ত্র এই আগম নিগমস্বরূপ ভাগদ্বয়ে বিভক্ত। তন্ত্রের বক্তা এবং বক্ত্রী ভগবান এবং ভগবতীর যেরূপ স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই সেরূপ তাঁহাদের বক্তব্য বিষয়ে আগম-নিগমেরও কোন ভেদ নাই। জীবের স্বরূপ লাভই একমাত্র উদ্দেশ্য এবং দ্বৈতজগতের মধ্য দিয়া অদ্বৈত তত্ত্বে গতিবিধি ইহার প্রক্রিয়া। তন্ত্রোক্ত এই শিবশক্তিতত্ত্ব ও সাধনা মধ্যযুগের অন্যান্য সাধনপ্রণালীকে রূপায়িত করিয়াছে। ষটচক্র ভেদ তান্ত্রিক সাধনার মূলতত্ত্ব। তন্ত্রোক্ত বিবিধ উপাসনা-পদ্ধতিতে বিশেষতঃ যোগাধ্যায়ে ইহার বর্ণনা আছে। প্রাণতোষিণী, মহানির্ব্বাণ, তন্ত্রসার প্রভৃতিতে উহার আলোচনা আছে।

বিভিন্ন উপনিষদ, পুরাণ, সংহিতা, এবং দর্শনের উপর তন্ত্রের প্রভাব রহিয়াছে। বৈষ্ণব সাধনায়ও তন্ত্রের প্রভাব অপরিহার্য্য। 'মূলাধারং স্বাধিষ্ঠানং মণিপুর-মনাহতং……নবীনজলদপ্রভং।' নারদপঞ্চরাত্র—৩য় অঃ। মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা এই ষটচক্রবিভাবন পূর্ব্বক হৃদয়ে সহস্রদলপদ্মস্থিত কুণ্ডলিনী-শক্তি বেষ্টিত সস্মিত সুন্দর দ্বিভুজ নবীনজলদপ্রভ পীতকৌষেয়বসন নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন।' * মহিম্ন স্তবে এইরূপ—'ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণমিতি, প্রভিন্নে প্রস্থানে পর মিদ মদঃ পথ্যমিতি চ। রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানা পথ জুষাং, নৃণামেকো গম্য স্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব। যেমন সরল, কুটিল নানা পথে নদীসমূহের (সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র, উপনিষদ প্রভৃতি বিভিন্ন সাধন-পথ) জল সমুদ্রে গিয়া মিশে তেমনি সাধকগণ যে পথেই গমন করুন না কেন, পরিণামে তোমাতেই গিয়া সকলে মিলিত হইবেন।'

---

* এক ব্রহ্ম নিরঞ্জন সুখময় সার। ষটচক্র ভেদিয়া জিনি প্রকাশ তাহার॥ প্রথমে আধারচক্রে জিনিব সুখময়। দ্বিতীয় মধ্যম চক্রে করয়ে নির্ণয়॥ জিনি পূর্ব্ব চক্রে কিছু পরকাশ হয়। চক্রভেদে বুঝিব জীবের পরিচয়॥ তুলিয়া বিশুদ্ধ চক্রে নিব চক্রদেশে॥ ব্রহ্মরন্ধ্রে তুলিয়া সাক্ষাৎ পরকাশে॥ সমান আসনে বসি সম কলেবর। দুই হাত তুলি ধরে নাকের উপর॥ এ দুই লোচনে দেখে নাকের উপরে। পবন দুয়ারে করি শোষণ অন্তরে॥ পুনঃ কুম্ভক করি জিনিব পবন। অল্পে অল্পে চিত্ত করিব সংযম॥ হৃদয় কমল হইতে তুলিব ওঙ্কার। ঘণ্টানাদ মত যেন পদ্মের মৃণাল॥ পুনহ প্রবেশেই তুবিব পবন। ওঙ্কার সংযোগে প্রাপ করিব সংযম॥ এইরূপে সাধিব অন্তর প্রাণায়াম। এইরূপ সাধনেতে হয় সিদ্ধকাম॥ একবারে বশ করি দশ দশ বারে। গুরু সেবি ভক্ত যদি মন দিয়া করে॥ এইরূপে জীব যদি সাধে নিরন্তরে। এক

বাঙ্গালা দেশে হিন্দু বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কৌলিক দীক্ষা তন্ত্রানুমোদিত। শাক্তমতে গুরু, শিষ্যকে শক্তিমন্ত্র, গুরুমন্ত্র ও সর্ব্বশেষে শিবমন্ত্র প্রদান করেন। বৈষ্ণব দীক্ষায়ও, শক্তির বীজমন্ত্র প্রদান করা হয়। গোপীজনবল্লভের লীলারসাস্বাদনে গোপীকে বাদ দিয়া চলে না; শুধু নাথসম্প্রদায় 'সোঽহম্' বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তবে তাঁহাদের সাধনায়ও ষটচক্রভেদ ও শিবশক্তি তত্ত্ব তন্ত্র-সম্মত।

যদিও দীক্ষা ত্রিবিধ—বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র; বর্ত্তমানে সমস্ত পূজা—উপাসনা, ধ্যান-ধারণাকে মিশ্রই বলা চলে। সন্ধ্যা-পূজা, ব্রতাদি আচার, সাধনা প্রভৃতি মিশ্র—মূলতঃ বৈদিক ও তান্ত্রিক। এ বিষয়ে বিবিধ তন্ত্রে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে' একাদশ স্কন্ধে উল্লেখ আছে। 'যাত্রাবলি বিধানঞ্চ সর্ব্ববার্ষিক পর্ব্বসু। বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয় ব্রতধারণং। বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ। ত্রয়ানামী-প্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ।' বার্ষিক সমস্ত পর্ব্বে, আমার যাত্রা-বলিবিধান, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষার গ্রহণ, আমার ব্রতধারণ করিবে। বৈদিক, তান্ত্রিক, মিশ্র এই ত্রিবিধ বিহিত বিধি দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিবে। শ্রীমদ্ভা—একাদশ।

হাড়মালায় বৈদিক ও তান্ত্রিক এই উভয় প্রকারের মিশ্রসাধন-পদ্ধতিই বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মাসে প্রাণবায়ু জিনিবারে পারে ॥ হৃদয়কমল মাঝে বৈসে অষ্টদল। ঊর্দ্ধমুখে অধোমুখে চিন্তিব কমল ॥ ঊর্দ্ধমুখ করি পূর্ণ 'ন কার ম কার।' সূর্য্য সম বহ্নি চিন্তি তাহার উপর ॥ বহ্নি মধ্যে দিব্যরূপে চিন্তিব আমারে। আজানুলম্বিত চারু ভুজ শোভা করে ॥ শ্রীমুখ সুন্দর বর সুচারু কপোলে। মকর কুণ্ডল যুগ বনমালা দোলে ॥ জলধর শ্যাম তনু কৌস্তুভ ভূষণ। পীতবসন পরিধান শ্রীবৎস লক্ষণ ॥ শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম ভুজ বিরাজিত। সজ্জিত মঞ্জির পদযুগ বিলসিত ॥ কটিসূত্র, ব্রহ্মসূত্র তার মনোহর। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বর বদন মণ্ডল ॥ এই দিব্যরূপ ধ্যান করিবে আমার। রাখিবা ইন্দ্রিয়গণ করিয়া নিবার ॥ পণ্ডিত যে হয় বুদ্ধি করিবে সারথি। যতনে আমাতে চিত্ত ধরে নিরবধি ॥ সব ঠাঁই হইতে মন আনিবে ছেদিয়া ॥ আমাতে ধরিবে মন নিশ্চল করিয়া। শ্রীমুখমণ্ডল বিনা না চিন্তিব আন। স্থির চিত্তে চিন্তিব আমার রূপ ধ্যান ॥ তবে ধ্যান করি চিত্ত ধরিব আকাশে। তখন কেবল ব্রহ্ম হয় পরকাশে ॥ যদি চিত্ত স্থির রহিল আমাতে। তবে আর অন্য না চিন্তিব ধ্যান পথে ॥ সমাহিত চিত্ত যদি হইল নারায়ণে। আর না দেখিব কিছু আমার আত্মা বিনে ॥ এই মতে ধ্যান মন করিতে সংযম। সব দূর যায় যত চিত্তময় ভ্রম ॥ মুর্শিদাবাদ-বড়ঞার নৃত্যগোপাল মণ্ডলের হস্তলিখিত পুঁথি হইতে উদ্ধৃত।

শিব-শক্তি—চন্দ্র-সূর্য্য।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, মায়াচ্ছন্ন ব্রহ্মই জীবরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। সুতরাং ব্রহ্মের দুই রূপ বলা যায়। এক চিৎ শক্তি ও অপর মায়া শক্তি। চিৎ-চৈতন্য শক্তি হইতেই মিথ্যা-স্বরূপ এই মায়া বা অবিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। এই মায়া সৃষ্টির হেতু, ত্রিগুণময়ী, জড়রূপিনী, দুরন্তা এবং প্রবৃত্তিরূপিনী। চিৎ শক্তি-সত্য স্বরূপ, নিত্য, নির্গুণ, মলহীন, জ্ঞানময় ও নিবৃত্তি স্বরূপ।

'মায়ার' ভিতরে বিক্ষেপ শক্তি ও আবরণ শক্তি নামে দুইটি শক্তি আছে। উহা ব্রহ্মের বিবর্ত। যে শক্তি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে জগৎ আভাসিত করে তাহার নাম বিক্ষেপ শক্তি এবং যাহা সত্য স্বরূপ ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া রাখে তাহার নাম আবরণ শক্তি। এই অজ্ঞানরূপ মায়া, আবরণ শক্তিদ্বারা বিকারহীন নিরঞ্জন ব্রহ্মকে আচ্ছন্ন করিয়া বিক্ষেপ শক্তি বলে তাঁহাকেই জগদাকারে প্রদর্শন করাইয়া থাকে। এই মায়া সত্য বস্তুতে মিথ্যাবস্তুর আরোপ করাইয়া থাকে। যেমন শুক্তিতে রৌপ্যের আরোপ কিংবা সত্য স্বরূপ নির্গুণ নির্ব্বিকার ব্রহ্মে অজ্ঞান-মূলক মিথ্যা স্বরূপ বিকারময় বিশ্বের আরোপ। ইহাকে অধ্যারোপ বলে। এই চরাচর জগৎ চৈতন্যের (ব্রহ্মের) বিকার মাত্র, অর্থাৎ অবিদ্যা-নিবন্ধন, চৈতন্য হইতেই মিথ্যা স্বরূপ এই জগতের সম্ভব হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সৎস্বরূপ ব্রহ্মেই এই সকল কল্পিত হয়। সৃষ্টবস্তু সমূহের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সকলই সেই ব্রহ্মের অবিদ্যাজাত বিকার মাত্র। এক ব্রহ্মই সত্য। ইহাই বেদান্ত দর্শনের অভিমত। সেই চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপ পুরুষ শক্তি, মায়া রূপ নারী শক্তি দ্বারা আবৃত হইয় সৃষ্টি কার্য্যে লিপ্ত হন। নিজের চিত্তের আচ্ছাদককে (মায়াকে) জ্ঞানাবরক মল বা তমঃ বলা হয় এবং স্বাভাবিক বিশুদ্ধি অর্থাৎ মল শূন্যতার নাম শিবত্ব। 'প্রকৃতি ক্ষরমিত্যুক্তং পুরুষোঽক্ষর উচ্যতে। মলশ্চিচ্ছাদকো নৈজো বিশুদ্ধি শিবতাস্ততঃ'। বায়বীয়—সং, ৪।১১—২০।

বেদান্ত দর্শনমতে এই মায়া ক্ষর. সাধনা দ্বারা তাহাকে দূর করা যায়। ওঙ্কারাশ্রয়ে. ব্রহ্মের শুদ্ধস্বরূপ—শূন্যভাবনায়, জ্ঞানালোচনায়, মনের আবরক মল (মায়া), দূরীভূত হওয়ার পথনির্দ্দেশ হাড়মালায় কথিত হইয়াছে। তন্ত্রমতে শক্তি সত্য, জীব ও জগৎ সত্য। এই প্রবৃত্তিরূপিনী বহির্ম্মুখী মায়াশক্তি বা জীবভাবের আশ্রয়ে শিবত্বপ্রাপ্তি তন্ত্রের সাধনা। শিব চিৎ স্বরূপ এবং মায়া শক্তি স্বরূপ।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ৪র্থ উল্লাসে. প্রকৃতি-'শক্তিকে', শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদত্ত হইয়াছে। মহাদেব বলিতেছেন 'শিবে! পরমাত্মা ও পরব্রহ্মের তুমিই পরা প্রকৃতি। তোমা হইতেই এই নিখিল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং তুমিই একমাত্র নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের জননী। তোমার সাধন দ্বারা জীব ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করে।' সত্ব রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই মূল প্রকৃতি। এই মূল প্রকৃতির সহিত তুরীয় ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। প্রাকৃতিক প্রলয় সময়ে গুণ সমূহ মূল প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয় সুতরাং প্রলয় সময়ে মূল প্রকৃতি ছাড়া অপর কোন বস্তু না থাকাতে মূল প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের নিত্য সম্বন্ধ। প্রকৃতির গুণ-ক্ষোভ (সৃষ্টি) সময়ে যে প্রকার গুণ সমূহ পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশমান হয় সেইরূপ প্রকৃতির ও দুই অংশ-বিশুদ্ধ সত্বাত্মিকা এবং অবিশুদ্ধ সত্বাত্মিকা। বিশুদ্ধ অংশ, পরা প্রকৃতি (বিদ্যা); অপর, অবিশুদ্ধ মলিন অংশের নাম অপরা প্রকৃতি (অবিদ্যা, মায়া বা অজ্ঞান)! পরা প্রকৃতিতে প্রতিফলিত চিৎ-প্রতিবিম্বের নাম ঈশ্বর। অবিদ্যায় প্রতিফলিত চিৎ-প্রতিবিম্বের নাম জীব। ইহা গুণবিক্ষুব্ধ অবস্থা। প্রকৃতির স্বরূপ এক, সুতরাং তাহাতে প্রতি বিম্বিত ঈশ্বরের স্বরূপ এক। জীব ও ঈশ্বরের প্রভেদ এই, প্রকৃতির বা ব্রহ্ম-শক্তির অবিদ্যা অংশ জীবকে বশীভূত করিয়াছে আর ঈশ্বর, অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে বশীভূত করিয়াছেন। তাই পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে 'সত্ব শুদ্ধ্যা-বিশুদ্ধিভ্যাং প্রকৃতির্দ্দ্বিধামতা। মায়া বিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥' সুতরাং শক্তির স্বরূপ দ্বিবিধ। তন্ত্রমতে শক্তির বহির্ম্মুখী ভাবের জন্য জগতের আবির্ভাব এবং জীবত্ব। তাহার গুণবিক্ষোভে জগতের সৃষ্টি। গুণবৈষম্য দূরীভূত করাই গুরুর দীক্ষা। গুণসাম্যে তিনি পরব্রহ্মের সহিত এক এবং উহাই শিবত্ব। অবিদ্যা প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব-স্বরূপ জীবকে অবিদ্যাজাত গুণবৈষম্য তিরোহিত করিয়া শিবভাবে প্রতিষ্ঠিত করা গুরুর কাজ।

দেহভাণ্ডে শক্তির বহির্মুখী ভাব বা শিবশক্তির ভেদজ্ঞানই জীবত্ব। এই বহির্মুখী অবস্থাকে অন্তর্মুখী করিয়া অর্থাৎ শক্তির স্থূলভাবকে সূক্ষ্মভাবে তথা কারণে—নিরঞ্জনে পরিণত করা শিবত্ব। 'উল্টা সাধনে', স্থূলকে, সূক্ষ্মে – কারণে ও নিরঞ্জনে বা বাহিরকে ভিতরে আকর্ষণ সাধনার তত্ত্ব।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে শিব-শক্তি নিত্য সম্বন্ধে বিরাজিত,— পরব্রহ্মের সহিত পরা প্রকৃতির যেরূপ অথবা চন্দ্রের সহিত জ্যোৎস্নার, ইহাও সেইরূপ। এই চিন্ময়বিগ্রহ শিব, ত্রিগুণময়ী সংসার লীলার কারণভূতা শক্তির সঙ্গে মিথুনাবস্থায় এক হইয়া নিত্য সম্বন্ধে থাকেন। তাঁহাদের এই মিলিতাবস্থা অদ্বয় নির্গুণ স্বরূপ। ইহাই শিবশক্তির অব্যক্ত অবস্থা। উঁহারা পরস্পর নিরপেক্ষ নহেন। উভয়ের সমন্বয়ে সৃষ্টি-সংহার কার্য্য চলিতেছে। এক ব্যতীত অন্যের কোন ক্ষমতা নাই। জগৎ-সৃষ্টি এবং লীলা বিকাশের জন্যই একই দুইরূপে আবির্ভূত। জীবের প্রারব্ধ পরিণামে এই পরা প্রকৃতি বা অব্যক্ত মায়া, ব্যক্তভাব অবলম্বন করেন। ইহাই শক্তির বহির্মুখী ভাব বা অবিদ্যা। তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণের বৈষম্যে বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া লীলা-বিলাসে প্রমত্তা। বহিপ্রকৃতি ও মানব জীবনে সৃষ্টি ও ধ্বংসমূলক প্রবৃত্তি-অনুসরণী এই শক্তির খেলা চলিয়াছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে— দেব-মূর্ত্তিতে, মন্দির ও পর্ব্বত গাত্রে, পীঠস্থানে শৈলস্তম্ভে, প্রকৃতি-পুরুষ বা শক্তি-শিবতত্ত্ব এবং যোনিলিঙ্গ কল্পিত এবং রূপায়িত হইয়াছে। শিবের গুণাধিক্যে পুরুষ শিবস্বরূপ এবং শক্তির গুণাধিক্যে নারী শক্তি স্বরূপিনী। তাহাদের মিথুনে বিশ্বপ্রপঞ্চে যে প্রবৃত্তির খেলা চলিয়াছে তাহাই সংসার, সৃষ্টি এবং জীবত্ব। আর তাহাদের মিলনই সাধন-পথে সংসার উর্দ্ধে জীবকে শিবত্ব প্রাপ্তির পথ-নির্দ্দেশ করিতেছে। নরনারীর মিলিত সত্তার ঊর্দ্ধমুখে বিশেষ পরিচালনে তাহাদের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির সহায়ক, আবার তাহার অধোগমনে জীবত্ব এবং মৃত্যু। এ বিষয়ে চন্দ্রসাধন প্রবন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। জীবের মধ্যে এই যে শিবশক্তির বৈষম্য তাহা দূরীভূত করিয়া শিবত্বপ্রাপ্তির পথ-নির্দ্দেশ তন্ত্রসারে আছে।

তন্ত্রসারে দক্ষিণা কালীর ধ্যানটি এইরূপ— ওঁ করাল-বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্। কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্॥ সদ্যশ্ছিন্ন শিরঃ

খড়্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধিপাণিকাম্॥ মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্। কণ্ঠাবসক্ত মুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম॥ ......দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি মুক্তালম্বিক চোচ্চয়াম্। শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি-সংস্থিতাম॥ শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম। মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্॥ সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্। এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং শ্মশানালয়বাসিনীম॥ এই দক্ষিণা কালী সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের এক শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা। এই সংসার-শ্মশানে শুধু তিনিই জাগ্রত ও চৈতন্য স্বরূপা। তিনি মহাকালের সঙ্গে বিপরীত রতাতুরা। এই যে বিরাট শক্তি যাহা বাহিরে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করিতেছে তাহা আমাদের দেহে জৈবিক প্রবাহেও কার্য্যকরী এবং এই দেহই ক্ষুদ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। এই মূর্ত্তির পরিকল্পনায় বিবিধ শক্তিতত্ত্ব এবং শিবশক্তি-মিথুনরূপ অদ্বয় তত্ত্বের বিকাশ দেখা যায়। আমাদের দেহের জৈবিক ধারা অর্থাৎ যাহা দ্বারা এই দেহ কর্ম্মক্ষম আছে তাহার মূল তিন উপাদান – বায়ু, রস ও বাসনাশ্রিত মন ; এই তিনটই নিম্নগামী, আমাদের দুঃখের দিকে মৃত্যুর দিকে নিয়া যাইতেছে। তাহাদের ঊর্দ্ধমুখে নিবৃত্তি-পথে পরিচালিত করিতে হইবে। কথিত আছে যে, কুণ্ডলিনী আজ্ঞাচক্রে উত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধলিঙ্গ বিরূপাক্ষে নিজ যোনি প্রবেশ করাইয়া দেন। মহাকালী মহাকালের সঙ্গে উল্টামুখে অর্থাৎ জৈবিক ধারার বিরুদ্ধ দিকে রতাতুরা। বিশ্বে যে শক্তির খেলা চলিয়াছে তাহাতে প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা, পুরুষ নিষ্ক্রিয়, উভয়ের সংযোগে সৃষ্টি-সংহার কার্য্য চলিতেছে।

ছিন্নমস্তার পাদদেশে শয়ান পুরুষ-প্রকৃতির সম্মিলিত মূর্ত্তি বিপরীত শক্তি-সাধনের সাধনা-জ্ঞাপক। বৈষ্ণব-তান্ত্রিক সহজিয়া সাধনে প্রকৃতি-পুরুষের কার্য্য-পন্থা এবং সাধনার ক্রম এইরূপ উল্টা।

দেহের সাধনই তন্ত্রের সাধনা। তাই ষটচক্রভেদ দ্বারা দেহাবস্থিত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তাহার (স্বরূপের) অনুভব এবং বাহিরে মূর্ত্তিতে অর্থাৎ বিশ্বে তাহার আরোপ দ্বারা সমস্ত স্থানেই সে সত্যের উপলব্ধি এইজন্য মানসোপচারে পূজার বিধান।

বিপরীত-রতাতুরাম্—১০৬ পৃঃ।

তন্ত্রে এই দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দেহে অবস্থিত চন্দ্র সূর্য্য বা শিবশক্তির সম্বন্ধ বিষয়ে গ্রন্থ-ভাগেও আলোচনা করিয়াছি। সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত সংগ্রহে তৃতীয় ভাগে পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনা আছে। লিখিত আছে যে, তালুদ্বারে শিবলোকে শিব, ব্রহ্মরন্ধ্রে পরাৎপর পরমেশ্বর এবং ত্রিকূটে শক্তি বিরাজিত আছেন। তালুদ্বারে শৈবলোকঃ প্রসিদ্ধঃ। তত্রাধীশঃ স্যাচ্ছিবো বিশ্ববন্দ্যঃ। ইত্যাদি ৩।২০। ইহার চতুর্থ অধ্যায়ে পিণ্ডের আধার ভূতা শক্তির বর্ণনা আছে। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় ঐ গ্রন্থ হইতে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ প্রদান করিয়াছেন। 'The fourth section treats of the support of the body (আধার) which is Sakti. The Sakti is known as sova when it is unruffled and quiet. She is both Kula and Akula শিব-সংহিতায়ও সূর্য্যের এই দ্বিমূর্ত্তির উল্লেখ দেখিতে পাই। 'Kula is five fold—Para, Bhasa, Satta, Ahanta and Kula. Akula is unique. It assumes Kula and thence descends into byavahara. Siva without Sakti is impotent. Difference between Siva and Sakti is unreal and due to ignorance.' ইহার পঞ্চম অধ্যায়ে শিবের সঙ্গে শক্তির সমতা বিধানের তথা পিণ্ড সিদ্ধির বর্ণনা আছে। তন্ত্রসারে ৯৭৫—৯৮৯পৃষ্ঠায় যোগপ্রক্রিয়ায়—গৌতমীয় তন্ত্রের ব্যাখ্যায়ও এই তত্ত্বই কথিত হইয়াছে। বিশেষভাবে উহাতে যোগসাধনার উপায় সমূহ লিখিত আছে। স্কন্দপুরাণে দ্বিষষ্ট্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ে দেহ-ব্রহ্মাণ্ড ও যোগ সঙ্কেত বিষয়ে কথিত হইয়াছে। প্রাণতোষিণী ও মহানির্ব্বাণ তন্ত্র এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রধান দুই তত্ত্ব দ্বিপ্রবাহ—দেবভাব-পশুভাব, শিবধারা-জীবধারা, বামা-দক্ষিণা, নামে অভিহিত। সাধনা এই যে, দেহের এই দেবভাব ও পশুভাব, নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি তত্ত্ব বা শিব ও শক্তি তত্ত্বের ঐক্য-সাধন। জ্ঞানে, ভাবনায় এবং কর্ম্মে প্রবৃত্তি লোক হইতে ক্রমশঃ নিবৃত্তি-লোকে অভিযান এবং সর্ব্বশেষে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-শূন্য অবস্থা প্রাপ্তি-কাম্য। তন্ত্রসারে এ প্রক্রিয়া কথিত হইয়াছে। * মূলাধারে

---

* ভূতশুদ্ধি—রমিতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য.......... দেবরূপং আত্মানং বিচিন্তয়েৎ। 'রং মন্ত্রে জলের ধারা দিয়া বহ্নিপ্রাকার চিন্তা করিয়া চিৎভাবে হস্তদ্বয় উপর্যুপরি অঙ্কে (ক্রোড়ে) রাখিয়া সোঽহং এই মন্ত্রে হৃৎপ্রদেশস্থ দীপ-কলিকাকার জীবাত্মাকে মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনীর সহিত সুষুম্নাপথে মূলাধারাদি ষটচক্রভেদ করিয়া শিরোঽবস্থি—

অবস্থিত নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে যোগবলে প্রথমে জাগ্রত করিতে হইবে। তাহার পর তাহাকে ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধে মণিপুর, অনাহত প্রভৃতি চক্র হইতে চক্রান্তরে উত্তোলিত করিতে হইবে। তাহার পর তাহাকে শিবের সঙ্গে যুক্ত করিলে সাধক 'সিদ্ধাপদবাচ্য' হইবেন। শক্তির এই প্রকার ঊর্দ্ধগমনে সমস্ত বৃত্তি ও তত্ত্ব সূক্ষ্মতা লাভ করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম ও কর্ম্ম স্মৃতিপথে উদিত হয়। তাহাতে প্রবৃত্তির তিরোধানে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির পর-অবস্থা যে পরম পুরুষার্থ, সাধক, সে পরব্রহ্ম স্বরূপ লাভের জন্য উৎসুক হইবেন। এ বিষয়ে সিদ্ধসিদ্ধান্ত সংগ্রহে পঞ্চম ভাগে বর্ণনা আছে। **The fifth section deals with the manner how the Pinda and the Supreme Pada may be equilibrated. The establishment of their equilibrium is known as Pinda-Siddhe.**

অধোমুখ সহস্রদল কমলের কর্ণিকা মধ্যস্থ পরমাত্মাকে সংযোগ করিবেন। তথায় দৈহিক পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে বিলীন ভাবনা করিয়া তৎপর অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ-নাসাপুট রোধ করিয়া যং এই ধূম্রবর্ণবীজ চিন্তা করিয়া প্রাণায়াম অনুসারে ষোলবার জপ করতঃ বাম নাসা দ্বারা সমস্ত দেহ বায়ুতে আপূরণ করিবে। পরে উভয় নাসা বন্ধ করিয়া ঐ বীজ ৬৪ বার জপ করিতে করিতে কৃষ্ণবর্ণ পাপ পুরুষের সহিত নিজ দেহ শোষণ চিন্তা করিবে। তৎপর ঐ বীজ ৩২ বার জপে দক্ষিণ নাসাদ্বারা বায়ু ত্যাগ করিবে। তাহার পর দক্ষিণ নাসাপুটে ......করিবে। পরে ঠং এই চন্দ্রবীজ শুক্লবর্ণ চিন্তা করিয়া ১৬ বার জপে কুম্ভক করিয়া ললাটে চন্দ্র আনয়ন করিয়া চন্দ্রবিগলিত সুধা দ্বারা মাতৃকাবর্ণাত্মিকা সমস্ত 'দেহ বিরচন' করিবে। পরে লং পৃথ্বী বীজটিকে চিন্তা করিয়া ৩২ বার জপে দেহকে সুদৃঢ় চিন্তা কবিয়া বাম নাসাদ্বারা বায়ু-ত্যাগ করিবে। অনন্তর হংসঃ এই মন্ত্রে জীবাত্মাকে, বিলীন কুলকুণ্ডলিনী সহ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিয়া নিজ শরীরকে অভীষ্ট দেবের সদৃশ চিন্তা করিবে।' এইরূপে দেখি, বায়ু, তেজ, অগ্নি, জল ও পৃথ্বী প্রভৃতি দৈহিক উপাদান পরিশোধিত হয়। ইহা পঞ্চভৌতিক দেহ ও মনের সূক্ষ্ম অবস্থা—উপাস্য শক্তি সহ একীভূত অবস্থা। তাই তন্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে যে 'দেবী হইয়া দেবীর বা দেবত্বলাভে উপাস্য দেবের' অর্চ্চনা করিবে। নিজেই নিজের উপাসনা করা অর্থাৎ রূপের মধ্যে স্বরূপের প্রতিষ্ঠার আনন্দলাভ। নাথমতে 'চন্দ্রসাধনও' এইরূপ উল্টাসাধন। নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে খেচরী মুদ্রা দ্বারা জিহ্বা উল্টাইয়া তালুছিদ্রপথে সুষুম্নামুখে যোনি হইতেও অমৃতপানের নির্দ্দেশ আছে। এ অমৃতপ্রবাহ দ্বারা 'দেহ-বিরচন' বিষয়ে শিবসংহিতায়ও উল্লেখ দেখা যায়।

তন্ত্রে এই দেহ ও জীব-জগৎ সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যেখানে 'জীব, সেখানেই 'শিব' বিরাজিত আছেন। শক্তি তথা কুলকুণ্ডলিনী 'পিণ্ডধার'। তিনি কুল এবং অকুল। ব্যবহারিক জগতে তিনি জীব; সমস্ত প্রবৃত্তিজাত কর্ম্ম তাঁহা দ্বারা সম্পন্ন হয়। আবার তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া সাধনা দ্বারা অকুলে পৌঁছান যায়। সূর্য্যের এই বিষস্রাবিনী ও মুক্তিপ্রদায়িনী দুই রূপের বিষয় শিবসংহিতায় ২য় পটলে বর্ণিত আছে। সুতরাং তিনি অদ্বয় পরম র্থ লাভের একমাত্র বাহন।

এই তত্ত্ব অবলম্বনে মধ্যযুগে অনেক তান্ত্রিক মাতৃসঙ্গীত * এবং বৈষ্ণব, সহজিয়া (বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব), নাথ, বাউল, মারফতী, প্রভৃতি ধর্ম্ম মতবাদ বিষয়ে সঙ্গীত-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।

এই বাহন-শক্তির, শিবসমন্বয়ে 'শিবসামরস্য' আস্বাদনে (অমৃত বিরচন দ্বারা) যে সিদ্ধ দেহ প্রাপ্তি ঘটে সে বিষয়ে হাড়মালায় নাথসম্প্রদায়ের সাধনার পথ নির্দ্দেশ আলোচিত হইয়াছে। গোরক্ষবিজয়েও এ বিষয়ে উল্লেখ আছে।

দশমীর দ্বার ভেদি ঢোকে ঢোকে তোল।
উজাউক মহারস ভরৌক খালজোর॥
খালজোরা ভর গুরু বায়ু কর তত্ত্ব।
গরল ভক্ষণ করি চিন্ত নিজ পথ॥
সরীর সঞ্জোগ বায়ু কমল সাধন।
ষটচক্র ভেদ গুরু খেলাউক উজান॥ গো—বি, ১৪৫-১৪৭পৃঃ।

---

* রামপ্রসাদের দু'টি গান এইরূপ—১। ডুব দেরে মন কালী বলে। হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে॥ রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুব ধন না মিলে। তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে॥ জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝেরে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে। তুমি ভক্তি করে কুড়িয়ে পাবে, শিবযুক্তি মতন চেলে॥ কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে ....রতন মাণিক্য কত পরে আছে সেই জলে। প্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিলিবে রতন ফলে॥ ২। সুরা পান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে। আমার মন মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে॥ গুরু দত্ত গুরু লয়ে প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে। তোমার জ্ঞান শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাটি, পান করে তাই মন-মাতালে॥ মূল মন্ত্র তন্ত্র ভরা শোধন করি বলে। প্রসাদ বলে এমন সুধা খেলে চতুর্ব্বর্গ মিলে॥

পূর্ব্বে হাড়মালা আলোচনায় বলিয়াছি যে, প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযুক্ত প্রবাহ মূলাধারে বা নাভিমূলে অবস্থিত দেহের সারভূত রসকে ষটচক্র ভেদ করিয়া শীর্ষে বহন করিয়া সহস্রারে সঞ্চিত করে। উহা দ্বারা অমৃতাভিষিক্ত হইয়া দেহ ও মন আনন্দে পরিপ্লুত হয়। ইহা দ্বারা অর্থাৎ শিব-রসের সঙ্গে জীব-রসের সম্মিলিত প্রবাহ দ্বারা দেহ-মন বিরচনে পিণ্ডসিদ্ধি লাভ হয়। ইহাকে সজীব যোগ বলে। গোরক্ষ পদ্ধতিতে লিখিত আছে যে, যাহার দেহ সর্ব্বদা এইরূপ সোমকাল পূর্ণ থাকে, সে দেহ অমর এবং তাহা কখনও দেহী হইতে বিমুক্ত হয় না। ইহাও কথিত আছে যে বিন্দু, শিব এবং রজঃ শক্তি; চন্দ্র বিন্দু; রজঃ রবি। উহাদের সমন্বয় হইলে পরম পদ লাভ ঘটে। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে এইরূপ জীবিতাবস্থায় অমরত্ব লাভকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হইয়াছে। লিখিত হইয়াছে যে 'জীবন্মুক্তি দেবতাদেরও দুর্লভ। পিণ্ডপাতে যে মুক্তি তাহা নিরর্থক। পিণ্ডপাতে মুক্তির বিষয় ষড়দর্শনে বর্ণিত আছে। ইহাতে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় না। পিণ্ড পতিত হইলে গর্দ্দভও মুক্তিলাভ করে ইত্যাদি।' এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে অমরত্বলাভের জন্য নাথ ও রস-সিদ্ধেরা রসপূর্ণ পিণ্ড রক্ষা করেন। এইরূপ সমরস-পূর্ণ দেহ সর্ব্বরোগ-দুঃখ-জরাক্ষয়হীন, আনন্দময় এবং মুক্ত। এইরূপ সিদ্ধদেহে যোগী বিশ্বের মঙ্গলকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং যথেচ্ছ বিচরণ করেন। *

---

* শিবশক্তির মিলন-তত্ত্ব বর্ণিত হইল। তন্ত্রের দিক বিচারে, শিবশক্তি—প্রাণ অপান, ইড়া পিঙ্গলা, বিন্দু রজঃ, চন্দ্র সূর্য্য, সাধন-পথে পুরুষ-প্রকৃতির সমতুল্য অর্থাৎ একই তত্ত্বের দুই অংশ, বিভিন্ন নামে অভিহিত; — বাহ্যতঃ বিপরীত ধর্ম্মী নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি রূপে তথা প্রধান দুই বায়ুরূপে, নাড়ীরূপে, রসরূপে, সৃষ্ট পদার্থের প্রধান দুই অংশরূপে।

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশে তান্ত্রিক শক্তিপূজা এবং নাথসম্প্রদায়ের সাধনার বিশেষত্ব কি। সে বিষয়ে পুনরায় এই বলা যায় যে, শক্তিসাধনায় যে উল্টা সাধনক্রম ভূতশুদ্ধিতে উল্লিখিত আছে তাহার সঙ্গে হাড়মালার উল্টাসাধন তত্ত্ব একরূপ। ভূতশুদ্ধিতে যেরূপ চন্দ্রবিগলিত সুধা দ্বারা সমস্ত দেহ-বিরচনের কথা আছে, 'নাথ-সিদ্ধেরাও' তাহাই করেন। শক্তিপূজায় বিশেষত্ব এই যে, দেহশুদ্ধির পর পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডে উপাস্য দেবতার সঙ্গে একীভূত হইয়া বাহিরে মূর্ত্তিতে সেই ব্রহ্মশক্তির আরোপে সর্ব্বত্র তাঁহার উপলব্ধি। 'নাথ-নিরঞ্জন পদের' শূন্য-লয় এক পৃথক্ তত্ত্ব।

সহস্রারে (পরব্রহ্মে) পিণ্ডলয় না-করা পর্য্যন্ত এইরূপ সিদ্ধিকে তন্ত্রসারে কলাকায়া জনিত সজীব যোগ বলা হইয়াছে। কিন্তু হাড়মালার শেষভাগে যে সাধন-তত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাতে ইহা প্রমাণিত হয় যে পরব্রহ্মে পিণ্ডলয় না করা পর্য্যন্ত পরামুক্তি লাভ হয় না। উহার স্বরূপ শূন্যে লয়। নাথসিদ্ধপদ এবং নাথনিরঞ্জন পদে এই পার্থক্য। নাথসিদ্ধের সহস্রার-পদ্মস্থিত চন্দ্রসুধা দ্বারা অমরত্বলাভের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বৌদ্ধ সহজিয়ার এইরূপ আনন্দলাভকে 'Supreme Bliss,—মহাসুখ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

চন্দ্রকে ওষধিপতি বলা হয়। পার্থিব উদ্ভিদ্ সমূহ চন্দ্রকিরণ হইতে দ্রব্যগুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উহা অমৃত স্বরূপ। সোমলতা মন্থনে অমৃত প্রস্তুত হইত। উহার গ্রহণে ঋষি ও দেববৃন্দ অমরত্বলাভের প্রসিদ্ধির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পারদকে শিব-বিন্দু ও গন্ধককে গৌরীর রজঃ বলা হয়। উভয়ের মিশ্রণে অমৃত স্বরূপ যে রসায়নের সৃষ্টি হইত, তাহা দ্বারা সিদ্ধদেহ-লাভের বিষয় রস-সিদ্ধ প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। ডাঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত তাঁহার নাথ ধর্ম্মালোচনায় লিখিয়াছেন যে, নাথ ও রসায়ন সিদ্ধের লক্ষ্য এক।

ডাঃ কল্যাণী মল্লিক তাঁহার নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধনপ্রণালী গ্রন্থে ৫৫০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, "নাথমার্গের 'পক্কদেহেই' সিদ্ধদেহ বা যোগদেহ। দিব্যদেহ সিদ্ধদেহেরই প্রকারভেদ মাত্র। শুদ্ধমার্গে এই ভেদ থাকিলেও নাথমতে এই ভেদাভেদের উল্লেখ দেখা যায় না। সুতরাং নাথমার্গের 'যোগদেহ' বলিলে সিদ্ধ ও দিব্যদেহ উভয়েই বুঝিতে হইবে। রসেশ্বর দর্শনমতে সিদ্ধ ও দিব্যদেহ উভয়ই জরামরণহীন, অতএব উহাতে ভেদ নাই। রসেশ্বর সিদ্ধদের রসময়ীতনু সূক্ষ্ম শরীর বিশেষ, তাঁহারা এই শরীর ধারণ করিয়া ত্রিলোকে বিচরণ করেন।" তন্ত্রসারে উল্লিখিত সহস্রার পদ্ম-স্থিত চন্দ্রসুধা দ্বারা দেহ বিরচনের বিষয়ও আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং সাধনা সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এই জন্য এই নিবন্ধের অবতারণা করা হইল।

নাথ সাহিত্যে কানুপা, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, প্রমুখ যে সমস্ত নাথসিদ্ধের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের কার্য্যকলাপ বিষয়ে সাহিত্যে যাহা উল্লিখিত আছে, তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা পিণ্ডসিদ্ধ এবং এই জীবিত দেহেই পঞ্চভূতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন।

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি যথাক্রমে অপরা ও পরামুক্তি বিষয়ে ডাঃ কল্যাণী মল্লিক তাঁহার নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাসে ২৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "সম্যক্ চিত্ত-নিরোধ না-করা পর্য্যন্ত যোগীকে জীবন্মুক্ত বলা হয়। চিত্তনিরোধে বিদেহকৈবল্য আশ্রয় হয়। জীবন্মুক্ত যোগীর, নির্ম্মাণচিত্ত ধারণ করিয়া অবস্থান সম্ভব। 'নির্ম্মাণ-চিত্ত দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহধারণও সম্ভব। আবার সংস্কার লেশ হইতেও শরীর ধারণ হয়; তাঁহারা নূতন কর্ম্ম করেন না, সংস্কার শেষের প্রতীক্ষায় থাকেন। তাঁহাদের মুক্তি অর্থে দুঃখ মুক্তি, 'ততঃ ক্লেশকর্ম্ম নিবৃত্তিঃ।' শরীর নাশ হইলে যে অবশ্যম্ভাবী দুঃখত্রয় হইতে মুক্তি হয় তাহাই বিদেহ মুক্তি; বিজ্ঞান ভিক্ষু ইহাকেই বাস্তবিক মুক্তি বলেন।" হাড়মালায় 'চন্দ্রসাধনে' এবং 'শূন্যব্রহ্মে মনোলয়ে' যথাক্রমে এই দুই সাধনতত্ত্ব কথিত হইয়াছে।

৪। বৌদ্ধ সহজিয়া এবং নাথনিরঞ্জন।

বৌদ্ধ সহজিয়াগণ তান্ত্রিক সাধকদের মত দেহকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ বলিয়া ভাবিতেন। তাঁহাদের সাধন বিষয়ে বৌদ্ধগান ও দোহায় যে উল্লেখ দেখিতে পাই তাহা হইতে এই সত্যের পরিচয় লাভ ঘটিবে। সুষুম্নারন্ধ্রগত আকাশে দেহ-তরণীকে, অধঃ ভবসাগর হইতে লইয়া যাওয়া এবং ওঙ্কার শূন্য ধ্যানে দেহাকাশে ভ্রমণের উল্লেখ অনেক গানে পরিস্ফুট। মনে হয় তাঁহারাও ষটচক্রভেদ ও ওঙ্কার সাধনতত্ত্ব জানিতেন।

ভূতশুদ্ধিতে 'সোহহং ইতি মন্ত্রেণ' এই মূল ব্রহ্মমন্ত্র এবং ষটচক্রভেদ এই দুই বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। সুতরাং সমস্ত প্রক্রিয়ার প্রধান তত্ত্ব এই দুইটি। বৌদ্ধগান ও দোহার একটি গান এইরূপ—

সোনে ভরিতি করুণা নাবি।
রূপা থই মহীকে ঠাবি॥
বাহতু কামলি গগন উবেশেঁ।
গেলি জাম বাহুরাই কৈসেঁ॥
খুন্টি উপাড়ি মেলিলি কাছি।
বাহতু কামলি সদ্গুরু পুছি॥

সোনা ভর্ত্তী করুণা নৌকা। রূপাকে পৃথিবীর নিকটে রাখিয়া দেহ-তরণীকে আকাশ (শূন্য) পানে বাহিয়া যাও। কিরূপে বহু জন্ম কাটিয়া গেল। খুন্টি (নোঙর) উঠাইয়া, কাছি মেলিয়া, সদ্গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া নৌকা বাহিয়া যাও। 'খুন্টি উপাড়ি' অর্থ, কাম-বাসনা ছিন্ন করিয়া। মনে হয়, রূপা, মনের মলিনতা ও সংস্কার; উহাকে নিম্নে কামনা-পূর্ণ ভব-সাগরে ফেলিয়া রাখিয়া, বিশুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন মনে নৌকা বাহিয়া যাও। অনেকে 'সোনে' অর্থকে শূন্য মনে করেন। সাধনা-লব্ধ দেহ-মন স্বর্ণোজ্জ্বল; পার্থিব কোন প্রভাবই ইহার বিকার সাধন করিতে পারে না। ইহার সঙ্গে যোগ-দেহ বা পক্কদেহ তুলনীয়।

দেহকে তরণীর সঙ্গে তুলনা-মূলক অনেক গান বাউলগণও রচনা করিয়াছেন। বৌদ্ধ গান ও দোহার কয়েকটি পদ পূর্ব্বে পাদটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে।

বৌদ্ধসহজিয়ার ধর্ম্ম এবং সাহিত্য বিষয়ে Obscure Religious Cults এ ১—১২৮ পৃষ্ঠায় আলোচনা রহিয়াছে। উহাতে সাধনার চরম লক্ষ্য 'মহাসুখলাভ' বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ডাঃ কল্যাণী মল্লিক তাঁহার নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালীতে ৫৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, 'বৌদ্ধসহজিয়ার যাহা মহাসুখ দ্বারা লভ্য, রসেশ্বরের তাহা রস দ্বারা লভ্য, আবার নাথযোগীর তাহাই সহস্রার ক্ষরিত সোমরস দ্বারা লভ্য।' 'মহাসুখ, ব্রজসত্ব বা বোধিচিত্ত, উহা প্রজ্ঞা ও উপায় মিলিত সত্ত্বা বিশেষ। করুণা-মিশ্রিত পূর্ণ জ্ঞানালোকের আনন্দ স্বরূপ।' 'যখন প্রজ্ঞা উর্দ্ধগমনে ঊনিশ কমলে উপনীত হয় তখন উপায়ের সঙ্গে মিলনে মহাসুখের উদ্ভব হয়। বায়ুর ঊর্দ্ধচাপেই ইহা সাধ্য।' এই মিলন-জাত আনন্দকে মহাসুখ (Supreme Bliss) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে হাডমালায় 'চন্দ্রসাধন' তুলনীয়। ষটচক্রভেদ দ্বারা এই সহজানন্দ, মহাসুখ বা সংবৃসানন্দ লভ্য।

কিন্তু 'মহাসুখলাভ বা নির্ম্মল আনন্দরূপ' একটি অবস্থা বিশেষ, উহা পরিণতি নহে। নাথনিরঞ্জন তত্ত্বে, প্রকাশের অবস্থার অস্তিত্ব নাই; উহা মায়া বা ভ্রান্তি। 'নাথনিরঞ্জন-পদ' প্রাপ্তি অর্থে শূন্যে লয়। উহাই শিবত্ব। কিরূপে বিভিন্ন উপায়ে, বিশেষভাবে ওঙ্কারের মাধ্যমে তাহা লভ্য সে বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। 'শঙ্করে বলেন দেবী শুন প্রাণেশ্বরী। শূন্যরূপে নিরঞ্জন সেই অধিকারী॥ যত ঘর দেখ দেবী শূন্য আকার। তথা পর চিন্তি মন শূন্য কর সার॥ শূন্য ভাব শূন্য চিন্ত শূন্য কর লয়। শূন্য লয় করে যেহি পঞ্চানন হয়॥'

এই জন্য বৌদ্ধসহজিয়ার 'মহাসুখ' এবং নাথসিদ্ধের অমৃত বিরচন দ্বারা আনন্দ লাভ পরমার্থ সত্য হইলেও নাথনিরঞ্জন পদের 'শূন্যলয়' এক তত্ত্ব নহে। এই নাথ-নিরঞ্জন পদের শূন্য সমাধি-বোধকে একেবারে অন্তর্লীন সুখদুঃখাতীত অবস্থা বলিয়া মনে হয়। ইহা অব্যক্ত নির্ব্বাণ অবস্থা। শূন্য সমাধি, নাথনিরঞ্জন পদের লক্ষ্য। উহাতে আনন্দবোধের স্থান নাই। ইহা মহাযান এবং হীনযান বৌদ্ধমতের শূন্যতার সঙ্গে করুণার (Unified state of vacuity—'Sunyata' and Universal Compassion 'Karuna') সম্মিলিত অবস্থা নহে। শূন্য-লয়, করুণা এবং মহা-সুখলাভের পর অবস্থা। ইহাই নাথনিরঞ্জনপদ।

৪। কয়েকটি গ্রাম্য ছড়া ও প্রচলিত কাহিনী।

সেখ ফজলুল্লা মরহুম প্রণীত গোরক্ষ বিজয়ের ভূমিকায় সাহিত্য বিশারদ মুন্সী আবদুল করিম লিখিয়াছেন চট্টগ্রামের মুসলমান ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা কিছুদিন পূর্ব্বেও গাহিত, 'দিন গেলে তিন নাথের নাম লইও'। বর্ত্তমানে এই গ্রন্থের লেখক সম্বন্ধে ভিন্ন মত দেখা যায়। পূর্ব্ব ময়মনসিংহে ত্রিনাথ বিষয়ে গান এইরূপ—'সারাদিন গেলে তিন নাথের নাথ নিওরে সাধু ভাই, দিন গেলে তিন নাথের নাম নিও। সারা দিন কররে ভাই সংসারেরই কাম, সন্ধ্যাবেলা বসে নিও ত্রিনাথেরই নাম॥ এক পয়সার পান সুপারী ইত্যাদি।' এই তিন নাথ, গোরক্ষনাথ, মীননাথ এবং আদিনাথ বা শিব। তাঁহারা স্মরণাতীত কাল হইতে এদেশে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এদেশে পল্লী অঞ্চলে ত্রিনাথের 'সেবা' দেওয়া হয়। হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত হইয়া কোন গৃহে ত্রিনাথের আসন স্থাপন করেন। তাহার উপরে ফুল, মিষ্ট দ্রব্যাদি ও সিদ্ধি সজ্জিত করিয়া যিনি বয়োবৃদ্ধ তিনি ত্রিনাথকে সমস্ত নিবেদন করিয়া 'কথা' বলেন। তাহার পর 'বৈঠকের' (সম্মিলনীর) পুরোহিত, ত্রিনাথ—শিবের নাম লইয়া প্রসাদ ও সিদ্ধি গ্রহণ করতঃ অপর সকলকে নিবেদন করেন। সারারাত্র গুরু-শিষ্য পরম্পরায় দুই শ্রেণীতে বাউল গান (দেহতত্ত্ব, দুঃখবাদ, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সাধনা, সৃষ্টিতত্ত্ব, সিদ্ধিমতবাদ প্রভৃতি) গীত হয়। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের সাধনতত্ত্ব বিশ্লেষণ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত বৌদ্ধগান ও দোহায় দেখিতে পাওয়া যায়, মনে হয় সে ধারাটি বাউল গানের আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়া অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি কয়েকখানা ত্রিনাথের পাঁচালী মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শশিভূষণ হোম চৌধুরী যে কাহিনীটি মুদ্রিত করিয়াছেন, উহাই পূর্ব্ব মৈমনসিংহে 'কথা' আকারে প্রচলিত আছে। ঐ পুস্তকের তৃতীয় পৃষ্ঠায় ত্রিনাথের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। শিবের সিদ্ধি না থাকায় দুর্গা তাঁহাকে দেহের ময়লা খাইতে দিলেন। শিব উহাই বটিকা আকারে প্রস্তুত করিলে, তাহা হইতে ত্রিনাথ জন্মগ্রহণ করিলেন। অনেকে মনে করেন

ত্রিনাথ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা। 'নন্দী কন. সিদ্ধি নাই পার্ব্বতী কহিল। সিদ্ধি বিনিময়ে এই মলা খেতে দিল ॥ এত শুনি শীঘ্র করি মলা হাতে লয়ে। বটিকা তৈয়ার কৈলা বিষণ্ণ হৃদয়ে ॥ বটিকা হইতে হইলো মূর্ত্তি অপরূপ। তিন বক্ত্র, ষড়্‌ভুজ কৃষ্ণবর্ণ রূপ ॥......ত্রিনাথ তোমার নাম রাজা কিংবা প্রজা। জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে করিবেক পূজা ॥' ত্রিনাথের পাঁচালী, ২-৩পৃঃ। ইহার সঙ্গে শূন্য-পুরাণের সৃষ্টি পত্তনের ২৪ ও ২৭ পৃষ্ঠা তুলনীয়। 'ছিষ্টির কারণ হেতু ত্রিদসর নাথ। আপনার গলেত পরভু দিল পদ্ম হাত ॥ গলার মলা লএ পরভু ভাবেন্ত তখন। রাখিব বাসুকি মাথে বোলে নিরঞ্জন ॥ সেই অঙ্গ-মলা দিল বাসুকির মাথে। ছিষ্টির সাজন পরভু কৈল হেনমতে ॥ পৃথিবী ভরমিয়া দুহে পরিসরম হৈএগ্রা। অর্দ্ধ অঙ্গের ঘাম পরভু ফেলিল মুছিএগ্রা ॥ তাহে আদ্যাশক্তির জনম হইল আচম্বিতে। ঘামেত জনমিল শক্তি চলিল তুরিতে ॥' গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে, শক্তি ও শিবের জন্ম এইরূপ—'অনাদ্যের হাইম্ হতে চণ্ডিকা জন্মিল তাথে। দুর্গা হৈল পরম সুন্দর ॥.........অনাদ্যের টলিল মএ দেবরাম হস্তে নএ। তাহাতে জন্মিল তিনজন ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই ভাই—ছটো হৈল শিবাই। নাম গেলে পাতাল ভুবন।' ত্রিনাথের জন্ম হইলে পর কিরূপে তাঁহার মহিমা ত্রিভুবনে প্রচলিত হইল, সে কাহিনী ঐ পাঁচালীতে বর্ণিত হইয়াছে। মহেশচন্দ্র দাস বিরচিত ত্রিনাথের পাঁচালীতে দেখিলাম, ত্রিনাথ নবদ্বীপে গৌরাঙ্গরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। 'নবদ্বীপে ত্রিনাথরূপ করেন ধারণ। কেমনেতে জগজ্জন করিবে পূজন ॥' এইরূপ অনেক বৌদ্ধতান্ত্রিক এবং নাথ-দেবতা পৌরাণিক দেবদেবীতে রূপান্তর লাভ করিয়াছেন। এ বিষয়ে 'ব্রত ও আচার' দ্রষ্টব্য।

গোরক্ষনাথের সিন্নী—পল্লীগ্রামে গোরক্ষনাথের 'সিন্নী' (ভোগ) দেওয়া হয়। গোবৎস জন্মিবার একবিংশতিতম দিবসে গাভী ও বৎসকে স্নানান্তে কতকগুলি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার রীতি আছে। সন্ধ্যায় গোশালার সম্মুখে ঐ গোদুগ্ধ সহ সন্দেশ ও মিষ্টদ্রব্য দ্বারা নৈবেদ্য প্রস্তুত করা হয়। প্রতিবেশিগণ, ঐ গোশালার সম্মুখে সমবেত হইয়া গোরক্ষনাথকে সমস্ত নিবেদন করতঃ তাঁহার 'কথা' বলেন ও প্রণতি জানাইয়া ছড়া আবৃত্তি করেন। পূর্ব্ব-মৈমনসিংহে প্রচলিত গোরক্ষনাথের পাঁচালীর বন্দনা এইরূপ—'গোরক্ষনাথ দেবকথা দিয়া শুন মন।

প্রথমে বন্দিয়া গাব স্থষ্টির পত্তন॥ অলক্ষ্যেতে জন্মিল অনাদ্য পুরুষ। তৎপর জন্মিল চাঁদ আর সুরুজ॥ তৎপর জন্মিল ভোলা মহেশ্বর। ধেনুকরে স্বজিলেন বিষ্ণু দেববর॥' এই অলক্ষ্যেতে যে অনাদ্য বা অনাদিপুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন, তিনি আদি দেবতা—নিরঞ্জন ধর্ম্ম, নাথধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-মঙ্গলের মূল দেবতা। প্রথমে শূন্যাকারই ছিলেন, মায়া হেতু দেহ ধারণ করিলেন। তুং নাহি রাত্রি নাহি দিবা —নাহি ছিল শিব শিবা সকল আছিল অন্ধকার॥ চ্যুতাচ্যুতি নাহি রেক— আপনি আলোক রেখ। নিরঞ্জন ভাবিলেন ব্রহ্ম॥ মায়াপতি ধর্ম্মরায় ——নির্ম্মাণ করেন কায়। আচম্বিতে জনমিল বিম্ব॥ ... ...শূন্যেতে করয়ে ভব দেব নৈরাকার। মায়াহেতু নিজ দেহ ধারণ আপনার॥ ... ...শূন্যনাথ শূন্যমধ্যে জন্মাইল কায়া। ধর্ম্মের বাম অঙ্গে জন্মিল মহামায়া॥ শ্রীধর্ম্মপুরাণ। 'অলক্ষ্য' অর্থ শূন্য। ইহার সঙ্গে হাড়মালা ও গোরক্ষ বিজয়ের কতকাংশ তুলনীয়। 'কিরূপে স্থষ্টিতে হইলরে অবতার॥ ... ... শঙ্করে বুলেন দেবী শুন তত্ত্বাত। আদ্যনাথের গুরু যে অনাদির নাথ॥ অনাদি নিরঞ্জন আকার নাহি তার। রূপ রেখা নাহি নিরঞ্জন নৈরাকার॥ ... ... মূল ছাড়িয়া ধর্ম্ম চাহে চারিভিতে। হেনকালে অনাদি জন্মিল আচম্বিতে॥ ... ... শূন্যেতে থাকিয়া শূন্য ধেয়ান। সর্ব্বত্রে ব্যাপক আমি ইথে নাহি আন্॥' হাড়মালা ৫--৭ পৃঃ। কাহারও মতে তিনি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবতা। শূন্যপুরাণ ভূমিকা।

'শূন্যত ভরমন পরভু শূন্যে করি ভর। কাহারে জন্মাব পরভু ভাবে মন আধর॥ শূন্যপুরাণ ৪ পৃঃ। 'হুঙ্কারে জন্মিল ব্রহ্মা, বিষ্ণু হইল মুখে। আপনা আকার তবে রাখিলা সমুখে। আদ্য অনাদ্যরূপে কৈল নিরীক্ষণ। ভাবের মনসে ঘর্ম্ম (ধর্ম্ম ?) ঘর্ম্মিত তখন॥' গোরক্ষবিজয়---১--২ পৃঃ।

গোরক্ষনাথের পাঁচালীর অপর কতক ভাগ এইরূপ——'আইনেল গোরক্ষনাথ ---(সকলে ; হেঁচ্চো। হেঁচ্চো ———গোরক্ষনাথের দোহাই)। বইলেন খাটে। চরণ ধুইলাইন, ঘটের জলে॥ ... ... কত সকলে শ্যামসুন্দর। রণা রণা, ফুল্‌কা রণা। ফুলের কড়ি' তাই দিয়া কিন্‌লাম কপিলেশ্বরী। দুধ দেয় সে

হাড়ি হাড়ি এক বাণের দুধ তার গোরুখে খাইল। এক বাণের দুধ তার বাছুরে খাইল। এক বাণের দুধ তার বসুমতী খাইল, ইত্যাদি।' খুব খুব খুব। খুব রণা খুব বাজে। তাল বাজে কি ঝুমুর বাজে। বাজে খুব করতাল। আমার গোরক্ষ জগতমাল। জগতমাল নিমিঝিমি। সোনার বাঁধুম পাঁচটিমি। পাঁচটি খিল্ পেঁচিল গুণে। সব জীবজন্তু হইল গোরক্ষঠাকুরের পুণ্যে, ইত্যাদি। ব্রত ও আচার —৪৯ পৃ:।

এইরূপে যতি গোরক্ষনাথ শেষ পর্য্যন্ত গোরক্ষক দেবতা রূপে বাঙ্গলা দেশে অর্চ্চিত হইতে লাগিলেন। মীননাথ ও গোরক্ষনাথের কাহিনী কিছু দিন পূর্ব্বেও গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এখনও পূর্ব্ব মৈমনসিংহে গাজীব কীর্ত্তনিয়াদেব, মুখে, গুরু-মীননাথের কাহিনী শোনা যায়। 'মানং' করিয়া বিপদ হইতে মুক্ত হইলে স্বগৃহে তাঁহার পালা গানের অনুষ্ঠান করেন। সিদ্ধ গোরক্ষনাথ কিরূপ সংযমী ও যোগবলে বলীয়ান্ ছিলেন, কদলীনগবে রূপসী রমণীদের প্রলোভন হইতে আপনাকে রক্ষা করতঃ কিরূপ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যোগভ্রষ্ট তাঁহার গুরু মীননাথকে উদ্ধার করিয়া ছিলেন, সে অপূর্ব্ব কাহিনী 'গুরু মীননাথের পালায়' এবং গোরক্ষবিজয়ে বর্ণিত আছে। দুর্গাদেবী তাঁহাকে ছলনা করিতে চাহিয়া ছিলেন এবং শিব তাঁহার যোগবল পরীক্ষার জন্যে এক রমণীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাদেব উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন নাই। গোরক্ষনাথ শিবের বরে বাধ্য হইয়া ঐ রমণীর স্বামিত্ব স্বীকার করিলেম বটে কিন্তু যোগবলে শিশু হইয়া ঐ কন্যাব কোলে আরোহণ করিলেন। 'ভাল স্বামি পাইল আমি দুগ্ধ খাইতে চায়ে। শুনি কি বলিব মোর বাপে আর মায়ে।' মীনচেতন - ৮ পৃ:। গো বিজয়—৩১—৩৬ পৃ:।

যতি গোরক্ষনাথ কদলিনগরে গুরু মীননাথের সম্মুখে যোগশক্তির পরিচয় দিতেছেন। গোরক্ষনাথ বলিতেছেন—'বিন্দুনাথ মারিয়া দেখাইমু লোক। তবে সে জানিবা গুরু সাচা হেন মোক। মারিমু তাহার পুত্র দিমু জিয়াইয়া। ভাঙ্গিমু যে ঘর খানি দিমু জোড়াইয়া। ... ... মাস্তকথা আহুতি গোর্খে মারে তুড়ি। উঠিয়া বসিল মেরতা জীবন সঞ্চরি। পুত্র পাইয়া মীননাথ

কোলে তুলি লইল। স্তুতি স্তুতি করি মানে গোর্খেরে বাখানিল। কদলি নগরের রমণীরা গোরক্ষনাথকে মায়া ও রূপমোহে আবদ্ধ করিতে চাহিলে গোরক্ষনাথ সে মায়াপাশ ছিন্ন করিলেন। দেখিয়া যে স্তুতিনাথ অগিনি-হেন জ্বলে। চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষি করি গোর্খনাথে বোলে। ... ... এ বলিয়া স্তুতিনাথ হাতে মারে তুড়ি। বাদুর হইয়া সব কদলি (নারী) গেল উড়ি।' গো-বিজয় --১৯৬--১৯৭ পৃ:।

রমণী-সঙ্গে শ্লথাঙ্গ, যোগভ্রষ্ট ও মৃত্যুদ্বারে উপনীত গুরু মীননাথকে গোরক্ষনাথ যোগসাধনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। 'নাচন্তি যে গোরক্ষনাথ বাগ্বাব বোল। কায়া সাধ কায়া সাধ মুরলি হেন বোল। ঐ—৯৪—৯৫ পৃ:।

গুরু মীননাথের কাহিনী ও গান এবং গোরক্ষনাথের 'কথা ও সিন্নী' মুসলমানদের মধ্যে খুবই প্রসার লাভ করিয়াছিল। মৌলভী-মুন্সীদের প্রচারের ফলে বর্ত্তমানে তাহারা ইহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রবাদ আছে যে গোরক্ষের 'ভোগ' অন্যে স্পর্শ করিলে, তিনি ছুটিয়া পলাইতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও আশ্রয়-স্থান না পাওয়াতে, তাঁহার গুরু মীননাথ বলিলেন, 'আমার চোখে প্রবেশ কর।' তখন তিনি মীননাথের চোখে প্রবেশ করিলেন।

নাথধর্ম্ম ও সাহিত্য বিষয়ে বাংলায় যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে মীনচেতন, গোরক্ষবিজয়, গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, গোপীচন্দ্রের গীত, গোবিন্দচন্দ্র গীত, গোর্খবিজয়, গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, ময়নামতীর গান, ডা: কল্যাণী মল্লিকের নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কাহিনীর বিষয়-বস্তু প্রায় সমস্ত গ্রন্থেরই একরূপ। তাহা ছাড়া যোগ সাধনা বিষয়ে বেদমালা, সুরস্বেদ, যোগান্ত, বারপন্থ, অনাদি চরিত, গোর্খকুণ্ডলী, গোরক্ষ গীতা, শিষ্যগুরু সংবাদ, প্রাণবোদ্ধ, দয়াবোদ্ধ, কান্থর বোধ, সিদ্ধিসুবর্ণনাথ, প্রাণ সঙ্কলি, যোগিতন্ত্রকলা, সুকুল-হংস, যুগান্ত, গর্ভবিচার প্রভৃতি অনেক পুস্তক এখনও প্রকাশিত হয় নাই। এই সমস্ত গ্রন্থ প্রায়ই বাংলায় এবং কয়েকটি বাংলা-হিন্দি মিশ্রিত ভাষায় লিখিত। মুসলমান লেখক প্রণীত

আলিরাজার জ্ঞান-সাগর, সৈয়দ সুলতানের জ্ঞান-প্রদীপ, জ্ঞান-চৌত্রিশা ; মহম্মদ মুর্শীদের সত্যজ্ঞান-প্রদীপ প্রভৃতি যোগসাধন বিষয়ক গ্রন্থ। সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লিখিত এ বিষয়ে বহু পুস্তক আছে। গোরক্ষ সংহিতা, ঘেরণ্ড সংহিতা, সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতি, কৌলজ্ঞান নির্ণয়, হঠযোগপ্রদীপিকা গোরক্ষসিদ্ধান্ত সংগ্রহ, অমরৌঘশাসনম্, গোরক্ষপদ্ধতি প্রভৃতি যোগ সাধনার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এ বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজীতে কয়েকটি প্রবন্ধ বিবিধ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

জর্জ্জ ব্রিগ্‌সের 'Gorakhanath and the Kanfat Yojis এবং ডাঃ শশিভূষণ দাস গুপ্ত মহাশয়ের 'Obscure Religions Cults. As Backgrounnd of Bengali Literalture' (Nath cult), মূল্যবান্ গ্রন্থ। মাসিক পত্রিকার মধ্যে যোগিসখায় এ সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে।

যোগিসখার পৃষ্ঠপোষক শ্রীযশোদাকুমার মজুমদার মহাশয়ের নিকটে নাথধর্ম্ম বিষয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত প্রায় দুই সহস্র বইয়ের এক তালিকা দেখিলাম।

'নয়নাথ ও চৌরাশী সিদ্ধাবই' মধ্যে (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস-সম্পাদকীয় মন্তব্য ৫৯—৬৫ পৃঃ ; Obscure Religions cults as Background of Bengali Literature-Appen c, P—442—460 ; cultural Heritage of India series-Vot—II P—303—319 এবং শ্রীযুক্তা কল্যাণী মল্লিককের নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস ৮২—১০০ পৃঃ), মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়ি পা ও কানুপার আলৌকিক কার্য্য ও মহিমার জয়গান, নাথ সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই সমস্ত সিদ্ধের মধ্যে আবার কানুপা, হাড়িপা বা জালন্ধরীপার গান চৈর্য্যা-চৈর্য্য বিনিশ্চয়ে-ও লিখিত আছে।

নাথ সাহিত্যের বিষয় বস্তু প্রধানতঃ দুই প্রভাগে বিভক্ত :—

(ক) রাণী ময়নামতীর কাহিনী বা গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের বিবরণ।

(খ) যতি গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক গুরু মীননাথের উদ্ধার কাহিনী। সংক্ষেপে উভয় কাহিনী এইরূপ :—

(ক) মেহেরকুল নগরের রাজা মাণিকচন্দ্র এবং তাহার পত্নী রাণী ময়নামতী। রাণী ময়নামতী 'সিদ্ধাই' গোরক্ষনাথের শিষ্যা, যোগবলে তেজস্বিনী ও বলবতী রমণী। গুরু প্রসাদে যোগের মহিমা ও অমরত্বের সন্ধান তিনি লাভ করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে রাজা মাণিকচন্দ্রের সঙ্গে ময়নামতীর বিবাহ হইয়াছিল। যোগবলে যমকে পরাভূত করিয়া তিনি স্বামীর আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রাণীর পুণ্যফলে রাজ্যমধ্যে সুখশান্তি বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু চিরকাল কাহারও এক ভাবে যায় না। কালক্রমে এক অত্যাচারী এবং ক্রুঢ় স্বভাব অমাত্যের নিয়োগে রাজ্য পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটিল এবং রাজ্যে অশান্তি দেখা দিল। রাজ্য শাসনে অক্ষম, বৃদ্ধ রাজা মাণিকচন্দ্রের উপরে অকল্যাণ এবং অভিশাপ পতিত হইল।

এদিকে মাণিকচন্দ্র, একমাত্র পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের বিবাহ কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন করিলেন। যোগিনী ময়নামতী সংসার বিষয়ে উদাসীন থাকিতেন এবং তিনি বিবাহে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন মনে করিয়া তাহার অগোচরেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইল এবং বিবাহের অব্যবহিত পরেই গোপীচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক কাজও অনুষ্ঠিত হইল।

ময়নামতী যোড়মন্দির ঘরে সর্ব্বদা যোগ সাধনে এবং গুরুমন্ত্র জপে নিযুক্ত থাকিতেন, সুতরাং রাজ্যের ও সংসারের বিভিন্ন কাজ তাঁহার জানার অবকাশ ছিল না। এমন সময়ে এক দিন তিনি গুরু গোরক্ষনাথকে স্মরণ করিলেন। গোরক্ষ বলিলেন, 'নাথ বোলে যুগ বাছা ময়নামতি-রাই। আঠারো বছ্যর তোমার বাল্যোকের পরমাই॥' গোপীচাঁদের সন্ন্যাস —৪পৃঃ। এই কথায় রাণী দুঃখিত হইয়া ভাবিলেন, বৃথাই তিনি স্বামীর পরমায়ু বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন যেহেতু মাণিকচন্দ্রের জীবিত কালেই হয়ত একমাত্র পুত্র গোবিন্দচন্দ্র কালগ্রাসে পতিত হইবেন। রাণী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে পুত্রকে গুরুর সহায়তায় যোগসাধনে দীক্ষিত করিয়া অমরত্বদান করিবেন, কিছুতেই যমাধিকারে যাইতে দিবেন না। এইরূপ চিন্তিত মনে কিছু দিন

পর ময়নামতী গোরক্ষের আশ্রমে উপনীত হইলেন। 'প্রণাম করিয়া তথা বসিলেন মুনি। গোফাতে কহেন নাথ জোগ ব্রহ্মবাণি॥ জোগান্ত বেদান্ত নাথ মুনিকে বুঝা-এ। মুনিঞা মুনির (ময়নামতীর) মোনে আনন্দ বদ-এ॥ গো-চা-সন্ন্যাস ৫ পৃঃ। এ দিকে প্রজাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আমাত্যের প্ররোচনায় মানিকচন্দ্রের পরমায়ু ফুরাইয়া আসিল এবং তিন দিনের জ্বরে রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রাণী ময়নামতাকে অবহেলায়, যোগপথ অবলম্বন না করিয়া রাজা মৃত্যুকে বরণ করিলেন। সংবাদ পাইয়া ময়নামতী সেহাবে উপনীত হইলেন এবং মাণিকচন্দ্রের সঙ্গে সহমরণে অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু যোগাগ্নির শক্তিতে বলবতী রাণীকে চিতানলে ভস্মীভূত করিতে পারিল না। 'জ্বলিয়া উঠিল যখন ব্রহ্ম হুতাশন। নিজ নাম জপে মুনি করিয়া আপন মাণিকচন্দ্র পুড়িয়া হইল ভস্মধূলি। তিতাবস্ত্রে উঠে মুনি নৈঞা ভিজা চুলি।' গো – চাঁরস: ৬ পৃ:।

গোপীচন্দ্র, তাহার মহিষী উদুনা, পদুনা, চন্দনা, ফন্দনা ও বাজ্যের পাত্রমিত্র শোকে আভিভূত হইলেন। রাণী ময়নামতী এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে সংসারের অনিত্যতা, মানবের পরিণতি, গুরু ও ব্রহ্মনামের মহিমা-কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা অমরত্বলাভের জন্য উদ্বোধিত কবিলেন। তাহার পর তাহাকে সিদ্ধ হাড়িপার শিষ্যত্বে ব্রতী করিলেন। এই প্রসঙ্গে পুত্রের প্রতি রাণীর উপদেশ উল্লেখ যোগ্য। 'গুরুভজ নামজপ বাড়িবে আরিবাল। গুরু বিনে জতো দেখ সকল বিফল॥ গুরু আদ্য গুরু অনাদ্য গুরু-করতার গুরু না ভজিলে বাছা সব অন্ধকার॥' 'মায় বোলে বুন পুত্র রাজার কুঙর। জ্ঞান সাধ গুরু ভজ হইবে অমর।' যোগ-সাধনে সিদ্ধিলাভ গুরুর সহায়তা ব্যতীত হয় না। লেখক ফয়জুল্লা বলিতেছেন, 'মোহাশিদ্ধা গোক্ষ ভতি — তাহার স্থানে মএনামন্তি। নিজনামে হইল অমর।' মিন্যাত কানুফা আদি— নিজ নামে জ্ঞান সাধি। অমর হইল জলন্ধর॥' ময়নামতী সেই নাম ও তাহার পরিচয়

পুত্রকে বলিতেছেন, 'নাম ব্রহ্মা মুনি তখন মুষ্টেতে উডিনু। চৈতন্তভূবন বাছা পঁহোকে দেখিনু॥ থাপা দিয়া গুরুদেব ধরিল বাম হাতে। ত্রিধিনিআশোনে নাথ বৈশাইল শাক্ষাতে॥ এক অক্ষরে তিন নাম্ন সর্ব্ব নামের সার। সেহি ব্রহ্মনাম গুরু-মুনাইল তিনবার॥ এক নামে অনন্ত নাম, অনন্তে এক হএ। শেহিশে অজপা নাম গুরুদেবে কএ॥' হাড়মালায় হংস এবং ওঁ তত্ত্ব তুলনীয়। মনকে ঐ নামের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া গুরু-শক্তির প্রয়োজন। কারণ 'উজানি বাহিয়া বাছা নাহি দেও ভঙ্গ। যুগে যুগে থাকিবে পিণ্ডা নঠা না হবে কন্দ॥ বিষম সিকড়ে মনাক (মনকে) বান্ধিয়া রাখিবে। মনাক বান্ধিলে বাছা ভনাইর নাগ্য পাবে॥ এহিত সংসারের মৈর্দ্ধে মনা চাঙ্গাইত বড়। বিপত্তি পাথারে মনা দাগা দিবে দড॥ মোনে রাজা মোনে প্রজা শয়ালের (শৃগালের) বন্দ (বন্ধু)। মোন বান্ধ তন চিন্থ মুন গুপীচন্দ্র॥' হাড় মালায়— মনের কার্য্য তুলনীয়। ওঁকারে মনকে বাঁধিয়া রাখিতে হয়, নতুবা উজান অভিযান ব্যাহত হয়। মনের এই চঞ্চলতার কারণ অর্থ লিপ্সা, বিষয় বাসনা; রমণীর মোহ ইত্যাদি। ময়নামতী বলিতেছেন, 'পুরুশের ধন নৈঞা স্ত্রীরা বেপার করে।

নৈভ্যাত থাকিয়া পুরুশ বেগার খাটি মরে॥ আপোনাব হাল গরু বেগেনা জমি চাশ। আপোন বল ক্ষএ বিচনের করে নাশ। ... ... স্ত্রীসার ভুঞ্জিলে বাছা ভাণ্ড হয় খালি। দিনে দিনে বশাতল পুরুশের গাভুবালি।'

অভিযানে (বায়ু, রস প্রভৃতির উর্দ্ধ গমনে), মন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে পতন অশ্যম্ভাবী। এই জন্য গুরু-শক্তির প্রয়োজন। বিশেষতঃ 'প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু (রস) অনায়াসে উঠে। নামাবার তরে সাধু বিষম সঙ্কটে॥' বিবর্ত্ত বিলাস। রসের উঠা নামা কার্য্য সাধনের উর্দ্ধে উত্তোলন সহজ, কিন্তু নিম্নে পরিচালন কঠিন। এই জন্য গুরুর সহায়তা প্রয়োজন।

যোগপথের ন্যায় শ্রেষ্ঠপথ নাই। রাণী, যোগবলে স্বামীর আয়ু শতবর্ষে পরিণত করিয়াছিলেন, এই উদাহরণ দ্বারাও পুত্রকে যোগপথে উদ্দীপিত

করিলেন। নিরঞ্জনের ঘাটে অর্থাৎ ব্রহ্মদ্বারে পৌঁছাইতে পারিলে যে ত্রিবেণী তীর্থস্নানে রসধারায় অপ্লুত হইয়া জীবাত্মার অমরত্বলাভ ঘটে এবং তদূর্দ্ধে অজপা নামের ধ্বনিতে মনোলয়ে যে ব্রহ্মত্বলাভ ঘটে সেই কথায় রাণী, পুত্র গোপীচন্দ্রকে যোগ সাধনে প্রেরণা জোগাইলেন 'কায়া সাধনেই' তাহা লাভ করা যায় এবং বায়ুই তাহার আশ্রয় এই ইঙ্গিতও গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে আছে। 'সুন বাছা গুপিচন্দ্র যোগের কাহিনী। বাইল সুর্দ্ধ হইলে তার নৌকা না ছো। এ পানি॥ খাকের খাটি পাটি বাছা নৌকা আবের গড়া। পবনে গুণ টানে আত্তোশের মোড়া॥ (দেহতরীর প্রাণ ও অপান বায়ু। তুং—'বাহতু কমলি গগন উবেশে)।' ... ... পাঁচ পণ্ডিত নৈঞা (ক্ষিতি, অপ্, তেজ প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্ব) মন্থুরা বসিছে হিদএ। গ্যান সাধ ধ্যান কর হবে পরিচএ॥ কাণ্ডারী (গুরু) থাকিতে কেনে জাই অন্ন বাটে। বাহিয়া নাগাও নৌকা (প্রাণ ও অপান সহ হংস বা জীবাত্মাকে) নিরাঞ্জনের ঘাটে॥ নিরাঞ্জনের ঘাটে বাছা অমৃত্ত্য ভাণ্ডার, (অমৃতের খনি)। শেহি ঘাটে নাহি বাছা জম অধিকার॥ নিরাঞ্জন বদলে বাছা গুরু পরিমানি। গুরুকে চিহ্নিলে বাছা নিরাঞ্জন চিহ্নি॥ দেহি মৈর্দ্ধে গয়া গঙ্গা ত্রিপিনির ঘাট (তালুমূলে ত্রিপিনির ঘাট)। তাথে স্নান করি রবো শ্রীকলার হাটে॥ শ্রীকলার বাজারে বাছা করো বিকিকিনি। বাছিয়া করো খরিদ অজপা নামের ধুনি॥' দেহাকাশে বায়ু উর্দ্ধগামী হইলে নানাবিধ শব্দ হইতে থাকে, তখন অজপা ধ্বনিতেই মনকে বাঁধিয়া অগ্রসর হইতে হয়। 'মুখে জপ নিজ নাম সুন দুই কানে। বিশ অম্রিত চিহ্ন চিহ্নিঞা মোহাঞ্জনে' সেই পরমস্থানে কিরূপে পৌঁছান যায় এবং অমরত্বলাভ হয়, সে সন্ধান হাড়মালাতে বর্ণিত আছে। উল্লিখিত উদ্ধৃতি বিষয়ে গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৫—৯, ২১, ২৮ এবং ৩০—৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। রাণীর উপদেশে এবং হাড়িপার অলৌকিক কার্য্যে মুগ্ধ গোপীচন্দ্র দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। গোপীচন্দ্র জ্ঞান (যোগসিদ্ধির সন্ধান) পাইলেন বটে কিন্তু অদুনা, পদুনা প্রভৃতি মহিষীর মোহে তাহা

হারাইলেন। একদিন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, যোগমন্ত্রে শুষ্ক জলাশয় বারিপূর্ণ হইল না। এই ক্রোধে ও রাণীদের মন্ত্রণায় তিনি যোগারূঢ় ও বহির্জ্ঞান-লুপ্ত ৺ সিদ্ধ ৺ হাড়িপাকে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে বহু দিন অতীত হইল কিন্তু এ সংবাদ কেহই জানিতে পারিল না। হাড়িপা যোগবলে মৃত্তিকাগর্ভে কায়া রক্ষা করিলেন।

হাড়িপার এইরূপ শাস্তিলাভের ইতিহাস এই,—ভগবতী গৌরী, কৈলাসে এক যজ্ঞের আয়োজন করিয়া সমস্ত সিদ্ধদের তাহাতে আমন্ত্রণ করিলেন। সকলে ভোজনে উপবেশন করিলে, তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য পরীক্ষার জন্য ভবানী নানা বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া মনোহারিণী রূপ ধারণ করিয়া পরিবেশনে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার রূপ দেখিয়া সিদ্ধগণের মন বিচলিত হইল। তখন ভগবতী তাঁহাদের অভিসম্পাত করিলেন। 'নটি লইয়া মিন্নাথ থাকিবে কদলিতে। গোক্ষের সম্প হইল গরু চড়াইতে। ডাহুকার গড়ে কানুফার কাটা জাবে কন্ধ॥ মিকুলে পুতিবে হাড়িফাক রাজা গুপিচন্দ॥' গো চাঁ-স-১১ পৃঃ।

বহুদিন গুরুর সন্ধান না পাইয়া হাড়িপার শিষ্য, সিদ্ধ কানুপা, হাড়িপার সন্ধানে দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণে বাহির হইলেন এবং একদিন পথে গোরক্ষনাথের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল।

গোরক্ষনাথ এক বৃক্ষশাখে দোল্ খাইতেছিলেন। তখন শূন্যগামী কানুপার রথের ছায়া দেখিয়া তিনি উহাকে ধরিয়া আনার জন্য এক বৃক্ষশাখা উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলেন। কিছুক্ষণ উভয়ের শক্তি পরীক্ষা চলিল। অবশেষে গোরক্ষনাথ জয়লাভ করিলে, পরস্পর মিলিত হইলেন এবং গুরুর সংবাদ লাভ করিলেন। 'নাথ বোলে ডাল কুওর আজ্ঞা নিবে। কুন জনা রথে জাএ শিগ্রি ফিরাইবে॥ নাথের আদেশে ডাল করিল গমন। কান্‌ফার রথ জায়া ধরিল তখন॥ ডাল দেখিয়া কান্নাএ পুরিল হুহুঙ্কার। হুহুঙ্কারে হৈল ডাল ছাই আঙ্গার। থাপা দিয়া নাথ সেহি আঙ্গার ধরিল। বটবৃক্ষ করি নাথ তাথে থ্রিজাইল॥ গোশ্বা হইয়া গোক্ষনাথ হুহুঙ্কার ছাড়িল। শূন্যপথে ছিল রথ ভূমিতে নাম্ভিল॥' গো-চ-স--১৪ পৃঃ।

হঠযোগে, অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধিলাভে পঞ্চভূত ও

কালের উপরে যোগীদের যে এইরূপ অলৌকিক ক্ষমতালাভ হয়, নাথসাহিত্যে তাহার উদাহরণ বিরল নহে। কানুপা, গোরক্ষনাথকে তাঁহার গুরু মীননাথ সম্বন্ধে বলিতেছেন—'তোমার গুরু মিনাথ আছে কোদালি সহরে। রাত্রি দিবা থাকে নাথ নটিনিব বাশোরে॥ নটি লইয়া মিন্নাথ হইয়াছে বিভোর। দাড়ি চুল পাকিল অখন জাবে জমঘর॥' গোরক্ষ তদুত্তরে বলিতেছেন, 'মরিয়া থাকে গুরু জদি হাড়ের নাগ্য পাব। হাড়ে ছুঞ্জে জোড়াইয়া গুরুকে জিলাব॥' ঐ ১৬ পৃঃ। কানুপা গোরক্ষনাথের নিকটে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার গুরু হাড়িপা মেহারকুলে মৃত্তিকাগর্ভে অবরুদ্ধ আছেন। তখন উভয়েই স্ব স্ব গুরুকে উদ্ধারের জন্য যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মেহারে উপস্থিত হইয়া কানুপা; রাণী ময়নামতীকে গোবিন্দচন্দ্রের দুষ্কার্য্যের কথা জানাইলে রাণী দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। 'ইভোর শংসাবে জার নাম জলন্ধর। চৌলে করি পিতে পারে শপ্ত এ শাগর॥' ঐ ১৭ পৃঃ। হাড়িপার অন্য নাম জলন্ধর। ময়নামতী ও কানুপার প্রচেষ্টায় হাড়িপার উদ্ধার কার্য্য সংসাধিত হইল।

কানুপা, ময়নামতার প্রার্থনা এবং গোরক্ষনাথের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া হাড়িপার ক্রোধানল হইতে গোপীচন্দ্রের জীবন রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন গোপীচন্দ্রের এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইল। সেই সুবর্ণ নির্ম্মিত গোপীচন্দ্র হাড়িপাকে প্রণাম না করার ফলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তি ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। হাড়িপা গোপীচন্দ্রের দুর্ব্যবহার এবং কানুপার এই কৌশলের কথা সমস্তই যোগবলে জানিতে পারিয়াছিলেন।

'মুনিঞা হাড়িপা শির্দ্ধা হুহুঙ্কার ছাড়িল। শোনার পুথ্যাসি তখন ভষ্ম হৈয়া গেল॥' এইরূপে হাড়িপার ক্রোধানল হইতে গোপীচন্দ্রের জীবন রক্ষিত হইল বটে কিন্তু তাঁহার শিষ্য কানুপার এইরূপ চাতুর্য্যের জন্য তিনি তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন। 'শেবক হইয়া বেটা ভাণ্ডিলে আমারে। তোমার কন্ধ কাটা পড়িবে ডাহুকার গড়ে।' গোপীচাঁ-স-১৯ পৃঃ।

এই অভিশাপে ময়নামতী দুঃখিত হইয়া হাড়িপাকে বন্দনা ও স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া হাড়িপা বলিলেন, শিষ্য বাইল দাদাই তাহাকে উদ্ধার করিবে।

কিছুদিন পর ময়নামতী পুনরায় হাড়িপাকে গোবিন্দচন্দ্রের দীক্ষার জন্য অনুরোধ করিলে, হাড়িপা বলিলেন, 'স্ত্রী লৈয়া সেবা করে সংসারে বসতি। অমর হইতে পারে কি তার শকতি॥ নারি পুরি ছাড়ি যখন হইবে দেশান্তর। সেবক করিয়া তখন করিব অমর॥' ঐ ২০ পৃঃ। রাণী ময়নামতী তাহাতে সম্মত হইলেন।

তিনি পুনরায় পুত্রকে সংসারের অনিত্যতা, মিথ্যা সুখ-দুঃখ, মিথ্যা মোহ, মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা বিষয়ে চৈতন্য সম্পাদন করিলেন এবং মানবের শ্রেয়ঃ, সত্য-লক্ষ্য এবং সার্থকতা যে অমরত্বলাভ তাহা নানা ভাবে তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রয়াস পাইলেন। 'এহি মোনাক (মন) দেখ বাছা বড় মযাজাল। শর্গেত তুলিয়া বাছা নাম্বা এ পাতাল। ... ... ছাড় বাছা বাজ্যপাট আর জতো ভোগ। ছাড়িয়া কামিনির কোল শাধিযা নেহ যোগ॥ যোগ পথ বড়ো পথ জাতে গ্যান পাএ। জমের মুখে ছাই দিয়া চাইব যুগ্য বেড়াই॥'

গোপীচন্দ্র কঠিন পরীক্ষার সম্মুখে উপনীত হইলেন। এক দিকে বিশাল ঐশ্বর্য্য, অতুল প্রভাব, ভোগ, চারি রাণীর প্রেম এবং যৌবন-মদিরার উন্মাদনা; অপর দিকে ময়নামতীর ত্যাগ ও প্রেয়ো বাণী। ইহাই শেষ পর্য্যন্ত অগ্নিমন্ত্রের মত কাজ করিল। প্রবল ও দুর্লঙ্ঘ্য মোহবন্ধন কাটাইয়া গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসী হইলেন।

যখন চারি রাণী উদুনা, পদুনা, চন্দনা ও ফন্দনা দেখিল যে, গুরু হাড়িপা গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করিয়া ঘর-ছাড়া করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন তখন খেতু নামে এক 'নফরের' সাহায্যে তাহারা তাঁহাকে আহার্য্যের সঙ্গে দুই ঘড়া বিষ মিশ্রিত করিয়া দিল। হারিপা সমস্ত গ্রহণ করিলেন কিন্তু তাঁহার কিছুই হইল না। তিনি মৃত্যুর ভাণ করিলে, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিল॥ 'শ্‌ভান্ করি চারি রাণি গেল আপন ঘরে। রাত্রি দিবা ভাসে হারি জলের উপরে॥ শত্তা প্রহর রাত্রি যখন হইল গগণে। শিদ্ধি জল খাইতে হাড়ির পড়িয়া গেল মোনে॥ হুহুঙ্কার করিয়া শির্দ্ধা হুঙ্কার ছাড়িল। শিব নামে ব্রহ্মজ্ঞানে বন্ধন ছুটিল॥ যে শমুদ্রে পাথাল

ছয় মাসে হয় তল। তাহাতে হইল হাড়িব হাটু শমান জল। শেহি গঙ্গাব জলে হাড়ি শ্ তান কবিল। মুন্সবাজ আনিযা তথা শিৰ্দ্ধেব ঝুলি দিল॥ শত্তা-মোন শির্দ্ধেব গুবা নইল বাম হাতে। শত্তা-মোন ধুতুরা মিশাইল তাহাতে॥ শত্তা-মোন কুচিলা নিম একত্র কবিযা। মুখে তুলি দিল হাড়ি শিব নাম জপিযা। শিদ্ধি জল খাযা নাথ খাইল গঙ্গাজল। এক প্রহবেব পথ যুবি পৈল বালিচব॥' গোপী-চাঃ স—৪৫ পৃঃ। সমস্ত বাণী ও প্রজাদেব ক্রন্দন উপেক্ষা কবিযা মাতৃপ্রভাবে গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসী হইলেন। 'এহিরূপে শর্ব্বজনে বৈল এক ঠাঁঞি। পুত্র যুগি কবিবেন মএ-নামন্তি বাই॥ নাপিত আনিঞা বাজাব মস্তক মুবিল। গলে কেথা দিযা মুখে ভূশঙ্গ চডাইল। বগলে বগলি দিল শিঙ্গনাথ গলে। রক্ত চন্দনেব ফোটা পবহাইল কপালে॥ চকমকি পাথব দিল বটুযা আঙ্কারি। ঘোব মেখেলি আব বোঙাশেব খাপুবী॥ গলা এ পবহিতে দিল উদ্রাক্ষেব মাল। কটিতে পবহিতে দিল জোগ বশত্র ছাল॥ কমুচ বিপ্রশন দিল দ্বাদশ দিল হাতে। গুৰু শেবিতে জাএ বাজা মাও মুনিব শাথে।' ৪৮ পৃঃ।

এই গল্পে একদিকে যেরূপ যোগ-সিদ্ধেব অলৌকিক এবং অপূর্ব্ব কাহিনী সমূহ, অপব দিকে তেমনি একমাত্র পুত্র গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাসে ব্রতী কবান বাণী মযনমতীব কৃতিত্ব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয। এই সংসাবেব নশ্ববতা মিথ্যা ভোগ, মিথ্যা বাজৈশ্বর্য্য, রূপসী ভার্য্যাব প্রেম, প্রভৃতি বিষযে গোপীচন্দ্রেব মনে বৈবাগ্য সঞ্চাব, যোগসাধনায জন্ম মৃত্যুব পাশ হইতে মুক্ত হওযা এই পার্থিব দেহই অমবত্ব লাভেব আনন্দে পুত্রকে বদ্ধপবিকব ও পবিচালিত কবান বাঙ্গালী নাবী মযনামতীব চবিত্রকে মহীযান্ কবিযাছে। মাতা চাহেন, পুত্র বিবাহিত জীবনে বহু সন্তানেব জনক হইযা দীর্ঘ জীবন যাপনে তাহাব মুখোজ্জ্বল করুক কিন্তু মযনামতী পুত্রদ্বাবা নিজেব সুখ, গৌবব-প্রতিষ্ঠা কিছুই চাহেন নাই। যাহাতে পুত্র গোপীচন্দ্র এই নশ্বব দেহেই মবণজয়ী হইযা অনন্ত নিববচ্ছিন্ন আত্মাব আনন্দে মগ্ন থাকিতে পাবেন সেই অমৃত পথেব সন্ধানে তাহাকে পবিচালিত কবা কিরূপ নিঃস্বার্থ, অনবদ্য মাতৃ স্নেহ তাহা সহজেই উপলব্ধি হয। নাবীজাতিব ইতিহাসে এরূপ মা এবং এইরূপ বলিষ্ঠ

নারী-চরিত্রের উদাহরণ বিরল। গোপীচন্দ্র বলিতেছেন—'অন্তের মা-ও বোলে বাছা দুধে ভাতে খাও। তুমি মাও বোল বাছা যুগ্নি হৈয়া জাও॥' পরম রূপবতী চারি রাণীর মোহ; মায়াজাল, প্রলোভন, ক্রন্দনকাকুতি এবং বিশাল রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসীবেশ ধারণ করতঃ হাড়িপার সঙ্গে দেশান্তর হইলেন এবং পরিশেষে হাড়িপার নানা প্রকার কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, 'সিদ্ধা' তাহাকে যোগ দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া অমরত্বদান করেন।

ময়নামতীর ন্যায় অত্যুজ্জ্বল, উন্নত এবং সুদৃঢ় চরিত্র-প্রভাবেই কঠোর পণ হইতে কখনও গোপীচন্দ্র বিচলিত হন নাই এবং অমরত্বলাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। নানা প্রকার প্রলোভন তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। 'আবতুল সুকুরে বোলে ভাব অকারণে। কাএা সিদ্ধি হৈল তোমার বেশ্যার কারণে॥' তাহার পর গোপীচন্দ্র, রাজধানী মেহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরম সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

যে যুগে নাথপন্থের সিদ্ধগণ সাধনার প্রকৃত লক্ষ্য ভুলিয়া মানুষের উপর প্রভুত্ব ও অলৌকিকত্বের অহং জ্ঞানে প্রলুব্ধ এবং কামিনীতে আসক্ত হইয়া শ্রেয়ঃ—পথভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, নাথ সাহিত্যের ভিত্তিভূমি তৎকালের ঘটনাবলি। নিম্নলিখিত পদ সমূহে দুর্গার অভিশাপে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

'আপনে বাড়েন চণ্ডি আপনে পরশে। টলিল সিদ্ধার মন ভবানির বেশে॥ টলিল সকল শিদ্ধা জানিল ভোবানি। সকলকে সম্প দিল অসুর ঘাতিনি॥ নাটি লইযা মিন্নাথ থাকিবে কদলিতে। গোক্ষের সম্প হইল গরু চরাইতে॥ ডাহুকার গড়ে কানুফার কাটা জাবে কন্ধ। মিকুলে পুড়িবে হাড়িফাক রাজা গুপিচন্দ॥ নত্তলাক চৌরাশি সৈর্দ্ধে চারিজন ভাজন। চারি সির্দ্ধাক সম্প দেবি দিল অকারণ॥' গোপী চাঃ স-১২ পৃঃ; ঐ, গো—বিজয় ১৮-২৪ পৃঃ। সংক্ষেপে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের বিবরণ বর্ণিত হইল। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বাঙ্গালার বাহিরে বিভিন্ন প্রদেশেও এই কাহিনী নানা ভাবে প্রচলিত আছে।

খ) গুরু মীননাথের উদ্ধার কাহিনী—সৃষ্টির আদিতে অনাদ্য প্রভুর মুখ-কমল হইতে যোগীর বেশে শিব জন্মগ্রহন করিলেন। তাহার পর তাহার নাভি হইতে মীননাথ, হাড় হইতে জলন্ধর বা হাড়িপা, কান হইতে কানুপা, জটা হইতে গোরক্ষনাথ 'সিদ্ধার বেশে' এবং সমস্ত শরীর হইতে নবযৌবন সম্পন্না পরম রূপবতী গৌরী জন্মলাভ করিলেন।

আদ্য তখন সিদ্ধদের জিজ্ঞাসা করিলেন, গৌরীকে কে গ্রহণ করিবে॥ এই কথা শুনিয়া সকলে মস্তক অবনত করিলে, নাথ, হরকে গৌরীর পাণি গ্রহণের নির্দ্দেশ দিলেন। তাহার অনুমতিক্রমে মহাদেব দুর্গাসহ মর্ত্ত্যধামে আগমন করিলেন এবং অপর সিদ্ধগণ, যোগীশ্বর ও কৈলাসবাসিনীর অনুগমন করিলেন।

যোগিগুরু মহাদেব ও অন্যান্য সিদ্ধগণ সমস্ত ভোগ্যবস্তু পরিহার করিয় যোগাচরণে বায়ুভক্ষণ করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 'এহিমতে কতদিন সাধিলেক যোগ। বাহু (বায়ু) ভক্ষি রহিলেক তেজি উপভোগ।' গো বিজয়—১০ পৃ:। মীননাথ ও হাড়িপা হরগৌরীর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ এবং হাড়িপার শিষ্য কানুপা স্ব স্ব গুরুর পরিচর্য্যায় অনুরক্ত রহিলেন।

একদিন যোগধ্যান ভঙ্গ করিয়া দুরন্ত কাম মহাদেবকে পীড়িত করিলে শিব ও শক্তি একত্র মিলিত হইলেন।

ভগবতী মহাদেবের গলদেশে একটি হাড়মালা দেখিতে পাইয়া পশুপতিকে উহা ধারণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন যে, মহামায়া পুন: পুন: জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তে পতিত হইতেছেন, এবং প্রতিবার মৃত্যুর শোকচিহ্ন স্বরূপ স্বয়ম্ভু তাঁহার এক খানি করিয়া হাড় কণ্ঠে ধারণ করিতেছেন। এইরূপে হাড়মালা তাঁহার গলায় শোভা পাইয়া আসিতেছে। 'কণ্ঠে কেনে তোমার 'হাড়ের ধর মালা। ঝলমল করে যে জলদ উজালা। মহাদেবে বোলে তুমি কহিয়াছ ভাল। তত্ত্বকথা কহি আমি শুনহ তৎকাল।'

সপ্তবার মর যদি হত্ত সপ্তবার। একবার মর তুমি একখানি হাড়॥ তোমার সন্তাপ হয় নিসানী আমার। এই কহিলাম প্রিয়া সুন তত্ত্ব সার॥ তুদ্মি কেনে তর গোসাঞি আদ্মি কেনে মরি। হেন তত্ত্ব কহ দেব জোগে জোগে তরি॥' গো-বিজয়—১২ পৃঃ। ইহার সঙ্গে 'হাড়মালার' অবতরণিকায় হরপার্ব্বতীর প্রশ্নোত্তর তুলনীয়। অতঃপর পুনঃ পুনঃ দেবীর অনুরোধে মহাদেব তাঁহার অমরত্বের কারণ স্বরূপ যোগতত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য ভবানী সহ ক্ষিরোদ সাগরের মনোহর টঙ্গিতে গমন করিলেন। এদিকে মীননাথ মহাজ্ঞান (যোগসন্ধান) জানিবার জন্য মৎস্যরূপে জলটঙ্গির নিম্নভাগে গোপনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিদ্রাবিষ্ট মহাদেবী যোগসঙ্কেত বিশেষ জানিতে পারিলেন না। কিন্তু মীননাথ তাহা শুনিতে পাইলেন।

জলটঙ্গির নিম্নভাগে হুঙ্কার শব্দ শুনিয়া বিশ্বনাথ, মীনকে দেখিতে পাইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মহাজ্ঞান বিস্মরণের জন্যে তাহাকে অভিশাপ দিলেন। অতঃপর যোগিগুরু স্বয়ম্ভু গৌরীসহ কৈলাসে গমন করিলে, পূর্ব্বদেশে হাড়িপা দক্ষিণে কানুপা, উত্তরে মীননাথ এবং পশ্চিমে গোরক্ষনাথ যোগধ্যানে বহির্গত হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতিত হইলে একদিন ভবাণী মহেশ্বরকে বলিলেন যে, সিদ্ধদেব সৃষ্টিরক্ষার্থ গৃহবাসে অনুমতি প্রদান করা বিধেয়। যোগীন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন যে, সিদ্ধগণ কাম-ক্রোধ-লোভ প্রভৃতি রিপুর অতিত, সুতরাং তাহাদের এ নির্দ্দেশ অপ্রাসঙ্গিক। মহাদেবি বলিলেন, সিদ্ধগণ কেহই রিপুকে জয় করিতে পারেন নাই। ইহার পরিক্ষা স্বরূপ যোগীশ্বরের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদের জন্য একদিন সমস্ত সিদ্ধদের কৈলাসে আহ্বান করা হইলে, শঙ্করী ভুবন-মোহিনী রূপ ধারণ করিয়া সকলকে ভোজনে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। দেবীর রূপ দেখিয়া গোরক্ষনাথ ব্যতীত অন্য সিদ্ধগণ কামবাণে বিদ্ধ হইলেন। মহামায়া ইহা জানিতে পারিয়া তাহাদের অভিশম্পাত করিলেন। এইরূপে নাথসিদ্ধগণের পতন হইল। 'কল্পিলেক মীননাথ মনে আশা করি। ত্রিজগতে পাই যদি এমন সুন্দরী॥... ... ... এবমস্তু বলি দেবী পাইলা এহি বর। কদলির দেশে তুদ্মি চলহ সত্বর॥ সোল সয় কদলি লইয়া তুদ্মি কর কেলি। কদলির রাজা হইবা

ঝাটে যাও চলি ॥' ... ... 'হাসিয়া বোলেন দেবী পাইলা এহি বর। হাড়ি রূপ ধরি যাও ময়নামতী ঘর। হাতে ঝাড়ু লও তুহ্মি কাঁধে ত কোদাল। চলহ আহ্মার আজ্ঞা এ বর পাইলা ভাল ॥' ... ... 'অঙ্গিকার কৈলা দেবী মনে বিমর্ষিয়া। তুরমানে চলি যাও ডাহুকা হৈয়া ॥ জেমত মাগিলা তবে তেমত পাইলা বর। আনন্দ কব গিয়া রমণীর ঘর ॥ গাভুর সিদ্ধাকে বলিলেন, 'আজ্ঞা দিলা ভবাণী পাইলা তুহ্মি আশ। বর পাইলা চল তুহ্মি সত মা এর পাস ॥ সত মা এ ভজিব তোরে দেখিয়া জোয়ান। তাহাব কাবণে তোহ্মি পাইবা অপমান ॥' শুধু গোরক্ষনাথ দেবীর রূপ দেখিয়া নির্ব্বিকাব ছিলেন এবং মাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ হইলেন। 'মলমূত্র সহে মোর পাছে কাখে কোলে। তান সঙ্গে অন্নখাই থাকি কুতুহলে ॥ গোর্খের বচন শুনিয়া সুরেশ্বরী। অবশ্য ছলিমু তোরে আর-রূপ ধরি ॥' গো-বিজয় ২০-২২ পৃঃ। ইহার পর সিদ্ধগণ নির্দ্দিষ্টস্থানে গমন করিয়া অভিশপ্ত জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। মেহারকুল নগরে রাণী ময়নামতীর গৃহে হাড়িপাব অবরোধ ও অলৌকিক কার্য্য সমূহ গোপীচাঁদেব সন্ন্যাসে বা ময়নামতীর পদগাঁথায় বর্ণিত হইয়াছে।

এদিকে গৌরীর অভিশাপে মীননাথ কদলিনগরে গমন করিয়া ষোলশত রমণীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়া হতজ্ঞান হইলেন। 'মীননাথ চলি গেল কদলির দেশ। কদলি দেশে জুবতি সব প্রজা। স্ত্রীরাজ্য (কামরূপ?) হএ সে জে স্ত্রী হএ রাজা। মনুষ্য গমনে তবে তথাতে গমন। ছিঙ্গার করিব জপ কদলিরগণ। দেখিয়া কদলির রূপ মীন পড়ে ভোলে। জেন সরোবরে গিয়া হংস জেন (সব) মিলে ॥' গো-বি-২৪ পৃঃ। এইরূপে মীননাথ কদলিতে মঙ্গলা, কমলা প্রভৃতি রূপসী রমণীদের সঙ্গে কামরসে মত্ত হইয়া সমস্ত যোগবল হারাইলেন। মহাদেবী নামে এক নারীর গর্ভে তাহার বিন্দুনাথ নামে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। 'তেজিল গুরুর বোল্—সব হইয়া গেল ভোল; কামরসে মগ্ন হইয়া মতি। সকল যুবতীগণ—কামরসে অনুক্ষণ, কাম বিনে আর নাই গতি ॥' গো-বি-২৯ পৃঃ। এখানে ইহা উল্লেখ যোগ্য যে, শৈলসুতা গোরক্ষনাথের যোগবল পরীক্ষার জন্য নানারূপে কামযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

কিন্তু কোন প্রকারেই 'সিদ্ধাকে' পরাভূত করিতে পারেন নাই।

একদিন মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ বিজয় নগরের নিকটে বকুলতলায় ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে সিদ্ধ কানুফার সঙ্গে তাঁহার দেখা হইলে, তিনি কদলি নগরে তাঁহার গুরু মীননাথের অধঃপতনের সংবাদ জানিতে পারিয়া বিস্মিত হইলেন। কানুপার নিকটে গুরুর পরমায়ু মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট আছে জানিয়া তিনি যমের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং যোগবলে তাহাকে পরাভূত করিয়া গুরুর আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত করিলেন। গোরক্ষ বলিতেছেন—'গুরু নামে কাটা দি আইলুম যমপুরী। এরাইলুম সিদ্ধার খোটা রাখিলুম সঙ্গরি॥ গো-বিজয়-৪৮ পৃঃ। ইহার পর গোরক্ষনাথের যোগীবেশ ধারণ, কদলি অভিযান, কদলি নগরে রূপবতী নারীদের ঈর্ষ্যা, হিংসা, ভীতি, ছলনা উপেক্ষা করতঃ কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গুরুকে নানা কৌশলে উদ্ধার, প্রভৃতি কাহিনী খুবই উপভোগ্য।

গুরুর উদ্ধারের জন্য যতি গোরক্ষনাথ, শিষ্য-লঙ্গ মহালঙ্গ সহ শূন্য-পথে কদলির উপরে উপনীত হইলেন। 'নাথ কহে সুন কহি মোহালঙ্গ ভাই। গুরুরে আনিব আম্মি জোগিরূপে জাই॥ এ বলিয়া জতিনাথে আসন করিল। লঙ্গ মহালঙ্গ দুই সংহতি লইল॥ আসন করিয়া নাথ শূন্যে কৈল ভর। সাচন উড় এ জেন গগন উপর॥ চলিতে চলিতে নাথে গগনেত জাএ। গগনে থাকিয়া নাথ কুতুহলে চাহে॥ আলগ আসন নাথ জাএ ধিরে ধিরে॥ চন্দ্র সূর্য্য জেন মত পৃথিবী বেহারে॥ আকাশ হইতে কদলির দৃশ্য নাথের দৃষ্টি গোচর হইল। 'বত্নমণি পতাকা দেখে প্রতি ঘর চালে। আড়ে আড়ে চাহে নাথ শূন্যে ভর করি। মঙ্গল বিধানে দেখে কদলির পুরি॥ একে একে গোর্খনাথে সর্ব্বরাজ্য চাহে। অগুরু চন্দন গন্ধ সর্ব্বরাজ্যে পা-এ॥ নাথে বোলে এহি রাজ্য বড় হএ ভালা। চারি কড়া কড়ি বিকা এ চন্দনের তোলা॥ লোকের পিধন পাটের পাছড়া। প্রতিঘর চালে দেখে সোনার কোমড়া॥ কার পখরির পানি কেহ নাহি খা-এ। মনি মাণিক্য তারা রৌদ্রেতে সুখাএ॥ এক রাউলের ঘরে দুই চারি মাই। সোল সয় কদলি একলা মিনর ঠাই॥

স্থানে স্থানে দেখে সব অমরা নগর। সকল নগরে দেখে উচ্চ উচ্চ ঘর। সুবর্ণের ঘর সব পতাকা-রচিত। সকল দেশের লোক রত্নেন ভূসিত।। রাজ্যের সকল দেখে তার ভাল রঙ্গ। প্রতিঘর দ্বারে দেখে হিরণ্যের টঙ্গ।।' ইত্যাদি গো-বি-৫৩-৫৫ পৃঃ। ইহাতে কদলি নগরের বৈভবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ধীরে ধীরে গোরক্ষনাথ শূন্য হইতে কদলি নগরে অবতরণ করিলেন। সেখানে এক বকুল-তলে কদলি দেশের এক নারীর সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল এবং তিনি জানিতে পারিলেন যে, সে রাজ্যে স্ত্রীলোক ব্যতীত পুরুষের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। ঐ কদলির রমণী গোরক্ষনাথকে নানারূপে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিলে, তাহার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইল।

'গাভুর জোগিয়া তুম্মি—জোয়ান জোগিনি আম্মি
জেবা থাকে করিমু বেবহার।
তবে সে সমাজে জাইবা—মদের ঘটি আগে পাইবা।
কথা কহিবা দুই হাত লাড়ি।
নয়ানে নয়ানে চাহ—হাত লাড়ি কথা কহ।
চল জোগি আম্মার জে বাড়ি।' গো-বি-৬৬, ৬৭ পৃঃ।

গোরক্ষ বিজয়ে তৎকালের লোকযাত্রানির্ব্বাহ, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম এবং ভোগবিলাসের এক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। গোরক্ষনাথ কামাতুর 'কদলির মাইকে' প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভীতিপ্রদর্শন করিলে, সে প্রস্থান করিল। 'ফিরি ফিরি আইসে কেন বুগীব ঝিয়াই। সাক্ষী হৈয় দেবধর্ম্ম সাক্ষী হৈয় তুমি। দণ্ড বারি মারি পাও ভাঙ্গি দিব আমি। নিঠুর বচন সুনি জোগিনি চলিল। ততক্ষণে গোর্খনাথ আসন উঠাইল। ঐ ৭৪ পৃঃ।

এই রূপে বিবিধ প্রলোভন এবং বহু বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যতিনাথ রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া সিঙ্গাতে ধ্বনি করিলেন। 'থুত থুত করি দিল সিঙ্গাতে নাদয়। চমকিত হইল তবে মীননাথের গাত্র।' ঐ ৭৪ পৃঃ। সেখানে মঙ্গলা, কমলা প্রভৃতি রূপসী ও হিংসাপরায়ণা মহীষীদের ক্রোধ,

ভীতি এবং শাসন উপেক্ষা করিয়া মনোহর নটী বেশধারী গোরক্ষনাথ নৃত্য সহকারে এবং মাদল সঙ্কেতে মোহমুগ্ধ গুরু মীননাথের চৈতন্যসম্পাদনে প্রয়াস পাইলেন। গোরক্ষনাথ বলিতেছেন—'গাইন গুনিন নানা-দেসেত বেড়া এ। এমত অধর্ম্ম দেসে লোক নাহি যাএ। মীনের সভাত য়াইলুম নাট করিবারে। থাউক করিব নাট মারিয়া খেদাএ মোরে॥ ক্রোধ করি যতিনাথ মাদলে দিল সান। সুন সুন মীননাথ কর অবধান॥' ঐ ৮৭ পৃঃ।

'নাচেন্ত (ন্তে) গোর্খনাথ শূন্যে করি ভর। মাটীতে না লাগে পাও আস্‌গা উপর॥ কায়া-সাধ কায়া সাধ গুরু মোচন্দর। তুমি গুরু মোচন্দর জগত ঈশ্বর। মাদলের তাল শুনি ভোলে মীন জাএ। মাদলের রাএ কেনে গুরু মোরে কহে॥ ঐ ৯৯ পৃঃ।

যতিনাথ গুরুকে রমণী-সঙ্গে যে দেহ রসহীন শুষ্ক তরুর ন্যায় হইয়া যোগসাধনে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে তাহার কথা মাদল সঙ্কেতে কহিলেন। গুরু তদুত্তরে মহাদেবের কথা উল্লেখ করিলেন। যতিনাথ বলিলেন, শিব অনাদিনিধন মহাযোগী, যোগতত্ত্ব কখনও তিনি বিস্মৃত হন না। তাঁহার সঙ্গে গুরুর তুলনা হয় না। এ বিষয়ে গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তর উল্লেখ যোগ্য।

গোরক্ষনাথ—'জ্ঞান (জ্ঞান) তেজি পাইলা গুরু কদলির মাত্তা। আগে মিঠা পাছে তিতা সুন তার কথা॥ কামেত পীড়িত হইলা দেখিয়া জুবতি। জীবন সংশয় হইল এবে কোন গতি॥ মুখ হোতে লোট পড়ে কর্ণের পড়ে পুষ। মেরু দাড় ভাঙ্গিল গুরু হইলেক শুষ॥ ... ... ভাণ্ডার সুখাইল (গুরু) গুণে খাইল পালা। গৃহ ভাঙ্গি গেলে পুনি ঘর হইব খোলা॥' ঐ ১০৯—১১০ পৃঃ।

মীননাথ—'জন্মিলে মরণ য়াছে কহিল নিশ্চয়। মাগিয়া খাইতে মোর সক্তি নাহি হএ॥ মোর গুরু মোহাদেব জগত ঈশ্বর। গঙ্গা গৌরী দুই নারী থাকে নিরন্তর। য়ার দুই নারী তার সাক্ষাতে দিগম্বর। হেনরূপে করে গুরু কেলি কুতুহল॥' ঐ ১১১ পৃঃ।

গোরক্ষনাথ—'হর মনিস্য নহে অনাদি নিধন। ভাবি আ দেখহ গুরু তুহ্মি কোন জন॥' ঐ ১১২ পৃঃ। এইরূপে গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তরে মোহ-গু

মুক্তির সংগ্রাম চলিল। তাহার পর নানা প্রকার যোগসঙ্কেতে গোরক্ষনাথ, যোগভ্রান্ত গুরু মীননাথের চৈতন্ত সম্পাদন করিতে লাগিলেন। প্রথমেই নাথ, গুরুকে 'চারিচন্দ্রের সাধনের' কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন।

'আ এ গুরু চারিচন্দ্র সরিরে হএ—সঙ্গেত ব্যাপিত রএ; তাহারে সাধিলে পরিত্রাণ। আদিচন্দ্র নিজ চন্দ্র,—উন্মত্ত গরল চন্দ্র; এই চারি সংসার ব্যাপন। আএ গুরু, আদিচন্দ্র কর স্থিতি—নিজচন্দ্র সমাহিতি; উন্মত্ত চন্দ্র কবিআ সন্ধান। তিন চন্দ্র সম্বরিয়া—আপনা...দিয়া; গরল জে চন্দ্র কর পান॥ তিন চন্দ্র সম্বরিয়া—গরল চন্দ্র ভক্ষিয়া; তবেত সকল রক্ষা পাএ॥ আএ গুরু, উলটিয়া জোগ ধর—কায়া তোম্মার স্থির কর। নিজ মন্ত্র (অর্থ্যাৎ ওঁ) করহ স্মোরণ। উলটীয়া আপনা—ত্রিপিনি দে অ জে স্থানা (থানা); খাল জোব ভরিতে কারণ॥ গোরক্ষ বিজয়-১১২-১১৫ পৃঃ।

আদি-বা আগ্ত-চন্দ্র, সহস্রার পদ্মমূলে যোনিস্থিত চন্দ্র। নিজচন্দ্র—রস, তন্ত্রমতে কুণ্ডলিনী। উন্মত্ত চন্দ্র-মন, বায়ু। গরল চন্দ্র—অমৃত। ইহার পাঠান্তর এইরূপ—"আদিচন্দ্রে কর-স্থিতি--নিজচন্দ্র সামাত্ত তথি। উন্মত্ত যে করিয়া বন্ধন।" উন্মত্ত 'মনের'ই অপর নাম। নিম্নলিখিত পদ সমূহ এ বিষয়ে তুলনীয়। শ্রীমচ্ছিন্দ্র উবাচ—অবধূত, 'রবি অমাবশ্যা চন্দ্র স্থপূরিয়া। অধে রহে মহারস উর্দ্ধে লহ ধরিয়া॥ গগন স্থানে মন উন্মত্ত রহিয়ে। গোর্খে পুজেত মচ্ছেন্দ্র কহিয়ে॥' মজদিলনাথ বাচ, অবধূ! 'রবি অমাবশ্যা চন্দ্র পরিজেয়া। অর্দ্ধে মহারস উর্দ্ধে চালায়ে॥ গগন স্থানে রুনিপুনি রহে। পুজে গোর্খে মজদলি কহে।' 'শিষ্যগুরু সংবাদ' হইতে উদ্ধৃত। প্রাণায়াম প্রভাবে প্রাণ-বায়ুকে দেহে আবদ্ধ করিয়া, তাহার প্রভাবে নিজচন্দ্রকে (রসকে), উর্দ্ধে আকর্ষন করিয়া আকাশের চন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করিতে হইবে, এই তাৎপর্য্য। উর্দ্ধ-গমনে রস অমৃতে পরিণত হয়। আকাশের চন্দ্র তথা সহস্রার সংশ্লিষ্ট সেই গরল চন্দ্র (অমৃত) পান করিতে হইবে। বায়ুর সঙ্গে মন যে আবদ্ধ হইবে তাহা পুর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। হাড়মালাতে আছে——

'উর্দ্ধমুখে যায় বায়ু মাথে করি চন্দ্র, ইত্যাদি।' মন, বায়ু, অমৃত প্রভৃতিকে দশমী দ্বারের উর্দ্ধে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, ওঁ ধ্যানে রত

থাকিতে হইবে এবং যাহাতে উক্ত প্রবাহ সমূহ নিম্নগামী না হয় সে জন্য ত্রিবেণীর দ্বারে পাহাড়া দিতে হইবে। শুধু যে গরলচন্দ্র পান তাহা নহে, ওঁ ধ্যানও করিতে হইবে। 'গ্যান শাধ ধ্যান কর হবে পরিচএ'। গোপী-চাঁ-স ৩১ পৃঃ। 'পরম নিচল মধ্যে ধ্যান কর বসি।' গো-বিজয়-১৫০ পৃঃ। গরল চন্দ্র (অমৃত) দ্বারা দেহ ও মনকে পরিশোধিত ও সঞ্জীবিত করিয়া সিদ্ধদেহে জীবন্মুক্ত হওয়া কাম্য।

হাড়মালাতেও 'চন্দ্র ভেদের' প্রসঙ্গ শেষ হওয়ার পরই ওঁ তত্ত্ব ও শূন্যতত্ত্ব প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। এই জন্য হাড়মালাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমে চন্দ্র ভেদ দ্বারা অমৃত পানে সিদ্ধদেহে জীবন্মুক্তির প্রসঙ্গ, ও ওঙ্কার সাধনে পরামুক্তির সন্ধান।

সুতরাং দেখা যায় যে, শুধু হটযোগই নহে, রাজযোগও (Yoga of meditation) নাথদের আচরণীয়। দেহের চিন্ময়ত্ব সাধনের (Dematerialisation and Transubstantiation of material body) উপরেও একটি অবস্থা আছে। উহা শুধু কায়িক প্রক্রিয়া দ্বারা লাভ করা যায় না। ওঙ্কার আশ্রয়ে এই শূন্যময়ত্বলাভে মনের কাজই বেশী।

চন্দ্রসাধনে দেহরক্ষা ও অমরত্বলাভের ইঙ্গিত যোগশঙ্করের কালান্তক বিচারেও আছে। 'চারি চন্দ্র বন্ধ করে আগমের সার। শরীরে না রহে পীড়া জন্মমৃত্যু আর। অষ্টাদশ আগম আছে জ্ঞানের প্রধান। চারি চন্দ্র ভেদ করে জ্যোতিগুরু বুধ নাম। অনলে পুড়িলে আগম মনে কাটে মলা। অমর হইবে কল্প না ছুটিবে কলা॥ চারি চন্দ্র ভেদ যদি জোড় মনে করে। না রহিবে রোগ পীড়া মৃত্যু পলায় ডরে। নিজ চন্দ্র ভেদ যদি করিবারে পারে। ঘর হইতে পঞ্চ আত্মা কভু নাহি নড়ে॥' এ বিষয়ে বাউল গানে বর্ণনা এইরূপ, 'এ ব্রহ্মাণ্ডে একটি চন্দ্র আকাশে বিরাজে। সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র আছে দেহ-ঘরের মাঝে। চন্দ্র মণ্ডল হইতে হয় বিগলিত সুধা। সে সুধা খাইলে জীবের নাহি রয় ক্ষুধা। চব্বিশ চন্দ্রের চারি চন্দ্র সাধন করে যেই। ব্যাধি-মুক্ত নিত্য দেহ লাভ করে সেই॥' দীন শরতের বাউল গান—২৫ পৃঃ। দেহের সারাংশ রসকে অক্ষয় করিয়া রক্ষা করা ও তাহা দ্বারা সিদ্ধদেহ প্রাপ্তিতে অমরত্বলাভের

সন্ধান, চন্দ্র-সাধন প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু এই সঙ্কেতেও গুরুর জাগরণ হইল না। মীননাথ কহিলেন, 'চলিতে না পারি আহ্মি গাএ নাহি বল। কেমনে য়ানিব বল জোগ এ সকল॥ মাগিতে নারিমু য়ার ঘরে ঘরে যাই। ফদলিব বাজা আহ্মি ঈশ্বর মিনাই।' গো বিজয়। ইহার সঙ্গে ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্রকে মোহ-বন্ধন হইতে মুক্ত করার প্রয়াস তুলনীয়। কাম ও প্রেম, মোহ ও মুক্তির সংগ্রাম এই সংসারে মানবের চিরন্তন বেদনা। গুরুর অবস্থা চিন্তা করিয়া এইবার যতিনাথ, যোগ পরিচয়-চারি প্রহর চৈতন্যের কাজ, বার ও মাস প্রসঙ্গ এবং একত্রিশটি প্রশ্ন প্রভৃতি সঙ্কেতে দ্বারা গুরুকে প্রবুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলেন। গোরক্ষনাথ বলিতেছেন—'মুখখানি ছাল গুরু জিহ্বাখানি ফাল। অমর পাটনে গেল যেতে করে হাল।' খেচরি মুদ্রা দ্বারা জিহ্বাকে বক্রভাবে উল্টাইয়া তালু-ছিদ্রপথে ত্রিবেণীর দ্বার পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইলে অমৃত আস্বাদে সিদ্ধদেহ লাভ হয়। গোরক্ষ, গুরু মীননাথকে সেই সাধন-সন্ধানের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন।

চারি প্রহর চৈতন্যের কাজ এইরূপ—'প্রথম প্রহর রাত্রি আলস্য বিস্তর। আতুর তাহাতে নিদ্রা সদা বসি করে। ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই উজান বাহিয়া। আনন্দে সুনহ ধ্বনি চৈতন্য রহিয়া॥ দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি কাল নিদ্রা ঘোর। ওজনের তৈল মাপি লই জাএ চোর। উজন ভাঙ্গিয়া কর আমনেতে মন। তবে সে রহিব গুরু অমূল্য রতন॥ গো-বি, ১৩৮-১৩৯ পৃ:। প্রথম প্রহরে ইড়া ও পিঙ্গলায় প্রবহমান বায়ুর সঙ্গে হৃদয়ে যে অজপা ধ্বনি হয়, তাহাতে মনকে নিবিষ্ট করিতে হইবে। দ্বিতীয় প্রহরে আমনেতে— (আ-মন অর্থাৎ মন রহিত—শূন্য) শূন্য ধ্যানে রত থাকিতে হইবে। তৈল-পবন এবং চোর-মন। দ্বিতীয় প্রহরে নিদ্রা ও আলস্য মনকে খুবই অভিভূত করে। মন সাধনা-লব্ধ পবনকে হরণ করিতে চায়। এ সময়ে বায়ু সাধান বিহিত নহে। যাহাতে চৈতন্য ভঙ্গ না হয় এবং ধ্বনি হইতে মনের বিচ্যুতি না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোন চক্র হইতে চক্রান্তরে গমনে ঐ ধ্বনিতে মনকে বাঁধিয়া অগ্রসর হইতে হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট চক্রে অবস্থানে-ও ধ্বনিই

রজ্জু স্বরূপ, নতুবা অধোগতির আশঙ্কা থাকে। তুং—মন মল্লিকা হয় তৈল হয় পবন। চৈতন্য সলিতা দিয়া চালায় মনে মন। নিগম সপ্তক। 'গ গণে উঠি চরই আমন ধ্যান।' বৌদ্ধ গান ও দোহা। তৃতীয় প্রহরে আত্মা পরিচয়। 'তৃতীয় প্রহর রাত্রি অতি নিদ্রা ঘোর। তখনে বুঝিতে পারে জ্ঞানের প্রসর। যেই নিদ্রা সেই কাল জানিয় নিশ্চয়। সদগুরু ভজিলে (গুরু) আত্মা পরিচয়। এই সময়ে গভীর নিদ্রা-স্বরূপ কাল যোগীকে গাঢ় ভাবে অভিভূত করে। নিদ্রাভিভূত হইলে যোগভ্রষ্ট হইতে হয়, এই জন্য ব্রহ্মধ্যানে চৈতন্যকে জাগ্রত রাখা বিধেয়। চতুর্থ প্রহরে প্রকৃত যোগের কাজ। তখন বায়ু-সাধনে দশমী দ্বার ভেদ করিয়া অধঃস্থিত রসকে ঊর্দ্ধে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত উঠাউয়া ঐ অমৃত-ভাণ্ড পূর্ণ করিতে হইবে। উহা দ্বারা দেহ ও মন আপ্লুত করিয়া ব্যাধিশূন্য নিত্যদেহ লাভের বিষয় কথিত হইতেছে। 'চতুর্থ প্রহর নিশি রাত্রি অবসেস। কর্ম্ম চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞান থাকি নিজ দেশ। জ্ঞাননাথে কহে চৈতন্য চারি প্রহর। ভেদিয়া দশমী দ্বার খালোজোর ভব। ... ... কায়া জালা কামিনী যে সাজাইয়া সাজে। শ্রীমন্দিরেব হাটের ধ্বনি (হংস-সোঽহং হং-ওঁ) বাজাইলে বাজে।' গো-বি-১৩৯ পৃঃ। কায়া এবং কামিনী উভয়কে সাজাইলে সজ্জিত হয়।

বার প্রসঙ্গ—'শুক্রবারে বহে বায়ু শুদ্ধ চিত্ত জ্ঞান। গঙ্গা যমুনা দুই ধর এ উজান। ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই সুমেরুর জোবা। মৈত্র খানি আনিয়া যে বন্দি কর চোরা।' বিভিন্ন বারে ইড়া ও পিঙ্গলায় প্রবহমান বায়ুর গতির শক্তি অনুযায়ী যোগ সাধনের ইঙ্গিত বার-তত্ত্বে কথিত হইয়াছে। এ বিষয়ে পবনবিজয়স্বরোদয়ে উল্লেখ আছে। এই বারে বায়ুর ঊর্দ্ধগতি সহজ সাধ্য সুতরাং যোগসাধনার পক্ষে প্রশস্ত; ইড়া-পিঙ্গলার মিলন স্থান মূলাধার বা আজ্ঞাপদ্ম। বায়ু ও মনকে কুম্ভক সহযোগে মূলাধার পদ্মে আবদ্ধ করার কথা বলা হইল। ইহা যোগ সাধনের প্রথম অবস্থা। 'শনিবারে বহে বায়ু শূন্যে মহাতিথি। পূর্ব্বে উলে ভাস্কর পশ্চিমে জ্বলে বাতি। নিবিতে না দিও বাতি জ্বাল মনে মন। আজুকা ছাপাই রাখ অমূল্য রতন।' শনিবারে পিঙ্গলায় অর্থাৎ ডান নাসায় বায়ুর (শ্বাস প্রশ্বাসের) কাজ প্রবল হয়। ইহা

বুঝিয়া উর্দ্ধ-সাধন বিধেয়। পূর্ব্বে উলে ভাস্কর, পশ্চিমে জলে বাত্তি—পিঙ্গলা নাড়ী সূর্য্য স্বরূপ এবং ইড়া নাড়ী চন্দ্র স্বরূপ। দ্বিতীয় পথে স্বাধিষ্ঠানে অগ্নি; উহাকে চন্দ্রসূর্য্য স্বরূপ-প্রাণাপানের সংযুক্ত প্রবাহের প্রয়োগে প্রজ্বলিত রাখার কথা বলা হইতেছে। অগ্নি মন্দীভূত হইলে, উর্দ্ধগতি ব্যাহত হয় এবং অগ্নিই রসকে রক্ষা করে।

'রবিবার বহে বায়ু লৈয়া আস্ত মূল। আগুন পানিয়ে গুরু এক সমতুল। আগুন পানিয়ে যদি হএ মিলামিলি। নিবি জাইব আগুনি রইয়া জাইব ছালি।' রবিবারে দক্ষিণ নাসিকায় বায়ুর কাজ প্রবল থাকে। ইহা বুঝিয়া সংযুক্ত বায়ু প্রবাহকে উর্দ্ধে পরিচালিত করিয়া অগ্নিকে সঞ্জীবিত রাখিতে হইবে। মনিপুর অর্থাৎ নাভিপদ্মে রস ও অগ্নির প্রভাব সমতুল্য। কিন্তু অগ্নিকেই প্রবল রাখা প্রয়োজন। আস্তমূল—রস; উহাকে লইয়া বায়ু উর্দ্ধমুখে প্রবাহিত হইলে অগ্নির প্রাধান্য লক্ষণীয়। আবার রস, অগ্নির সমতাও বিধান করে। ইহা যোগসাধনের তৃতীয় অবস্থা। যোগাগ্নির সাম্যের জন্য রসের উপযোগিতা অপরিহার্য্য।

'সোমবারে বহে বায়ু সহজ সঙ্গিত। শ্রীগোসাঁর হাটের বাদ্য বাজে বিপরীত॥ ঝুমুকে ঝুমুকে বাদ্য বাজে নানা ধ্বনি। ইন্দ্রের ভুবনে বাজে শূন্যে মহামুনি॥' ইহা চতুর্থ অবস্থা। চতুর্থ পদ্ম অনাহতে হংস ধ্বনি হয়। সুষুম্নাপথে বায়ু অনাহতে উত্থিত হইলে, ঐ ধ্বনি সোঽহং এ পরিণত হয়। তুং—'পবনে গগনে প্রাপ্তে ধ্বনিরুৎপদ্যতে মহান্।' 'মঙ্গলবারে বহে বায়ু জুড়িয়া মঙ্গলা। খেমাইরে অঙ্কুশ দিয়া মনারে পাগলা॥ গগনেতে মত্ত হস্তী ছুটে নিরন্তর। ছান্দিয়া বান্দিয়া রাখ, (হস্তী) মন্দির ভিতর। ইহা যোগসাধনের পঞ্চম অবস্থা। দেহ-স্বর্গে যোগনিরোধ দ্বারা ওঁ ধ্বনির সঙ্গে প্রমত্ত মন—জীবাত্মার; রস, পবন প্রভৃতি ভূতাত্মাকে বন্ধন করিতে হইবে। বুধবারে ইড়াতে অর্থাৎ বাম নাসিকায় বায়ু চলাচল বেশী হয়। তখন আজ্ঞাপদ্মে বঙ্কণালী শোষণ, উহাকে উর্দ্ধমুখী করার কথা বলা হইল। পিঙ্গলাতে বায়ু চলাচল বেশী হইলে রস-ক্রিয়া প্রশস্ত নহে। 'বুধবারে বয়ে বায়ু বোঝ জাপে আপ্, ফিরিয়া খেলাও গুরু দুই মুখা সাপ। চাপিলে গর্জ্জিয়া উঠে বিষম নাগিনী। গুরু মুখে চিনি লহ সরুয়া শঙ্খিনী।

'গুরুবারে বহে বায়ু বিরলেতে চিৎ। এ শূন্য মন্দিরে সুয়া ডাকে বিপরীত॥ সু আ গোটা নহে সে ত্তে অতি প্রাণধন। সভাকারে পরিপূর্ণ আছয়ে পুরণ।' গোরক্ষ বিজয়—১৪০—১৪২ পৃ:। বিরলে-শূন্যে। সর্ব্বশেষে বায়ুর সাধনায় শূন্যে অধোমুখী পুষ্প (সহস্রার-পদ্ম) ঊর্দ্ধমুখ হইল। জীবাত্মা সোঽহং এর পরিবর্ত্তে ওঁ ধ্বনিতে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করিল। এই সপ্ত সাধনের ইঙ্গিত দ্বারা গুরু মীননাথের জাগরণের প্রচেষ্টা হইল। তাহার পর গোরক্ষনাথ গুরুকে মাসতত্ত্ব—বার মাসের সাধন-তত্ত্ব বলিতেছেন। ইহাতেও কায়াসাধনায় চক্র সাধনের ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়। মূলাধার পদ্মে যথা—'আগ্রণ মাসেত গুরু হেমন্তের রিত। ব্রহ্মনালে উত্তানে সুধিব সুনিশ্চিত॥ আদিতে আগ্নি এ পুনি ধরয়ে অনল। ব্রহ্মণাল ভেদিলে সে মর্দ্দে রিপুদল।' অনাহতে অর্থাৎ যোগ সাধনার চতুর্থ অবস্থায়—'ফাল্গুন মাসেত গুরু আনন্দে পাতি ফান্দ। চারি পরে বন্দী করি বান্ধিবা যে চান্দ। চাঁদের ঘর বন্দি কর অন্য নাহি জানি। পঞ্চ শব্দ কথা শুন সুললিত ধ্বনি।' চান্দ অর্থ চন্দ্র-রস, প্রাণ বায়ু। জৈষ্ঠ মাস হইতে অভয়পুরী বা শিরো-ব্রহ্মাণ্ডের কাজের সঙ্কেত বর্ণিত হইয়াছে। 'জৈষ্ঠ মাসেত গুরু ভানু খরশান। সুরসা সাপিনী তোলে কৈলাস সমান। অর্দ্ধে উর্দ্ধে (অধঃ হইতে উর্দ্ধে) তুলি ধর কাম (কুণ্ডলিনী) মহাবলী। বার স্মরণ করি না করিয়া কেলী॥' গো-বি-১৪২-১৪৩ পৃ:। সুরসা সাপিনী বা কাম মহাবলী—কুণ্ডলিনী, তিনি বাসনাময়ী, সূর্য্য স্বরূপিনী। তাঁহাকে অধঃ হইতে উর্দ্ধে উত্তোলন করিতে হইবে। নাথমতে তিনি রস স্বরূপিনী। যে বারে বাম নাসায় শ্বাস-প্রশ্বাস বেশী প্রবাহিত হয়, সেই বারে রস সাধন প্রশস্ত কেলি অর্থ রসক্রীড়া। ইহা নারী সহ যেরূপ এক শ্রেণীর সাধকের আচরণীয় আবার স্বদেহে-ও অমৃতপান নাথযোগীদের সাধ্য। মাস-তত্ত্বকে নারী লইয়া তান্ত্রিক কৌল সাধন-সঙ্কেত বলিয়া কেহ মনে করেন। গোরক্ষ বিজয়ের কতক পদে নারী সহ সংসার-বাসে যাহাতে রস-রক্ষা হয়, সে নির্দ্দেশ আছে বটে, যথা 'অমাবস্যা পালিও, সংক্রান্তি পালিও, ডান দিকে না শোওয়াইও নারী' ইত্যাদি, কিন্তু ইহা সংসার ধর্ম্মে সংযত জীবন যাপনের উপদেশ বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে যোগসাধনের ইঙ্গিতই ইহাতে মুখ্য বলিয়া মনে করি। তাহার পর বিশুদ্ধ চক্রের উর্দ্ধে কার্য্য সাধন বিষয়েই বিশেষ ভাবে বর্ণনা আছে। নবদ্বার' বিবিধ মুদ্রা দ্বারা

বদ্ধ করিয়া স্থিতি সমূহ ও ভুতাত্মাকে দেহে আবদ্ধ করতঃ ক্ষয় নিরোধ এই অর্থ।

'মন্ধে উর্দ্ধে তালি দেও গুরু মোচন্দর। পরমাত্মা চিনি লও সুনহ উত্তর॥ বাউ ঘরে কিবা বাউ কর বন্দি। মূলে স্থির কর, গুরু কহিলাম সন্ধি॥ বাউর ঘরেত গুরু বায়ু কর নিসা। আছোক বাধক তবে হইয়া জাইব কাচা॥ খাল জোয়া তথ গুরু (ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার মিলন স্থান—ত্রিবেণী) বায়ু কর তথ। গরল (অমৃত) ভক্ষণ কর চিত্ত নিজ পথ। সরীর সম্ভোগ বায়ু কমল সাধন (ষটচক্র সাধন)। সট চক্র ভেদ গুরু খেলাউক উজান॥ মেরুমূলে রহিব চন্দ্র (রস) না টুটিব কলা। বেঙ্কা নালে শোষ গুরু না করিয় হেলা। ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা বুঝিবা বাউ সন্ধি। রবি শশি (অপান ও প্রাণ বায়ু) চলিয়াছে তারে কর বন্দি॥ মন হয় গোসাই পবন হয় সাই। হেন তত্ত্ব কহি আছে আপনে গোসাই... ... ... আসনেত মন করি চিন একাদশী (দশম দ্বারের উর্দ্ধে সহস্রার পদ্ম)। পরম নিচল মধ্যে (উহার উর্দ্ধে-শূন্য স্থানে) ধ্যান কর বসি। বিপন্থে বহিলে বাপু কিছু নাহি ফল। কায়া সাধ গুরু বাপ চিন যম কাল। স্তুতির কমল (ঐ পদ্ম) গুরু বেড়িয়া জে পাতে। তাহাতে ডুবাঅ মন গুরু মীননাথে॥' গো-বি-১৪৬-১৫০ পৃঃ। রস স্বরূপ ভুতাত্মা, বায়ু দ্বারা উর্দ্ধে পরিচালিত হইলে বিভিন্ন চক্রে উহার পাক-কার্য্য চলিতে থাকে এবং সহস্রারে উহ সঞ্চিত হয়। ইহা অমৃত স্বরূপ এবং ইহা ধারা আপ্লুত হইয়া ও মধু বাতে জীবাত্মা অমৃতময় হয়। বায়ুর সঙ্গে অন্যান্য ভুতাত্মা ও মন যেমন সুষুম্না পথে বিভিন্ন চক্রে গমন করিয়া বিভিন্ন শক্তি লাভ করে সেইরূপ তাহাদের শোধন ও সূক্ষ্মতা সম্পাদন কার্য্য-ও সংসাধিত হয়। ইহাই কমল সাধন।

উজান অভিযানে বায়ুর প্রচণ্ডতাকে সাম্য অবস্থায় রাখিবার জন্য রসের উপযোগিতা অপরিহার্য্য এবং ধ্বনিতেও মনকে নিবিষ্ট রাখিতে হয় নতুবা পতনের আশঙ্কা থাকে। বায়ুর ন্যায় সূচনা ও অন্তিমে ধ্বনিই' আশ্রয়।

গুরু মীননাথ কায়াসাধনের সমস্ত সঙ্কেত জানিতে পারিয়া কদলির রাজ্যপাট ছাড়িয়া যাইতে ব্যাকুল হইলে, সমস্ত যুবতী সুসজ্জিত হইয়া, একমাত্র পুত্র বিন্দুনাথকে নিয়া মীননাথের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বিবিধ কৌশলে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়া মোহভ্রান্তির সৃষ্টি করিলেন।

'ভোলেত পড়িল মীন কৈন্তাব আলাপে নোল সর কদলি মিলি মীনেব পাও চাপে। বিন্দুনাথেবে মীনের কোলে দিয়া। মঙ্গলা কমলা দুই পাশেতে বসিয়া। ... ... ভোলা মোচন্দর গুরু পড়িলেক ভোলেত। কামিনী এড়িতে গুরু নাহিক মনেত।' গো-বি-১১২-১১৪ পৃঃ।

ইহাতে গোবক্ষনাথ দুঃখিত হইয়া গুরুকে ভৎসনা করিলেন এবং গুরু-পুত্র বিন্দুনাথকে নখ দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া পুনরায় তাহাতে জীবন সঞ্চারিত করিলেন। এইরূপ অলৌকিক কার্য্য সাধন এবং মহাজ্ঞান লাভের সন্ধান পুনঃ পুনঃ বলা সত্বেও গুরুর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল না। গোপীচাঁদেরও এ অবস্থা হইয়াছিল। হাড়িপা এবং ময়নামতীর প্রচেষ্টায় তিনি শেষ পর্য্যন্ত যোগপথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এইবার যতিনাথ গুরুকে একত্রিশটি প্রশ্ন দ্বারা জাগরণের চেষ্টায় বদ্ধ পরিকর হইলেন। এই প্রশ্নোত্তরের কয়েকটি চরণের সঙ্গে হাড়মালায় শিবশক্তির প্রশ্নোত্তর তুলনীয়।

গোবক্ষবিজয়—'শুন শুন মোচন্দর বিনোদের দিষ্টি। কহি দেয় গোঁয়াল সংসার যে স্থিতি। কোন নালে আইসে প্রাণ কোন নালে যায়। কেমন সংযোগে আত্মা পরিচয় হয়। জল আর কুম্ভে সুখী রহিছে কোন লক্ষে আকাশে থাকয়ে বায়ু সে—বা কিবা ভক্ষে। কোন ক্ষেণে করে মন আয়লে (সুষুম্নায়) গমন। নিদ্রায় চেথায় মন আসি কোন জন। কোথায় বৈসয়ে মন কোথায় পবন। কোথায় বৈসয়ে পঞ্চ তত্বের আসন। বাহিরে ভিতরে শব্দ কোনে করে নিতি। কোন পিণ্ড তাহার যে কোন স্থানে স্থিতি। ... . প্রথমে কহিবা গুরু কায়া পরিচয়। কায়া কোথা হইতে পাইলা কাহাতে উদয়। দ্বিতীএ কহিবা গুরু এ তত্ব কারণ। অরূপা কাহারে বলি রূপে কোন জন। ... ... চতুর্থে শ্রীহাটের কহিবা কথন। কহিবা সকল তত্ব মীন মহাজন। ষষ্টে কহিয়া দেও প্রভুর বিচার। কোন মন্দিরে থাকে কিরূপ তাহার। অষ্টমেতে আর কথা কহি দেও মোরে। জল ভূমি আর আকাশ রহিছে কোন যোরে। নবমে পবন আছয়ে কোন লক্ষে। সভার আহার আছে বায়ু কিবা ভক্ষে।

দশমে নিদান বুঝি কেহ নাহি রয়। দীপ নিবাইলে জুতি (জ্যোতি) কোথা গিয়া রয়। শরীর বিয়োগে প্রাণ কোথা চলি যায়। এহার পরম তত্ত্ব কহ মীনরায়। একাদশে কহি দেহ শব্দের ব্যবস্থা। শব্দ উঠিলে ধ্বনি চলি যায় কোথা। (তুং বিন্দুভেদ যেহি নাদ সে ভেদ শুন্যেরে। স্বরূপে সকল কথা কহত আমারে। হাড়মালা।) ত্রয়োদশে কহি দেয় পরম কারণ। নিদ্রা কাহাকে বলি চেয়ায় কোন জন। চতুর্দ্দশে কহি দেয় বাপ মাও স্থান। তখনে আছিলা তুমি কাহার ভুবন। কোথায় জন্মিলা তুমি কোথায় হৈলা স্থির। কনে বা করিব তোমার এ সপ্ত শরীর।' তুং-পিতার পতিত বিন্দু মায়ের রজঃফোটা। ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া বায়ুয়ে বান্ধে গোটা গোটা। নিগম সপ্তক।

... ...

উনবিংশে আর কথা কহ মহাজন। কেমন মন্দিরে থাকি-কারে বলি মন। বিংশতিতে কহ মনুরার স্থান স্থিতি। কোথায় থাকি আহার করয়ে নিতি নিতি। ... ... দ্বাবিংশে কহি তত্ত্ব শুন মীন রায়। নিদ্রা গেলে মনুবা জে কোন খানে যায়।) হাড়মালা—দেবী বুলে ওহে প্রভু শুনহ শঙ্কর। যত কিছু কহিলা তুমি শুনিল অথান্তর। কোথা উপজিল কোথা বৈসে মনবায। কোথাতে আসিল মন কোথাতে মিলায়। কেবা করয়ে কর্ম্ম কেবা লিপ্ত পাপে। কেবা উন্মনা আছে লিপ্ত সব তাপে।। কোথাতে বৈসয়ে শিব কোথাতে শকতি। কোথা বৈসে কালদণ্ড কোথাতে পাপমতি।। ... ...

... ... ষড় ইন্দ্রিয় বৈসে মনের সংহতি। মনরূপে নিরঞ্জন প্রতি ঘটে স্থিতি।। নিরঞ্জন রূপ সংসারের সার। মায়াতে মোহিত করে জগৎ সংসার।। বায়ুর আগেতে আছয়ে মনরায়। নিরবধি শরীরেতে ভ্রমিয়া বেড়ায়।। স্থানে স্থানে গেলে মন ধরে নানারূপে। মনস্থিরে যোগসিদ্ধি জানিও স্বরূপে ইত্যাদি। গোরক্ষনাথের অনেক প্রশ্নের উত্তর, হাড়মালা ব্যতীত নিগম সপ্তকেও আছে।

এইরূপ প্রশ্নোত্তরে সমস্ত কদলি বিচলিত হইলেন এবং মীননাথ তাহাদের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন আশঙ্কায় সকলে মিলিয়া গুরুকে চারিদিক হইতে বেষ্টিত করিয়া রাখিলেন। অনন্যোপায় দেখিয়া গোরক্ষনাথ

যোগবলে সমস্ত কদলিকে (কামরূপের নারী) বাদুরে পরিণত করিয়া ফেলিলেন এবং বিন্দুনাথ ও মীননাথ সহ শূন্যপথে নিজ আশ্রম বিজয়া নগরে উপনীত হইলেন।

দেখিয়া যে জতিনাথ অগিনি হেন জলে। চন্দ্র সুর্য্য সাক্ষি করি গোর্খনাথে বোলে। মুখে খাও মুখে বহ্‌ মুখে জাও সঙ্গ। গোর্খের শাপেত উঠ হইয়া পতঙ্গ। ... ... এ বলিয়া জতিনাথ হাতে মারে তুড়ি। বাদুর হইয়া সব কদলি গেল উড়ি॥ কদলি সকল গেল মীননাথ এড়ি। সকল কদলি গেল শূন্য হইল পুরি॥ ... ... আসনে তুলিয়া তিন করিলা গমন। এহিমতে চলি গেলা বিজয়া ভুবন॥ কায়াসাধে মীননাথ বসিয়া য়াসনে। আদ্ধে য়াধে (অধে-উর্দ্ধে-মূলাধার হইতে সহস্রার) ভিড়ি গুরু সাধে ব্রহ্মজ্ঞান॥ — — জোগ সাধে মীননাথে স্থির কৈল কায়া। সুন সুন গুনিজন গোর্খের বিজয়া॥' গো-বি-১৯৬-১৯৮ পৃঃ। এইরূপে যতিনাথ, গুরুকে সিদ্ধদেহ লাভ ও রক্ষার সাধন-সন্ধানে উদ্দীপিত করিলে তাঁহার সমস্ত লুপ্ত মহাজ্ঞান স্মৃতিপথে উদয় হইল। মীননাথ যোগাবলম্বনে সিদ্ধ দেহ ফিরিয়া পাইলেন।

যোগপরিচয়ের শেষের কয়েকটি চরণ এইরূপ। 'সকল ছাড়িয়া গুরু খেমাইরে কর রাজা। ভক্ষিআ গরল চন্দ্র কায়া কর তাজা॥ কহিতে কহিতে গোর্খ হাতে মারে তুড়ি। বিচলিত মীননাথ রাজ্যপাট ছাড়ি॥ উলটিয়া কৈল গোর্খে মীন কর্ণে লাগি। জ্ঞানের প্রভাবে তান ভ্রম গেল ভাগি॥ সুখ ভোগ মীননাথ যার নাহি ভাএ। ছিকলি ভাঙ্গিয়া কথা গোর্খনাথে কহে॥ গোর্খের বিজয় কথা কবিন্দ্র রচিল। সঙ্গিত পাচলা করি প্রচারিয়া দিল॥' গো-বি-১৫৩ পৃঃ।

অমরত্বের সন্ধান যিনি লাভ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে মৃত্যুপরিণামী সুখ অতি তুচ্ছ। তাই মীননাথ শেষ পর্য্যন্ত কল্যাণ এবং ভূমার পথ গ্রহণ করিলেন।

আকাশের চন্দ্র পর্য্যন্ত জীবাত্মা ও ভূতাত্মার উত্তোলনের সন্ধান এবং কিরূপে ধ্বনির মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভে অন্তিমে শূন্যলয়ে নাথনিরঞ্জন পদ লাভ হয় সে বিষয়ে পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

—সমাপ্ত—

—ঃশুদ্ধি-পত্রঃ—

শব্দ	পৃষ্ঠা	শব্দ	পৃষ্ঠা	শব্দ	পৃষ্ঠা
গোরক্ষ–সং-	খ	পঞ্চতত্ত্ব	৮	শিরে	২৪
বর্ণিত --	গ	শ্রোত্রের,	৮	আকাশস্তু,	২৫
প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদ	গ	শ্রোত্র	৮	শরীরে	২৮
বর্ণিত	ঘ	লীনং বায়ৌ	৯	পাত-সাধন	২৮
বিন্দুরও	ঙ	আকশমেবচ	৯	বায়ু-চলাচলের	২৮
নাভিরন্ধ্র	ঝ	আভেত্তে	১০	গো-সং	২৮
পরিপক্ক	চ	ভবেৎ	১০	এহিরূপে	২৯
নাড়ীর	ঝ	প্রাণায়ামং	১০	ভস্মনা	৩০
অবশ্যম্ভাবী	চ	সুষুম্না	১১	'সব্দ'	৩০
নাথ্ রা	১	ঊর্দ্ধমেঢ্রাদধোনাভেঃ	১১	ভাস্কর	৩১
ডাঃ	১	পৌনার	১১	কবিকা	৩১
অন্তর্ভূক্ত	১	মূলাধারে	১২	অধঃস্থিত	৩২
যাট্‌টি	১	সুবর্ণাভবর্ণৈ	১২	অপানকে	৩২
শিবদুর্গায়	১	যোনির্গুদমেঢ্রান্তরালগা	১২	পরমাত্মা-স্বরূপ	৩৩
স্বয়ম্ভূর	১	পঞ্চবন্ধ	১৩	অপান	৩৪
গূঢ়	২	কুর্ম্মশ্চ	১৪	নীলোৎপলদলপ্রভং	৩৪
সাধিতে	৩	তিনি	১৪		
খেতরে	৪	নাড়ী	১৫	যাজ্ঞবল্ক্যের	৩৪
২৪-স্থানে	৫	দুই বায়ু	১৫	আত্মা	৩৬
নিরঞ্জনঃ	৫	আর ত	১৬	রূপমব্যয়ং	৩৬
ব্রহ্ম-নিষ্কলং	৫	বিন্দু-ব্রহ্ম	১৯	মধ্য শূন্য	৩৭
নাথ্ দেব	৫	বইসয়ে	২৬	না যায়	৩৭
সভান্তর	৭	স্থূল	২২	স্থূলকে	৩৭
৪৫ দেহ	৭	পঞ্চেন্দ্রিয়	২৩	সংহরনাস্তিকং	৩৮
ভূবন	৭	ভূত	২৩	জীবাত্ম-পরমাত্মনাং	৩৯
ছোট	৭	বিষয়-বিনিবৃত্ত	২৩	নাথ্ রা	৪১
পঞ্চ ধারণা	৭	ভমস্তি	২৪	মূর্ত্তি	৪১
				অণোরণীয়ান	৫২

শব্দ	পৃঃ
২৪ প্রশ্নে	৪৩
মথুরা	৪৩
নাথদের, নাথগণের	৪৫
অপান	৪৬
নাড়ীর	৪৬
প্রশ্বাসের	৪৬
যোগস্বরোদয়	৪৬
সুষুম্নাস্থিত	৪৭
পিণ্ডের	৪৮
বিবর্জ্জিয়া	৫০
কোলেতে	৫২
বিস্রংমানস্থ	৫২
শরীরস্থস্থ	৫২
ত্রিসন্ধ্যাব	৫২
সচ্চিদানন্দ	৫৩
কর্ণিকে	৫৩
বাউল মতে	৫৬
নাসাগ্রে	গ
মনের অগোচবে	গ

—: অবতরণিকা :—

অন্তর্ভূক্ত	১
অ-মৃত	৪
অন্তর্মুখী	৬
হইল	৭
বায়ু যে আকাশ	৭
পুরুষের	৭
ভিতরে	৮
অন্তর্মুখী	৯
প্যাণি	১০
দিয়েছিনু	১০
বধূরে	১১
একি	১১
মুরছি	১১
পরাণ	১২
উল্লাসি	১২
একি	১২
সংসাধিত	১২
চিন্ময়	১৫
ব্যবস্থানুযায়ী	১৫
নীরোগ	১৫
মনঃ সাধন	১৫
মনঃ সংযম	১৫
প্রক্রিয়ায়	১৬
পঙ্ক	১৭
অধঃশক্তি	২২, ৪৬, ৪৭
উদ্ভূত	২৯, ৬২
যাতায়াত	২৯
বর্ণিত	৩৩
উদ্ভূত	৩৬
অধঃশক্তি	৪০
বসকেলি	৪১
বিষং	৪৭
ব্রহ্মাণ্ড, কে	৪৯
ইহার নাম	৫১
গতাগত	৫২
পুষ্প	৫৩
পিণ্ডাদি	৫৯
নির্ব্বিঘ্নে	৫৯
বিষয়ানুসারিণী	৬১
পরিব্যাপ্ত	৬১